শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ—১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৪০৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখাজ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৭শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন ১৪০৩
৫ গোবিন্দ, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ { ১ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২২৩ পৃষ্ঠার পর]

বিষয় ও আশ্রয় বিগ্রহ

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতিসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্য বস্তু, বাস্তব-বিষয়াশ্রয় মিলিত-তনু—শ্রীচৈতন্যদেব। চিৎ বা সম্বিৎ—স্বতন্ত্র, অচিৎ বা অজ্ঞান—অস্বতন্ত্র। জ্ঞান ও জ্ঞানের অভাব—এই মিশ্রভাবসম্পন্ন আমরা বদ্ধজীব-সম্প্রদায়। সেইরূপ আমাদের একমাত্র উপাস্য—শ্রীচৈতন্যদেব। 'বিষয় ও আশ্রয় মিলিত হ'য়ে যে অপ্রাকৃত শরীরটী, তিনি সেই বস্তু। জড়বিষয় ও জড় আশ্রয়কে লক্ষ্য ক'রে একথা বলা হচ্ছে না। জড়জগতে অসংখ্য বিষয় ও অসংখ্য আশ্রয়ের অভিমানে সকলে অভিমানী। পূর্ণ-চেতন কোন অস্বতন্ত্রতার বাধ্য ন'ন, এজন্য তাঁকেই 'বিষয়' বলা হয়। তাঁ'র ঘোষা-সম্প্রদায়কে 'আশ্রয়' বলা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যদি কেবল বিষয়বিগ্রহের লীলা ক'রতেন, তা'হলে চিদচিন্মিশ্র বদ্ধজীব সম্প্রদায়ের মঙ্গল হ'তো না, তা' হ'লে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেতো। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' এই গীতার বাক্যানুসারে আমরা যে জড়জগতের কর্ত্তা বা বিষয়া-ভিমান ক'রছিলাম—শ্রুতির তাৎপর্য্যবোধে বিমুখ হ'য়ে "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্য উচ্চারণ ক'রে যে 'বিষয়' সাজ্‌বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রছিলাম—ক্ষুদ্র হ'য়ে বৃহৎ এর প্রতি যে মুখভঙ্গী ক'রছিলাম, সে অমঙ্গলের হাত হ'তে আমরা উদ্ধার পেতাম না, যদি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়-বিগ্রহের রূপ ও ভাব অবলম্বন না ক'রতেন। শ্রীগৌর-সুন্দর সেবাধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ, কিন্তু স্বয়ং—বিষয়তত্ত্ব যে বিষয়তত্ত্ব হ'তে অনন্ত কোটি জীব প্রক' হ'য়েছে, তিনি সেই বিষয়বিগ্রহ বলদেবেরও পরম বিষয় ; এজন্য তাঁকে 'মহাপ্রভু' বল তিনি বিষয়-বিগ্রহ হ'য়েও আশ্রয়ের ভাব-কা

ক'রেছেন। এ জগৎ থেকে দেখতে গেলে বিষয়—এক অর্দ্ধ, অপরার্দ্ধ—আশ্রয়। আমরা বিষয়-বিগ্রহ হ'তে চ্যুত হ'য়ে যে জগতের বিষয়বিগ্রহের অভিমান করছি—মূল আশ্রয়-বিগ্রহের বিষয়বিগ্রহের প্রতি সেবার আনুকূল্য হ'তে পৃথক্ হয়ে বিপথগামী হচ্ছি, তা'হতে রক্ষা করবার জন্য বিষয়বিগ্রহ আশ্রয়বিগ্রহের রূপ গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর রূপের তুলনা হয় না। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের ভোগী চিদচিন্মিশ্রিত জীব, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের পিঞ্জরে—মনোধর্ম্মের পিঞ্জরে আবদ্ধ। এমন নরশরীরবিশিষ্ট হ'য়ে সর্ব্বদা পরমার্থ বিহীন—সর্ব্বদা ভগবৎ সেবা-বঞ্চিত ; সুতরাং আমাদের শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত আর অন্য গতি নাই। বিষয় একটি—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ; ছান্দোগ্য ব'ল্‌ছেন,—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে"

এখান হ'তে একটী ঊর্দ্ধ্বস্থিত গোলোক-পদার্থের একটা দিক্ দেখা যায়, অপরাংশ দেখা যায় না—উন্নতাংশে না গেলে দেখা যায় না।

সাধারণ সাহিত্যিক-সম্প্রদায় যে বিষয়াশ্রয়ের কথা আলোচনা করেন, তা'তে বিষয়ের বহুত্ব। ভরত-মুনি অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে বিষয়াশ্রয়ের যুক্ত ভাবের কথা আলোচনা ক'রেছেন, তা'তে আমরা জান্‌তে পারি,—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারি প্রকার সামগ্রীর সমগ্রতা সম্পন্ন হয়, যদি তা'রা স্থায়িভাবের সহিত সংযোগ লাভ করে। তা'তে একটী সুন্দর পানা বা রস প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ ব'ল্‌তে পারেন, রসের সৃষ্টি ত' এ জগতেও হ'চ্ছে। এখানে অসমগ্রের সহিত অস্থায়িভাবের সম্মিলনে বিকৃত ও খণ্ড-রসের উদয় হ'চ্ছে, এজন্য উহা পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মের অধীন। শ্রীচৈতন্যদাসগণই এ কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝ্‌তে পারেন, অপরের সুদুরূহ ব্যাপার।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রুত বিষয় ব্যতীত ব্যক্ত বা অব্যক্ত তার্কিকের নিকট হ'তে কোন কথা শুন্‌বার যদিও আমাদের যোগ্যতা নেই, তা' হ'লেও আমরা তাঁ'দের নিকট হ'তে অনেক কথা শু'নে ব্যতিরেক-ভাবে সাহায্য পে'তে পারি। অসাত্বত শাস্ত্রমধ্যেও অনেক কথা আছে, যা' সত্যের সমর্থকরূপে উদাহৃত হ'তে পারে। মহাজনগণও অসাত্বত শাস্ত্র হ'তে বাস্তব সত্যের সমর্থকরূপে অনেক বাক্য উদ্ধার ক'রে প্রমাণ ক'রেছেন যে, সাত্বত শাস্ত্র ত' একথা স্বীকার করেনই, অসাত্বত বিচারকেরও ইহা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে অপর পথ গ্রহণ ক'রেছি ব'লে যে বাহ্য প্রতীতি হ'চ্ছে, তা'তে আমরা বেশী দোষ করি নাই ব'লেই মনে হয়। আমরা অসাত্বতগণের নিকট হতেও এমন কথা পাব, যা' আমাদিগকে সাহায্য ক'র্‌বে—অন্বয়ভাবে নয়, ব্যতিরেকভাবে সাহায্য ক'র্‌বে। কেবল একমাত্র গুরুপাদপদ্মই অন্বয়ভাবে সাহায্য ক'রে থাকেন। মোট কথা, দুঃসঙ্গ কর্‌বার জন্য আমাদিগের যত্ন হয় নাই।

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্য বস্তু বাস্তববিষয়াশ্রয়মিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁহার আশ্রিত জীবকুল তাঁহার চেষ্টায়ই অনুপ্রাণিত। শ্রীচৈতন্যদেব সারা জীবন ধরিয়া কৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার নিত্যকাল-আশ্রিত আমরা ঐ বৃত্তির অনুসরণ করিলেই ত্রিগুণান্তর্গত বর্ত্তমান মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত রাজ্যেরও অনুভূতি লাভ করিব।

চিদচিন্মিশ্র প্রতীতি আমাদিগকে ন্যূনাধিক ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবদোষে সংশ্লিষ্ট করিয়া সেই কৃষ্ণানুসন্ধানকার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করে। তজ্জন্য যাঁহারা বিঘ্নসমাকুল নহেন, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আমরা ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত বস্তুর কোন সন্ধানই পাই না। আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান পূর্ণতার উপলব্ধি করিতে দেয় না, আমাদিগকে নিত্যের পরিচয়, পূর্ণজ্ঞানের পরিচয়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পরিচয় হইতে পৃথক্ রাখে। এখানকার বস্তুবিজ্ঞান জড়তা বা নির্ব্বিশেষ-বিচারে আবদ্ধ। যে কিছু সবিশেষের কথা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের অনুভবের বিষয় হয়, তাহা প্রাগুক্ত দোষ-চতুষ্টয়ের ভূমিকায় অবস্থিত। সেই দোষ হইতে মুক্ত হইতে হইলে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা-বাদের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিতে হয়।

মনোধর্ম্মজীবিগণ যে সকল ভাষায় স্বীয় ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করেন, সেইগুলি ন্যূনাধিক বিপন্ন ও পরস্পর বিবদমান। তাৎকালিক অভিজ্ঞান বাস্তব

অভিজ্ঞান হইতে পৃথক্। বাস্তব অভিজ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হইয়া বাস্তব বস্তুর প্রেমলাভ-চেষ্টাকেই "পরমার্থ" বলে। যাঁহারা লৌকিক অর্থশাস্ত্র-সমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারাও লোকাতীত বাস্তব-বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হইবার যোগ্য। সচ্চিদানন্দ আকর্ষক যাঁহাকে যে পরিমাণ আকর্ষণ করিয়াছেন বা আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা দিয়াছেন, আকর্ষণীয় আমরা সেই পরিমাণে বাস্তব-বিজ্ঞানের অনুভূতি-লাভে যত্নবিশিষ্ট হইতে পারি। যাঁহারা লৌকিক-অর্থ-সংগ্রহ ব্যতীত পরম-ধর্ম্ম, পরম-অর্থ, পরম-কাম, পরম-মোক্ষপদের দিকে যতদুর অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় করেন, তাঁহাদের ভাষাসমূহ ততদূর চিন্ময় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবে জানিয়া আমরা কতিপয় প্রশ্ন লইয়া সদুত্তর লাভের আশায় পারমার্থিক-রুচি-সম্পন্ন জনগণের সমীপে উপনীত হইয়াছিলাম।

চিদচিন্মিশ্রভাবসম্পন্ন জীবগণের নিকট ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয়-রহিত কৃষ্ণানুসন্ধানের কথা পাওয়া যাইতে পারে না জানিয়াও অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসার উপদেশ লাভ করাও আমাদের তাদৃশী প্রবৃত্তি। সুতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেকমূলে আমাদের অভীষ্ট কৃষ্ণানুসন্ধান ন্যূনাধিক লাভ হইবে জানিয়া পারমার্থিকের সঙ্গ আমাদের লোভনীয় বিষয় হইয়াছিল। পরম-ধর্ম্মের প্রতিকূল, পরম-অর্থের প্রতিকূল, পরম-কামের প্রতিকূল, পরম-মোক্ষের প্রতি-কূল ভাব ও ভাষা-সমূহ আমাদের উদ্দেশ্য বিনাশ করিবার প্রয়াস করিবে জানিয়াও সেইরূপ প্রতিকূল সঙ্গ হইতে আমাদের প্রাপ্যাংশ গ্রহণ করিতে বাধা নাই, জানিয়াছিলাম। অসাত্বত পুরাণ, অসাত্বত পঞ্চরাত্র ও অসাত্বত দর্শনসমূহ, অসাত্বত ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ রাজস-তামস-বর্ণন-পূর্ণ বিভিন্ন উপদেশ-সমূহের মধ্যেও মঙ্গল-বিস্তৃতি ও অভদ্রনাশের যে সকল কথা সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাও পূর্ব্ব মহাজনগণ আলোচনা করিয়াছেন এবং অভীষ্টসিদ্ধিলাভেও তাঁহাদের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্
বহিরঙ্গা মায়া বৈভব প্রকরণম্

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

ওঁ হরিঃ। স্বরূপ বৈভব প্রতিচ্ছবিরূপা মায়া॥ হরিঃ ওঁ॥ ২৫॥

শ্বেতাশ্বতরে। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমে বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্ত-মনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ভাগবতে। ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎ স্থান নিরোধ সম্ভবাঃ। তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্॥ শ্রীজীবঃ। বহিরঙ্গয়া মায়য়াখ্যায়া প্রতিচ্ছবিগত বর্ণ-সাবল্য স্থানীয় বহিরঙ্গ বৈভবজড়াত্মপ্রধানরূপেণ। আভাসো জ্যোতির্বিম্বস্য স্বীয় প্রকাশাৎ ব্যবহিত প্রদেশে কথঞ্চিদুচ্ছলিতঃ প্রতিচ্ছবি বিশেষঃ॥ ২৫॥

স্বরূপ বৈভবের প্রতিচ্ছবি মায়া। ২৫॥

শ্বেতাশ্বতর বলেন,—সেই পরমেশ্বরকে জগতের এই সূর্য্য প্রকাশিত করতে পারে না, যথা চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সকল প্রাকৃত জ্যোতি ব্রহ্মবস্তুকে প্রকা-শিত করে না, এই অগ্নির কি ক্ষমতা আছে? স্বয়ং প্রকাশরূপ অখণ্ড চিন্ময় জ্যোতি সেই ভগবানের অনু-গ্রহ দ্বারাই এই সমস্ত জ্যোতিসমূহ প্রকাশ লাভ করে। ভাগবত বলেন, যে কৃষ্ণ হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয় হয়, তিনিই এই সৃষ্ট জগতে প্রতি-ফলিত। এই মায়িক প্রতিফলন হেয় হইলেও প্রতি-বিম্বিত ভগবান্ স্বরূপে প্রতীয়মান। ভগবল্লীলার মুখ্য পঞ্চরস সকল চিজ্জগতে বিচিত্ররূপে উপাদেয়।

তত্তৎ প্রতিফলন জগতের জড়ীয় জীব-সংসার। এই-রূপ প্রাদেশিক তত্ত্ব তোমাকে দেখাইলাম। শ্রীজীব গোস্বামী মায়া সম্বন্ধে শ্রীভগবৎসন্দর্ভে বলিতেছেন,—মায়া নাম্নী বহিরঙ্গা শক্তি প্রতিচ্ছবি বা প্রতিফলন-জনিত নানা বর্ণের মিশ্রণ-স্থানীয় বৈচিত্র্যময় তাঁহার বহিরঙ্গ বৈভব জড়াত্মক প্রধান বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূপে অবস্থান করেন। আভাস-শব্দে জ্যোতি-বিম্বের স্বীয়প্রকাশ হইতে ব্যবধানযুক্ত অর্থাৎ দূরস্থ প্রদেশে কিছু উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবিকেই বুঝাইতেছে। সেই আভাস যেমন জ্যোতির্বিম্বের বাহিরেই প্রতীত হয়, অথচ জ্যোতির্বিম্ব ব্যতীত তাহার প্রতীতি নাই, মায়াও সেইরূপ। ইহা দ্বারা প্রতিচ্ছবি-পর্য্যায়ভূত আভাসধর্ম্মহেতু সেই মায়াতে 'আভাস' নামও শব্দিত হইয়াছে। [২৫]

ওঁ হরিঃ ॥ প্রধানাদি পদবাচ্যা ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ২৬ ॥

বৃহদারণ্যকে। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে ॥ শ্বেতাশ্বতরে। ক্ষরং প্রধানমিতি ॥ মহাসংহিতায়াং। শ্রীভূদুর্গেতি যাভিন্না জীবমায়া-মহাত্মনঃ। আত্মমায়া তদিচ্ছাস্যাদ্ গুণমায়া জড়াত্মিকা ॥ শ্রী-নিম্বাদিত্য স্বামী। মায়া প্রধানাদি পদ প্রবাচ্যা শুক্লাদি ভেদা সমেপি তত্র ॥ শ্রীজীবঃ। তস্যাপ্যাভাসাখ্যত্বমপি ধ্বনিতম্ ॥ ২৬ ॥

মায়াই প্রধানাদি পদবাচ্যা ॥ ২৬ ॥

শ্বেতাশ্বতর এবং ঈশাবাস্য মন্ত্রানুসারে,—আত্মার চিন্ময়ত্ব বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা অবিদ্যারূপা মায়ার ভজনা করেন, তাঁহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। শ্বেতাশ্বতর বলেন—ক্ষরণশীল ও পরিণামিনী এই প্রকৃতি ইত্যাদি। মহাসংহিতায়,—শ্রী, ভূ, দুর্গা ইত্যাদি নামধেয়যুক্ত ভগবানের সেই পরাশক্তি জীব-মায়ারূপে, তাঁহার ইচ্ছাময়ী যোগমায়ারূপে এবং জড়-রূপা গুণমায়ারূপে ত্রিবিধভাবে প্রতীত হয়। শ্রী-মন্নিম্বার্ক স্বামী বলেন,—প্রধান, প্রকৃতি ইত্যাদি শব্দ-বাচ্যা এই মায়া শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ইত্যাদি ত্রিবর্ণাত্মিকা বা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মিকা বলিয়া অভিহিতা হই-য়াছে। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন,—আভাস শব্দদ্বারাও সেই মায়া সূচিত হইয়াছে। [২৬]

ওঁ হরিঃ ॥ গুণাত্মিকা স্থূললিঙ্গাভ্যাং চিদাবরণী চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৭ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। অষ্টকৈঃ ষড়্ভিবিশ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণে। তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। মহা-মায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥ গীতায়াং। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ॥ শ্রীজীবঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা তথাপ্যস্যা স্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীতি। ইয়মপি জীবজ্ঞানমা-বৃণোতি ॥ ২৭ ॥

মায়াই সত্ত্ব-রজ-তম গুণস্বরূপা, স্থূল ও লিঙ্গ দ্বারা চিদ্বস্তুকে আবৃত করে ॥ ২৭ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ব্রহ্ম-শক্তিকে বিশ্বচক্ররূপে বর্ণন করিতেছেন,—মায়ার ছয় প্রকার অষ্টক যথা,—প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই প্রকৃত্যষ্টক ; ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই ধাত্বষ্টক ; অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা—এই ঐশ্বর্য্যাষ্টক ; ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য—এই ভাবাষ্টক; ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃপুরুষ ও পিশাচ—এই দেবাষ্টক ; দয়া ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, আয়াসহীনতা, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা—এই গুণাষ্টক ; এই ছয় প্রকার অষ্টক-চক্রে যুক্ত বিশ্বচক্র। স্বর্গ প্রভৃতি লোক, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতি ও অন্নাদি বহুবিধ বিষয়ক কামনা যাহার এক মহা-পাশ। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ভেদে বিভিন্ন পথে সে চক্র ঘুরিতেছে। পাপ ও পুণ্য এই দুইটির নিমিত্তীভূত এক দেহেন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি, জাতি প্রভৃতি অনাত্মাতে আত্মাভিমানরূপ মোহগ্রস্ত সেই বিশ্বচক্র ঋষিরা দর্শন করিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে,—জগৎপতি শ্রীহরির যোগমায়ার অচিন্ত্য কার্য্যসমূহে বিস্ময়ের প্রয়োজন নাই ; কারণ তাহার ছায়ারূপা মহামায়া সমস্ত জগজ্জীবকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। তথা গীতায়, ভগবান্ বলেন,—এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব জীবের পক্ষে স্বভাববশতঃ দুরতিক্রম্যা। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন,—মহামায়াশক্তি যদিও বহি-রঙ্গা, তথাপি তটস্থশক্তিময় জীবসকলকেও আবৃত

করিবার শক্তি এই মায়া ধারণ করে। বহির্ম্মুখ জীবের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে এই মায়া আবৃত করিয়া রাখে। [২৭]

ওঁ হরিঃ ॥ তস্মিন্ দেশ কাল কর্ম্মাদি জড় ব্যাপার বিশেষাঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৮ ॥

শ্বেতাশ্বতরে,—ছন্দাংসি যজ্ঞা ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধং ॥ ভাগবতে। সা বা এতস্য সন্দ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণঃ। প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণ সাম্যাবস্থা তমোমায়াদি শব্দবাচ্যা কালস্তু নিমিত্তভূতো জড়দ্রব্য বিশেষঃ কর্ম্মতু জড়মদৃষ্টাদি ব্যপদেশ্যমনাদি বিনাশীচ ॥ ২৮ ॥

সেই মায়াতেই দেশ-কাল-কর্ম্মাদি জড় ব্যাপার বিশেষ সকল বর্ত্তমান ॥ ২৮ ॥

শ্বেতাশ্বতরে,—চারিবেদ, গায়ত্র্যাদি ছন্দসমূহ, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ, অন্যান্য শুভকর্ম্ম সদাচারাদি ক্রিয়া, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং আরও যাহা কিছু বেদশাস্ত্র প্রতিপাদন করেন, এই সমুদয় বিশ্বপ্রপঞ্চই পরমেশ্বর স্বীয় প্রকৃতি হইতে সৃজন করেন এবং এই সৃষ্ট জগতে বদ্ধজীব মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সন্নিরুদ্ধ থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে মৈত্রেয়োক্তিতে,—দ্রষ্টৃস্বরূপ পরমেশ্বরের দ্রষ্টৃ-দৃশ্যানুসন্ধানরূপা বা কার্য্যকারণরূপা শক্তিই মায়া। হে মহাভাগ, এই মায়াশক্তির দ্বারাই পরমেশ্বর পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন,—প্রশ্বতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। উহা তমোমায়াদি শব্দ বাচ্যা। প্রকৃতি ঈশ্বরের ঈক্ষণে সমর্থা হইয়া বিচিত্র জগৎ সৃজন করে। কাল হচ্ছে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, যুগপৎ, চির, ক্ষিপ্রাদি শব্দ প্রয়োগের কারণভূত, ক্ষণ হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত উপাধি বিশিষ্ট, চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল, প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্তভূত জড়দ্রব্য বিশেষ। কর্ম্ম জড় পদার্থ, অদৃষ্টাদি শব্দ ব্যপদেশ্য, অনাদি ও বিনশ্বর। [২৮]　　(ক্রমশঃ)

বর্ষারম্ভে কৃপাপ্রার্থনা

৪৭৪ শ্রীগৌরাব্দে, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে ও ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনীপূর্ণিমা-তিথিতে নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকার সপ্তত্রিংশ বর্ষের শুভারম্ভে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপা-প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীচৈতন্যবাণী ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু অভিন্ন। পরতমতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে এবং তাঁহার শিক্ষাকে কৃপা-ব্যতীত যেমন কেহ অবধারণ করিতে পারেন না, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ও তাঁহার নিজজনের কৃপা ব্যতীত কেহই শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রকাশক ও অবধারক হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যবাণীর লেখক ও পাঠকের ভূমিকা—সাধারণ লেখক ও পাঠকের ভূমিকা হইতে পৃথক।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-রচিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের [চেতোদর্পণমার্জ্জনং···শ্লোকের] বিবৃতিতে পরমগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনায় নমঃ', তৎপরে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের' জয়গান করিয়াছেন। সাধারণ বুদ্ধিতে 'ব্যক্তি' প্রণম্য অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' ইহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কি প্রকারে প্রণম্য হয় ইহা অবোধগম্য। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন ঐরূপ অনুভূতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় ঐরূপ লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন এইরূপ উপলব্ধিযুক্ত শুদ্ধভক্ত বা সদ্‌গুরুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের অধিকারী, এইজন্য শ্রীসঙ্কীর্ত্তনকারী গুরু-

দেবের জয়গান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনবিগ্রহই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর—'বক্তৃতাবলীতে' তাহার উপদেশে লিখিয়াছেন—'যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবানের সেবা করেন, প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রতিমুহূর্ত্তে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহার জিহ্বাতে ভগবান্ হইতে অভিন্ন ভগবানের কথা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। Platform Speaker পেশাদার-বক্তা কখনও ভগবানের কথা বলিতে পারেন না। মতলবযুক্ত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতে পারেন না, তাঁহারা মতলবের কীর্ত্তন করেন। যিনি-স্বয়ং, ভগবানের ভজন করেন না, তিনি অপরকে ভজন করাইতে পারেন না। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।' শ্রীকৃষ্ণের অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্ন সেবকবিগ্রহ গুরু-বৈষ্ণবের মাধ্যমেই তাঁহাদের সেবা লাভ সম্ভব। যেখানে গুরু-বৈষ্ণবের দর্শন নাই, সেখানে ভগবদ্‌সেবা লাভের কোনও কথাই নাই। 'কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইল আমার।'—নরোত্তম ঠাকুর

বর্ষারম্ভে পতিতপাবন শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করতঃ শ্রীচৈতন্য-বাণী-সেবায় যোগ্যতা অর্পণ করুন।

লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

আমরা বেদশাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া দুইটী পথের কথা শুনিতে পাই,—একটী প্রেয়ঃপথ ও অপরটী শ্রেয়ঃপথ। এই দুইটীর যে কোন একটীকে আশ্রয় না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। তবে জীবমাত্রেরই প্রেয়ঃ গ্রহণ-পিপাসার প্রাবল্য সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালে পরিদৃষ্ট হয়। নিজে সুখ চায় না, এমন লোক জগতে অতি বিরল। তাই আপাতমধুর জিনিষে আমাদের প্রীতি বা তৃষ্ণার উদয় হয়। জাগতিক বস্তুগুলি অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল ও দুঃখদায়ক —এ বিচার আসিলেই প্রেয়ঃবস্তুর কথা ছাড়িয়া আমাদের ভাবিমঙ্গল বাস্তবিকই কিসে হইতে পারে একথা চিন্তনীয় হইতে পারে। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃপথের মধ্যে প্রেয়ঃপথ আপাতরমণীয় হইলেও পরিণামে দুঃখপ্রসূ কিন্তু শ্রেয়ঃপথ প্রথমমুখে একটু কণ্টকর হইলেও পরিশেষে পরম মঙ্গলপ্রদ। ধীর ব্যক্তিগণ এই দুইটী পথের স্বরূপ অবগত হইয়া একটীকে বন্ধনের কারণ ও অপরটীকে মুক্তির কারণ বলিয়া জানেন; তাই তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ-কেই বরণ করেন। আর বিবেকহীন মন্দভাগ্য ব্যক্তিগণ প্রেয়ঃকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যে পথে সকলের মালিক কৃষ্ণকে বাদ দিয়া স্বসুখসন্ধানের কথা বর্ত্তমান, তাহাই প্রেয়ঃপথ বা আপাতরুচিকর অমঙ্গলের পথ। আর যে পথে কৃষ্ণের সন্তোষবিধান ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই, যে পথে সকলের একমাত্র পতি হৃষীকেশ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষের বিন্দুমাত্রও স্থান নাই, সেই ভক্তি-পথ, সেবাপথ বা আনুগত্য-পথই শ্রেয়ঃপথ বলিয়া কথিত। এই শ্রেয়ঃপথ-গ্রহণের পিপাসা বলবতী হইলে জীবের চরম-কল্যাণ-লাভ হয়, আর এই মঙ্গলময়ী বাণীতে উদাসীনতা দেখাইলে জীব প্রেয়ঃ-পথের পথিক না হইয়া পারে না। এ জগতে প্রেয়ঃ-পথের পথিক শতকরা প্রায় শতজনই। একমাত্র সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত ভাগ্যবান্ জনগণই গুরুকৃপায় প্রেয়ঃপথের নিরর্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া শ্রেয়ঃপথাবলম্বী বা শ্রৌতপন্থী এবং ইঁহারা শ্রীগুরু-দেবের আদেশ শিরে ধারণ করিয়া প্রেয়ঃকামী জীব-গণকে শ্রেয়ঃপথে আনিবার জন্য শ্রেয়ঃকথা শুনাইতে অনন্তমুখ ও ব্যাকুল।

মানুষের রুচি রকম রকম। তদুপরি আবার "নানা মুনির নানা মত" বা "যত মত তত পথ"

প্রভৃতি বঞ্চনাময়ী কথা জগতে প্রচারিত। জগতের হাজার হাজার লোকের হাজার হাজার মত, প্রত্যেক লোকেরই এক একটী নূতন মত। এমতাবস্থায় আমাদের বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা অত্যধিক কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশ-বস্তু যদি কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া আমাদের হৃদয়ে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন তাহা হইলেই আমরা এই আত্মগ্রাসী বঞ্চনা রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষিত হইতে পারি। এসব কথা অন্তর্য্যামী ভগবানের অজানা নাই; তাই তিনি দয়াপরবশ হইয়া এ জগতে কখনও স্বয়ং আসেন, আবার কখনও তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পার্ষদ বা আত্মীয়-স্বজনকে অন্ধের যষ্টি বা অবলম্বনস্বরূপে প্রেরণ করিয়া কৃপার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তিনি বা তাঁহার পার্ষদগণ পরজগৎ হইতে যখন এজগতে নামিয়া আসিয়া শ্রেয়ঃপথ বা শ্রৌতপথের কথা বজ্র-গম্ভীরস্বরে কীর্ত্তন করিয়া জগৎ প্রকম্পিত করেন, তখন ইন্দ্রিয়তর্পণপর, সন্দেহবাদী বা সংশয়াত্মা, ভোগৈকসর্ব্বস্ব, ভোক্তাভিমানী, অসৎসঙ্গী, কৃষ্ণাসিক্ত, প্রেয়ঃপন্থী আমাদের নিকট সেই সমস্ত মঙ্গলের কথা বড়ই বিরুদ্ধ, অশ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়। আমরা দেহাত্মবুদ্ধির প্রাবল্যবশতঃ দেহমনোধর্ম্মে আবদ্ধ, দেহমনের সুখ ব্যতীত অন্য কোন কথা শ্রবণের সৌভাগ্য আমাদের হয় না। সুতরাং দেহ-মনোধর্ম্মী আমাদের নিকট আত্মধর্ম্মের কথা, চেতনের কথা বা ভগবানের কথা যে সম্পূর্ণ বিপরীত (Revolutionary) বলিয়া মনে হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তিক্ত ঔষধ রোগীর নিকট অপ্রীতিকর হইলেও তৎসেবনব্যতীত যেমন রোগীর রোগনিবারণের অন্য কোন উপায় নাই, ভবরোগী আমাদেরও অবস্থা তদ্রূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং যদি কেহ মঙ্গল চান তাহা হইলে তিনি ধৈর্য্যের সহিত এসব কথা শ্রবণ করিবেন—শ্রীগুরুমুখাগত শক্তি-শালিনী বাণীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবেন এবং শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য অথবা আপাতরমণীয় প্রেয়ঃপথ-গ্রহণই কর্ত্তব্য, তাহা নিষ্কপটভাবে বিচার-পূর্ব্বক অসংখ্য জনমত বা জগতের সকল লোকের কথা দৃঢ়তার সহিত পরিহার করিয়া শ্রৌতবাণী শ্রীগুরুবাক্যকেই একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া তাহাতে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইবেন।

আমরা বর্ত্তমানে এই অনিত্য জগতের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াছি বলিয়া এই জগদ্বাসীর মনো-রঞ্জন করিবার স্পৃহা আমাদের হৃদয়ে বলবতী হইয়া আমাদের হৃদয়কে জয় করিয়া বসিয়াছে; তাই আমরা লোকপ্রিয়তা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া জনমত বা গণমতকে উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আমাদের এই যে অনিত্যে প্রীতি, যাহা দুইদিন পরে নষ্ট হইয়া যাইবে তাহাতে আসক্তিই আমাদিগকে একমাত্র সত্য বস্তু যে শ্রীহরি, শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণবগণ, তাঁহাদের প্রতি প্রীতি বা আসক্তিস্থাপনে বাধা প্রদান করিতেছে, কিন্তু অন্ধ আমরা কি চিরকালই—আমাদের গলায় ফাঁসি দিবার জন্য যাহারা ব্যস্ত, পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়নামধারী যাহারা আমাদের পরমাত্মীয় শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার পথে প্রবলভাবে বাধা প্রদান করিতেছে, সেই শত্রুগণকেই কণ্ঠহার করিব? লোকপ্রিয়তার প্রতি বা জগদ্বাসি-গণের প্রতি প্রীতি জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি, একথা সত্য, কিন্তু আমার নিজের কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধু যদি আমার কাছে আসিয়া আমাকে সত্যের সন্ধান দেন, আমার চিরবিস্মৃত গৃহের কথা আমার স্মৃতিপটে উদয় করাইয়া দেন, তাহা হইলেও কি অমঙ্গলের পথ ধরিয়া বসিয়া থাকা আমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হইতে পারে? এজগতে আমার কেহ মিত্র নাই, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই আমার প্রধান শত্রু কিন্তু যাঁহার পদরেণুকণার সহিত এই অনন্তকোটী বিশ্বের কোন কিছুর তুলনা হয় না, যাঁহার পাদুকার আসন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সিংহাসনের বামপার্শ্বে, যাঁহার পদরজঃ বা পাদুকাকে শিরোভূষণরূপে ধারণ করিতে পারিলে, মনুষ্য ত' দূরের কথা, দেবতা পর্য্যন্ত কৃত-কৃতার্থ হন, আমার সেই নিত্যপিতা যখন আসিয়া-ছেন, তখন সেই সর্ব্বজনরক্ষক জগৎপিতার পুত্র আমার কি লোকপ্রিয়তার জন্য বসিয়া থাকিয়া পিতার সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত না হইয়া থাকা উচিত? সুতরাং এই অভ্রান্ত নিখুঁত সত্যকথা জানিবামাত্রই তাহাতে আমাদের নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহা হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য

আর শোক না করিয়া সত্যগ্রহণে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করাও অকর্ত্তব্য, আমাদের জীবনে যাহার যতটুকু সময় আছে উহার একমুহূর্ত্তও বিষয়কার্য্যে ব্যয় না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত।

বর্ত্তমানে আমাদের অনেক কর্ত্তব্য বাকী আছে বলিয়া মনে হইতেছে, প্রীতি বা ধর্ম্মভঙ্গের ভয় আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছে। অন্যান্য কর্ত্তব্য, নীতি বা ধর্ম্ম সব জন্মেই করা যাইবে কিন্তু জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য শ্রীহরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্য জন্মে হইবে না। তাই বলি হে আমার বন্ধুবর্গ, আসুন, আমরা সকলে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা লোকপ্রিয়তা পরিহার পূর্ব্বক সত্যপ্রিয়তা বা সত্যানুরাগ অর্জ্জনের জন্য গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই এবং শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর উপদেশটীকে জীবনের নিত্যসঙ্গী করি।

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥"

ক্রতু

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'ব্রহ্মার মানসপুত্র। তিনি কর্দ্দম-পত্নী দেবহূতির গর্ভজাত কন্যা ক্রিয়াকে বিবাহ করেন। ক্রিয়া হইতে ষাটহাজার বালখিল্য ঋষি জন্মগ্রহণ করেন (ভাগবত)।

ক্রতুর পত্নী সন্নতি। সন্নতি হইতে ষাটহাজার বালখিল্য ঋষির জন্ম হয় (বিষ্ণুপুরাণ)।'

—আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধান

[**বালখিল্য ঃ**—অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ষাটহাজার ঋষি। **'বালখিল্য'**-চরিত্র বর্ণন দ্রষ্টব্য]

'ব্রহ্মা হইতে অষ্টাশীতি সহস্র ঋষির জন্ম হয়, তাঁহারাই বালখিল্য।'—রামায়ণ

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে বিদুরের প্রতি সৃষ্টিবিষয়ে মৈত্রেয় ঋষির উক্তি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়—ব্রহ্মা লোকবিস্তারের জন্য দশটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রজাপতি নামে খ্যাত। দশজন প্রজাপতির মধ্যে 'ক্রতু' ঋষি অন্যতম। [দশটি প্রজাপতি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ।] ক্রতু ব্রহ্মার 'হস্ত' হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। উক্ত তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের বর্ণনায় সৃষ্টিপ্রকরণে লিখিত আছে ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে কর্দ্দম ঋষি বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণকে যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ক্রতু ঋষিকে তাঁহার কন্যা পতিব্রতা 'ক্রিয়া'কে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

'ক্রতোরপি ক্রিয়া ভার্য্যা বালিখিল্যানসূয়ত।
ঋষীন্ ষষ্টিসহস্রাণি জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা॥'

—ভাঃ ৪।১।৩৮

'মহর্ষি ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া ও ব্রহ্মতেজোদ্বারা প্রকাশমান ষষ্টিসহস্র বালিখিল্য (প্রসিদ্ধ বাণপ্রস্থ) ঋষিবর্গকে প্রসব করিয়াছিলেন।'

শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধের ১৩শ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে ক্রতুর পিতামাতা উল্মুক ও পুষ্করিণী এইরূপ উল্লিখিত আছে। শ্রীউল্মুকের ঔরসে ও পুষ্করিণীর গর্ভে ছয়টি উত্তম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং 'গয়'।

প্রসঙ্গক্রমে ২৯শ অধ্যায়ে প্রাচীনবর্হির প্রতি নারদের উক্তি হইতে জানা যায় প্রজাপতিগণ এমনকি প্রজাপতিগণের পিতা ব্রহ্মা, ব্রহ্মবাদী পুরুষসকল, বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা, সমাধি প্রভৃতির দ্বারা নিরন্তর অনুসন্ধান করিয়াও আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন নাই। অপরের কা কথা। পরমেশ্বর দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব। শরণাগত ভক্ত শরণাগতির তারতম্যানুসারে তাঁহাকে অনুভব করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে

এইরূপ লিখিত আছে—'মনুপুত্র বৈশ্বানরের চারিটী সৌম্যদর্শনা কন্যা ছিল। ক্রতু তন্মধ্যে হয়শীরাকে বিবাহ করেন।'

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের ৬১ অধ্যায়ের ৭ হইতে ১২ শ্লোক পর্য্যন্ত পাঠে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র পত্নী প্রত্যেকে দশ দশটি করিয়া পুত্র লাভ করেন। জাম্ববতীর গর্ভে যে দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম দশমপুত্র 'ক্রতু'। (উক্ত দশম স্কন্ধে ৭৪ অধ্যায়ে)—কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে যুধিষ্ঠির মহারাজ রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। উক্ত যজ্ঞের হোতৃরূপে যে সকল বেদনিপুণ ব্রাহ্মণগণকে তিনি বরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম ক্রতু ঋষি।

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

সবেমাত্র শেষ হইয়াছে পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে রক্ত-ক্ষয়ী মহাসংগ্রাম। সবংশে মহাভিমানী মহারাজ দুর্য্যোধনের নিধন হইয়াছে। তাঁহার কুশাসনে প্রজারা ভয়ে দিন যাপন করিতেছিল। সমর-বিজয়ী ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থের* অধীশ্বর হইলেন। দুইরাজ্যই এখন এক। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠি-রের সুশাসনে ও প্রজাবাৎসল্যে রাজ্যের প্রজারা সবাই সুখী। চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত নূতন জীবনের সুখশান্তি। আনন্দমনে নূতন জীবনকে প্রজারা স্বাগত জানাইয়া-ছেন। কিন্তু প্রজাগণের মনে সুখশান্তি থাকিলেও তাঁহাদের মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মনে কোনও সুখশান্তি ছিল না। প্রথমতঃ স্বজন-জাতি-ভাই-বন্ধু ও পুত্রাদির মৃত্যুতে মন ভারাক্রান্ত, দ্বিতীয়তঃ স্বজন-বিনাশের মহাপাপ-বোধ অন্তরে। তদুপরি গভীর রাত্রে পুর-রমণীগণের আর্ত্তনাদ-ক্রন্দন তীরবেগে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বুকে আঘাত করিতেছিল। মহারাজ বিনিদ্রায় অস্বস্তিতে রাত্রি যাপন করিতেছিলেন।

একদিন মহামুনি ব্যাসদেব গভীর রাত্রিতে আসিয়া হস্তিনাপুরে উপস্থিত। মহামুনিকে স্বাগত পূর্ব্বক পূজার্চ্চনা করিলেন ধর্ম্মরাজ। মহামুনি আসন গ্রহণ করিলে প্রণত হইয়া নিজের মনের অশান্তির কথা ব্যাসদেবের নিকট ব্যক্ত করিলেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। তখন মহামুনি ধর্ম্মরাজকে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' করার পরামর্শ দিলেন। তদুত্তরে অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "হে মহামুনি! অশ্বমেধ যজ্ঞ করা মানেই তো আবার সেই মহাসংগ্রাম, রক্তপাত, নর-হত্যা। কুরুক্ষেত্রে মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ শেষ হইয়াছে মাত্র। তাহার ক্লেশ-ক্লান্তি বিদূরিত হইতে না হইতেই আবার যুদ্ধ, তাহা হইতে পারে না। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেই তো করা যায় না। তজ্জন্য প্রচুর অর্থ চাই, আর চাই মহাদুষ্প্রাপ্য সর্ব্বশুভ-লক্ষণযুক্ত একটী যজ্ঞাশ্ব। সেইসব সংগ্রহ করা তো

* হস্তিনাপুর—'চন্দ্রবংশীয় 'হস্তি' নামক রাজ-নির্ম্মিত নগর। প্রাচীন দিল্লীনগর। দিল্লীর নিকটে গঙ্গা-তীরে অবস্থিত পৌরাণিক নগর। কুরুরাজ্যের রাজধানী ছিল।'—আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধান

ইন্দ্রপ্রস্থ—'এই নগরটী খাণ্ডবারণ্যের মধ্যে ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। পুরাকালে দেবগণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপিত হয়। ইন্দ্র বিষ্ণুপূজা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধহয় 'ইন্দ্রপ্রস্থ' নাম। বর্ত্তমান দিল্লীতে এই প্রাচীন নগরীটী ছিল। উহার সামান্য ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।'
—বিশ্বকোষ

'আধুনিক দিল্লী সহরের নিকটবর্ত্তী পুরাণখ্যাত স্থান। কথিত আছে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।'—আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধান

আমার পক্ষে সম্ভব নহে।" মহামুনি বলিলেন—মহারাজ! সম্ভব না হওয়ার কারণ কি আছে? তুমি যেসকল সমস্যার কথা বলিতেছ, আমার মতে সেসব কোন সমস্যাই নয়। যজ্ঞাশ্ব আছে ভদ্রাবতীপুরের মহারাজ যুবনাশ্বের নিকটে। যুবনাশ্ব অনন্য বিষ্ণু-ভক্ত। স্বয়ং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন বলিয়া সর্ব্ব-শুভলক্ষণযুক্ত যজ্ঞাশ্বকে বহুবৎসর যাবৎ পালন করিতেছেন, কিন্তু তিনি যজ্ঞ করিতেছেন না, ভবিষ্যতে যজ্ঞ করিবেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব মহাপরাক্রমশালী ভীমসেনকে সেই যজ্ঞাশ্ব আনিতে পাঠাইয়া দাও।' ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্থ কি প্রকারে সংগৃহীত হইবে জিজ্ঞাসা করিলে, মহামুনি বলিলেন—যত অর্থ চাহিবে তত অর্থই পাইবে, চিন্তা করিবে না। তোমারই অধিকারে তাহা আছে। পূর্ব্বকালে 'মহারাজ মরুত্ত' শতবর্ষব্যাপী মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ, ঋষিগণকে স্বর্ণমুদ্রা মণিরত্নাদি দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ঋষিগণ সেইসব দ্রব্য বাড়ীতে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন নাই। পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের পাদদেশে এক গোপনস্থানে তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন। সেইসব ধন বৃথাই পড়িয়া রহিয়াছে আজ অবধি। তুমি তোমার শুভকর্ম্মে উহা নিয়োগ কর।'

মহামুনি বেদব্যাসের নির্দ্দেশ শুনিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ ব্রহ্মস্ব অপহরণের পাপে লিপ্ত হইতে হইবে চিন্তা করিয়া শঙ্কিতচিত্তে বলিলেন—'আমি তাহা করিতে পারিব না।' ব্যাসদেব বলিলেন—'সেই অর্থ গ্রহণে তোমার কোনও পাপ হইবে না। কারণ সেই সব ব্রাহ্মণ-ঋষিরা এখন এ জগতে আর কেহই জীবিত নাই। তাঁহাদের বংশধরগণও নাই। এখন সেই ধনে কেবল রাজারই অধিকার। আর যেস্থানে গুপ্তধন আছে, সেই স্থানটিও তোমার রাজ্যের অন্তর্গত। অতএব ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ এখন তুমিই সব ধনের প্রকৃত অধিকারী। ধন আনিতে পাঠিয়ে দাও অর্জ্জুনকে। কোনও চিন্তা নাই, অশ্বমেধ যজ্ঞ হইবে।'

আদেশ প্রদান করিয়া মহামুনি চলিয়া গেলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মনে কিন্তু আরও দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার বীজ রোপিত হইল। কি করিবেন, কি না করিবেন—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির মহারাজের সঙ্গে তিন পাণ্ডব, পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুতে শোকাতুরা সুভদ্রাদেবী পিতার গৃহে গেলেন দ্বারকায়। অর্জ্জুনও যুদ্ধের পর সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত দ্বারকায় চলিয়া গিয়াছেন। ভীমের সঙ্গেই পরামর্শ করিলেন ধর্ম্মরাজ। স্থূলবুদ্ধি ভীমসেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নির্দ্দিষ্ট বুদ্ধি পরামর্শ দিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি অগতির গতি পরম দয়ালু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই ভক্তিপূত চিত্তে স্মরণ করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজের আর্ত্ত-আহ্বানে তিনি আর দ্বারকায় থাকিতে পারিলেন না। ভক্তের আর্ত্ত-আহ্বানে গভীর রাত্রিতে বায়ুবেগে হস্তিনায় চলিয়া আসিলেন। "প্রিয়ামঙ্কগতাং ত্যক্ত্বা বায়ুবেগঃ সমাগতঃ।" শ্রীকৃষ্ণ তখন স্বর্ণপালঙ্কে কোমল শয্যায় শায়িত ছিলেন। প্রধানা মহিষী রুক্মিণীদেবী অঙ্কে বিরাজিতা আর অষ্টমহিষীরা সেবায় তৎপরা ছিলেন। পালঙ্ক হইতে অকস্মাৎ লম্ফ প্রদান করতঃ শ্রীকৃষ্ণ ধাবমান হইলেন। মহিষীগণ ভয়ে বিহ্বলা হইলেন।

পরম দয়ালু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, যথাযোগ্য কৃষ্ণের পূজার্চ্চনান্তে মনের সমস্ত কথা নিবেদন করতঃ বলিলেন, 'হে ভক্তবৎসল! তুমি তো সবই জান, সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, সর্ব্বাবস্থায় পাণ্ডবরা তোমার অভয় শ্রীচরণে চিরশরণাগত। তুমিও তাঁহাদেরকে নানাভাবে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছ। তুমিই পাণ্ডবগণের প্রাণের প্রাণ, তাঁহাদের সবকিছুই তুমি! আজ যে পাণ্ডবগণ হৃতপিতৃ-রাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছে, তাহাও তোমারই অশেষ কৃপায়। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের বংশই বিলোপ করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু হে দয়াময়! তোমারই অহৈতুকী কৃপায় রক্ষা পাইল শ্রীউত্তরার গর্ভস্থ সন্তান। ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধীভূত জন্ম হইল পরীক্ষিতের। হে ভক্তবৎসল! পাণ্ডবরা নিষ্কাম ভক্ত না হইলেও তুমি তো পাণ্ডবগণের দৈনন্দিন শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়া ওতোপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছ। তুমি পাণ্ডবগণের ভাই-বন্ধু-প্রিয়-সখা-গুরু-ভগবান্। সর্ব্বতোভাবে তুমিই আমাদের সবকিছু। তুমি অগতির গতি। তোমাকে সময়ে-

অসময়ে স্মরণ করিয়া কষ্ট প্রদান করিয়া থাকি।' সাশ্রুনয়নে আবেগভরা কণ্ঠে দৈন্যোক্তি করিলেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একান্তভাবে শ্রবণ করিতেছেন অজ্ঞ নীরব শ্রোতার মত, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ অভয় মৃদু মধুর হাস্যমুখ।

দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'পাণ্ডব ও আমার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই ধর্ম্মরাজ!'

"যদা যদা সতাং গ্লানির্জ্জায়তে ভুবি ভারত।
তদা তদা স্বয়ং কৃষ্ণস্ত্রাতা ভবতি সংস্মৃতঃ॥"

'হে ভারত! পৃথিবীতে যখন যখন সাধুগণ বিপদগ্রস্ত হন, তখন তখন স্বয়ং আমিই তাঁহাদের পরিত্রাণ করিয়া থাকি। পাণ্ডবগণ যেখানে, আমিও সেখানেই। আপনি নিশ্চিন্তে নির্ভয় মনে আপনার কথা বলিতে পারেন।'

অতঃপর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধে মহামুনি ব্যাসদেব যে সব পরামর্শ দিয়া গিয়াছিলেন সমস্তই দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্যক্ত করতঃ সর্ব্বশেষে নিবেদন করিলেন,—যজ্ঞ করিবেন কি করিবেন না সমস্তই নির্ভর করিতেছে তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। তিনি অনুমতি প্রদান করিলে হইবে, না করিলে হইবে না। উপস্থিত ভ্রাতৃত্রয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা সমর্থন করিলেন।

দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"একং পৃচ্ছামি রাজানং কিমর্থং ভয়বিহ্বলঃ।
করোতি হয়মেধং হি ঘাতয়িত্বা রণে কুরূন্॥
দ্রোণং ভীষ্মং তথা কর্ণং সুহৃৎ সম্বন্ধি বান্ধবান।
মন্যতে পাতকং জাতমাত্মনস্তু কলেবরে॥
প্রদদাতু চ তৎ সর্ব্বং মৎকরে কিল্বিষং নৃপঃ।
নাশয়িষ্যেবহখিলং পাপং পূত তিষ্ঠতু ধর্ম্মরাজ॥"

—জৈমিনীয়াশ্বমেধ পর্ব্বণি ৩।২৩-২৫

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'আমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তিনি কিসের জন্য ভয়ভীত হইতেছেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে? যদি ধর্ম্মনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে কৌরব এবং পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, সুহৃৎ সম্বন্ধীয় ও বান্ধবগণের সংহারজনিত নিজের শরীরে মহাপাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে মনে করেন, তবে সেই সমস্ত মহাপাপকে আমার হস্তে সমর্পণ করতঃ পবিত্র হউন। আমি সমস্ত মহাপাপসমূহকে বিনাশ করিব।'

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে ভীমসেনের প্রত্যুক্তি—

'ত্বৎকরে চাপিতং দেব স্বল্পং তদ্বহুলং ভবেৎ।
বস্তুজাতং নৃপো বেত্তি ন দদাতি হি দুষ্কৃতম্॥
যজ্ঞজং সুকৃতং হস্তে তব দাস্যতি পাণ্ডবঃ।'

—জৈঃ অঃ পঃ ৩।২৬

'হে দয়াময়! আপনার হস্তে যদি কোন ব্যক্তি অল্প বস্তুও অর্পণ বা দান করে তাহা হইলে সেই দ্রব্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বহু হয়, ধর্ম্মরাজ ঐ সমস্ত দ্রব্যের স্থিতি জ্ঞাত আছেন। অতএব পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার হস্তে, স্বীয় পাপকে অর্পণ করিতে কখনও সমর্থ হইবেন না। যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে জাত সুকৃতিকে অবশ্যই আপনার শ্রীহস্তে তিনি সমর্পণ করিবেন।'

ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রসন্নচিত্তে অশ্বমেধ যজ্ঞে সম্মতি প্রদান করিলেন। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাস্যে বলিলেন—'বড় বিপদ ও চিন্তার বিষয় এই—ভীম কোন কাজেরই লোক নহে। অশ্বমেধ যজ্ঞ বহু বিপদসঙ্কুল এবং গুরুত্বপূর্ণ। ভীমসেনের মন্ত্রণায় কোন কাজ হবে না, কেন না ভীম উদরসর্ব্বস্ব, শত শত ভাণ্ড খাদ্যই শুধু পেটে স্থান দিতে পারে, কোন কর্ম্মের উপযুক্ত নহে। তদ্ব্যতীত তাহার ভার্য্যা রাক্ষসী। রাক্ষসীর একটা প্রভাবও আছে তাহার উপর। তাহার মন্ত্রণায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে স্থির করিলে যজ্ঞ অনায়াসেই সম্পন্ন হইবে তো?

'ভীমমন্ত্রেণ রাজেন্দ্র ক্রিয়তে শোভনা মতিঃ।
নায়ং জানাতি বহ্বাশী কঞ্চিন্মন্ত্রং তথা মতিম্॥'

—জৈঃ অঃ পঃ ২।৭২

হে রাজেন্দ্র! ভীমের মন্ত্রণায় আপনার একপ্রকার সুন্দর বুদ্ধি উদয় হইয়াছে। কিন্তু ভীম বহুভোজন-পরায়ণ, কোন মন্ত্রণা জানে না, তার বুদ্ধিও ভাল নহে।

'স্থূলোদরঃ পরং মন্দো জায়তে নাত্র সংশয়।
বিবর্ণা রাক্ষসী ভার্য্যা বিদ্যতেহস্য গৃহে সদা॥
তয়াহৃতা মতিশ্চাস্য তস্মাদ্বেত্তি ন পাণ্ডবঃ।
ঈদৃশস্যাল্পবুদ্ধেশ্চ ভবান্ মন্ত্রং করোতি চেৎ।
তর্হি জাতঃ পরো যোগী মন্ত্রী যস্য বৃকোদরঃ॥'

—জৈঃ অঃ পঃ ২।৭৩-৭৪

যাহার স্থূলোদর (বড় পেট) নিশ্চিত তাহার মন্দবুদ্ধি হয়, কোন শুভকার্য্য হয় না। সর্ব্বদা রাক্ষসীভার্য্যা হিড়িম্বা যাহার গৃহে, সে তাহার বুদ্ধি সর্ব্বদা হরণ করিয়া লইতেছে, তজ্জন্য ভীম ভাল মন্ত্রণা জানে না। অতএব আপনি যদি এইপ্রকার অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির মন্ত্রণায় চলেন অর্থাৎ ভীমসেন যাঁহার মন্ত্রী আপনি তাহার রাজা, তবে তো উত্তম যজ্ঞ হইয়া গেল, চিন্তা কিসের? শুনুন মহারাজ, বিদ্বান্‌গণ কি বলেন—

'ব্যঙ্গাঙ্গহীনা বধিরাঃ কুযোনিষু রতাশ্চ যে।
তেষাং মন্ত্রো হ্যসুখদঃ প্রোক্তঃ কবিভিরেব চ॥
কামুকাং জড়ানাং চ স্ত্রীজিতানাং তথৈব চ।'

—জৈঃ অঃ পঃ ২১৭

অধিক অঙ্গযুক্ত, অঙ্গহীন, বধির, কুযোনিতে গমন অর্থাৎ নীচকুলে জাত স্ত্রীতে গমন, কামুক ব্যক্তি, মূর্খ ও স্ত্রীজিত ব্যক্তির অর্থাৎ স্ত্রীর কথামত উঠাবসা করে, তাহাদের মন্ত্রণা বুদ্ধি পরামর্শ কোন কালেই সুখদায়ক বা মঙ্গলপ্রদ হয় না।

'শ্বশুরস্য গৃহে নিত্যং জামাতা কর্ম্মকারকঃ।
তস্যাপি ন ভবেন্মন্ত্রং কার্য্যসিদ্ধৌ কদাচন॥'

—জৈঃ অঃ পঃ ২১৭৭

আর যে জামাতা সর্ব্বদা শ্বশুরের গৃহে থাকিয়া তাহার কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার মন্ত্রণাতেও কদাপি কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

'ভীমো বেত্তি জরাসন্ধং হিড়িম্বং বকমেব চ।
সাম্প্রতং যে তু সংজাতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্যু মহাবলঃ॥'

ভীম তো কেবল জরাসন্ধ, হিড়িম্ব এবং বক-রাক্ষসকেই জানে, সম্প্রতি মহাবলশালী ক্ষত্রিয় রাজগণ জাত হইয়াছে, তাঁহাদের খবর রাখে কি?

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ভীমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়া যাইতেছেন, মধ্যে মধ্যে সাবধানবাণী করিতেছিলেন ধর্ম্মরাজকে তাহার মন্ত্রণায় না চলিতে। ভীমসেন কি উত্তর প্রদান করে, তাহা শুনার জন্য মৌন হইলেন যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ।

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কথা বিরাম করিলে ভীমসেনের প্রত্যুত্তর—

"প্রত্যুত্তরং ময়া দত্তং ত্বাং বিচিন্ত্য জনার্দ্দন।
সত্যং স্থূলোদরাদেব জায়ন্তে মতিবর্জ্জিতা॥
ত্বয়োদিতং চ বহ্বাশী মতিহীনশ্চ জায়তে।
এতৎ সর্ব্বং ত্বচ্ছরীরে ময়ৈব চ নিরীক্ষিতম্॥"

—জৈঃ অঃ পঃ ৩।৩-৪

হে জনার্দ্দন! (আমার উদর নিয়ে আপনার ঈর্ষা কেন?) আমার উদর কি এমন বড়? এই উদরে তো মাত্র শ কএক ভাণ্ড খাদ্যের স্থান সঙ্কুলান হয়। কিন্তু আপনার উদর আমার উদর অপেক্ষা শত-সহস্র গুণ বড়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার উদরে ঢুকে বসে আছে। একা আমি বলছি না। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণও আপনার উদর এবং খাদ্য সম্বন্ধে বলেন—'অত্তা চরাচর গ্রহণাৎ।'—ব্রঃ সূঃ ১।২।৯। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চরাচর সমস্ত প্রাণীসমূহকে কালরূপী মৃত্যু ভোজন করিয়া থাকেন।

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥"

—কঠঃ ১।২।২৫

যাঁহার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি মানবসমূহ ভোজ্যান্ন, সেই অন্ন ভোজনের জন্য সর্ব্বসংহারক মৃত্যু যাঁহার ভোজনের ব্যঞ্জন, স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বভোক্তা পরমেশ্বরের ব্যাপার (লীলা) কে জানিতে পারে? আপনি তো বলিতেছেন যে, বড় উদর হইলে বুদ্ধিহীন হয়, অধিক ভোজনপরায়ণ ব্যক্তির মতিহীনতা হয়, তবে আপনার সৃষ্টি-ব্যাপারে বুদ্ধি কি প্রকারে হইতেছে? আপনি যে সমস্ত দোষসমূহের লক্ষণ বলিতেছেন, সেই সমস্ত লক্ষণ তো আমি আপনার শরীরেই বিরাজমান দেখিতেছি। (ক্রমশঃ)

* ভীম ঃ—দুর্ব্বাসার বরপ্রভাবে কুন্তীদেবী বায়ু হইতে মহাবল ভীমকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন। ভীমের জন্মকালে আকাশবাণী হয় এই বালক বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। জন্মের পর মাতৃক্রোড় হইতে বৃকোদরের পতনে শিলাসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। বৃকস্যেবোদরো যস্য যদ্বা বৃকঃ। বৃকনামকো অগ্নিরুদরে যস্য—(ভীমসেনস্য)।

'যস্য তীক্ষ্ণো বৃকোনাম জঠরে হব্যবাহনঃ। ময়া দত্তঃ স ধর্ম্মাত্মা তেন চাসৌ বৃকোদরঃ॥'—মৎস্যপুরাণ ৬১ অঃ। উদরে প্রবল অগ্নি থাকায় অধিক ভোজন ব্যতীত ক্ষুধা শান্ত হইত না।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমতী কৈলাশদেবী আহুজা, সেক্টর ৩০এ, চণ্ডীগড় ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা শ্রীমতী কৈলাশদেবী আহুজা গত ১৬ আশ্বিন (১৪০৩), ৩ অক্টোবর (১৯৯৬) বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাসপ্তমী-তিথিবাসরে রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকায় শ্রীহরি-স্মরণ করিতে করিতে ৫২ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্তা হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং মঠের ব্রহ্মচারী সাধুগণের উপস্থিতিতে তাঁহার দাহকৃত্য যথাবিহিত-ভাবে সুসম্পন্ন হয়। তাঁহার পারলৌকিক-কৃত্য ২৮ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার শুক্লা তৃতীয়া তিথি-বাসরে চণ্ডীগড়ে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমতী কৈলাশদেবীর পুত্রদ্বয় শ্রীযাদবানন্দ দাস (শ্রীযশপাল আহুজা) ও শ্রীসৎপ্রসঙ্গানন্দ দাস (শ্রীসতীশ আহুজা) তাঁহাদের জননীদেবীর পারলৌকিক-কৃত্য উপলক্ষে বৈষ্ণব-সেবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট আনুকূল্য জম্মুতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত অর্থদ্বারা তথায় বৈষ্ণবসেবার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। জননীদেবীর স্বধামপ্রাপ্তির পর শ্রীল আচার্য্যদেবের পাতিয়ালায় অবস্থিতিকালে ১০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীযাদবা-নন্দ দাস ও শ্রীসৎপ্রসঙ্গানন্দ দাস তৎসন্নিধানে পৌঁছিয়া তাঁহার জননীর স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদ দেন এবং তজ্জন্য হৃদয়ের দুঃখার্ত্তি ব্যক্ত করেন। তাঁহারা বলেন তাহাদের জননী বলিয়া গিয়াছেন তাঁহার যাহা কিছু আছে, তাহা যেন আচার্য্যদেবের সেবায় সমর্পিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার জননীদেবীর স্মৃতি-সংরক্ষণের জন্য গোকুলমহাবনে একটি কক্ষ নির্ম্মা-ণের প্রস্তাব দিলে তাঁহারা উক্ত শুভ প্রস্তাবটি সর্ব্বতো-ভাবে গ্রহণ করেন।

শ্রীমতী কৈলাশদেবী ও তাঁহার পতি শ্রীঈশ্বর চন্দ্র আহুজা উভয়ে একইসঙ্গে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের নিকট বৃন্দাবনধামে ৩০ নভেম্বর (১৯৭৫) শ্রীহরিনামাশ্রিত এবং চণ্ডীগড়ে উক্ত সনের ১৬ ডিসেম্বর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। উভয়েই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় রুচিবিশিষ্ট। শ্রীমতী কৈলাশদেবী অনন্যনিষ্ঠ-গুরুভক্তিপরায়ণা ছিলেন। তিনি প্রায়ই বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবার আনুকূল্য বিধান করিতেন এবং তাঁহার পুত্রগণকে তদ্বিষয়ে প্রেরণা দিতেন। তিনি মাঝে মাঝে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ঠিকভাবে হরিভজন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া দুঃখ নিবেদন করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়া পত্র দিতেন। মাতৃদেবীর ভজননিষ্ঠা দেখিয়া পুত্রগণ বিস্মিত হইতেন। জননী-দেবীর স্বধামপ্রাপ্তিতে তাঁহারা নিজদিগকে আশ্রয়শূন্য মনে করিয়া হতাশ হইয়াছিলেন এবং হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক ব্যথা নিবেদনের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট পাতিয়ালায় সমুপস্থিত হইলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব উপদেশাদির দ্বারা শোকসন্তপ্ত তাঁহা-দিগকে সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টা করেন। শ্রীমতী কৈলাশদেবী নিষ্কপট সেবাপ্রবৃত্তির দ্বারা শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আশ্রিত পূজ্যপাদ

ইন্দুপতি প্রভুর, পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের, পূজ্যপাদ গোবিন্দ বাবাজীর ও পূজ্যপাদ কৃষ্ণকেশব প্রভুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীমঠের বৈষ্ণবগণ মর্ম্মান্তিকভাবে বেদনা অনুভব করিতেছেন।

শ্রীমতী বিমলাদেবী, সেক্টর-২০এ, চণ্ডীগড় ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা দীক্ষিতা শিষ্যা শ্রীমতী বিমলা ওয়াধোয়ান ৬৪ বৎসর বয়সে ২৬ কার্ত্তিক, ১২ নভেম্বর মঙ্গলবার শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে অপরাহ্ন ২-৩০ ঘটিকায় শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্তা হইয়াছেন। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তির কিছু পূর্ব্বে চণ্ডীগড় মঠ হইতে শ্রীঅভয়চরণ দাস তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন। অন্তিম সময়ে বিমলাদেবী হরিকথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীঅভয়চরণ দাস তাঁহাকে হরিকথা দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করেন। শ্রীমতী বিমলাদেবী শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার নিকট এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন কার্ত্তিক মাসে মঠ হইতে যখন প্রাতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইবে তখন যেন তাঁহাদের গৃহের সম্মুখ দিয়া যায়। শেষ সময় পর্য্যন্ত তাহার কৃষ্ণানুরক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

তিনি চণ্ডীগড়ে ৩ ডিসেম্বর (১৯৮৩) হরিনামাশ্রিত এবং ৩০ মার্চ্চ (১৯৮৫) কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতা হন। তাঁহার পতির নাম শ্রীভকতরাম ওয়াধোয়ান।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীশ্রীরাধামাধবজীউর শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার স্বধামগত আত্মার নিত্যকল্যাণ বিধানের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।
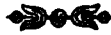
চলে যেতাম সেই দেশে

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক পরমহংস মহারাজ]

আমি যদি নৌকা পেতাম চলে যেতাম সেই দেশে
যেথা আমার শুভার্থীরা, যাঁদের সঙ্গে মন মেশে।

তরণিতে পাল তুলে দিয়ে হালটি ধরে দুহাতে
দূর দেশেতে পৌঁছে যেতাম দিনের শেষে সন্ধ্যাতে।
পাহাড়, নদী স্বাগত জানায় শঙ্খ বাজে আকাশে
ভূমিতলে পরম শোভা চাঁদের কিরণ উদ্ভাসে !

পথে পথে সোণার পরশ ময়ূর নাচে হরিষে
গোধন লয়ে শ্রীবংশীরবে রাখাল যেথা ফিরিছে।
নিয়ত নব নব ভাবে কদমতলায় খেলিছে
আমি যদি নৌকা পেতাম চলে যেতাম সেই দেশে !

যেথায় বৃক্ষরাজি—শোভিত নানান্ মণি-রতনে
ফুলে ফুলে মধুকর প্রমত্ত হয়ে সদা গুঞ্জনে।
বনে পাখী কূজন তোলে হরেক সুরের প্রকাশে
আমি যদি নৌকা পেতাম চলে যেতাম সেই দেশে !

উত্তর ভারতে ও মহারাষ্ট্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে ও শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও মঠের প্রচারকবৃন্দ

উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও মহারাষ্ট্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য এবং শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগ দিতে শ্রীল আচার্য্যদেব গত ১১ আশ্বিন (১৪০৩), ২৮ সেপ্টেম্বর (১৯৯৬) শনিবার কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করতঃ সাড়ে তিন মাস বাদে সর্ব্বত্র বিপুলভাবে প্রচারান্তে ১২ পৌষ, ৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার কলিকাতা মঠে বিমানযোগে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রচারসঙ্ঘের অন্যান্য সকলে পরদিন সন্ধ্যায় গীতাঞ্জলি-এক্সপ্রেসে ফিরিয়া আসেন। জম্মু, পাঞ্জাব, চণ্ডীগড়, নিউদিল্লী ও দেরাদুন হইতে যাঁহারা মুম্বাইতে পার্টিতে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা ৭ জানুয়ারী গোল্ডেন টেম্পল্ মেলে নিউদিল্লী হইয়া নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে ফিরিয়া যান।

কলিকাতা হইতে কাল্কা মেলে যাত্রাকালে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে ছিলেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, গভর্ণিং বডির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল দাস। শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী পার্টির সহিত আসিয়া দিল্লীজংসনে নামিয়া বৃন্দাবন মঠে যান। দিল্লীর বহু ভক্ত সম্বর্দ্ধনার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ ও হায়দ্রাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ পার্টির সহিত একই ট্রেণে পরদিন চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া পৌঁছেন। মঠের গভর্ণিং বডির মিটিংএ যোগ দিয়া শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ তেজপুর মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ পার্টির সহিত প্রচারে না যাইয়া চণ্ডীগড় মঠে অবস্থান করেন। নিউদিল্লীর শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী শ্রীগোপাল প্রভু সহ চণ্ডীগড়ে আসিয়া পার্টিতে যোগ দেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারকবৃন্দসহ ১ অক্টোবর মঙ্গলবার চণ্ডীগড় হইতে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় রিজার্ভবাসে রওনা হইয়া রাত্রি ৭ ঘটিকায় হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত উনাতে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা স্থানীয় পৌর-প্রতিষ্ঠানের অতিথিভবনে হইয়াছিল। মেইন বাজারস্থ শ্রীগীতামন্দিরে ১ অক্টোবর হইতে ৩ অক্টোবর পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন। সভায় নরনারীর বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল। ২ অক্টোবর বুধবার নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা গীতামন্দির হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বাহির হইয়া পৌর-প্রতিষ্ঠানে আসিয়া সমাপ্ত হয়। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণে সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত এড্‌ভোকেট শ্রীরাজেন্দ্র সেখরীর অফিস-সংলগ্ন নূতন কক্ষের উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান সংকীর্ত্তন-সহযোগে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। তৎপরে ঝলেহরা গ্রামস্থ শিবমন্দিরে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা বলেন। ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৩ অক্টোবর মধ্যাহ্নে পৌর-প্রতিষ্ঠানের বিরাট সভাভবনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীল আচার্য্যদেব। বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তনান্তে সর্ব্বসাধারণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। দেরাদুনের শ্রীতুলসীদাসজী উনায় আসিয়া প্রচারপার্টিতে যোগ দেন।

পরদিন সকলে রিজার্ভ বাসে রওনা হইয়া বেলা ১০ ঘটিকায় সন্তোখগড় যখন পৌঁছিলেন তখন বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেদিন সমস্ত দিনই প্রবল বর্ষণ হয়। বর্ষার মধ্যেই সন্তোখগড়ে নগরকীর্ত্তন, গৃহস্থভক্ত

শ্রীশ্যামলাল পুরীর গৃহে সভা ও উৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীনরদেব কৌশল, শ্রীবিজয় চব্বা এবং কিরিতপুর সহরে শ্রীসুজিৎরায় কর—গৃহস্থভক্তত্রয়ের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব কতিপয় সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণসহ পদার্পণ করেন। শ্রীসুজিৎ রায় করের গৃহে বহু ভক্তের সমাবেশ হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব কিছুসময় হরিকথা বলেন। কিরিতপুরে জীপগাড়ী ও একটি মারুতি কারে যাওয়া হইয়াছিল। পরে রিজার্ভবাসে ভীষণ বর্ষার মধ্যে সকলে রওনা হইয়া রাজপুরা সহরে সনাতনধর্ম্ম-মন্দিরে রাত্রি পৌনে ১০টায় আসিয়া উপনীত হন। রাজপুরায় বার্ষিক ধর্ম্ম-সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক শ্রীরঘুনাথ সাল্‌ডি প্রভু বহু ভক্তগণসহ সম্বর্দ্ধনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অতিরিক্ত বিলম্বের জন্য তাঁহারা চিন্তান্বিত ছিলেন। 'সন্তোখগড়' ও 'কিরিতপুরে' প্রচারের মুখ্য উদ্যোক্তা রোপরের শ্রীযোগরাজ সেখ্‌রি ও তাঁহার পুত্র শ্রীপুরুষোত্তমদাস সেখ্‌রি।

রাজপুরা (পাঞ্জাব) ঃ—অবস্থিতি ঃ—৫ অক্টোবর (১৯৯৬) হইতে ১০ অক্টোবর।

রাজপুরা সহরে ৫ অক্টোবর হইতে ৮ অক্টোবর প্রত্যহ শ্রীসনাতনধর্ম্ম-মন্দিরে রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় এবং শ্রীসত্যনারায়ণ-মন্দিরে ৫ অক্টোবর হইতে ৭ অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ শ্রীসনাতনধর্ম্ম-মন্দিরে দুইদিন বক্তৃতা করেন। ৫ অক্টোবর নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীসত্যনারায়ণমন্দির হইতে প্রারম্ভ হইয়া সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। চণ্ডীগড় ও রোপরের ভক্তগণকে লইয়া নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ রিজার্ভ বাসে রাজপুরায় শ্রীসত্যনারায়ণ-মন্দিরে যথাসময়ে উপনীত হন। পরদিন সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় গৃহস্থভক্ত শ্রীকস্তুরীলাল সিংলার গৃহে ৬ অক্টোবর সন্ধ্যায়, শ্রীরঘুনাথপ্রসাদ দাসাধিকারীর গৃহে ৭ অক্টোবর অপরাহ্ণে, ৮ অক্টোবর স্থানীয় শিবমন্দিরে প্রাতে, ৯ অক্টোবর মহাবীর মন্দিরে রাত্রিতে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীরাজারামজী রাজপুরা সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথপ্রসাদ দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীরঘুনাথ সাল্‌দি) ও তাঁহার পুত্রগণের এবং শ্রীকস্তুরীলাল সিংলার শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে আন্তরিক প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ।

খান্না (পাঞ্জাব) ঃ—স্থানীয় গৃহস্থভক্ত শ্রীমূলরাজ বালিয়ার আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ৯ অক্টোবর বুধবার রাজপুরা হইতে রিজার্ভবাসে পূর্ব্বাহ্ণ ১০-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া মধ্যাহ্নে খান্নায় শুভপদার্পণ করেন। ভক্তগণ পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তন-সহযোগে ১০৭ নম্বর নরোত্তমনগরস্থ বালিয়াজীর গৃহে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহার গৃহের ছাদে প্যাণ্ডেলে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা বলেন। তথায় মধ্যাহ্নে মহোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের পূর্ব্বাশ্রম খান্না সহরে হওয়ায় তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণ যাঁহারা সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠভ্রাতাও ছিলেন। খান্না হইতে সন্ধ্যা ৬-১৫টায় রাজপুরায় রিজার্ভবাসে সকলে ফিরিয়া আসেন।

পাতিয়ালা (পাঞ্জাব) ঃ—১০ অক্টোবর প্রাতঃ ৯-৩০ ঘটিকায় রাজপুরা হইতে রিজার্ভবাসে যাত্রা করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব সাধু ও ভক্তবৃন্দসহ পূর্ব্বাহ্ণ ১০-১৫ ঘটিকায় পাতিয়ালা সহরে ত্রিপুরী-অঞ্চলে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। সকলে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ কিছুদূরে অবস্থিত শ্রীসত্যনারায়ণ-মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলে নূতন বিশাল সৎসঙ্গভবনের প্রকাশ দেখিয়া সকলে সুখী ও উৎসাহিত হইলেন। সৎসঙ্গভবনে বিশাল জনসমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট সহজবোধ্য সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ খুবই প্রভাবান্বিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সেবকসহ সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীভগবান্

দাস পাহুজার গৃহে দ্বিতলে অবস্থান করেন। অন্যান্য সকলের থাকিবার ব্যবস্থা শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরের দ্বিতল অতিথিভবনে হইয়াছিল। সভায় সমুপস্থিত নরনারীগণকে মিষ্টপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বহিরাগত ভক্তগণ মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীভগবান দাস পাহুজা, তাঁহার স্ত্রী ও পরিজনবর্গের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

পাঠানকোট (**পাঞ্জাব**) ঃ— অবস্থিতি —১১ অক্টোবর শুক্রবার হইতে ১৩ অক্টোবর রবিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ১১ অক্টোবর শুক্রবার প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় রাজপুরা হইতে রিজার্ভবাসে রওনা হইয়া পাঠানকোটে বেলা ১১-৩০টায় আসিয়া পেঁ ৗছেন। রিজার্ভবাস জলন্ধর সহর অতিক্রমকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ ও শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী তাহাতে পার্টির সহিত যোগ দেন। উক্ত দিবস প্রাতে শ্রীঅজিতগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীহৃষীকেশদাস ব্রহ্মচারী নিউদিল্লী হইতে পাঠনকোটে আসিয়া পেঁ ৗছেন। পাঠানকোটের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীযুগলকিশোরজী (M.C)র নবনির্ম্মিত ভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীযুগলকিশোরজীর ভ্রাতার গৃহে ত্রিদণ্ডিযতিগণ এবং অন্যান্য সকলে সর্দ্দার হরবংশলাল সাইনির গৃহে অবস্থান করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত এবং পাঠানকোটস্থ Angel Garden Public School এর প্রধান শিক্ষক শ্রীনদীয়াবিহারী দাসাধিকারী (শ্রীনরেশ ধীমান্) সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ও অন্যতম উৎসাহী সেবক। ভদরোয়া অঞ্চলে বিশাল সভামণ্ডপে ১১ অক্টোবর শুক্রবার হইতে ১৩ অক্টোবর রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় এবং ১২ ও ১৩ অক্টোবর প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ন ১০টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। ১২ অক্টোবর শনিবার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নগর ভ্রমণ করে এবং পরদিন মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীরবীন্দ্র আগরওয়াল মহোদয়ের গৃহে এবং ডালহৌসি রোডস্থ শ্রীগিরিধারীলাল কোয়েলের বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীনদীয়াবিহারী দাসাধিকারী ও তাঁহার পরিজনবর্গের এবং সর্দ্দার শ্রীহরবংশলাল সৈনী ও তাঁহার পুত্রগণের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। শ্রীনরেশ ধীমানের অধ্যক্ষতায় Angel Garden Public School এর অল্পবয়সের বালক-বালিকাগণ নৃসিংহমন্ত্র ও ভজনগান আবৃত্তি করিয়া শুনাইলে শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ খুবই উল্লসিত হন।

জম্মু ঃ—অবস্থিতি ঃ—১৪ অক্টোবর সোমবার হইতে ২০ অক্টোবর রবিবার পর্য্যন্ত।

১৪ অক্টোবর সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় পাঠানকোট হইতে রিজার্ভবাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল জম্মু যাত্রার জন্য। কিন্তু রিজার্ভবাস পৌনে ১২টায় আসিয়া পেঁ ৗছে। বাসটী ৪০ কিঃ মিঃ চলিয়া একটী বাসষ্ট্যাণ্ডে পেঁ ৗছিলে গাড়ীর চালক গাড়ী খারাপ হইয়াছে এইরূপ অজুহাত দেখাইয়া অন্য একটি গাড়ীতে উঠিতে বলে। উক্ত গাড়ীটিও কিছুদূর গিয়া বিকল হয়। তথায় ১ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়। বাসটি জম্মুতে পেঁ ৗছিলে গাড়ীর চালক রঘুনাথ মন্দিরে—সাধুগণের নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থানে যাইতে অস্বীকার করে সরকারীভাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায়। অপরাহ্ন -৩০ ঘটিকায় বাসটি কঠোয়া-বাসষ্ট্যাণ্ডে থামিয়া যায়। স্থানীয় ভক্তগণকে দেখিতে না পাওয়ায় শ্রীরঘুনাথমন্দিরে ফোন্ করা হয়। শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা) ও শ্রীশুকদেব দাস (শ্রীশশী শর্ম্মা) তথায় আসিলে ম্যাটাডোর ও অন্যান্য গাড়ীতে সন্ধ্যা ৫-৩০টায় সকলে শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। সেইদিন জম্মু ইউনিভারসিটি-নিউক্যাম্পাসে সন্ধ্যা ৫টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত শিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু গাড়ীর বিভ্রাটে অনেক বিলম্বে পেঁ ৗছায় কতিপয় ব্রহ্মচারী প্রসাদ গ্রহণের পর তথায় কীর্ত্তনের জন্য যান। শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারীকে হরিকথা বলার

জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। পরে তথায় শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমনের জন্য বহু ব্যক্তি প্রতীক্ষা করিতেছেন সংবাদ আসায় শ্রীল আচার্য্যদেবও তথায় শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন। শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর বিশেষ আগ্রহক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণসমভিব্যাহারে তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করেন।

চণ্ডীগড়ের শ্রীমতী কৈলাশদেবীর স্বধামপ্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের (শ্রীযশপাল আহুজা ও শ্রীসতীশ আহুজার) শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট প্রেরিত আনুকূল্যের দ্বারা ১৫ অক্টোবর রঘুনাথ-মন্দিরে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

জম্মু সহরের সুপ্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান শ্রীরঘুনাথ-মন্দির। মন্দিরটি বিশাল ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। কাশ্মীরের মহারাজ উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এইরূপ কথিত হয়। শ্রীরঘুনাথ-মন্দিরে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। সাধুগণের নিবাসস্থানের সংলগ্ন বিরাট সভামণ্ডপে ১৫ অক্টোবর (১৯৯৬) হইতে ১৯ অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ধর্ম্মসভার বিষয়বস্তু যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'শ্রীগীতার শিক্ষা', 'ভাগবত ধর্ম্ম', 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু', 'শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য' ও 'শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব'। শ্রীল আচার্য্যদেবের সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

১৯ অক্টোবর পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় নগরসঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রার প্রোগ্রাম বিজ্ঞাপিত ছিল। কিন্তু উক্ত দিবস জম্মুকাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর জম্মু সহরে আগমনের জন্য সরকারপক্ষ হইতে নিরাপত্তার ব্যবস্থার দরুণ শোভাযাত্রার সময় পরিবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মসভার শেষে অপরাহ্ন ৫-৩০টায় নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়।

১৮ অক্টোবর জম্মু-সহরে পটোলী এলাকায় মহন্ত শ্রীযশপাল শর্ম্মার আমন্ত্রণে শ্রীনৃসিংহমন্দিরে পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী ও তাঁহার পরিজনবর্গ, শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী ও তাঁহার পিতামাতা পরিজনবর্গ, শ্রীমদনলাল গুপ্তা, শ্রীরবি শর্ম্মা ও শ্রীশশী শর্ম্মা, শ্রীসতীশ গুপ্তা, শ্রীনন্দকিশোর রায়ণা প্রভৃতি স্থানীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ও শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন-সম্মেলন সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের সতীর্থ গৃহস্থভক্ত শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া জম্মু প্রচারের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি সস্ত্রীক সভায় যোগ দিয়াছিলেন।

স্থানীয় ইংরাজী দৈনিক পত্রিকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হয়।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

[৫ কার্ত্তিক (১৪০৩), ২২ অক্টোবর (১৯৯৬) মঙ্গলবার বিজয়াদশমী হইতে ৯ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর সোমবার রাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত]

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ২০ অক্টোবর রবিবার জম্মু হইতে ঝিলম্ এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিন মথুরা জংশনে আসিয়া বেলা ২-১৫ ঘটিকায় বৃন্দাবন মঠে উপনীত হন। আসিবার কালে রাত্রি ২ ঘটিকায় জলন্ধরের ভক্তগণ জলন্ধর ষ্টেশনে আসিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব উৎসব-বিবরণ প্রভৃতি পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হইবে।

জনকপুরী, A-I Block নিউদিল্লীঃ— অবস্থিতি ঃ—(১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত)।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৯ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বনচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে রওনা হইয়া অপরাহ্ন ৩-২৫ মিঃ-এ A-I Block জনকপুরী, নিউদিল্লী-৫৮ স্থিত শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা মন্দিরে —শ্রীহরিমন্দিরে আসিয়া পৌঁছেন। পূর্ব্বের প্রচার-পার্টীর ১৩ মূর্ত্তির অতিরিক্ত প্রচারপার্টীতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারঞ্জন ব্রহ্মচারী (রতিকান্ত), আগরতলার কানাইলাল সাহা, উদয়পুরের শ্রীসুশীল দে ও শ্রীকৃষ্ণশরণদাস ব্রহ্মচারী ছিলেন। ২৮ নভেম্বর হইতে ২ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীহরিমন্দিরে প্রত্যহ রাত্রি ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ।

৩০ নভেম্বর শনিবার শ্রীহরিমন্দির হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসে। ১ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণ ১০-৩০টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। সভান্তে সমুপস্থিত নরনারীগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব আমন্ত্রিত হইয়া সাধুগণ সমভিব্যাহারে অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীএম্-এল্ পাসি, শ্রীআত্মারাম শর্ম্মা (এড্‌ভোকেট শ্রীচেতন শর্ম্মা), শ্রীমোহন হুরিয়াত, শ্রীমোহন শেঠ এবং শ্রীশিবচরণজী সতিজার বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন।

মঠাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থভক্ত শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (ওমপ্রকাশ বরেজা), তাঁহার পুত্র শ্রীতেজেন্দ্র বরেজা এবং তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পরিজনবর্গ মুখ্যভাবে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় যত্ন করেন। শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারীর শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে পরমোৎসাহ দেখিয়া বৈষ্ণবগণ প্রসন্ন হন।

ভাটিণ্ডা, (পাঞ্জাব) ঃ—অবস্থিতি ঃ—১৭ অগ্রহায়ণ, ৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে ২৫ অগ্রহায়ণ, ১১ ডিসেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৭ অগ্রহায়ণ, ৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার নিউদিল্লী-জনকপুরী হইতে ১১-৪০ মিঃ-এ দুইটী মারুতিকার ও একটি ট্রাকে রওনা হইয়া নিউ-দিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তথা হইতে গঙ্গানগর এক্সপ্রেসযোগে সন্ধ্যা ৬-৪০ মিঃ-এ ১৯ মূর্ত্তি সাধু ও গৃহস্থভক্তগণ সমভিব্যাহারে ভাটিণ্ডা ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় বিপুলসংখ্যক নরনারী কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। ভাটিণ্ডা সহরের কেন্দ্রস্থল নয়ীবস্তী-এলাকায় শ্রীকুন্দনলাল ধর্ম্মশালায় নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থানে কতিপয় মটরযানযোগে সকলে আসিয়া উপনীত হইলে পুনঃ ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীল আচার্যদেব ও ত্রিদণ্ডিযতিগণ সম্পূজিত হন। কুন্দনলাল ধর্ম্মশালাতেই সকলে অবস্থান করেন। ৪ ডিসেম্বর হইতে ৯ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বৃহৎ সভামণ্ডপে রাত্রি ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। চণ্ডীগঢ় মঠ হইতে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ সেবক শ্রীমনসারাম ও কতিপয় ভক্তসহ ভাটিণ্ডায় বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে আসিয়া যোগ দেন। তিনিও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলনে বক্তৃতা করেন। ৭ ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীকুন্দনলাল ধর্ম্মশালা হইতে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। পরদিন রবিবার মধ্যাহ্নকালে ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনে ক্রমানুযায়ী ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। স্বধামগত শ্রীশুকদেবরাজ বক্সির পারলৌকিককৃত্যে উপস্থিতির জন্য ৮ ডিসেম্বর উৎসবে যোগদানান্তে শ্রীপাদ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ সেবকসহ চণ্ডীগঢ়ে ফিরিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণশরণদাস ব্রহ্মচারী (কানাই, মেদিনীপুরের) অসুস্থ হওয়ায় চিকিৎসার জন্য চণ্ডীগঢ়ে প্রেরিত হন। মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

ভাটিণ্ডার অদূরবর্ত্তী পাঞ্জাব প্রদেশের জেলাসদর মানসাসহরনিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীবিশ্বম্ভর চোটানির (শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারীর) আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব রিজার্ভবাসে ও কারে সাধু ও গৃহস্থভক্তবৃন্দসহ ৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯-১৫ টায় ভাটিণ্ডা হইতে রওনা হইয়া বেলা ১১টায় মানসায় শুভপদার্পণ করেন। শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারীর গৃহের ছাদে সভামণ্ডপে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনের মহিমার বর্ণন-পরিপ্রেক্ষিতে হরিকথা বলেন। সভায় সমুপস্থিত নরনারীগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। মানসা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীল আচার্য্যদেব মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীব্রজমোহন ভরদ্বাজের প্রার্থনায় তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা

পরিবেশন করিয়াছিলেন। পুনঃ রিজার্ভবাসে সকলে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভাটিণ্ডা সহরে নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থানে ফিরিয়া আসেন।

ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনীস্থ শ্রীহরিমন্দিরে ১০ ও ১১ ডিসেম্বর রাত্রির অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১০ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় হরিমন্দির হইতে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাও বাহির হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত 8 ডিসেম্বর বুধবার মঠাশ্রিত গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীবেদপ্রকাশ লুম্বার গৃহে পাঠকীর্ত্তন ও মহোৎ-সব, ৬ ডিসেম্বর রেলওয়ে কলোনীস্থ শ্রীযুগলসরকার মন্দিরে পাঠকীর্ত্তন, রেলওয়ে কলোনীস্থ শ্রীরামপ্রসাদ গুপ্তার গৃহে সাধুগণের শুভপদার্পণ, ৭ ডিসেম্বর শনি-বার শ্রীসত্যব্রত দাসাধিকারীর (শ্রীসুধীরকান্তের) গৃহে পাঠকীর্ত্তন, ৯ ডিসেম্বর সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীতরসেমলাল গুপ্তার গৃহে এবং কয়েকটি দোকান ও গৃহেতে পদার্পণ করতঃ শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারীর (শ্রীব্যানারসি দাসের) গৃহে পাঠকীর্ত্তন হয়। তৎ-পরে মধ্যাহ্নে সকলে মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বার) গৃহে আসিয়া উপনীত হন। তথায় পাঠকীর্ত্তনের পরে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে বৈদ ওমপ্রকাশ শর্ম্মার গৃহে সন্ন্যাসিগণের শুভপদার্পণ এবং সন্ধ্যায় N.F.L কলোনীস্থ শ্রীরাধাগোবিন্দ-মন্দিরে পাঠকীর্ত্তন, ১১ ডিসেম্বর প্রাতে বারনালা রোডস্থ শ্রীঅনিল গুপ্তা ও শ্রীপ্রেম গুপ্তার গৃহে, মধ্যাহ্নে শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারীর (শ্রীপুরণচাঁদ ধীমানের) গৃহে মহোৎসব এবং সন্ধ্যায় শ্রীনরেশ কুমার সিংলার গৃহে শুভপদার্পণ করেন।

শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীরাজকুমার গর্গ), বৈদ শ্রীওমপ্রকাশ পর্ম্মা, শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীকুলদীপ কুমার চোপরা), শ্রীদামোদর দাসাধি-কারী (শ্রীদর্শন সিং), শ্রীবেদপ্রকাশ লুম্বা, শ্রীওম-প্রকাশ লুম্বা, শ্রীপ্রেমচাঁদ গুপ্তা, শ্রীসুধীরকান্ত বন্‌সাল, শ্রীরাম, শ্রীভূপেন্দ্র, শ্রীপুরণচাঁদ ধীমান্, শ্রীরামপ্রসাদজী প্রভৃতি স্থানীয় গৃহস্থভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দির, দিলবাগনগর, বস্তীগুজাঁ জলন্ধর (পাঞ্জাব) ঃ—শ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

পাঞ্জাব প্রদেশে জলন্ধরসহরে দিলবাগনগরস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দির চেরিটেব্‌ল্ ট্রাস্টের পক্ষ হইতে ইস্কন-প্রতিষ্ঠানের গৃহস্থ শিষ্য শ্রীদেবেন্দ্র শর্ম্মা মহোদয় কর্ত্তৃক দিলবাগনগরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দির, চক্র-ধ্বজা ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হইলে এবং জলন্ধর-প্রতাপবাগস্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-রাধামাধব-মন্দিরের মুখ্য সেবক নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থভক্ত সতীর্থ শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী প্রভু এবং অন্যান্য সতীর্থগণের প্রবল ইচ্ছা ও আগ্রহে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধানানুসারে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে সম্মতি প্রদান করেন। শ্রীদেবেন্দ্র শর্ম্মা মঠের বিধানানুসারে শ্রীবিগ্রহের পূজার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া বাক্য দেন। তদনুসারে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দির ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় ২৬ অগ্রহায়ণ (১৪০৩), ১২ ডিসেম্বর (১৯৯৬) বৃহস্পতি-বার হইতে ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪ ডিসেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

পশ্চিমবঙ্গে নদীয়াজেলা-সদর কৃষ্ণনগর-গোয়াড়ী-বাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ও শ্রীমঠের গভর্ণিং বডির সদস্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ একজন সেবক শ্রীকার্ত্তিক ঘোষ সহ কলিকাতা হইতে ৯ ডিসেম্বর অমৃতসর মেলে রওনা হইয়া ১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ছয়ঘণ্টা বিলম্বে জলন্ধরসহরে শুভপদার্পণ করেন। পূজ্যপাদ মহারাজ শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাকার্য্যে পারঙ্গত ও অভিজ্ঞ। ১২ ডিসেম্বর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার অধিবাস-কৃত্য। অধিবাসকৃত্যে ও প্রতিষ্ঠাকৃত্যে সহায়তার জন্য ভাটিণ্ডা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ১১ ডিসেম্বর প্রাতে রওনা হইয়া মধ্যাহ্নে জলন্ধরে প্রতাপবাগস্থ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধব-মন্দিরে আসিয়া পৌঁছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „
(৪) গীতাবলী „ „ „
(৫) গীতমালা „ „ „
(৬) জৈবধর্ম্ম „ „ „
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত „ „ „
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি „ „ „
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য „ „ „
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা „ „ „ „
(২৫) দশাবতার „ „ „ „
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৪০৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। *শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫*
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৭শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র ১৪০৩
৫ বিষ্ণু, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, শনিবার, ২৯ মার্চ্চ ১৯৯৭ { ২য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৩ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণানুসন্ধান

"কৃষ্ণানুসন্ধান' শব্দে আমরা দুইটী আলোচ্য ব্যাপার লক্ষ্য করি—"কৃষ্ণ" ও "অনুসন্ধান"। কৃষ্ণ-শব্দে আমরা ঐতিহ্যানুমোদিত বা ত্রিগুণময়ী মানব-বুদ্ধির শব্দার্থবৃত্তির অজ্ঞরূঢ়ি গ্রহণ করিব না, পরন্তু বিদ্বদ্‌রূঢ়িতে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তুকেই জানিব। কৃষ্ণ-মায়াবৃত, কৃষ্ণ হইতে বিক্ষিপ্ত-কর্ণেতর অপর জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য অক্ষজবস্তুবিশেষের দ্বারা কৃষ্ণ-শব্দকে কলঙ্কিত করিব না। ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠি, সানকি ও পুষ্করাসাদি প্রভৃতি আকর ভাষাগুলি হইতে যাবতীয় ভাষাসমূহের যে-সকল বিভিন্ন শব্দদ্বারা মানবজাতি অভিধাবৃত্তিতে ন্যূনাধিক উদাসীন হইয়া লক্ষণা-চালিত হইবার জন্য এবং ইতর ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সমর্থনের আশায় যে যত্ন করেন, সেরূপ শব্দ-দ্বারা কোন প্রকৃতিজাত দৃশ্য বস্তুকে লক্ষ্য করিবার বাসনা আমরা পরম-অর্থের প্রতিকূল বলিয়া জানিব। বিভিন্ন ভাষায় তত্ত্ববস্তুকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় উদ্দেশ পূর্ব্বক নানা প্রকারে প্রাকৃত বিচার তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া তত্ত্ববস্তুর যে-সকল সংজ্ঞা-লাভ হইয়াছে, সে সকল ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধীন, সুতরাং ত্রিগুণান্তর্গত মাত্র, কোনটীই অধোক্ষজ বস্তুর সমতা লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণ শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়, সেই বাস্তব সত্যটী তত্ত্ববস্তুর গৌণসংজ্ঞার সহিত 'এক' নহে।

কৃষ্ণ শব্দটী রূপকত্বকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় না। অবিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তি পারমার্থিকের ভাষিত কৃষ্ণ-শব্দে আশ্রয় লাভ করিতে পারে না। যে সকল শব্দ চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বক, ও মনের দ্বারা সঙ্কীর্ণতা লাভ করিয়া ব্রহ্মেতর, পরমাত্মেতর বা ভগবদিতর বস্তুকে লক্ষ্য করে, কৃষ্ণ-শব্দে সেরূপ অভিজ্ঞান উদ্দিষ্ট হয় নাই। 'অধোক্ষজ', 'অপ্রাকৃত' ও

'অতীন্দ্রিয়' প্রভৃতি শব্দ-সমূহ 'নেতি' ধারণায় প্রচারিত হওয়ায় মানবের মনঃকল্পিত তুলিকায় চিত্রিত ব্যাপারগুলি বাস্তব-সত্য হইতে পার্থক্য লাভ করিবার অজ্ঞতা-শক্তি সংরক্ষণ করে। ভূতাকাশের মিশ্রভাব যে-শব্দকে বিপন্ন করে, সেই শব্দ বাস্তব বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া সাপেক্ষিকতা ও সংখ্যাগত ধারণায় বস্তুসমৃদ্ধিকারী। বৃহদারণ্যক কথিত পূর্ণের 'সঙ্কলন', 'ব্যবকলন', 'গুণন', 'বিভজন' প্রভৃতি ব্যাপার-সমূহ একত্বের বিনাশক নহে।

একায়ন পন্থার বিচার-বৈশিষ্ট্য

বিষয় ও আশ্রয়ভেদে বৈচিত্র্যসমূহ অবস্থিত। নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারে যে বৈশিষ্ট্য মনোধর্ম্মদ্বারা সমাধান লাভ করে, তদ্দ্বারা জড়ত্রিপুটীর বিনাশ-সম্ভাবনা নাই। ভগবত্তত্ত্ববস্তু অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িত্বের ব্যাঘাত করে না। রৌদ্র ও ব্রাহ্মবিচার বৈষ্ণবতা হইতে যে জড়বৈষম্য প্রকাশ করে, উহা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত করে। সেই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে চিত্ত-বৈক্লব্য-রহিত হইয়া আলোচনা না করিলে ধ্যেয় ধ্যাতা ও ধ্যানে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আবার বিঘ্ন-বিনাশের জন্য তাৎকালিক সাহায্যের প্রয়োজন লাভ করিতে গিয়া আবৃত-চেতনকে আশ্রয় করাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহা হইলে সুরমূর্ত্তির কালচক্রে ভ্রমণ-বিচার আমাদিগের কৈবল্যজ্ঞানে বাধা দিবে। 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিচয় ত্রিগুণ-পরিচালিত কোন ভাষায় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্ব্বলা চিন্তা নাম নামীর—বাচক বাচ্যের অচিন্ত্য বৈচিত্র্য বুঝিতে দিবে না।

অনুসন্ধান ও অনুশীলন

'অনুসন্ধান' শব্দটী যে-কাল পর্য্যন্ত 'অনুশীলন' শব্দের তাৎপর্য্যে নির্ব্বিঘ্ন না হয়, তৎকালাবধি অনুসন্ধানের বস্তুটীও নানাপ্রকার কল্পনা-স্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু যখন বিষয়-বোধ হয় এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আপনাকে আশ্রিত বোধ করে, তখন আর 'অনুসন্ধান' ব্যাপারটী অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবকে পরিত্যাগ করে না। তখন অনুসন্ধান ব্যাপারটী আর অনুশীলনের সহিত পৃথক্ হয় না। অনুশীলনের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞান পরিস্ফুট, উহাই পরে 'অভিধেয় ভক্তি' নামে প্রসিদ্ধ হয়। ভক্তিই হরিপ্রেমের অনুসন্ধান দেয়, হরির পূর্ণানুশীলন, নিত্যানুশীলন ও কৈবল্যানুশীলন প্রেমাকেই কৈবল্যরূপে প্রয়োজন নির্ণয় করে।

বিদ্বদ্রূঢ়িতে কৈবল্য

অনুসন্ধানের পথে অনুসন্ধানকারীর স্বরূপ, অনুসন্ধানের স্বরূপ ও অনুসন্ধেয়ের স্বরূপ যাহাতে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই সকল বিঘ্ন নাশ করিতে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিই সমর্থ। সুতরাং শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ির নশ্বর প্রকাশ বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া জীবকে অদ্বয়জ্ঞান পরমসত্য বস্তু হইতে পৃথক্ হইতে দেয় না, এবং চেতন কৈবল্যের ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয় না, পরন্তু কাল্পনিক চিন্মাত্রবাদের ভ্রান্তি সমূলে উৎপাটিত করে। শ্রীচৈতন্যদেব—বিষয়াশ্রয় কৈবল্যস্বরূপ, আর কৈবল্য-প্রকাশ নিত্যানন্দ—সেই অদ্বয়জ্ঞানেরই প্রকাশ-বৈচিত্র্য। এই চন্দ্রসূর্য্যই জীবের চিন্ময় চক্ষুর চিন্ময়ী বৃত্তির প্রকাশক। কৈবল্যদায়িনী ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়িনী। কৈবল্যদায়িনী অদ্বয়জ্ঞানানন্দিনী শক্তিদ্বয় শ্রীচৈতন্যেই অবস্থিত।

স্ফোটবিচারোত্থ বৈকুণ্ঠ বাণীর নিয়ামকত্ব

প্রপঞ্চে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল প্রতিষ্ঠান রচনা করি, তন্মধ্যে বাগিন্দ্রিয়টী শব্দ শ্রবণের জনক, কিন্তু ঐ বাগিন্দ্রিয়টী শ্রৌতপথে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত না হইলে ভাগবত-শ্রুতির বিরোধ আসিয়া অপর কর্ম্মেন্দ্রিয়চতুষ্টয়কে বিপথগামী করায়। স্ফোট বিচারোত্থ বৈকুণ্ঠবাণী জীবের কর্ণবেধ সংস্কার করাইয়া যে আধ্যক্ষিকতা নিরসন করে, তদ্দ্বারা শ্রৌতপথ আক্রান্ত হয় না। বীজগর্ভসমুদ্ভূত দেহে যে দশ সংস্কার মননধর্ম্ম যোগে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বারা আধ্যক্ষিক জ্ঞানই সুষ্ঠুতা লাভ করে; কিন্তু অধোক্ষজ অদ্বয়জ্ঞানের প্রতি ঔদাসীন্য হ'লে পুনরায় প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি-ক্রমে হরিসম্বন্ধিবস্তু ত্যাগ পূর্ব্বক বাস্তব-বস্তুর মায়াশক্তি জীবকে বিক্ষিপ্ত করিয়া চিদ্ বিম্বের প্রতিফলিত

অচিৎ আধারে প্রতিবিম্বের প্রতিই অধিক আস্থা স্থাপন করায়।

আলোচনার প্রারম্ভে আমার এই সকল কথা ব'লবার প্রয়োজনীয়তা আছে জান্‌লেও প্রাপঞ্চিক বিচারের ধারাকে বিপন্ন ক'রবার উদ্দেশ্য আমার নেই; পরন্তু উহাকে সম্পুষ্ট ক'রবার সদুদ্দেশ্যেই এই নৈবেদ্য সমর্পণ ক'রলাম। আপনাদের করুণা-প্রভাব-ধারা আমার ক্ষীণা দুর্ব্বলা উক্তির উপর চির-দিনই বর্ষিত হয় জেনে ইহা ব'লতে সাহসী হ'লাম। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি অমানী, মানদ, তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হ'য়ে নিত্যকাল শ্রীচৈতন্য-দাস্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে নাম নামীকে অভিন্নজ্ঞানে কীর্ত্তন ক'রতে পারি, কা'রও নিকট অন্য কোন আশীর্ব্বাদ আমার প্রার্থনীয় নয়।

[পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় ভাষণ]

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হই। গতকল্য আমাদের প্রারম্ভিক কতকগুলি কথা বল্‌বার সুযোগ হ'য়েছিল; কিন্তু সেদিন বাস্তবিক কোন প্রস্তাবিত বিষয়ের কথা বলা হয় নাই। সুতরাং আমরা এক-দিন পেছিয়ে প'ড়েছি। এই আলোচনার উদ্দেশ্য যে, আমরা কিছু ভাল কথা জান্‌তে পার্‌ব। যাঁ'রা এ বিষয়ে অনুরাগবিশিষ্ট বা এ বিষয়ে নিপুণতা লাভ ক'রেছেন, তাঁ'দের কাছ থেকে আমরা কিছু কথা শুন্‌তে চে'য়েছিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

বহিরঙ্গা মায়া বৈভব প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৫ পৃষ্ঠার পর]

ওঁ হরিঃ ॥ বহিরঙ্গ বৈচিত্র্যন্তু অন্তরঙ্গ বৈচিত্র্য বিকৃতিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীআম্নায়সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে বহিরঙ্গ মায়া বৈভব প্রকরণং সমাপ্তম্

মুণ্ডকে। যস্মিন্ দৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষং ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মা-নম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥ এত-স্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি॥ ভাগ-বতে। ভূতানাং নভ আদিনাং যদ্‌যদ্ভব্যাবরাবরং। তেষাং পরানুসংসর্গাৎ যথা সংখ্যং গুণান্ বিদুঃ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস। সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ॥ বিদ্যাপতি ঠাকুরের অপ্রাকৃত বৃন্দাবন বর্ণন। বহিরঙ্গ প্রাকৃত বৈচিত্র্য ইহার বিকৃতি। নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল। নবীন বসন্ত, নবীন মলয়া-নিল, মাতল নব অলিকুল। বিহরই নওল কিশোর, কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জ নব শোভন, নব নব প্রেম বিভোর। নবীন রসাল, মুকুল মধু মাতিয়া নব কোকিল কুল গায়। নব যুবতীগণ, চিত উমতায়ই নবরসে কাননে ধায়। নব যুবরাজ, নবীন নাগরী মিলয়ে নব নব ভাতি। নিতি নিতি ঐছন, নব নব খেলন, বিদ্যাপতি মতি মাতি ইতি॥ ২৯॥ ইতি বহিরঙ্গ মায়া বৈভব প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্।

বহিরঙ্গ বিচিত্রতা অন্তরঙ্গ বিচিত্রতার বিকার বিশেষ॥ ২৯॥

মুণ্ডকোপনিষদে—স্বর্গলোক, মর্ত্ত্যলোক ও অন্ত-রীক্ষ, ইন্দ্রিয়বর্গ, মন, প্রাণ, বায়ু এই সকলই পরব্রহ্মে গ্রথিত আছে। হে বৎসগণ, তোমরা সর্ব্বাশ্রয় সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকেই জানিও। তিনিই তোমাদের এবং সকল প্রাণীর নিয়ন্তা, অন্তর্য্যামী, পরমাত্মা, তাঁহাকে জানিয়া অন্য অপরা বিদ্যা ত্যাগ কর, যেহেতু এই পরমাত্ম জ্ঞানই সংসার-সাগরের পরপারে যাই-বার পথ। ভগবান্ আনন্দময় বলিয়াই এই সংসার-বদ্ধ জীবগণ পর্য্যন্ত আনন্দের অনুসন্ধানেই জীবন

ধারণ করিয়া থাকে। ভাগবতে,—হে বিদুর, আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে যে যে ভূত ক্রমশঃ নিকৃষ্ট, তাহাদের সহিত স্ব-স্ব কারণের ক্রমশঃ সম্বন্ধ থাকা হেতু উত্তরোত্তর পর পর ভূতের অধিক গুণ জানিতে হইবে। সূর্য্যের অবস্থান হেতুই যেমন আভাস অস্তিত্ব লাভ করে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিরই অনুকরণে আভাসপ্রাপ্ত জড়া মায়া ব্রহ্মাণ্ডে কার্য্য করে। এইজন্য চিন্ময়বস্তু মায়িকবস্তু হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ হইলেও, ভাষায় বর্ণিত হওয়ার সময় একপ্রকারই শ্রুত হয়; তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় উপরোক্ত অপ্রাকৃত বৃন্দাবন বর্ণন প্রসঙ্গে। [২৯]

ইতি বহিরঙ্গ মায়া বৈভব প্রকরণ
ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

জীবতত্ত্ব প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ পরাত্ম-সূর্য্যকিরণ পরমাণবো জীবাঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩০ ॥

বৃহদারণ্যকে। যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মন সর্ব্বানি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥ শ্বেতাশ্বতরে। বালাগ্রশত ভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সচানন্ত্যায় কল্পতে॥ গীতায়াং। ভূমিরাপোনলো বায়ু খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ সূর্য্যাংশু কিরণ যেম অগ্নি জ্বালা চয়॥ ৩০॥

পরমাত্মারূপ সূর্য্যের কিরণ পরমাণু স্বরূপ
জীবসকল॥ ৩০॥

বৃহদারণ্যক, জীব সম্বন্ধে বলেন,—অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিস্ফুলিঙ্গসকল নির্গত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে বিভিন্নাংশ জীবসমূহ উদিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর বলেন,—এই জীবাত্মার পরিমাণ বহু সূক্ষ্ম, অর্থাৎ একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া সেই অংশকে পুনরায় শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহার একভাগের যেরূপ পরিমাণ সেইরূপ জীবের পরিমাণ। কিন্তু স্বরূপতঃ সেই জীব অনন্তরূপ চিন্ময় ধর্ম্মের অধিকারী। জীব সম্বন্ধে ভগবান্ গীতায় বলেন,—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই প্রকারের আমার মায়াশক্তি অষ্টবিধ ভেদবিশিষ্ট। এতদ্ব্যতীত আমার একটী তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে 'পরাপ্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি চৈতন্যরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গাশক্তি নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত জড়জগৎ—এই উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থাশক্তি' বলা যায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, স্বরূপতঃ জীবমাত্রই কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের সহিত যুগপৎ ভেদ এবং অভেদ বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার তটস্থা শক্তির পরমাণুরূপে পরিচয় লাভ করে, দুই প্রকারের উদাহরণ যথা, সূর্য্যের কিরণ পরমাণু এবং বৃহদগ্নির স্ফুলিঙ্গসমূহ। [৩০]

ওঁ হরিঃ ॥ উভয় বৈভবযোগ্যাস্তটস্থ ধর্ম্মাৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩১ ॥

বৃহদারণ্যকে। তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং॥ ভাগবতে। তস্মাৎ ভবদ্ভিঃ কর্ত্তব্যং কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মানাং॥ বীজনির্হরণং যোগঃ প্রবাহ পরমোধিয়ঃ॥ শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী। অনাদি মায়া পরিমুক্তরূপং ত্বেনং বিদুর্বৈ ভগবৎ প্রসাদাৎ। বদ্ধঞ্চ মুক্তঞ্চ কিল বদ্ধমুক্তং প্রভেদ বাহুল্যং তথাপি বোধ্যং॥ ৩১॥

জীবসকল তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ স্বরূপবৈভব ও মায়া-
বৈভবরূপ উভয় বৈভবের যোগ্য॥ ৩১॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—সেই জীব-পুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড় জগৎ ও চিজ্জগৎ। জীব তদুভয়ের সংযোগস্থলরূপ তৃতীয় স্থানে অবস্থিত। সন্ধি স্থানে থাকিয়া তিনি জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব—উভয়ই প্রত্যক্ষ করেন॥ ভাগবতে শ্রীপ্রহলাদের উপদেশে—অতএব তোমরা গুণত্রয় সম্ভূত সমস্ত কর্ম্মের বীজনাশক এবং জাগ্রদাদি বুদ্ধিপ্রবাহনাশক এই ভক্তিযোগ অভ্যাস করিবে। শ্রীনিম্বার্কস্বামী বলেন,—

ভগবানের প্রসাদদ্বারাই বদ্ধজীব অনাদি মায়িক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বরূপ সম্প্রাপ্ত হয়। জীবগণের মধ্যে কেহ বদ্ধ, কেহ মুক্ত, আবার কেহ বদ্ধমুক্ত ইত্যাদি বহুপ্রভেদ দৃষ্ট হয়। [৩১]

ওঁ হরিঃ। স্বরূপতঃ শুদ্ধ চিন্ময়াঃ ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ৩২ ॥

বৃহদারণ্যকে। স্বপ্নেন শরীরমপি প্রহত্যা সুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি। শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানং হিরন্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ॥ ভাগবতে। আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ। অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥ শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্বামী। অতঃ স্থিতঞ্চৈতৎ ন্যায়তো নিত্যং স্বরূপং চৈতন্য জ্যোতিষ্টমাত্মনঃ। ॥ ৩২ ॥

জীবগণ স্বরূপতঃ শুদ্ধচিন্ময়স্বরূপ ॥ ৩২ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—শরীর মধ্যে একাকী সঞ্চারী জীবাত্মা স্বপ্নাবেশে শরীরকে নিশ্চেষ্ট করিয়া অথচ স্বয়ং ক্রিয়াশীল থাকিয়া ও ইন্দ্রিয়বৃন্দের সূক্ষ্ম মাত্রাসকলকে গ্রহণপূর্ব্বক স্বপ্নাবস্থার বাসনাময় বিষয়সকলকে প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি আবার জাগ্রদবস্থায় ফিরিয়া আসেন। ভাগবতে,—প্রহলাদ কহিলেন,—আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, আশ্রয়, অবিক্রিয়, স্বদৃক্, হেতু, ব্যাপক, অসঙ্গী ও অনাবৃত॥ শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বামীও বলেন,—এরূপভাবে অবস্থিত জীবাত্মা নিজের নিত্যস্বরূপে চৈতন্যরূপ চিন্ময়বস্তু। [৩২]

ওঁ হরিঃ ॥ অস্মদর্থাঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩৩ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ সঙ্কল্পাহঙ্কার সমন্বিতো যঃ। বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥ পাদ্মোত্তর খণ্ডে। অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্ন রূপঃ সনাতনঃ। অদাহ্যোঽচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্যাক্ষয় এব চ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্যবৈ॥ শ্রীমন্মাহাপ্রভু। বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥ সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার। এক নিত্যমুক্ত এক নিত্য সংসার॥ ৩৩ ॥

জীবগণ প্রত্যেকেই অহং পদবাচ্য বস্তু বিশেষ ॥৩৩॥

শ্বেতাশ্বতর বলেন,—জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হৃদয়াকাশে অবস্থিত, স্বরূপতঃ প্রকাশময়, সূর্য্যের তুল্য সমস্ত বুদ্ধিইন্দ্রিয় প্রাণাদিকে চেতন প্রকাশ দ্বারা সম্পন্ন করিতেছে, এই জীবাত্মা আবার বদ্ধ দশায় নানাপ্রকারের মনোরথ ও অভিমান দ্বারা অভিভূত হইতেছে। অত্যন্ত সূক্ষ্মত্বের হেতু অপ্রত্যক্ষ এই জীবাত্মা বদ্ধ অবস্থায় মায়িক দেহাদি দ্বারা জরামরণগ্রস্ত হইয়া পরমেশ্বর হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয়॥ পদ্মপুরাণে। এই জীবাত্মা অহং শব্দ বাচ্য, অবিনাশী, ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ এবং সনাতন বস্তু। তাহা দহনযোগ্য নহে, ছেদিত হয় না, জলে দ্রবীভূত হয় না, বায়ুতে শুষ্ক হয় না, এবং ক্ষয় রহিত। এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট জীবাত্মা স্বরূপত পরমপুরুষের দাস বলিয়া খ্যাত॥ জীব দুইপ্রকারে অবস্থান করে, যথা—মুক্ত দশায় এবং বদ্ধ দশায়; জীব যেহেতু অবিনাশী, যেকোন অবস্থায় অবস্থিত জীবসমূহে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে অস্মৎ পদবাচ্য অর্থাৎ অহং পদদ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। [৩৩]

(ক্রমশঃ)

সেবা কি করিয়া পাওয়া যায় ?

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

প্রভু বা মনিব যদি ভৃত্যকে দাসত্বে নিযুক্ত না করেন বা তাঁহার দাসত্ব করিবার সুযোগ না দেন তাহা হইলে ভৃত্য প্রভু-সেবা হইতে বঞ্চিত হয়—প্রভু সেবাগ্রহণে অনিচ্ছুক হওয়ায় ভৃত্যের প্রভু-সেবা লাভ হয় না। এ জগতেই যখন এরূপ কথা তখন এ জগৎ যে নিত্য জগতের হেয় বিকৃত প্রতিফলন সেই আনন্দময়ধাম চিন্ময় জগতে যে সকলের একমাত্র প্রভু ভগবান্ গৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদগণের কৃপাব্যতীত

কৃষ্ণদাস জীবগণের কৃষ্ণসেবা-লাভ হইতেই পারে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই সাধুগুরুর কৃপা ব্যতীত শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা-লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব, ইহা জ্ঞাপনার্থ শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

'মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥'
'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥'
'সাধুশাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥'

ভক্ত-কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণলাভ হয় না বলিয়া কি আমরা নিস্তেজ হইয়া বসিয়া থাকিব বা কৃষ্ণেতর বস্তুর সেবায় রত থাকিব? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে না পারিয়া অনেকেই কৃষ্ণ-সেবানুকূল বিষয় ছাড়িয়া আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিকর কার্য্যে গা চালিয়া দেন এবং নিজ ভোগানুকূল কার্য্যাবলী সমাধানের জন্য ভগবান্ ও ভক্তের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বলিয়া থাকেন—'ভগবৎকৃপার অভাব; তাই বিষয়ে মগ্ন রহিয়াছি; ভগবানের কৃপা হইলে তাঁহাতে সেবাবুদ্ধি হইবে।' কৃষ্ণবিমুখ হতভাগ্য ব্যক্তিগণের এসকল কথা শ্রবণ করিয়া পরদুঃখ-দুঃখী, নিঃস্বার্থপর ও নির্ম্মৎসর সাধুগণ যদি কৃপাপূর্ব্বক ঐসকল ব্যক্তিকে কৃষ্ণ-সেবানুকূল কার্য্যে নিযুক্ত করিবার উপদেশ প্রদান করেন তখন তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'প্রভো, আমরা ত ভগবানের বিষয় কিছুই জানি না এবং তাঁহার কৃপাও বুঝি না। ভগবান্ ত দূরের কথা, আপনাদিগকেই চিনিতে পারি না। ভগবৎ-কৃপা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই; এমত-অবস্থায় আপনাদের কৃপা হইলেই আমরা সেবা করিতে পারিব বলিয়া মনে হয়—আমাদের মঙ্গল হইবে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আপনারা কৃপা করিতেছেন না; তাই আমাদের দুর্দ্দৈবও কাটিতেছে না।'

জগদ্বাসীর মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের নিকট গুরু-মুখনিঃসৃত মঙ্গলময়ী হরিকথা কীর্ত্তন করিলে তাঁহারা এই প্রকার উত্তর দিয়া সাধুগণের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হায়! আমরা মূঢ়। সাধুগণ —বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে অযাচিত কৃপা করিতে চাইলেও আমরা দূরে সরিয়া যাইতেছি—তাঁহাদের কৃপাবন্যা আমাদের ন্যায় মলিনচিত্ত ব্যক্তির হৃদয়-মালিন্য ভাসাইয়া লইবার জন্য আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেও আমরা উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া ঐ কৃপাবারি যাহাতে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে তজ্জন্য তাহাতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। এমনি আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি! এমনি আমাদের পোড়া কপাল! তাই বলি, ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা ত অবিরত শতধারে বহিতেছে, কিন্তু হতভাগ্য আমরা—নির্ব্বোধ আমরা সেই অমূল্য দয়ার ভিখারী হইতেছি কই? তাহা গ্রহণ করিতেছি কই? সাধুবৈদ্য আমাদিগকে জোর করিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া দিতেছেন আর অন-ভীপ্সু আমরা গলায় অঙ্গুলি দিয়া উদ্গার আনয়ন পূর্ব্বক তাহা ফেলিয়া দিতেছি এবং নিজের দোষ চাপা দিবার জন্য সাধুর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বলি-তেছি, সাধু আমায় কৃপা করিল কই? এমনি আমাদের আত্মবঞ্চনের আকাঙ্ক্ষা! তাই বলি, কপটতা করিয়া কম খাইলে ক্ষতি কাহার? নিজের অজ্ঞতা গোপন রাখিয়া সাধুর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সাধুবৈদ্যের হাত থেকে এড়াইয়া পচা ঘা লুক্কায়িত রাখিবার চেষ্টায় লোকসান কাহার?

সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপা। ভগবদ্ভক্তগণ আমা-দিগকে যে সেবায় নিযুক্ত করেন—সেইটিই তাঁহাদের অপার কৃপা। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তে ভোগ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট কপট ব্যক্তিগণ ভক্তের সেবা-নিয়োগ-ব্যাপারকে কৃপা মনে না করিয়া অন্য কিছু মনে করেন এবং কপটতা করিয়া পুনরায় কৃপা-যাচ্ঞার ভাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি সত্য সত্যই নিষ্কপট, তিনি কৃপাদেবীকে সেব্যবিগ্রহরূপে কৃপা-বিতরণ করিবার জন্য সমায়াতা দেখিতে পান। তাই সেই নিষ্কপট কৃপাভিখারী তখন নিজাভীষ্ট কৃপাদেবীকে সেব্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া উত্ত-রোত্তর উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্য সহকারে সেবানুকুল কার্য্যস্বীকার, অন্তরে সেবাবিরোধী ও মুখে কপটতা কৃপাভিখারী ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ পূর্ব্বক অনুক্ষণ সেবা-পরায়ণ ও সেবায় অতৃপ্ত হইয়া কেবলমাত্র নবনবায়-মান সেবার জন্য কৃপাপ্রার্থী সাধুগণের সঙ্গে নিত্যকাল সেবায় রত থাকেন। সেবাই কৃপা; কৃপাই সেবা। সেবানুকুল কার্য্যের দ্বারাই ভগবান ও ভক্তের কৃপা

লাভ বা সেবোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত হয় আর সেবা-বিমুখ কর্ম্মের দ্বারা সেবাবিমুখী দুষ্কৃতি সঞ্চিত হয়, সুতরাং যিনি সেবাবিমুখ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কপটতাপূর্ব্বক ভাবিকৃপার সুখস্বপ্ন দর্শন করেন তিনি নিত্যকাল বঞ্চিত হন—ভগবৎকৃপা-লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না।

কেহ কেহ বলেন, ভগবৎকৃপার দ্বারাই ভগবৎ-সেবা লাভ হয়—সাধনের কোন আবশ্যকতা নাই; আবার কেহ কেহ সাধনকেই ভগবৎসেবা লাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদ্ধেতু অনেক সময়ে সাধন ও কৃপা লইয়া যে পরস্পরের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহার মীমাংসা সষ্ঠুভাবে দেখাইয়াছেন যে, সদ্‌গুরুর আনুগত্য ব্যতীত বদ্ধজীবের কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না।

"তাঁতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥"

লৌকিক, বৈদিক বা যে কোন ক্রিয়াই হউক না কেন উহা হরিসেবানুকুল হইলেই কৃষ্ণকৃপা বা ক্রমশঃ কৃষ্ণে ঐকান্তিক সেবালাভর কারণ হয়। আবার কৃষ্ণের ভক্তসেবা ব্যতীতও কৃষ্ণসেবায় নৈষ্ঠিকী রতি উদিত হয় না; সুতরাং কৃষ্ণসেবায় কৃপা ও সাধন পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত, একটি ব্যতীত অপরটি হয় না। সেবোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় বা সাধনই শুদ্ধভক্তিলাভের প্রাগবস্থা; উহা সেবাবিমুখ কর্ম্ম-চেষ্টা নহে। সুতরাং সাধন বা সেবানুকূল জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কর্ম্মই ভগবৎকৃপাসঞ্জাত ব্যাপার। ভগবৎসেবানুকূল চেষ্টাও পৃথক বস্তু নহে। সাধনভক্তি বা সেবাই সুষ্ঠু সম্বন্ধজ্ঞানের জনক, আবার সুষ্ঠু-সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়েই অহৈতুকী নিত্যসিদ্ধা পরা ভক্তির আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদ-হৈতুকম্ ॥"

অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে পরধর্ম্মানুষ্ঠান ভক্তি উদয় করাইবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্র বিষয়ভোগ-ত্যাগ এবং কৃষ্ণে সম্বন্ধজ্ঞান উদয় করায়। সুতরাং সাধন বা সেবা বাদ দিয়া কখনও কৃপা লাভ হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা আমা-দিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। বৃহৎ ভূখণ্ড যেমন ক্ষুদ্র লোষ্ট্রখণ্ডকে আকর্ষণ করিতেছে, সূর্য্যদেব যে প্রকারে বায়ুযোগে গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আকর্ষণ করি-তেছে তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ অণুচৈতন্য জীবকুলকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি শ্রৌতপন্থার বেদবায়ুর দ্বারা—সাধুমুখনিঃসৃত বাক্যের দ্বারা অনন্ত জীবগণ-কে নিত্যই তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতেছেন; সুতরাং ভগবানের কৃপা-আকর্ষণ নাই, ইহা অসম্ভব কথা। তবে ভগবান্ ও জীব উভয়েরই কিছু কৃত্য আছে।

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠার পর]

"তবোদরে বিশ্বমিদং ভাতি সর্ব্বং চরাচরম্।
স্থূলোদরঃ কস্তুদন্যো বহ্বাশী কস্তবাধিকঃ ॥
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে সরিতঃ সাগরাদয়ঃ।
সর্ব্বধারা দিশশ্চৈব কিং মাতি দবোদরে ॥" *

—জৈঃ অঃ পঃ ৩।৫-৬

সমস্ত চরাচর বিশ্ব আপনার উদরেই অবস্থিত, তখন আপনা হইতে অধিক স্থূলোদর দ্বিতীয় কে আছেন? আপনা হইতে অধিক ভোজনপরায়ণই বা কে? ব্রহ্মাদি দেবগণ, সমস্ত নদ-নদী, সাগর, পর্ব্বতাদি সমন্বিত পৃথিবী, দশদিক—সকলই আপ-নার উদরে অবস্থিত নয় কি?

"ত্বত্তঃ স্থূলোদরঃ কশ্চিন্ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।

* ব্যঙ্গোক্তিরূপে ভীম শ্রীকৃষ্ণের মহিমাই কীর্ত্তন করিতেছেন।

স ভবান্ মামকং ভোজ্যমুদারং চ জনার্দ্দন।
শংসল্লজ্জাং ন চাপ্নোষি ত্বং বৈ মাং ভাষসে মৃষা ॥"
—জৈঃ অঃ পঃ ৭

হে জনার্দ্দন! আপনার অধিক স্থূলোদর ব্যক্তি পূর্ব্বে কেহ হয় নাই, ভবিষ্যতে কেহ হইবে না। তথাপি আপনি বহু ভোজনপরায়ণ স্থূলোদর বলিয়া আমাকে নিন্দা করিতেছেন; আপনার লজ্জা হয় না।

"কস্তু জাম্ববতীং ভার্য্যাং বানরীং মাধবং বিনা।
কুরুতে রুক্মিণীং প্রাপ্য গুণজ্ঞঃ খলু কেশব ॥"
—জৈঃ অঃ পঃ ৩১৮

আমার রাক্ষসী স্ত্রীর কথা বলিতেছেন, স্বীকার করিতেছি, হিড়িম্বা রাক্ষসীকে আমি বিবাহ করিয়াছি। তাহাতে আপনি আমাকে কুযোনিতে গমন করিয়াছি বলিয়া নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু আপনি তো আমাপেক্ষাও হীনজাতি ভাল্লুকের কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়াছেন। এবম্প্রকার কার্য্য কোন্ পুরুষ করিতে পারেন, গুণবতী রুক্মিণীকে স্ত্রীরূপে পাইয়াও ভাল্লুকের কন্যাকে বিবাহ করিবেন? কেবল আপনার ন্যায় গুণজ্ঞ কেশবই করিতে পারেন। "বরাহ মৎস্য কূর্ম্মাণাং যোনিঃ প্রিয়তমা তব ॥" শূকর, মৎস্য এবং কচ্ছপের যোনি অত্যন্ত প্রিয়, এইজন্য সেইসবে আপনার জন্ম। যে ব্যক্তি অধিক অঙ্গযুক্ত ও অঙ্গহীন, তাহার বুদ্ধি-পরামর্শ কোনকালেই সুখদায়ক হয় না। পূর্ব্বকালে বামনরূপ ধারণ করিয়া দানবীর বলিমহারাজের দান গ্রহণ করিয়া বিরাট রূপ ধারণ করতঃ ত্রিপাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সুতরাং আপনি ব্যতীত কোন মনুষ্যের তিন পদ আছে? সহস্র মস্তক, সহস্র সহস্র পদ আপনারই, ব্রাহ্মণরা বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব আপনার মত বহু-অঙ্গ কাহারও নাই। 'অপানিপাদ' বলিয়া আপনার অঙ্গহীনতা জ্ঞানীরা বর্ণন করেন, সুতরাং আপনার অধিক অঙ্গ ও আপনার অঙ্গহীনতার দোষ আপনাতেই বিরাজমান। অঙ্গহীনতা হেতু আপনিই প্রধান বধির। জগতে আপনার ন্যায় অমর কে আছে? মহাবিষধর সর্পকে ধরিবার জন্য কালিয়-হ্রদের জলে ঝাপ দেন, এইপ্রকার কর্ম্ম গোপালক কৃষ্ণই করিতে পারেন। স্ত্রী-বশীভূত ব্যক্তির বুদ্ধি-পরামর্শ কোন কার্য্যই সুখদায়ক হয় না আপনি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। আমার জিজ্ঞাসা আপনার ন্যায় স্ত্রী-বশীভূত কে? স্ত্রী সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া স্বর্গ হইতে মহাবৃক্ষ পারিজাত তুলিয়া আনিয়া স্ত্রীর গৃহাঙ্গিনায় রোপণ করিয়াছেন। অতএব আপনার অধিক স্ত্রী-বশীভূত, স্ত্রীদাস কোন্ পুরুষ হইতে পারে? কেবল যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণই এইরূপ কার্য্য করিতে পারেন। কামুক ব্যক্তির মন্ত্রণায় কোন কার্য্যে সিদ্ধি হয় না, এই কথা সত্য, কিন্তু স্থূলদর্শনে দেখা যাইতেছে আপনার ন্যায় জগতে কামুক দ্বিতীয় কে আছে? ব্রজে গোপকন্যা সহস্র গোপীকে লইয়া রাস কে করিয়াছেন, তাহাতে আপনার মত কামুক কে আছেন এইরূপ যদি বলে তাহা ঠিক হইবে কি? এই কার্য্য কেবল নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আপনার পক্ষেই সম্ভব। অন্য কাহারও পক্ষে কদাপি সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি শ্বশুরের গৃহে থাকিয়া তাঁহার কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার বুদ্ধি-পরামর্শও কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না এইরূপ আপনি মন্তব্য করিয়াছেন, এ দোষও স্থূলদর্শনে আপনাতে বিদ্যমান দেখা যাইতেছে।

"ক্ষীরাব্ধৌ সততং বাসঃ শ্বশুরস্য গৃহে তব।
এতে রম্যগুণাঃ প্রোক্তা বহ্বোহন্যেপি তৈরলম্ ॥"
—জৈঃ অঃ পঃ ১২

শ্রীলক্ষ্মীদেবী ক্ষীরসাগরের কন্যা, অতএব ক্ষীরসমুদ্র আপনার শ্বশুরগৃহ, সেই ক্ষীরসমুদ্রে সদাবাস করিয়া সতত সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্য আপনি করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্বশুরগৃহে সতত বাস করিয়া কার্য্য করিয়া থাকা পুরুষ কতজন জামাতা এইরূপ আছেন? একমাত্র মাধবেই ইহা সম্ভব। এতাদৃশ আপনার অনন্ত গুণরাশি আমি যৎসামান্য বর্ণন করিলাম। ভীমের কথা শুনিয়া ভ্রাতাগণ ভয়ে ভীত হইলেন। ভীমসেন পুনঃ বলিলেন—হে যদুপতে! আপনি বলিতেছেন—আমি কোন কাজেরই লোক নই, তাহা অতীব সত্য। কিন্তু আমার মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস আপনার যদি অহৈতুকী কৃপা থাকে, তাহা হইলে এ বিশ্বে এমন কার্য্য নাই যাহা আমি করিতে পারি না। মনুষ্যের কা কথা, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতিকে পরাস্ত করিবার শক্তি আমি রাখি। হে

দয়াময় সর্ব্বদা আপনার অহৈতুকী কৃপাই আমার ভরসা। প্রণতিপূর্ব্বক ভীম বলিতে লাগিলেন—

"জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তেঽপ্রাকৃতায় চ।।"

—ভাঃ ১০।৭১।৩৬

আপনি জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ের শাশ্বত ভাণ্ডার, অনন্ত শক্তিমান্, নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও অপ্রাকৃত পর-ব্রহ্ম—আপনাকে অশেষ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি, এই বলিয়া ভীমের বাক্যের বিরাম হইল।

ভীমসেনের ব্যাঙ্গোক্তি-প্রশস্তি শ্রবণ করিয়া যৎ-পরনাস্তি প্রসন্ন হইলেন যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ভীত দেখিয়া বলিলেন—হে ধর্ম্মরাজ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাবতীয় দ্রব্যই স্বয়ং সসত্তা না থাকায় আমারই সত্তায় সত্তাবান্ এবং আমি সর্ব্বাধার হেতু সমস্ত গুণ-দোষ আমাতেই বিরাজমান্ জানিবেন।

"অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমচ্যুতঃ।
নান্যদস্তীতি সংবিদ্ যা পরমা সা অহংকৃতিঃ।।"

—মহোপনিষৎ ৫।৮৯

এই সমগ্র বিশ্বই আমি! আমি পরমাত্মা, আমি অচ্যুত, আমি ছাড়া পৃথক্ অন্য কিছুই নাই। এই জ্ঞান পরম শ্রেষ্ঠ। ভীমসেনের সঙ্গে রঙ্গ-পরিহাস ক্রীড়া করিলাম।

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।।"

—ভাঃ ১০।৩৩।৩৬

ঐকান্তিক ভক্তগণকে অনুগ্রহ ও আনন্দ প্রদানের জন্য আমি আপ্তকাম ও আত্মারাম হইলেও মানবদেহ ধারণ করতঃ মানবোচিত বিবিধ লীলাচরণ করিয়া থাকি, যাহা শুনিয়া মায়াবিমোহিত জীব এবং আমার বিমুখ বিষয়-ভোগী ব্যক্তিগণ, মাধুর্য্যময় ভক্তবাৎসল্য লীলা শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আমার ভজনে তৎপর হন। "ক্রীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রিজগৎ কৃতম্।"—ভাঃ ৮।২২।২০। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।"—বেদান্ত ২।১।২৪। আমি প্রাকৃত বালকের ন্যায় লীলা আচরণ করিয়া থাকি। ভক্তের আর্ত্তি-আকুলতাই আমার একমাত্র প্রাপ্তির কারণ, আমি সর্ব্বত্র অজিত হইলেও ভক্ত শুদ্ধভক্তি দ্বারা আমাকে জয় করিয়া নিজাধীন করিয়া থাকেন। আমি প্রীতিভক্তিযুক্ত ভক্তের নিকট ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকি। ব্রহ্মাদি দেবগণ আমার দাস হইলেও, শ্রীনন্দ বাবা গো-চারণে আমাকে আদেশ করেন। অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ এবং লোকপালগণ পরাক্রমশালী হইলেও আর সর্ব্ব-সংহারক মৃত্যুও আমার নিকট হইতে দূরে দণ্ডায়মান হইয়াও কৃপা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্রজের রাখাল বালকগণ আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বৃক্ষের ফল আহরণ করতঃ আস্বাদনান্তে আমাকে দেয়। "নমামি ত্বানন্তশক্তিং পরেশং সর্ব্বাত্মানং কেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রম্।"—ভাঃ ১০।৬৩।২৫। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ অনন্ত শক্তি, পরমেশ্বর, সর্ব্বাত্মা ও জগদ্গুরু বলিয়া জ্ঞানিগণ প্রণাম করিলেও স্নেহময়ী মাতা যশোদা আমাকে অজ্ঞ, অবুঝ মনে করিয়া কাণ ধরিয়া আমাকে শিক্ষা দেন। ব্রজকুমারীগণের বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিলে তাঁহাদের উক্তি—

"মুঞ্চাঞ্চলং চঞ্চল পশ্যলোকং
বালোঽসি নালোকয়সে কলঙ্কম্।
ভাবং ন জানাসি বিলাসিনীনাম্
গোপাল গোপাল ন পণ্ডিতোঽসি।।"

—জনৈক কবির উক্তি

'হে চঞ্চল কৃষ্ণ! বস্ত্রাঞ্চল ছাড়। এখনও তুমি কি বালক আছ, তুমি জান না সংসারী লোক কি বলিবে? তুমি কোন রমণিগণের ভাবও বুঝিতে পার না, তোমার বুদ্ধি এইপ্রকার। তুমি গোপাল, গোচারণ করিয়া থাক, পণ্ডিত নহ, স্থানাস্থান কিছুই বুঝিতে পার না। তোমার মতন মূর্খ কজন ব্রজে আছে?' গোপীগণের প্রণয় প্রীতিযুক্ত এইরূপ বাক্যে বেদস্তুতি হইতেও আমি অধিক আনন্দানুভব করি-তাম। হে ধর্ম্মরাজ! আমি নিজশক্তি হলাদিনীর দ্বারা আনন্দানুভব করিয়া থাকি এবং হলাদিনী শক্তির দ্বারাই আনন্দ প্রদান করিয়া প্রেমিক ভক্ত-গণকে পোষণ করিয়া থাকি।

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে ভক্তবাৎসল্যের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নয়নযুগলে গঙ্গা-যমুনার ধারার ন্যায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল, প্রেমে গদগদ স্বরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলি-

লেন,—হে ভক্তবৎসল, হে দয়াময় কৃপাসিন্ধো। প্রভো, কৃপা করিয়া আমাকে নিত্যকিঙ্কররূপে গ্রহণ কর—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হইলেন।

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্ম কর্ম্মভির্ভেজে
স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥
—ভাঃ ৬।৪।৩৩

'হে ভগবন্! হে অনন্ত! আপনি প্রাকৃত নাম-রূপাদি রহিত হইয়াও অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-বিশিষ্ট, আপনি সর্ব্বকারণকারণ। আপনি আপনার পাদপদ্মের ভজনাকারী ভক্তগণকে অনুগ্রহের জন্য নানাবিধ অপ্রাকৃত চিন্ময়রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। আপনার অহৈতুকী কৃপা আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন।'
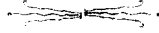
Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name :	Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj—(temporarily appointed as Printer & Publisher)
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Smd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj
Signature of Publisher

Dated 29. 3. 1997

৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত-পালন

[৬ কার্ত্তিক (১৪০৩), ২৩ অক্টোবর (১৯৯৬) বুধবার হইতে
৮ অগ্রহায়ণ, ২৪ নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত]
(২৫ নভেম্বর রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে অবস্থিতি)

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে ও সেবাধ্যক্ষতায় ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত-কার্ত্তিক-ব্রত ও ঊর্জ্জব্রত পালন ৬ কার্ত্তিক, ২৩ অক্টোবর বুধবার হইতে ৮ অগ্রহায়ণ, ২৪ নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘসহ ৩ কার্ত্তিক, ২০ অক্টোবর রবিবার জম্মু হইতে ঝিলম্ এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিন বেলা ১টায় মথুরা জংশনে পৌঁছিয়া মোটরযান ও টেম্পোযোগে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ২-১৫ ঘটিকায় শুভপদার্পণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচারপার্টিসহ বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাই ব্রহ্মচারী ও শ্রীগঙ্গাধর দাস (পাচক) ১৬ অক্টোবর পূর্ব্বা-এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিন আলিগড় ষ্টেশনে নামিয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে আসিয়া উপনীত হন।

৫ কার্ত্তিক, ২২ অক্টোবর মঙ্গলবার বিজয়াদশমী-তিথিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় সেবক ও সেবোপকরণসহ ট্রাক-যোগে মথুরায় ভিওয়ানি-ধর্ম্মশালার বাঙ্গালীঘাটে প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য অগ্রিম গমন করেন। উক্তদিবস পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী মোটর-যানযোগে এবং ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী প্রভৃতি প্রচার পার্টির অন্যান্য সকলে টেম্পো-যোগে অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় তথায় উপনীত হন।

২২ অক্টোবর কলিকাতা হইতে তুফান-এক্সপ্রেস-যোগে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীর নেতৃত্বে ৬৬ মূর্ত্তি ভক্ত যাত্রা করতঃ পরদিন আগ্রা ক্যাণ্ট-ষ্টেশনে আসিলে তথা হইতে রিজার্ভ বাসযোগে সকলে সন্ধ্যায় মথুরায় ভিওয়ানি ধর্ম্মশালায় পৌঁছেন। মঠের ত্যক্তাশ্রমী-গণের মধ্যে ছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীভূতভাবন দাস বনচারী (গৌহাটী মঠের), শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীমুরারিদাস ব্রহ্মচারী (মানিক) ও শ্রীগৌতম দাস এবং তদ্ব্যতীত দুইজন পাচক। কলিকাতা পার্টির সহিত আগরতলার ভক্তগণ ছিলেন সস্ত্রীক শ্রীকৃষ্ণ-কুমার বসাক ও সস্ত্রীক শ্রী গোপাল চন্দ্র সাহা। আগরতলার পার্টী (৪৪ মূর্ত্তি) একদিন বাদে ২৩-অক্টোবর তুফান-এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ ও শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারীর নেতৃত্বে পরদিন আগ্রা-ক্যাণ্টে অনেক বিলম্বে পৌঁছেন। রিজার্ভ বাস-যোগে মথুরায় ভিওয়ানি ধর্ম্মশালায় তাঁহাদের পৌঁছিতে অধিক রাত্রি হয়। তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশালায় আনিতে শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদামোদর দাস প্রভৃতি কতিপয় সেবক আগ্রা-ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ—২৩ মূর্ত্তি ব্রজপরিক্রমায় যোগ দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে ছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ মাধব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ ও শ্রীঅদ্বৈতদাস ব্রহ্মচারী। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কেঞ্জেকুড়াস্থ শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, তাঁহার সেবক শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী ও ১৪ মূর্ত্তি গৃহস্থ ভক্তসহ মথুরায়-নিবাসস্থানে আসিয়া যোগ দেন। আসাম হইতে ২৫ মূর্ত্তিসহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ মথুরা ধর্ম্মশালায় একাদশীর দিন দিল্লী হইতে মোটরবাস-যোগে রাত্রিতে আসিয়া পৌঁছেন। দেরাদুননিবাসী প্রাচীন নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্তদ্বয়—শ্রীমদ্ প্রেমদাস প্রভু ও শ্রীমদ্ তুলসীদাস প্রভু মহিলা-পুরুষ ভক্তসহ যোগ দেওয়ায় সকলেই উৎসাহিত হন। শ্রীদামোদরব্রতের নিয়মসেবা তাঁহারা অতীব নিষ্ঠার সহিত পালন করেন। হায়দ্রাবাদের ভক্তগণও মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীকরুণাকরের নেতৃত্বে পৌঁছিয়া পরিক্রমায় যোগ

দেন। ওড়িষ্যা-রাজ্যের পুরী মঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পূজারী শ্রীমুকুন্দবিনোদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসৎপ্রসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী অন্যান্য ভক্তগণসহ যোগ দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। এইবার ব্রজ-পরিক্রমায় প্রথম হইতেই প্রায় পাঁচশত ভক্ত পরিক্রমা করেন। একটি নিবাসস্থান হইতে আরও একটি নিবাসে যাইতে ৭টি রিজার্ভ বাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ চণ্ডীগড় ও পাঞ্জাবের ভক্তগণসহ কোশীতে গয়ালালস্মৃতি-ভবনে রিজার্ভ বাসে যোগ দিলে বাসের সংখ্যা ৮টিতে পরিণত হয়।

পরিক্রমাকারী ভক্তগণের বিভিন্ন শিবিরে অবস্থান কার্য্যসূচীঃ—(১) মথুরা ভিওয়ানি ধর্ম্মশালা বাঙ্গালী-ঘাট—ইং ২২-১০-৯৬ হইতে ২৭-১০-৯৬

(২) গোবর্দ্ধন (সুনাম ধর্ম্মশালা, আগরওয়াল ধর্ম্মশালা, মহাবল-বৈশ্যধর্ম্মশালা)—ইং ২৮-১০-৯৬ হইতে ৩০-১০-৯৬

(৩) কাম্যবন (বিমলাকুণ্ড)—ইং ৩১-১০-৯৬ হইতে ৩-১১-৯৬

(৪) বর্ষাণা (ধাতরিয়া-ধর্ম্মশালা, বেরিলিওয়ালা-ধর্ম্মশালা, বিনানি স্মৃতিভবন)—ইং ৪-১১-৯৬ হইতে ৬-১১-৯৬

(৫) নন্দগ্রাম (পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজের স্থাপিত ইন্টারকলেজে)—ইং ৭-১১-৯৬ হইতে ১০-১১-৯৬

(৬) কোশী (কোহসি) (গয়ালাল-স্মৃতিভবন, আগরওয়াল-ধর্ম্মশালা, বিদ্যালয়-ভবন)—ইং ১১-১১-৯৬ হইতে ১৩-১১-৯৬

(৭) গোকুল মহাবন (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, নন্দ-দরজা-ধর্ম্মশালা)— ইং ১৪-১১-৯৬ হইতে ১৮-১১-৯৬। মঠের জমীতে বহু তাঁবু লাগান হইয়াছিল।

(৮) বৃন্দাবন (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও মুঙ্গের রাজমন্দির) ইঃ ১৯-১১-৯৬ হইতে ২৫-১১-৯৬

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দজীউর কৃপায় ৮৪ ক্রোশ-ব্রজমণ্ডলে ৮টী শিবিরে অবস্থান করতঃ পরিক্রমাকারী ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডি-যতিগণের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন-সহযোগে দ্বাদশ বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থানসমূহ দর্শন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যেক স্থানের মহিমা গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। কোথাও বা বিদেশী ভক্তদের বোধ-সৌকর্য্যার্থ ইংরাজীতেও বলেন। ব্রজে প্রচণ্ড বর্ষায় এই বৎসর রাস্তাঘাট বহু স্থানে ভগ্ন হওয়ায় বাস চলাচলের অসুবিধা হয়।

গোবর্দ্ধন পরিক্রমার দিন একজন মহিলা ভক্ত গাভী কর্তৃক আহত হন। কাম্যবনে যাইবার সময় বাসসমূহ প্রদেয় শুল্ক হইতে বাঁচিবার জন্য গ্রামের দুর্গম রাস্তা দিয়া চলায় এক স্থানে স্বল্প দুর্ঘটনায় পতিত হয়, তাহাতে অনেক ভক্ত অল্পবিস্তর আহত হন। তখন চতুর্ব্বেদী বাস বাদ দিয়া অন্য বাস-কোম্পানি নিয়োগ করা হয়। বর্ষাণাভিমুখে যাওয়ার সময় চলাকালে স্পিড-ব্রেকারের ধাক্কায় প্রচণ্ড ঝাকুনিতে একজন মহিলা ভক্ত বিশেষভাবে আহত হন। ব্রজের পাণ্ডাগণ তখন বলেন—যাত্রিগণের মধ্যে নিশ্চয়ই কেহ গোবর্দ্ধন শিলা সঙ্গে আনিয়াছেন, এইজন্য দুর্ঘটনা আদি হইতেছে, সকলকে তখন আবেদন করা হয় গোবর্দ্ধন-শিলা প্রত্যর্পণের জন্য, পরে আর কোনও অসুবিধা হয় নাই।

মথুরা-নিবাসস্থান হইতে মধুবন, তালবন, কুমুদ-বন, বহুলাবন পরিক্রমার দিন একটী বাস কাঁদায় দাবিয়া যায়, তাহাতে পরিক্রমাপার্টি কএকঘণ্টা আটকাইয়া পড়েন। বাস উঠাইতে না পারায় উক্ত বাসের যাত্রিগণ অন্য বাসে যান। রাত্রি হইয়া যাওয়ায় বহুলাবনের নির্দ্দিষ্ট স্থান দর্শন করিতে পারা যায় নাই, যদিও বহুলাবনের মধ্য-দিয়া ভক্ত-গণ গিয়াছেন,—রাধাকুণ্ড বহুলাবনের অন্তর্গত।

২৯ অক্টোবর মঙ্গলবার শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা—প্রাতে ৭-৪০ মিঃ-এ যাত্রা, রাত্রি ৮-৩০টায় প্রত্যা-বর্ত্তন। ৩০ অক্টোবর শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে নূতন কক্ষের উদ্ঘাটন ও মহোৎসব।

৩।১১।96 তারিখে কাম্যবন-নিবাসস্থানে বহুলা-ষ্টমী-শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রাকট্যতিথিতে বিশেষ উৎসবা-নুষ্ঠান; ১২।১১।96 তারিখে কোশীতে-নিবাসস্থানে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব; গোকুল মহা-বন মঠে ১৬।১১।96 তারিখে গোকুল মহাবন মঠের বার্ষিক উৎসব এবং ১৮।১১।96 তারিখে শ্রীগোপাষ্টমী

অনুষ্ঠান ; শ্রীবৃন্দাবন মঠে ২১।১১।৯৬ তারিখে শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথি উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা এবং পরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত ও কলিকাতার শ্রীমতী কমলা ঘোষ বস্ত্রার্পণসেবা সম্পাদন করেন।

পরিক্রমাকারী ভক্তগণ শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। পরদিন রিজার্ভ বাসযোগে কলিকাতার ও আগরতলার যাত্রিগণ বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করতঃ নিউদিল্লী হইয়া পূর্ব্ব এক্সপ্রেস ট্রেণযোগে কলিকাতা যাত্রা করেন। শ্রীরাসপূর্ণিমা-তিথিতে বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

পরিক্রমায় উৎসবে আনুকূল্যকারী ভক্তগণ—

১। শ্রীরাধামাধব দাসাধিকারী, কাকদ্বীপ (পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ সন্ত গোস্বামী মহারাজের শিষ্য)—মথুরা-ভিওয়ানি ধর্ম্মশালা—তাং ২৪।১০।৯৬

২। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, গোবর্দ্ধন—৩০।১০।৯৬ উৎসবদাতা—আলোয়ারের শ্রীমূলচাঁদ সোনি

৩। শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সাহা) বারাসত এবং শ্রীমতী অরুণা কর, কলিকাতা—কাম্যবন—তাং ৩।১১।৯৬

৪। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ—বর্ষাণা—তাং ৪।১১।৯৬

৫। শ্রীমতী অনুরাধা রায়, কলিকাতা—তাং ৬।১১।৯৬

৬। প্রাতে আসামের ভক্তবৃন্দ, খেচরান্ন—নন্দগ্রাম—তাং ৮।১১।৯৬

৭। মধ্যাহ্নে শ্রীতরসেমলাল গুপ্তা, জলন্ধর—নন্দগ্রাম—তাং ৮।১১।৯৬

৮। শ্রীমতী অনিতা পাল, গুয়াহাটী, আসাম—নন্দগ্রাম—তাং ১০।১১।৯৬

৯। শ্রীযোগরাজ পুরী, সিমলা—কোশী—তাং ১১।১১।৯৬

১০। মুখ্য উৎসবদাতা শ্রীরাধামাধব দাসাধিকারী ও অন্যান্য ভক্তগণ। অন্নকূট মহোৎসব—কোশী—তাং ১২।১১।৯৬

১১। শ্রীগোপাল দাস, কোশী—তাং ১৩।১১।৯৬

১২। কলিকাতার ভক্তবৃন্দ—গোকুল মহাবন—তাং ১৫।১১।৯৬

১৩। গোকুল মহাবন মঠের বার্ষিক উৎসব—তাং ১৬।১১।৯৬

১৪। আগরতলার ভক্তগণ—গোকুলমহাবন-মঠ—তাং ১৭।১১।৯৬

১৫। শ্রীমদনলাল গুপ্তা, জম্মু (শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি ও দ্বাদশী তিথিতে)—বৃন্দাবন—তাং ২১ ও ২২।১১।৯৬

১৬। শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, আগরতলা—বৃন্দাবন—তাং ২৪।১১।৯৬

১৭। উৎসবদাতা বৃন্দাবন মঠ—তাং ২৫।১১।৯৬

প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ অসুস্থতা নিবন্ধন মথুরা নিবাসস্থানে বৃন্দাবন মঠ হইতে দুইদিন আসিয়াছিলেন, অন্যত্র যাইতে পারেন নাই, কিন্তু পরিক্রমা-পরিচালন-ব্যাপারে আনুকূল্য সংগ্রহাদি সেবার দায়িত্বে ছিলেন। ভাণ্ডার, সেবোপকরণ-ক্রয়, রন্ধন, পরিবেশনাদি সেবার মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী বিভিন্ন শিবিরে ভক্তগণের থাকিবার সুব্যবস্থায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন।

প্রত্যহ প্রারম্ভে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রারম্ভিক নৃত্য-কীর্ত্তনের পরে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী।

পরিক্রমাকালে শ্রীকানাই ব্রহ্মচারী (শ্রীমায়াপুরের) শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীগৌরবিগ্রহের নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হন।

কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব
পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় দক্ষিণ কলিকাতার ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্টার্ড হেড অফিস শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান বিগত ৮ মাঘ, (১৪০৩) ২২ জানুয়ারী (১৯৯৭) বুধবার হইতে ১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে, মফঃস্বল হইতে এবং নিকটবর্ত্তী ২৪ পরগণা, নদীয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়াজেলার স্থানসমূহ হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমঠে অভ্যাগতগণের অবস্থান, প্রাতরাশ এবং দুইবেলা আহারাদির দ্বারা সৎকারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন মঠকর্ত্তৃপক্ষ।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে সান্ধ্য-ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীঅবনীমোহন সিন্‌হা, অধ্যাপক ডঃ পলাশ মিত্র, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্য্যটন দপ্তরের যুগ্ম-সচিব শ্রীরাধারমণ দেব। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, আসানসোল বি-বি কলেজের অধ্যাপক ডঃ উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ অনুতোষ দত্ত এবং কলিকাতা ও খড়গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ। শ্রীমঠের আচার্য্যের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ। বক্তব্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ ও শ্রেষ্ঠ', 'সনাতনধর্ম্মে শ্রীমূর্ত্তি তত্ত্ব', 'শ্রীগীতার শিক্ষা', 'সাধ্য ও সাধন' ও 'শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম'। শেষের বক্তব্যবিষয়টীর বিস্তৃত আলোচনার জন্য একদিন সভার অধিবেশন বর্দ্ধিত হইলে উক্ত ষষ্ঠ অধিবেশনের বক্তব্য রাখেন কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ এবং শ্রীমঠের বিশিষ্ট সদস্য ও যশড়া শ্রীমঠের মঠরক্ষক শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী। বক্তব্য বিষয়গুলির উপর সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণের সুচিন্তিত সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

৯ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাত্রী বিগ্রহগণের শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জীউর পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ-পূজা ও মহাভিষেক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী-শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী-শ্রীপ্রাণপ্রিয় ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সহায়তায় মহাসংকীর্ত্তন-সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ৩.৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বাদ্যাদি-সহযোগে ভক্তগণ কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমান্তে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রারম্ভে শ্রীশ্রী-

গুরু-গৌরাঙ্গের জয়গান মুখে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করতঃ অগ্রসর হইলে পরে মূলকীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী। মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর ও মেচেদার ভক্তগণের মৃদঙ্গবাদনসেবা ভক্তগণের সংকীর্ত্তনে উল্লাস বর্দ্ধন করে।

শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ বার্ষিক উৎসবের পূর্ব্বে রঙের দ্বারা এবং শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীমন্দিরের উপরে মেরামত ও সিঁড়ীর কার্য্যের দ্বারা কলিকাতা মঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী উৎসবে যোগদানকারী নরনারীগণের এবং বহিরাগত অতিথিগণের জল কষ্ট নিবারণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে পুরাতন টিউবওয়েলের পরিবর্ত্তে নূতন টিউবওয়েল খোদায়ের ব্যবস্থা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

মঠরক্ষক এবং মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।
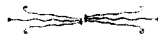
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব
শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানে দশদিনব্যাপী অনুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে দশদিনব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠান বিগত ২২ গোবিন্দ (৫১০ শ্রীগৌরাব্দ), ২ চৈত্র (১৪০৩) এবং ১৬ মার্চ্চ (১৯৯৭) রবিবার হইতে ১ বিষ্ণু (৫১১ শ্রীগৌরাব্দ), ১১ চৈত্র, ২৫ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত নরনারীগণ ব্যতীত ত্রিপুরা, আসাম, বাংলাদেশ, ওড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, চণ্ডীগড়, নিউদিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিপুলসংখ্যক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। বিদেশ হইতেও কিছু ব্যক্তি ধাম-পরিক্রমায় যোগ দিয়াছিলেন। ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ রবিবার অধিবাসবাসরে ধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য পরিক্রমণেচ্ছু ভক্তগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ৩ চৈত্র সোমবার আত্মনিবেদনভক্তির যজনস্থল শ্রীঅন্তর্দ্বীপ, ৪ চৈত্র মঙ্গলবার শ্রবণভক্তির যজনস্থল শ্রীসীমন্তদ্বীপ এবং ৫ চৈত্র একাদশী-তিথিতে কীর্ত্তনভক্তির যজনস্থল শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ এবং স্মরণভক্তির যজনস্থল মধ্যদ্বীপ, ৬ চৈত্র বৃহস্পতিবার দ্বাদশীতে বিশ্রাম গ্রহণ, ৭ চৈত্র শুক্রবার পাদসেবনভক্তিক্ষেত্র কোলদ্বীপ, অর্চ্চনভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ, বন্দনভক্তিক্ষেত্র জহ্নুদ্বীপ ও দাস্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ এবং ৮ চৈত্র শনিবার সখ্যভক্তির যজনস্থল শ্রীরুদ্রদ্বীপ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পরিক্রমা করা হয়। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার প্রারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেব নৃত্যকীর্ত্তনসহযোগে অগ্রসর হইলে মুখ্যভাবে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে নৃত্য কীর্ত্তন করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যেক স্থানের মহিমা নবদ্বীপধাম-

মাহাত্ম্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। এইবার বিলম্বে পরিক্রমা আরম্ভ হওয়ায় পদব্রজে ভ্রমণকারী যাত্রিগণের অধিক গরম অনুভূত হইয়াছিল। পরিক্রমাকালে ঝড়বৃষ্টি হয় নাই। পরিক্রমার পূর্ব্বে ও পরিক্রমাশেষে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় গ্রীষ্মের প্রখর তাপ হ্রাস পায়। ৭ চৈত্র শুক্রবার কোলদ্বীপ প্রভৃতি চারিটী দ্বীপ পরিক্রমার দিন ভক্তগণের কষ্ট লাঘবের জন্য জম্মু ও পাঞ্জাবের ভক্তগণ ৭টী বাস ও একটী মেটাডোর রিজার্ভ করিয়াছিলেন। ৪ চৈত্র প্রথমদিন এবং ৭ চৈত্র পরিক্রমার চতুর্থ দিন সুসজ্জিত শিবিকারোহণে গৌরবিগ্রহ শোভাযাত্রার অগ্রে গমন করিয়াছিলেন। ৭ চৈত্র নবদ্বীপ-সহরে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অগ্রে ব্যাণ্ডপার্টি ছিল। প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীমঠে ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় দীর্ঘ ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ। ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ সোমবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি-পূজা উদ্‌যাপিত হয় সমস্ত দিন উপবাস, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণ ও মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন-সহযোগে। সায়ংকালে গৌরবিগ্রহের বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরাবির্ভাবলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। উক্ত দিবস ব্রতানুকূল ফলমূল প্রসাদ পরিবেশিত হয়। পরদিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ মহোৎসবে অগণিত নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিতে বহু ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ হরি-নামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার ব্যবস্থায় মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমায়াপুর-মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ।

শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণী-সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন সদস্যগণের উপস্থিতিতে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভিক্ষা সংগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন (১) পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়ায়, পুরুলিয়ায় এবং বিহারে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ; তাঁহার সহায়ক-সেবক শ্রীবাসুদেব দাসাধিকারী। (২) মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় শ্রীগোপাল প্রভু, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীহরি-দাস ব্রহ্মচারী ও আনন্দপুরের গৃহস্থভক্ত শ্রীশীতল চন্দ্র দাসাধিকারী। (৩) মেদিনীপুর জেলার সুতা-হাটা ও মেচেদাদি স্থানে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী।

শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ ও গ্রন্থ-মুদ্রণে মুখ্যভাবে যত্ন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বারিধি পরিব্রাজক মহারাজ। তাঁহারই বিশেষ সেবাপ্রচেষ্টায় শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে নূতন গ্রন্থমুদ্রণ-ভবন নির্ম্মিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব গত ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ শনিবার পূর্ব্বাহ্নে সংকীর্ত্তন-সহযোগে আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত ভবনের উদ্‌ঘাটন কার্য্য সম্পন্ন করেন। নবদ্বীপধাম পরিক্রমায় যোগ-দানকারী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সমুপস্থিত সকলকেই মিষ্ট প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ এবং শ্রীধামবৃন্দাবন-কালিয়দহস্থিত শ্রীভজন-কুটীরের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল রসিকা-নন্দ বন মহারাজ অপ্রকট হওয়ায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠা-চার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মর্ম্মান্তিক বিরহ বেদনা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ জ্ঞাতাজ্ঞাতসারে কৃতাপরাধসমূহের মার্জ্জনা প্রার্থনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি চৈতন্যবাণীপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৃহস্থভক্তগণের এবং মঠের

শুভানুধ্যায়িগণের ধামপ্রাপ্তিতে বিরহ-বেদনা জ্ঞাপন করেন ঃ—শ্রীমতী সতী রায় চৌধুরী, শ্রীহরিপ্রসাদ দাসাধিকারী, শ্রীমতী মহামায়া পাল, শ্রীমতী উমা গুহ রায়, শ্রীধনঞ্জয় সামন্ত, শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী বণিক, শ্রীপুলিনবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীমদ্ মধুসূদন দাসাধিকারী (গুয়াহাটী মঠ), শ্রীরামপ্রতাপ গোয়েল (চণ্ডীগড়), শ্রীশুকদেবরাজ বক্সী এড্ভোকেট (চণ্ডীগড়), শ্রীপূরণ চাঁদ ধীমান্ (ভাটিণ্ডা), শ্রীমতী কৈলাস আহুজা (চণ্ডীগড়) এবং শ্রীগঙ্গাদাস সিকারিয়া (গুয়াহাটী)।

চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন সেবা এবং প্রতিষ্ঠানের আইনবিভাগের সেবা দায়িত্বের সহিত পালন করায় শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীদ্বারকানাথ দাস বনচারী (এড্ভোকেট শ্রীদেওয়ান সিং নাগপালকে) 'কৃতিরত্ন' গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন।

ভক্তিশাস্ত্রানুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিতে শ্রী-চৈতন্যবাণীপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীধামমায়া-পুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে গৌরপূর্ণিমা-তিথিতে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও 'ভক্তিশাস্ত্রী'-পরীক্ষা গৃহীত হয়।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ বিদ্যাপীঠের গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন এবং বিদ্যাপীঠের সদস্য হইবার জন্য আবে-দন জানান।

শ্রীমঠের বার্ষিক সাধারণ সভার হিসাব-পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত অডিটেড রিপোর্ট (Audited Report) ১৯৯৫-৯৬ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের এবং Balance Sheet এর হিসাব সভায় উপস্থাপিত, পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। Audit Report-এ সহি করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ সদস্যগণের দ্বারা অনুমোদিত ১৯৯৫-৯৬ সালের Audited Report এবং বার্ষিক কার্য্যবিবরণী যথাসময়ে West Bengal Society Registration অফিসে দাখিলের জন্য বিশিষ্ট সদস্য শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর উপর দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাব করেন, সমর্থন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং উহা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ প্রস্তাব করেন ১৯৯৭-৯৮ সালের জন্য চক্রবর্ত্তী এণ্ড নাথকে (১২১, হরীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬) হিসাব-পরীক্ষক (Auditor) রূপে নিয়োগ করা হউক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ইস্কন প্রতিষ্ঠানকর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ১৬ মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে দ্বিতীয় বার্ষিক সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাসম্মেলনে এবং ২৫ মার্চ্চ ভক্তিবেদান্ত স্বামী চেরিটেবল ট্রাস্টের মিটিংয়ে অপরাহ্নে যোগ-দান করেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ পরমা-দ্বৈত মহারাজ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি শ্রীবাস-অঙ্গনে অনুষ্ঠিত বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভায় (World Vaisnab Associationএ) যোগদান করতঃ ভাষণ প্রদান করেন।

এতদ্ব্যতীত উপরি উল্লিখিত ত্রিদণ্ডিযতিগণ ব্যতীত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমানুষ্ঠানে যোগদান করতঃ বিভিন্নভাবে সেবানুকূল্য করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব অরণ্য মহারাজ, দিল্লীর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রভাব মহাবীর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ।

উত্তর ভারতে ও মহারাষ্ট্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে ও শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও মঠের প্রচারকবৃন্দ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ২০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ উক্ত মহদনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহূত হইয়া তথায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ তাঁহার সেবকসহ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ব্রহ্মচারীত্রয় (শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅজিতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী) সমভিব্যাহারে জলন্ধরসহরে প্রতাপবাগস্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব মন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধব মন্দির' হইতে শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ দিলবাগনগরস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দিরে ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাকার্য্যের অধিবাসকৃত্য ও প্রতিষ্ঠাকৃত্যের ব্যবস্থাদি পরিদর্শনের জন্য একদিন পূর্ব্বে তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীমন্দির এবং তৎসম্মুখস্থ নাট্যমন্দির মনোজ্ঞরূপে প্রকাশিত হইলেও নাট্যমন্দিরের মেঝে এবং তৎসংলগ্ন নিম্নে মার্ব্বেল পাথরসমূহের পালিশ সমাপ্তিকরণ মাত্র সম্পূর্ণ হইয়াছে, দৈববশতঃ শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ আলোচনা করিতে করিতে পাথরের পিছলতাবশতঃ পড়িয়া গিয়া বাম হাতের কব্জিতে সজোরে আঘাত প্রাপ্ত হন। স্থানীয় অভিজ্ঞ ডাক্তারকে দেখানো হইলে তাঁহারা আঘাতের গুরুত্ব সঠিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই, পরে জানা গেল বাম হাতের কব্জি ভাঙ্গিয়াছে। তিনি চিকিৎসাধীন থাকায় প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সহায়তা করিতে পারেন নাই।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ২৬ অগ্রহায়ণ, ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ভাটিণ্ডা হইতে রিজার্ভবাসে প্রচারসঙ্ঘ এবং গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৪০ মিঃ-এ যাত্রা করতঃ অপরাহ্ণ ১-৪০ মিঃ-এ দিলবাগনগরে শুভপদার্পণ করিলে প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীদেবেন্দ্র শর্ম্মা, শ্রীমন্দিরের সদস্যগণ এবং স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন-সহযোগে পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব বিরাট শোভাযাত্রার অনুগমনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় আসিয়া উপনীত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠার অধিবাসকৃত্য উক্ত দিবস সন্ধ্যা হইতে প্রারম্ভ হইয়া রাত্রি ১১টায় সমাপ্ত হয়। সহায়করূপে ছিলেন শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী (শ্রীতারক রায়) ও পূজারী শ্রীসুরেশ্বর দাসাধিকারী (সুশীল)। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে সমায়ত প্রচারসঙ্ঘের প্রচারকবৃন্দ—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীরতিকান্ত ব্রহ্মচারী শ্রীজীবেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ শর্ম্মা), শ্রীগোপালদাস বনচারী (শ্রীগোপাল প্রভু), আগরতলার শ্রীকানাইলাল সাহা, শ্রীসুশীল দে (উদয়পুর), শ্রীতুলসীদাস প্রভু (দেরাদুন)। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজও নিউদিল্লী হইতে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩ ডিসেম্বর শুক্রবার শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, ধ্বজা-চক্রপ্রতিষ্ঠা, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বিজয়বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান কার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে ও শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের ও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে সারাক্ষণ হরিসংকীর্ত্তনসহ বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুসারে সুসম্পন্ন হয়। প্রতিষ্ঠাকার্য্য প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় আরম্ভ হইয়া অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ বৈষ্ণব-হোম কার্য্য সম্পন্ন করেন। উক্ত মন্দিরের সংলগ্ন নবনির্ম্মিত কক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থভক্তগণের বাসভবনে অন্যান্য বৈষ্ণবগণ অবস্থান করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে ও চণ্ডীগড় হইতে সমায়ত গৃহস্থ ভক্তগণের থাকিবার বিপুল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন শ্রীদেবেন্দ্র শর্ম্মা মহোদয়। সেই সময় প্রবল শীত। কাহারও যাহাতে শীতে কষ্ট না হয় তজ্জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠানুষ্ঠান দর্শন করেন অগণিত নরনারী। উক্ত-দিবস মহোৎসবে সাধুগণকে এবং উপস্থিত অগণিত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

পরদিন শ্রীমন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ বিজয়বিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দির হইতে বাহির হইয়া শাস্ত্রীনগর, হরবংশনগর, জে-পি-নগর, আদর্শ-নগর, পটেল চৌক, বস্তী আড্ডা, ফুটবল চৌঁক, বস্তী-গুজা পথ অতিক্রম করতঃ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন রাত্রি ৮ ঘটিকায়। শোভাযাত্রার পথ দীর্ঘ ছিল। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ সেবক শ্রীমনসারাম সহ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার দিন তথায় আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রারম্ভে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গান-মুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে মূল কীর্ত্তনীয়রূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহা-রাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ) ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (অমরেন্দ্র)। স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীমন্দিরের সংকীর্ত্তন-ভবনে ১২ ডিসেম্বর হইতে ১৪ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘ-ভাষণ প্রদান করেন।

দিলবাগনগরস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দিরের উদ্যোক্তা শ্রীদেবেন্দ্র শর্ম্মা, তাঁহার পরিজনবর্গ ও বন্ধুবর্গ, প্রতাপ-বাগস্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব মন্দিরের শ্রী-রাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে), শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস), শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী (শ্রীবিপিন কুমার আগর-ওয়াল) প্রভৃতি মুখ্য সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সেবাপ্রযত্নে উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

অমৃতসর (পাঞ্জাব)ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য অমৃতসর হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রী-খেরাইতিরাম গুলাটির বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর রবিবার জলন্ধর হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় রিজার্ভ বাসযোগে রওনা হইয়া সদলবলে অমৃতসরে প্রসিদ্ধ দুর্গিয়ানা মন্দিরে মধ্যাহ্নে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীখেরাইতিরাম গুলাটি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। জলন্ধর-দিলবাগনগর হইতে অমৃতসর যাত্রার পথে প্রতাপবাগস্থ ভক্তগণের ইচ্ছায় শ্রীল আচার্য্যদেব এবং সাধুগণ 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-শ্রীরাধা-মাধবমন্দিরে' আসিয়া কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। অমৃতসরে সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা দুর্গিয়ানা মন্দিরের সন্তনিবাসে দ্বিতলে হইয়া-ছিল। উক্ত দিবসেই অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নিমক-মণ্ডীস্থিত বাবাপুরুষোত্তমদাসজীর মন্দির হইতে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন পথ অতিক্রম করতঃ দুর্গিয়ানায় শ্রীতুলসী গোস্বামী মন্দিরে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় আসিয়া উপনীত হইলে তথায়ই শোভাযাত্রা সমাপ্ত হয়। বৃন্দাবনের শ্রীমদ্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শোভা-যাত্রায় সদলবলে যোগদান করায় সংকীর্ত্তনে উল্লাস অধিক বর্দ্ধিত হয়। শোভাযাত্রার পথ—কিলা ভাগি-য়ান্, শক্তিনগর চৌক, বাজার টোক্রিয়ান্, কাট্রা এবং চৌক ভাই সন্ত সিং, ধাব খাটিকান, বি-বি দত্ত গেট, ইনার সার্কুলার রোড, লোহগড় গেট, শ্রীতুলসী-মন্দির।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারে উৎসাহবিশিষ্ট স্থানীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান শ্রীমদনলাল আগরওয়াল ও তাঁহার সুপুত্র শ্রীসুভাষ আগরওয়াল প্রত্যহ প্রাতে নিমকমণ্ডীস্থিত বাবাপুরুষোত্তমদাসজীর মন্দিরে এবং পণ্ডিত চিমন্‌লালজী দুর্গিয়ানায় শ্রী-তুলসীদাস মন্দিরে ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেম-ধর্ম্মের কথা শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রবণ করিয়া তাঁহারা খুবই উল্লসিত ও প্রভাবান্বিত হন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য ভক্ত শ্রীবালকৃষ্ণ শর্ম্মার উদ্যোগে শ্রীগীতাজয়ন্তী উপলক্ষে স্থানীয় শ্রীবজরঙ্গ মন্দিরে (টাউনহলে) ১৮ ডিসেম্বর বুধবার হইতে ২০ ডিসেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণে ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথম দুইদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এবং শেষের দিন গীতাজয়ন্তী দিবসে 'গীতার শিক্ষা' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শুদ্ধভক্তিপর গীতার ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিস্মিত ও পরমোল্লসিত হন। ২০ ডিসেম্বর শ্রীকাশ্মীরী পণ্ডিত-সভামন্দির চৌক ফরিদ্ হইতে অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় সুসজ্জিত বিমানে সংরক্ষিত ও সম্পূজিত গীতাগ্রন্থের অনুগমনে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া হল-বাজার অতিক্রম করতঃ টাউনহলস্থ শ্রীবজরঙ্গ মন্দিরে সমাপ্ত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া অগ্রসর হইলে মঠের সাধুগণ ও ভক্তগণ সংকীর্ত্তনে মুখ্যভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ সপার্ষদে অমৃতসরে নিমকমণ্ডীতে বাবা পুরুষোত্তম দাসজীর মন্দিরে শ্রীবালকৃষ্ণজী চাওলার আহ্বানে শুভপদার্পণ করিয়া-ছিলেন এবং দীর্ঘসময় থাকিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি প্রতিবৎসর একাদিক্রমে অমৃতসরে আসিয়া উক্ত মন্দিরে অবস্থান করতঃ প্রচার করিয়া-ছিলেন। বাবা পুরুষোত্তম দাসজীর মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বিশাল মূর্ত্তিদ্বয় অতীব মনোরম। পরমা-রাধ্য শ্রীল গুরুদেব বলিতেন নিশ্চয়ই বিগ্রহদ্বয় কোনও মহাপুরুষের প্রতিষ্ঠিত হইবেন। শ্রীবাল-কৃষ্ণজী চাওলা অতি বৃদ্ধ হইলেও পূর্ব্ব স্মৃতিবশতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দুর্গিয়ানা মন্দিরে আসিয়াছিলেন।

৬ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর রবিবার অমৃতসর হইতে আম্বালা ক্যাণ্ট যাত্রাকালে শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ বিশাল রমণীয় সরোবরের মধ্য-প্রদেশে শোভমান্ দুর্গিয়ানা মন্দিরে সাধু ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে প্রাতে যাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীসীতারাম, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শ্রীবিগ্রহগণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক নৃত্য-কীর্ত্তন সহকারে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীখেরাইতিরাম গুলাটি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়—শ্রীইন্দ্রমোহন গুলাটি ও শ্রীরঘুনাথ গুলাটি, শ্রীমদনলাল আগরওয়াল, শ্রীসুভাষ আগর-ওয়াল, শ্রীবালকৃষ্ণজী শর্ম্মা প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় অমৃতসরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ইং ১৯৯৭ সালে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরপূর্ণিমা-তিথিবাসরে (১০ চৈত্র ১৪০৩, ২৪ মার্চ্চ ১৯৯৭ সোমবার) গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল—গুণানুসারে

প্রথম বিভাগ

(১) শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী (রূপমারী-সুন্দরবন, বসিরহাট)

দ্বিতীয় বিভাগ

(২) শ্রীশ্রীনিবাস দাসাধিকারী (শ্রীশিবাজী নায়ক, সোনাবেদা, ওড়িষ্যা)

(৩) শ্রীজয়দেব ব্রহ্মচারী (শ্রীগুরু প্রপন্নাশ্রম, নবদ্বীপ)

তৃতীয় বিভাগ

(৪) শ্রীমতী ভারতী শেখ্রি (রোপর, পাঞ্জাব)

(৫) শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী (কোক্রাঝাড়, আসাম)

(৬) শ্রীবাসুদেবশরণ দাস (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd No WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address ....
....
....
....
Pin ....

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৬-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৪০৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,** ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি. এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩৭শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ ১৪০৪ { ৩য় সংখ্যা
৬ মধুসূধন, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, সোমবার, ২৮ এপ্রিল ১৯৯৭

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠার পর]

গুরুদেবতাত্মা সেবকের বিচার

আমরা যখন গুরুপাদপদ্মের বিক্রীত পশুবিশেষ, তখন আমরা কেন অপরের কথাগুলি শুন্‌তে চাই, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন ক'রতে পারেন। এতৎসম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান ক'রেছি। অসাত্বত শাস্ত্র হ'তেও সাত্বতগণ যেমন তাঁ'দের বাক্যের দৃঢ়তা স্থাপনের জন্য অনেক অনুকূল বিষয় উদ্ধার করেন অথবা ব্যতিরেকভাবে তাঁ'র আলোচনা করেন, তেমনি আমরাও অপরের কাছ থেকে অনেক কথা শু'নে শ্রৌত বাস্তব সত্যে অধিকতর দৃঢ়তা লাভ ক'র্‌তে পারি। আমরা ভাগ্যদোষে আধ্যক্ষিক জ্ঞানিগণের অনেক কথা না শু'নে থাক্‌তে পারি, কিন্তু তাঁ'দের সে সকল কথা শু'নে হয় ত' আমাদের বাক্যের আরও সুদৃঢ়তা হ'তে পারে। তাঁদের নিকট হ'তে কিছু শু'নে আমি অভিজ্ঞতাবাদের পণ্ডিত হ'য়ে যা'ব, এরূপ দুরাশা রাখি না। জাগতিক পাণ্ডিত্য লাভের জন্য বৃথা চেষ্টা আমার নেই। যদি প্রাপঞ্চিক কথায় পাণ্ডিত্যের আবশ্যাক হয়, তা' হ'লে সেই ব্যাপারে তাঁ'দিগের উপরই ভার দেওয়া যেতে পারে। আমরা গুরুপাদপদ্মে শু'নেছি,—

'লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ।।'

আমরা যখন ভগবদ্ভক্তের সেবক—আমরা যখন কর্ম্মি-জ্ঞানিগণের সেবক নই—আমরা যখন হরিজনগণের পাদুকাবহনকারী, তখন অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই—জয় পরাজয়েরও কোন কথা নাই। তবে আমাদের আবশ্যক পরমার্থ বিষয়ে যদি কেহ আমাদিগকে সন্ধান দেন, তাঁ'দের ভাবের দ্বারা, ভাষার দ্বারা যদি আমাদের কিছু আনুকূল্য ক'রতে পারেন, তজ্জন্যই তাঁ'দের

নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হ'য়েছিল ; কিন্তু প্রশ্নের ভাষাগুলিও তাঁ'রা বুঝ্তে পারেন নাই। আমরা কি উদ্দেশ্যে কি প্রশ্ন ক'রেছি অধিকাংশ স্থলেই তাঁ'রা তা' বুঝ্তে পারেন নাই। অনেক স্থলেই তাঁ'দের কার্য্যে যে কথার আবশ্যক হয়, তাঁ' আমাদের কার্য্যে আসে নাই। কেহ কেহ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে নানা প্রকারে তাঁ'দের দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন। আমরা সে সকল কথায় বাধির্য্য লাভ ক'রেছি।

মুক্ত ও বদ্ধের অভিলাষ-তারতম্য

কতকগুলি লোক কর্ম্মবীরত্বের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক অন্যাভিলাষের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক ব্রহ্মানুসন্ধানের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক কৈবল্যসিদ্ধির জন্য যত্ন ক'রেছিল ; কিন্তু আমরা জানি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের উপাসনা ছলনা মাত্র অর্থাৎ সে সকল কেবল আমার অপস্বার্থপরতার সহিত সংশ্লিষ্ট ; তা' মুক্ত আত্মার কথা নয়, Liberated soul এর কথা নয়, Conditioned soul (বদ্ধজীব) এর প্রলাপ মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর একদিন ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ক'র্তে ক'র্তে উপদেশ ক'রেছিলেন,—

'যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥'

আমাদের তখন প্রশ্ন হ'য়েছিল, আমরা যদি নিজেরা সিদ্ধ না হই, তা' হলে কিরূপ পরমার্থ আলোচনা ক'র্বো ?

তখন শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছিলেন,—

'ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥'

ভগবদ্‌বস্তুর জন্য যত্ন কর, যেখানে ব'সে আছ, সেখান থেকেই যত্ন কর। যে যে-দেশে, যে-কালে, যে-পাত্রে থাক না কেন, ভগবদ্‌বস্তুর জন্য যত্ন কর। শ্রীচৈতন্যআজ্ঞা পালন ক'রতে হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে যে সকল কথা শুনেছি, সেই সকল কথা আলোচনা ছাড়া আর উপায় নেই। ভগবৎসেবকের একমাত্র কার্য্য হ'চ্ছে, যা'তে ভগবৎকার্য্য করবার কৌশল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কৃষ্ণে আমাদের মতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। আমরা ধন, জন কিছুই চাই না—জন্মান্তর-রহিত হ'তে চাই না ; জগতে অন্যাভিলাষের বশীভূত হ'য়ে-ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রার্থী হ'য়ে নানা লোকে নানা প্রকার দেবতার আরাধনা ক'রে থাকেন। কিন্তু আমরা যখন মহাদেবের নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি—

'বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥'

যখন কাত্যায়নীর নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি,—

'কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥'

ব্যাধি নিরাময় হউক কিম্বা রোগী উভয়েই একেবারে বিনষ্ট হ'য়ে মুক্তি লাভ করুক, এরূপ প্রার্থনা আমরা করি না। আমরা তাঁদের নিকট উপস্থিত হ'য়ে বলি,—'কৃষ্ণে মতি হউক' আপনারা এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। জগতের লোকে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিষয়ী হ'বার জন্য প্রার্থনা করে থাকেন ; কিন্তু আমারে গুরুপাদপদ্ম উপদেশ করেন,—বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ। অনাত্ম-প্রতীতিবশে যদি আমাদের কৃষ্ণানুসন্ধানের কোন ব্যাঘাত হ'য়ে থাকে, তা' হলে সেই ব্যাঘাতের হস্ত হ'তে উদ্ধার লাভের জন্য আলোচনা হউক, এজন্যই আমাদের প্রশ্ন। অপরের পকেটে হাত দেওয়া—অপরের অসুবিধা করা—এরূপ নীচ প্রবৃত্তি আমাদের নাই। যাঁ'রা কাম-ক্রোধের সেবায় রুচিসম্পন্ন, তাঁ'রা অন্যরূপ বিচার ক'র্তে পারেন ; কিন্তু আমরা আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট হ'তে শ্রবণ ক'রেছি—

'কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥'

আমরা ভিক্ষুক, তা' ব'লে আমরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য কামনার ভিক্ষুক নই। আমাদের ভিক্ষা ছিল—সকল সাধু-সম্প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা বিচার করুন, তা' হ'লে পরম চমৎকৃত হ'বেন। আমাদের ভিক্ষা,—

'দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্ ॥'

শ্রীচৈতন্যদেব ও সঙ্গবিচার

শ্রীচৈতন্যদেব যে বিশেষ কথা ব'লেছেন—মানবের বাসনা হ'তে মুক্ত হবার সরল পথ ব'লেছেন, তা' আর কিছু নয়,—ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করা। তিনি ব'লেছেন,—

'নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।'

বিষ খেয়ে ম'রে যাওয়া ভাল, তথাপি কৃষ্ণেতর বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। হরিভজন আরম্ভ ক'রে যে ব্যক্তি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, তা'র সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। ভরত—যিনি ভারতবর্ষের রাজা হ'য়েছিলেন, তিনি পূর্ব্বে অনেক সাধনা, তপস্যা ক'রেছিলেন—হরিভজনের পথে অগ্রসর হ'য়েছিলেন ; কিন্তু তাঁরও সামান্য একটু কৃষ্ণেতর বিষয়ের অভিলাষ—একটু সৎকর্ম্মী হওয়ার ইচ্ছা—জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে জীব সেবা (?) ক'রবার একটু সামান্য স্পৃহা উদিত হওয়ায় তাঁ'কে হরিণ-শিশু হ'য়ে জন্ম লাভ ক'র্‌তে হ'য়েছিল। তাই আমাদের গুরু-পাদপদ্ম আদেশ করেন—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই—'কৃষ্ণে মতিরস্তু'ই একমাত্র আশীর্ব্বাদ।

ললিতপুরের দারী সন্ন্যাসী

শ্রীগৌরসুন্দর যখন অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অদ্বৈতবাদ গ্রহণ-লীলা খণ্ডন ক'রবার জন্য শ্রীমায়াপুর হ'তে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে ললিতপুর হ'য়ে শান্তিপুরে যাচ্ছিলেন, তখন ললিতপুরে একজন দারী সন্ন্যাসীর সহিত তাঁ'দের সাক্ষাৎ হয়। লীলাময় প্রভুদ্বয় কোন এক উদ্দেশ্যে সেই সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হ'লে উক্ত সন্ন্যাসী শ্রীমহাপ্রভুকে বালক বিচারে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলেন,—

'ধন, বংশ, সুবিবাহ হউক বিদ্যালাভ।'

মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর এই আশীর্ব্বাদ শ্রবণ ক'রে বলেন, ইহা আশীর্ব্বাদ নয়—অভিশাপ। 'কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হউক' এইরূপ আশীর্ব্বাদই প্রকৃত আশীর্ব্বাদ। দারী সন্ন্যাসী এই কথা শু'নে মহাপ্রভুকে ব'ললেন—"আমি পূর্ব্বে যা' শু'নেছি, আজ প্রত্যক্ষ তা'র নিদর্শন পেলাম। আজকাল লোককে ভাল ব'ল্‌লে লোক তাঁকে ঠেঙ্গা নিয়ে মার্‌তে যায়।' এই ব্রাহ্মণ-কুমারেরও সেরূপ আচরণ দেখ্‌ছি। কোথায় আমি পরম সন্তোষে একে ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ হউক বর দিলাম—এর উপকার ক'রতে গেলাম, আর ব্যক্তি সেই উপকারকে অপকার ভে'বে আমাকে দোষারোপ ক'র্‌তে উদ্যত হ'লো! নিত্যানন্দ প্রভু তখন একটু প্রবীণ ও অভিভাবকের ন্যায় ভাব প্রদর্শন ক'রে দারী সন্ন্যাসীকে ব'ল্‌তে লাগলেন,—"আপনার এই বালকের সঙ্গে বিচার করা কার্য্য নয়, আমি আপনার মহিমা বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার দিকে চে'য়ে এ'র কোন দোষ নেবেন না।" নিত্যানন্দ প্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হ'য়ে দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে কিছু ভোজন করা'তে চাইলেন। পতিতপাবন নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান ক'রে সন্ন্যাসীর গৃহে ফলাহার ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। এমন সময় সেই দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে 'আনন্দ' গ্রহণের জন্য পুনঃপুনঃ ইঙ্গিত ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। দারী সন্ন্যাসীর পত্নী ভোজন-কালে অতিথিগণকে ঐরূপ বিরক্ত ক'র্‌তে নিষেধ ক'র্‌লেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন,—সন্ন্যাসী 'আনন্দ' শব্দে কি লক্ষ্য ক'র্‌ছে? নিত্যানন্দ প্রভু সকল প্রকার ব্যক্তির আচরণই অবগত ছিলেন। তিনি গৌরসুন্দরকে জানালেন,—'আনন্দ' শব্দ দ্বারা দারী সন্ন্যাসী 'সুরা' লক্ষ্য ক'র্‌ছে। এই কথা শুন্‌বামাত্র বিশ্বম্ভর "বিষ্ণু বিষ্ণু" স্মরণ ক'রে তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচমন ক'র্‌লেন এবং অতি সত্বর নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। এই লীলা দ্বারা মহাপ্রভু দুসঙ্গ-বর্জ্জনের শিক্ষা দিলেন এবং আরও জানা'লেন,—

'স্ত্রৈণ ও মদ্যপে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে॥

সন্ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রী-সঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥

না হয় এজন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকের নাহি বাসে ভাল মর্ম্মে॥

দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥

ভুক্তিকামী অপেক্ষা মুক্তিকামী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু অধিকতর কপট ব'লে শ্রীমন্মহাপ্রভু মঙ্গলেচ্ছুকে তা'দের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন কর্‌বার উপদেশ দি'য়েছেন। উর্ব্বশী তা'র অপস্বার্থ-সিদ্ধির সময় অতিক্রান্ত দে'খে যখন চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা বা ঐলকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিল, তখন ঐল উর্ব্বশীর নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি ক'রে নির্ব্বেদ লাভ ক'র্‌লেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে ব'লেছিলেন,—

(ক্রমশ)

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

বহিরঙ্গা মায়া বৈভব প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৫ পৃষ্ঠার পর]

ওঁ হরিঃ ॥ জ্ঞানজ্ঞাতৃত্ব গুণকাশ্চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥৩৪

মুণ্ডকে। এষোহনুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সন্নিবেশ। প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমেতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা॥ ভাগবতে। বিলক্ষণঃ স্থূল সূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্। যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোহন্যঃ প্রকাশকঃ। জ্ঞোহতএব ইতি বেদান্তসূত্রং তদ্ভাষ্যে শ্রীবলদেবঃ। জ্ঞএব আত্মা জ্ঞান স্বরূপ তে সন্তি জ্ঞাতৃস্বরূপঃ॥ ৩৪॥

জীবগণ জ্ঞানস্বরূপ গুণবিশিষ্ট॥ ৩৪॥

মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন,—এই জীবাত্মা অণুত্বপ্রযুক্ত সহজে উপলব্ধ না হইলেও বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। পাঁচপ্রকারে বিভক্ত মুখ্যপ্রাণ এই আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, জীবিগণের ইন্দ্রিয়বর্গ চিত্তের সহিত আত্মাতে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হইয়া আছে। ভোগাশাযুক্ত চিত্ত, অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি আত্মার প্রকাশকে রুদ্ধ করে। ভক্তির প্রভাবে যখন এ সমস্ত তত্ত্ব ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নির্মল হয়, তখন সেই জ্যোতিস্বরূপ আত্মার জ্ঞান স্বরূপত্ব ও জ্ঞাতৃস্বরূপত্ব প্রকাশিত হয়। ভগবান্ একাদশস্কন্ধে বলেন,—আমার তটস্থারূপা জীবশক্তির পরিণতিই জীবাত্মা। স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর হইতে বিলক্ষণতত্ত্ব এই জীব স্ব-স্বরূপের দ্রষ্টা ও পর-দ্রষ্টা। ইহা যেমন দাহ্য দারু হইতে দাহক অগ্নি পৃথক্ এবং তাহা নিজেকেও প্রকাশ করে, যথা নিকটস্থ বস্তু সমূহকেও প্রকাশ করে। বেদান্তসূত্রেও জীবাত্মাকে জ্ঞ-তত্ত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। তাহার ভাষ্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন,—জীবসমূহ জ্ঞান স্বরূপ এবং জ্ঞাতৃ স্বরূপ তত্ত্ব। [৩৪]

ওঁ হরিঃ ॥ পরেশবৈমুখ্যাত্তেষামবিদ্যাভিনিবেশঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩৫ ॥

মুণ্ডকে—দ্বা সুপর্ণা সযুজাসখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যোঅভিচাকশীতি॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ ভাগবতে। ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ॥ শ্রীনয়নানন্দ দাস। কলি ঘোর তিমিরে গরাসল জগজন ধরম করম বহুদূর। অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি, গোরা বড় দয়ার ঠাকুর। ভাইরে ভাই গোরাগুণ কহনে না যায়। কত শত আনন, কত চতুরানন, বরণিয়া ওর নাহি পায়। চারিবেদ ষড় দরশন পড়িয়া সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে। কিবা তার অধ্যয়ন, লোচন বিহীন যেন, দর্পণে কিবা তার কাজে। বেদ বিদ্যা দুই, কিছুই না জানত, সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার। নয়নানন্দ ভনে, সেই সে সকল জানে, সর্বসিদ্ধি করতলে তার॥ ৩৫॥

পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হওয়ায় তাঁহাদের অবিদ্যাভিনিবেশ ঘটিয়াছে॥ ৩৫॥

জীবের পরেশবৈমুখ্য মুণ্ডকে যথা,—সর্বদা সংযুক্ত সখিভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একদেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে ; তন্মধ্যে একটী পক্ষী জীব বহুস্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ পিপ্পল ফল বা কর্মফল ভোগ করে, পরমেশ্বররূপ অন্য পক্ষীটী কেবল প্রয়োজক কর্তারূপে অবস্থান করিয়া এবং ভোগ না করিয়া সাক্ষীরূপে দর্শন করে। জীব ও অন্তর্য্যামী পরমাত্মা একই দেহ-রূপ বৃক্ষে বাস করেন, বহির্মুখ জীব দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া অসামর্থ্য প্রযুক্ত মোহিত হইয়া শোক করেন। যখন গুরুকৃপাবলে অন্যভক্তগণ কর্ত্তৃক সেবিত পরমেশ্বর ও তাঁহার মহিমাকে দর্শন করেন, তখন তিনি শোকবিমুক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—পরমেশ্বর হইতে চ্যুত হইয়া জীবের স্মৃতি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। চ্যুত হইয়া মায়াগুণরূপ দ্বিতীয় বিষয়ে অভিনিবেশ-বশতঃ দেহাত্মাভিমানজনিত ভয় হইয়াছে। শ্রীনয়নানন্দের কীর্ত্তন দ্বারা ইহাই স্পষ্ট হয় যে, পরমেশ্বরে অনুরাগবিহীন জাগতিক অনুষ্ঠান সকল কেবল সংসার দুঃখপ্রদ অতএব ব্যর্থ ॥ [৩৫]

ওঁ হরিঃ ॥ স্ব স্বরূপ ভ্রমঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥৩৬॥

বৃহদারণ্যকে। তদ্ যথা তৃণ জালায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাহন্যামাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যে বমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বাহন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি ॥ অয়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বাহন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বাঽন্যেষাং বা ভূতানাম্ ॥ ভাগবতে। জন্তুর্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ। তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্ব্ৃতিং ন বিরজ্যতে। আত্মজায়াসুতাগার পশু দ্রবিণবন্ধুষু নিরূঢ় মূল হৃদয় আত্মানং বহুমন্যতে ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে। মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান ॥ ৩৬ ॥

সেই কারণেই তাহাদের স্বীয় স্বরূপ ভ্রম হইয়াছে ॥৩৬

মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থা বৃহদারণ্যক উপনিষদে যথা,—তৃণাশ্রিত জলৌকা যেমন তৃণের প্রান্তভাগে গমন করিয়া অপর আশ্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাকে উঠাইয়া লয়, ঠিক তেমনি এই জীব এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া উহাকে অচেতন করিয়া—অপর আশ্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাকে তথায় উঠাইয়া লন। এই জীব এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া—ইহাকে বিচেতন করিয়া—পিতৃলোক, গন্ধর্ব্বলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক, ব্রহ্মলোক, অথবা অপরাপর জীবের উপযোগী অভিনব ও অধিকতর উত্তম দেহান্তর নির্মাণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে,—এই ভবে জন্তুগণ যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই যোনিতে নির্ব্ৃতি লাভ করিয়া বিরাগ প্রাপ্ত হয় না। আহা, মায়ার কি মোহ! শরীর, জায়া, সুত, আগার, পশু, দ্রবিণ, বন্ধু—এই সকলে আসক্তি বদ্ধমূল করিয়া আপনাকে আপনি বহুমানন করে॥ বহির্ম্মুখ জীব নিজের কৃষ্ণদাস্যত্ব বিস্মৃত হইয়া মায়ার দাস্যে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করে ॥ [৩৬]

ওঁ হরিঃ ॥ বিষম কামকর্ম্মবন্ধঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥৩৭

বৃহদারণ্যকে। স বা অয়মাত্মা, যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপোভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ॥ ভাগবতে। স দহ্যমান সর্ব্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা। করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু। কাম ক্রোধের দাস হইয়া তাহার লাথি খায় ॥ ৩৭ ॥

সেই কারণেই তাহাদের ভয়ঙ্কর কাম কর্ম্মবন্ধ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক বলেন,—সেই জীবাত্মাই আবার যেরূপ কার্য্যকারী ও যেরূপ আচারী হন, সেইরূপই হইয়া থাকেন—শুভকারী হইলে সাধু হন এবং পাপাচারী হইলে পাপী হন, পুণ্য-কর্ম্মের ফলে পুণ্যবান্ এবং পাপকর্ম্মের ফলে পাপবান্ হন। ভাগবতে শ্রীকপিলদেব বলেন,—কুটুম্বদিগের পোষণচিন্তায় সেই দুরাশয় মূঢ় ব্যক্তির আপাদমস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে ; সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হওয়ার ফলে ঘোর দুঃখপ্রদ কামক্রোধের দাস্যে মগ্ন হইয়া এই বহির্ম্মুখ জীবগণ তাহাদের লাথি খাইতে থাকে। [৩৭]

ওঁ হরিঃ ॥ স্থূল লিঙ্গাভিমান জনিত— সংসারক্লেশাশ্চ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৩৮ ॥

কঠে। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ।। ভাগবতে। তত্রাপ্যজাতনির্ব্বেদো ম্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভৃতৈঃ। জরয়োপাত্ত বৈরূপ্যো মরণাভিমুখো গৃহে ।। চরিতামৃত। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ। কভুস্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ।। ৩৮ ।।

স্বরূপতঃ চিন্ময় হইয়াও সেই কারণেই স্থূল ও লিঙ্গাভিমানজনিত তাঁহাদের সংসার ক্লেশ হইয়াছে ।। ৩৮ ।।

কঠোপনিষদে যমধর্ম্মরাজ বলেন,—যে সকল সংসারী ব্যক্তি ঘনীভূত অন্ধকারের মত অবিদ্যার মধ্যে স্ত্রীপুত্রাদির লোভে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা নিজেকে বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রবিগর্হিত পথ অবলম্বন করে, পরিণামে অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অপর অন্ধব্যক্তির ন্যায় সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ পুনঃপুনঃ জন্মমরণাদি সংসার দুঃখই ভোগ করিয়া নিত্যকল্যাণ রূপ শ্রেয়পথ হইতে বঞ্চিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে,—এইরূপ করিতে করিতে সেই পতিত ব্যক্তি জরাগ্রস্ত হয়, তথাপি তাহার নির্বেদ জন্মায় না। যাহাদের পালন করে তাহারা স্বয়ং পালক হইয়া তাহাকে পালন করিতে থাকে। বৈরাগ্য ত' হইল না। এইরূপ মরণাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। এই প্রকারে ভগবদ্বহির্ম্মুখতারূপ অপরাধের ফলে মায়াদ্বারা প্রদত্ত দণ্ডসকল সংসারবদ্ধ জীব নানা প্রকারে ভোগ করিতে থাকে [৩৮]

(ক্রমশ)
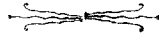
স্পর্শমণি

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

মহাপুরুষগণ জগতে অবতীর্ণ হন লোকশিক্ষার জন্য। যাঁহারা নিজেদের জীবন ভগবদ্ভক্তের আচরণাদি দ্বারা অলঙ্কৃত রাখিয়া অপরকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত মহাপুরুষ। সংসারের মানববৃন্দের যাবতীয় চিন্তাস্রোত স্তব্ধীভূত করিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বে তাহাদের মন আকর্ষণ অতি সহজ ব্যাপার নহে। ইচ্ছা করিলেই তাহা হয় না, মুখে দুটো উপদেশ দিলেই যে ঐ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা বাস্তবিকই শ্রীভগবানের নিজজন, তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ঐ কার্য্য অতি সহজে সম্পন্ন করিয়া থাকে। আচারপরায়ণতাই তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের রশ্মি। এই রশ্মিতে মানবের হৃদয় আলোকিত হইয়া থাকে। উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করিলে, প্রভূত ঐশ্বর্য্যের মালিক হইলে বিবিধ জড়বিদ্যার অধিকারী হইলে অথবা রূপবান হইলেই অপরের চিত্ত আকর্ষণ করা যায় না। আবার এই সকল না থাকিলেও ভগবৎসেবাপরায়ণতা অপরকে সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারে। তাহার উদাহরণ ঠাকুর হরিদাসে দেদীপ্যমান। ঠাকুরের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব,—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ।।"

শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার কেবলা ভক্তি অর্থাৎ যিনি অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞানের পিপাসা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছেন, দেবগণ সমস্ত গুণগণ সহিত তাঁহাতে অবস্থিত; পক্ষান্তরে শ্রীহরিতে যাহার ভক্তি নাই, তাহার মন সর্ব্বদা অসদ্‌বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়, তাহার পক্ষে মহদ্‌গুণাবলীর অধিকারী সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ঠাকুর হরিদাস যশোহর জেলার অন্তর্গত বূঢ়ন গ্রামে অহিন্দুকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের নিজজন হরিদাস যৌবনের প্রারম্ভেই জন্মস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেনাপোলের অরণ্যে আসিয়া

কৃষ্ণভজনে মনোনিবেশ করেন। প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। ভিক্ষাদি দ্বারা তিনি জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার বৈরাগ্য ও ভজনপরায়ণতা দেখিয়া সজ্জনগণ সকলেই শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণও তাঁহার পাদপদ্মবন্দনের সুযোগ পাইলে নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেন।

সজ্জনগণ সাধুকার্য্যের প্রশংসা করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু মৎসরস্বভাব জনগণ অপরের প্রশংসা শ্রবণ করিলে মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইয়া প্রশংসা-পাত্রকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়া স্ব-স্ব-খল-স্বভাবের পরিচয় প্রদান করে। রামচন্দ্র-খান এই প্রকার খল-স্বভাব ব্যক্তিগণের অন্যতম। এই ব্যক্তি একজন প্রবল-পরাক্রান্ত জমিদার ছিল। অহিন্দুকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসের প্রশংসা চতুর্দ্দিকে বিস্মৃত হইতেছে, অথচ গ্রামের শ্রেষ্ঠ জমিদার এবং উচ্চ হিন্দুকুলে আবির্ভাব সত্ত্বেও নিজের ঐ প্রকার প্রতিষ্ঠা হইতেছে না দেখিয়া রামচন্দ্র খানের হৃদয় মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। সে ঠাকুর হরিদাসের প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিবার জন্য ঠাকুরের খুঁৎ অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কিছুই না পাইয়া অবশেষে সুন্দরী বেশ্যার সাহায্যে ঠাকুরের চরিত্র নষ্ট করিতে যত্নবান্ হইল। তৎপ্রেরিত বেশ্যা নানা অঙ্গ-ভঙ্গীদ্বারা ক্রমাগত তিনরাত্রি ঠাকুরের চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। ঠাকুর বেশ্যার প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহার নাম-সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বারে বসিয়া বেশ্যাকে হরিনাম-শ্রবণের জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। সমস্ত রাত্রিই ঠাকুর নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। দুষ্টবুদ্ধি কর্ত্তৃক পরিচালিতা হইয়াও বেশ্যা রামচন্দ্র-খানের অভীষ্ট পূরণ করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু মহতের কি আশ্চর্য্য স্বভাব—কি অলৌকিকী ও অহৈতুকী পরোপকার-বৃত্তি! যে বেশ্যা ঠাকুরের চরিত্র নষ্ট করিবার জন্য আসিয়াছিল, ঠাকুর সেই বেশ্যাকে তাহার বেশ্যাবৃত্তি ছাড়াইয়া কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত করিলেন। বেশ্যা ক্রমাগত তিনরাত্রি মহাভাগবতের শ্রীমুখে হরিকীর্ত্তন শ্রবণের ফলে শুদ্ধান্তঃকরণা হইল। তাহার পাপময় জীবনের কথা স্মরণ করিয়া মর্ম্মাহত হইতে লাগিল। ঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষের চরিত্রে কালিমা লেপনের জন্য তাহার যে প্রয়াস হইয়াছিল তাহার ভীষণ পরিণামের চিত্র তাহার মানসদৃষ্টির সম্মুখে অনবরত উপস্থিত হইয়া তাহাকে পাগলিনী-প্রায় করিয়া তুলিল। সে ঠাকুরের চরণে প্রণতা হইয়া রামচন্দ্রখানের দুষ্টাদেশ ও তৎপালনে নিজের দুষ্ট চেষ্টার কথা নিবেদন পূর্ব্বক ঠাকুরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আকুল ক্রন্দনে বক্ষ ভাসাইতে লাগিল। ঠাকুর তাহাকে কৃপা করিলেন এবং বলিলেন যে শুধু তাহাকে কৃপা করিবার জন্যই তিনি তিন রাত্রি ঐ স্থানে অবস্থান করিয়াছেন। ঠাকুরের আদেশে বেশ্যা তাহার যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দান করিয়া ভিখারিণীর বেশে একাকিনী ঠাকুরের আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণনামকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইলেন। ঠাকুর বেশ্যাকে কৃপাকরিয়া সেই দিনই বেনাপোল হইতে চাদপুরে আসিলেন এবং তথায় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ভ্রাতৃদ্বয় হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের পুরোহিত পরম বৈষ্ণব বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইলেন।

শুনা যায়, স্পর্শমণির যোগে লৌহ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় বস্তুতঃ সাধুসঙ্গই প্রকৃষ্ট স্পর্শমণি। তাহার ফলে লৌহসদৃশ কঠিনহৃদয়া পাপকালিমালিপ্তা বেশ্যা কি-প্রকারে পরমা বৈষ্ণবী হইল তাহা ঠাকুর হরিদাসের চরিত্রের মহিমায় আমরা দর্শন করিলাম। এতৎ-প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটু বক্তব্য এই যে, নীল-কণ্ঠই বিষভক্ষণে সমর্থ অপরে বিষভক্ষণ করিতে গেলে অকালে প্রাণ হারাইবেন। মহাভাগবত ঠাকুর হরিদাস বেশ্যার চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন বলিয়া যদি কনিষ্ঠ বা মধ্যম অধিকারী ঐ কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করেন, বেশ্যাসঙ্গ দূরে থাকুক উপদেশপ্রদানচ্ছলে যদি সাধারণ কামিনীগণের সহিতও মেলামেশা করেন, তাহাতে তাহাদের পতন হইবার খুবই সম্ভাবনা। সেইজন্য মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে দণ্ড-প্রদান-প্রসঙ্গে জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন—

> বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
> দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥
>
> দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়গ্রহণ।
> দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥
>
> "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
> বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি"

দেহ-মনের দ্বারা হরিসেবা হয় কি না ?

ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। জড়েন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, হস্ত, পদ প্রভৃতি তাঁহাকে জানিতে বা স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং দেহ ও মন গুণাতীত নির্গুণ বস্তুর সেবা কি করিয়া করিবে ? বর্ত্তমানে বদ্ধজীব আমাদের দেহ ও মন ব্যতীত অন্য কোন সম্বল নাই। এমত অবস্থায় দেহমনের দ্বারা যদি ভগবানের সেবা না হয়, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের আর রাস্তা কোথায় ? ইত্যাকার প্রশ্ন আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে ব্যাকুল করিতে পারে। চেতনই চেতনের সেবা করিতে সমর্থ। চিদিন্দ্রিয়বিশিষ্ট জাগ্রত আত্মাই সচ্চিদানন্দ ভগবানের সেবা করিবার অধিকারী ও উপযোগী। কিন্তু বর্ত্তমানে যখন 'আমি' (আত্মা) স্বরূপবিস্মৃত হইয়া দেহ-মনরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছি এবং নিজেকে দেহ ও মন বলিয়া মনে করিতেছি তখন আমাকে এই দেহ-মনের দ্বারাই সাধন করিতে হইবে, আত্মার বৃত্তি কৃষ্ণানুরাগ জাগাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সেইজন্য শাস্ত্রে সাধনের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সাধনক্রিয়া দেহমনের ক্রিয়া, আত্মার ক্রিয়া নহে ; ইহা অনিত্য ; এই সাধনক্রিয়া যাজন করিতে করিতে জীবের অনর্থনিবৃত্তি হয় এবং অনর্থনিবৃত্তিক্রমে শুদ্ধ আত্মা সেবাযোগ্যতা লাভ করে। সুতরাং স্বরূপাবস্থা-লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা যে সাধন করি, তাহা অনিত্য দেহমনের ক্রিয়া হওয়ায় অনিত্য এবং তদ্ধেতু ইহাকে সেবা বলা হয় না ; পরন্তু কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, গুরুসেবা-শ্রম বা শুদ্ধ-সেবালাভের প্রাগবস্থা বা অনিত্য, গৌণ উপায় বলা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্বরূপসিদ্ধি না হইলে শুদ্ধা সেবা আরম্ভ হয় না, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি ঐকান্তিকী প্রীতি বা অনুরাগ জন্মে না। সুতরাং সাধুগুরুর আনুগত্যে দেহমনের দ্বারা বিশ্রম্ভ গুরুসেবাশ্রম স্বীকার করিতে করিতে স্বরূপে অবস্থিত হইবার জন্য চেষ্টা করা এবং সেবা-সৌভাগ্য লাভের উপায়স্বরূপ সাধন স্বীকার করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহারা সাধক। আর যাঁহারা সাধন করিয়া জাগ্রত হইয়াছেন—যে সকল গুরুভক্ত গুরুসেবাপ্রভাবে তৎকৃপায় স্বরূপে অবস্থিত হইয়া অধোক্ষজ-সেবা লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই সিদ্ধ বা সঙ্গী। অসিদ্ধ চাউল যেরূপ আহার্য্যের উপযোগী হয় না, তাহা সিদ্ধ হইলে যেমন খাইবার উপযুক্ত হয়, অসিদ্ধ বদ্ধ আত্মারও সেইরূপ সেবা-যোগ্যতা বা শুদ্ধ-সেবাধিকার নাই ; কিন্তু সেবাপ্রভাবে তিনি সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে কৃষ্ণসেবার উপযোগী হন এবং তখন দীক্ষার পূর্ণাপ্তিক্রমে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিলে ভগবান্ তাঁহাকে আত্মসাৎ করেন এবং তিনি তখন প্রাপ্তস্বরূপ হইয়া চিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ নিজ প্রভুর সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হন। অসিদ্ধ বা বদ্ধাবস্থা হইতে সিদ্ধাবস্থা-লাভের উপায়-আলোচনা করিতে গিয়া একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। সেই দৃষ্টান্তটী যথাযথ বিন্যস্ত করিতে পারিলে সেবাপ্রাপ্তির একটী দিগ্দর্শন করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

কাঁচা চাউল খাওয়া যায় না বা তাহা কাহারও সেবায় লাগে না ; কিন্তু যদি এই চাউল কোন আধারে রাখিয়া আমরা কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক সেই অগ্নিস্পৃষ্ট কাষ্ঠগুলিকে তন্নিম্নে প্রজ্বালিত করি, তাহা হইলে সেই কাঁচা চাউল উত্তাপপ্রভাবে ক্রমে সিদ্ধ হইয়া ভোজনের উপযুক্ত হয় এবং রান্না শেষ হইলে রান্নার উপকরণ-স্বরূপ কাষ্ঠগুলি ভস্মে পরিণত বা অস্তিত্ববিহীন হয়। এস্থলে সিদ্ধ অন্নদ্বারাই ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির সেবা সম্ভব পরন্তু কাষ্ঠের দ্বারা নহে, তবে এই কাষ্ঠ প্রজ্বালনরূপ ক্রিয়াকে চাউল সিদ্ধ করিবার অনিত্য উপায় মাত্র বলা যাইতে পারে। স্বরূপসিদ্ধি সম্বন্ধেও কতকটা এইরূপ দিগ্দর্শন করিয়া দেহমনের দ্বারা ভগবানের সেবা হয় না বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এস্থলে আমাদের আরও একটী বক্তব্য যে, কার্য্যে অগ্নিসংযোগ না করিয়া আমরা যদি স্তূপীকৃত কাষ্ঠের দ্বারা চাউল সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে আমাদের

চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, একথাটীও পাঠকগণ মনে রাখিবেন। এক্ষণে বদ্ধাত্মাকে অসিদ্ধ চাউলের সহিত তুলনা করিয়া দেহ-মনকে কাষ্ঠের সহিত তুলনা করা হইতেছে এবং কাষ্ঠে প্রদত্ত অগ্নির সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত দীক্ষাগ্নি বা কৃপাগ্নির তুলনা করা যাইতেছে। সুতরাং এস্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কাষ্ঠে অগ্নিপ্রদান না করিলে যেরূপ চাউল সিদ্ধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব সেইরূপ কলিমলবিধ্বংসী চিদগ্নিস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত সেবা-লাভ করা সম্পূর্ণ অলীক মাত্র। কাষ্ঠে অগ্নি-সংযোগ না করিলে যেমন জ্বাল দেওয়াই সার হয় চাউল সিদ্ধ হয় না, সদগুরুচরণাশ্রয় না করিলেও সেইরূপ হরিভক্তি লাভ বা স্বরূপসিদ্ধি ত দূরের কথা, জীবনে সাধনও আরম্ভ হয় না বলিয়া তাহাদিগকে সাধকশ্রেণীভুক্ত করা বা ভক্তির অধিকারীও বলা যায় না; পরন্তু তাহারা ভক্ত্যাশ্রিত বলিয়া আস্ফালন করিলেও কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত। ইহাতে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ের আবশ্যকতা সহজেই উপলব্ধ হইতেছে। অতএব সদগুরুচরণাশ্রয়রূপ অগ্নি দ্বারা যুক্ত দেহমনোরূপ কাষ্ঠকে সর্ব্বক্ষণ প্রজ্বলিত রাখিতে হইবে, গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সর্ব্বদা সেবায় ব্রতী থাকিতে হইবে, স্বরূপসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত বা তৎপরেও সেবোৎসাহ নির্ব্বাপিত করিতে হইবে না, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে, শুদ্ধসেবাপ্রাপ্তি বা স্বরূপসিদ্ধির একমাত্র উপায় গুরুসেবাশ্রমরূপ দুঃখকে সাদরে বরণ করিতে হইবে। আমরা যদি এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আত্মমঙ্গল লাভের জন্য, স্বরূপসিদ্ধিলাভের জন্য বা কৃষ্ণানুরাগ-লাভের জন্য সচেষ্ট হই,—তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই একদিন না একদিন সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, জড়দেহ ও মন কৃষ্ণসেবার উপকরণ নহে পরন্তু এই দেহমনের ক্রিয়া আত্মাকে জাগাইবার উপায়স্বরূপ এবং চাউল সিদ্ধ হইলে কাষ্ঠাদির অনস্তিত্ব যেমন স্বাভাবিক স্বরূপসিদ্ধি হইলে বা সেবা-যোগ্যতা লাভ হইলেও সেইরূপ সেবাগ্নি বা কৃষ্ণেচ্ছাগ্নিতে এই জড় দেহমনের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই মনুষ্যজন্মেই এতাদৃশী সৌভাগ্য লাভ জীবের হইতে পারে। গুরুসেবাশ্রম-স্বীকার করিতে করিতে এই সেবাশ্রমাগ্নিপ্রভাবে যখন অনিত্যোপলব্ধি বা জগদ্দর্শন শুদ্ধীভূত হয় বা প্রাকৃত দৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে ও স্বতন্ত্র জীব শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া অধোক্ষজ ভগবান্ কর্ত্তৃক সেবকরূপে গৃহীত হয় এবং সেব্যকর্ত্তৃক গৃহীত হইলেই অধোক্ষজ শুদ্ধ জীব অধোক্ষজ সেবা লাভ করে, তখনই তাহার দীক্ষা হয় এবং তখনই সে গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। ইহারই নাম আত্মার বৃত্তি-সেবা। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা যাহা কিছু করি তাহা সমস্তই জড় দেহমনের ক্রিয়া মাত্র। গুরুকৃপাগ্নিই স্বরূপসিদ্ধির মুখ্য এবং দেহমনের ক্রিয়াই গৌণোপায়। আমার বন্ধুবর্গ এ বিষয়টী স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া চেতনের দ্বারা চেতনের সেবার কথা চিন্তা করিবেন এবং নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাণীটী কণ্ঠহার করিয়া রাখিবেন।

"দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥

উত্তর ভারতে ও মহারাষ্ট্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে ও শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও মঠের প্রচারকবৃন্দ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠার পর]

আম্বালা ক্যাণ্ট (হরিয়াণা)—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্ত দীক্ষিত শিষ্য নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থভক্ত আম্বালা ক্যাণ্ট-অজিতনগর-নিবাসী শ্রীমদ্ তুলসী দাসাধিকারীর (ক্যাপ্টেন তুলসীরামজীর) আগ্রহাতিশয্যে ও প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ অমৃতসর হইতে ৬ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর রবিবার পূর্ব্বাহ্নে প্রচারসঙ্ঘসহ যাত্রাকরতঃ উক্তদিবস সন্ধ্যা ৫-৩০ ঘটিকায় আম্বালা ক্যাণ্ট-ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে ক্যাপ্টেন তুলসীরাম এবং স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তক পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। এইবৎসর সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল প্রীতনগর—রাজা পার্কস্থিত নবনির্ম্মিত শ্রীশিব মন্দিরে।

৬ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর রবিবার হইতে ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শিবমন্দিরে সৎসঙ্গভবনে ধর্ম্মসভার সান্ধ্য অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রীতনগরস্থ শ্রীশিব মন্দির হইতে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া আম্বালা ক্যাণ্ট সহরের প্রীতনগর, অজিত নগর, গোবিন্দ নগর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে মুখ্য মুখ্য রাস্তা হইয়া সন্ধ্যায় আসিয়া শ্রীমন্দিরে সমাপ্ত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তনসহ অগ্রসর হইলে তদনুগমনে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি কুসুম যতি মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (যোগেশ), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ ঝম্পবাদ্যসহ উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তনের দ্বারা ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধন করেন। ২৫ ডিসেম্বর বুধবার মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব আম্বালা সহরে ইন্দ্রনগরস্থ ডক্টর জওহরলাল ভেনটের এবং আম্বালা ক্যাণ্ট সহর লক্কর বাজারস্থ শ্রীপবন কুমারের বাসভবনে সদলবলে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টিসহ ৯ পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর বুধবার মহারাষ্ট্রে মুম্বই-সহরে প্রচারসঙ্ঘসহ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে উপনীত হইতে আম্বালা ক্যাণ্ট রেলষ্টেশন হইতে উচাহার ট্রেণযোগে অপরাহ্নে নিউদিল্লী শুভযাত্রা করেন।

ক্যাপ্টেন শ্রীতুলসীদাস প্রভুজী, তাঁহার পুত্র শ্রীহরবংশলাল কৌশল, শ্রীমটন দাস প্রভৃতি স্থানীয় গৃহস্থ ভক্ত এবং শ্রীশিবমন্দিরের সদস্যগণের প্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হয়।

মুম্বই সহর (মহারাষ্ট্র)ঃ—শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মুম্বই সহরে চেম্বুর এলাকায় শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার সদস্যগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ১১ পৌষ, ২৭ ডিসেম্বর শুক্রবার নিউদিল্লী ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর হইতে সেবক শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারীসহ পূর্ব্বাহ্ন ১১-২০ মিঃ এ যাত্রা করতঃ বেলা ১-০৫ মিঃ এ মুম্বই বিমান বন্দর শান্তাক্রুজে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। চেম্বুর-নিবাসী শ্রীগায়ত্রী প্রসাদ পাণ্ডের সুযোগ্য পুত্র শ্রীশঙ্কর দত্তের মোটর কারে তৎসমভিব্যাহারে ভক্তগণ কয়েকটি মোটর কারে বিমানবন্দর হইতে প্রথমে চেম্বুরস্থ সনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে উপনীত হইলে সমায়াত বিপুল সংখ্যক নরনারীগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত ও পূজিত হন

তৎপরে সনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরের নিকটস্থ শ্রীগায়ত্রী প্রসাদ পাণ্ডে মহোদয়ের বাসভবনে শুভ পদার্পণ করিলে তথায় তৃতীয়বার ভক্তগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন। শ্রীগায়ত্রীপ্রসাদ পাণ্ডে শ্রীল আচার্য্যদেবের অবস্থান-সৌকর্য্যার্থে পাঁচতলা ভবনের নিম্নতলার নিজ কক্ষটি ছাড়িয়া দেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচার সঙ্ঘের ১৮ মূর্ত্তি— পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতিমহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ), শ্রীতারক রায়, শ্রীপ্রেমপ্রকাশ (ইঞ্জিনিয়ার), ভাটিণ্ডার শ্রীওম্‌প্রকাশ লুম্বা ও শ্রীদামোদর দাস, রোপরের শ্রীঅশ্বিনী কুমার শর্ম্মা, শ্রীকানাই লাল সাহা (আগরতলা), শ্রীমনসা রাম, শ্রীতুলসী দাসাধিকারী প্রভু (দেরাদুন) নিউদিল্লী হইতে গোল্ডেন টেম্পল মেলে ২৭ ডিসেম্বর প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় রওনা হইয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্নে দাদর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করেন। তথা হইতে তাঁহারা মোটরকারযোগে নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান শ্রীগায়ত্রী প্রসাদ পাণ্ডের বাসভবনে আসিয়া পৌঁছিলে কতিপয় সাধু বাসভবনের দ্বিতলে এবং কতিপয় ভক্ত নিকটস্থ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে অবস্থান করেন।

মুম্বই সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য অগ্রিম পার্টিহিসাবে শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র) ও এস-ভিক্টর জলন্ধর হইতে ১৪ ডিসেম্বর গোল্ডেন টেম্পলে ট্রেনযোগে রওনা হইয়া ১৬ ডিসেম্বর মুম্বই চেম্বুরে পৌঁছিয়া প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার সদস্য শ্রীউপদেশ শর্ম্মার সহিত শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্রের আত্মীয়তা সম্বন্ধ। তাঁহারা প্রথমে তাঁহার গৃহেই অবস্থান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রচার পার্টি—শ্রীমদ্ প্রেমদাস প্রভু (দেরাদুন), শ্রীঅজিত গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামসুন্দর দাস (পাঠান কোট) আরও দুই ন সেবকসহ ১৮ ডিসেম্বর; তৃতীয় প্রচার পার্টি— পাঠানকোট হইতে শ্রীনদীয়া বিহারী দাস, শ্রীবালকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও শ্রীকেশব ১৯ ডিসেম্বর ও বৃন্দাবন হইতে নিউদিল্লী হইয়া শ্রীদেবকী নন্দন দাস ব্রহ্মচারী ২৬ ডিসেম্বর মুম্বই-চেম্বুরে পৌঁছিয়া বিপুলভাবে সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে উদ্যোগী হন। তাহারা প্রত্যহ চেম্বুর এলাকায় প্রাতে নগর-কীর্ত্তনের মাধ্যমেও প্রচার করিতেছিলেন।

১১ পৌষ, ২৭ ডিসেম্বর শুক্রবার শ্রীগায়ত্রীপ্রসাদ পাণ্ডে মহোদয়ের সম্মুখস্থ গৃহ প্রাঙ্গণে বিশেষ সভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত দিবস পৌঁছিয়াই সান্ধ্যসভায় যোগদান করতঃ ভাষণ প্রদান করেন। চেম্বুরস্থ স্থানীয় শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে ২৭ ডিসেম্বর হইতে ৬ জানুয়ারী পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে—৩ জানুয়ারী শুক্রবার ব্যতিরিক্ত শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচনামুখে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজও বিভিন্নদিনে বক্তৃতা করেন। মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকারের গৃহমন্ত্রী শ্রীচন্দ্রকান্ত খেরার বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব চেম্বুর হইতে বহু দূরবর্ত্তী নেপেনসীর নিকটে মন্ত্রী মহোদয়ের বাসভবনে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ সমুদ্রের তটবর্ত্তী প্রাঙ্গণে ৩ জানুয়ারী শুক্রবার আয়োজিত সভায় ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। মন্ত্রী মহোদয়ের গৃহের সকলে এবং কর্ম্মচারিগণ উক্তসভায় সমুপস্থিত থাকিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। শীতের সময়ও মুম্বই সহরে শীতানুভব হয় না, অধিক বস্ত্রাদির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সমুদ্রতটে সভার আয়োজন হওয়ায় সমুদ্রের প্রবল হাওয়ায় এবং কুলারের ঠাণ্ডা বাতাসে শ্রীল আচার্য্যদেব শীতে জড়সর হইয়া পড়েন। কথা বলিতে কণ্ঠরোধ হইলেও তিনি হরিকথা বলেন। হরিকথা ও হরিসংকীর্ত্তনের পরে মন্ত্রী মহোদয়ের ইচ্ছায় শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ তাঁহার গৃহে যাইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করেন। সাধুগণের সেবার জন্য বহুবিধ ফলমূল মিষ্টদ্রব্যাদি প্রদত্ত হয়। মন্ত্রীমহোদয় আনুকূল্যও করেন। ইতোমধ্যে জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্তের পুত্র শ্রীঅশোক গুপ্তের সহিত

মন্ত্রীমহোদয়ের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ফোনে হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্ত্তাও হয়।

২৯ ডিসেম্বর রবিবার চেম্বুরস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বহির হইয়া চেম্বুর এলাকার বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে বেলা পৌণে ১২টায় শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসে। স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়-গানমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রারম্ভিক নৃত্য কীর্ত্তনের পরে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী।

এই বৎসর শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীনন্দন দাস ব্রহ্মচারীর সেবা প্রচেষ্টায় চেম্বুরের অনতিদূরে Sion Kaliwada-য় শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে কতিপয় দিবস বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। তথায় দেরাদুনের শ্রীপ্রেমদাস প্রভু, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী হরিকথা বলেন। স্থানটী পাঞ্জাবী কলোনী হওয়ায় স্থানীয় ব্যক্তিগণের সাধুদর্শনে ও হরিকথা শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহাদের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব ২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার প্রচারসঙ্ঘসহ তথায় শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ধর্ম্মসভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। চেম্বুরেও রাত্রির ধর্ম্মসভায় প্রত্যহ নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগদেন। বিশেষতঃ সভাশেষে শ্রীতুলসী পরিক্রমাকালে ভক্তগণের উদ্দণ্ড-নৃত্য কীর্ত্তন নরনারীগণের চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। প্রত্যহ সভায় যোগদানকারী ভক্তগণকে মিষ্ট প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব মুম্বইসহরের বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ২৮ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে কল্যাণ অঞ্চলে শ্রীদেবাশীষ চক্রবর্ত্তীর গৃহে, ৩০ ডিসেম্বর সোমবার অপরাহ্নে শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার বিশিষ্ট সদস্য চেম্বুর-কালেক্টরকলোনীনিবাসী শ্রীউপদেশ শর্ম্মার আহ্বানে তাঁহার গৃহে, ৪ঠা জানুয়ারী শনিবার পশ্চিম আন্ধেরীস্থিত শ্রীঅজয় গ্রোবারের (স্ত্রী শ্রীমতী গীতা গ্রোবার) বাসভবনে পূর্ব্বাহ্নে, পূর্ব্ব আন্ধেরীস্থিত শ্রীকৃষ্ণমোহন বাসুদেবের গৃহে মধ্যাহ্নে, জুহুস্থিত শ্রীওম প্রকাশ বাসুদেবের (স্বধামগত শ্রীমুরারি দাস বাসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) গৃহে অপরাহ্নে এবং ৬ জানুয়ারী সোমবার চেম্বুর কালেক্টর-কলোনীস্থিত শ্রীসতীশ শর্ম্মার গৃহে সদলবলে শুভ পদার্পণ করতঃ তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। ৪ঠা জানুয়ারী মধ্যাহ্নে শ্রীকৃষ্ণমোহন বাসুদেব বিশেষ বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। চেম্বুরে সনাতন ধর্ম্মসভায় ২৯ ডিসেম্বর রবিবার মধ্যাহ্নে মহোৎসবের আনুকূল্য করেন শ্রীওম্ প্রকাশ বাসুদেব। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় শ্রদ্ধালু ভক্তগণ বৈষ্ণবসেবার জন্য আনুকূল্য বিধান করেন।

বান্দ্রানিবাসী শ্রীরঘুনাথ দাস বাসুদেব (Pilot) এইবার অধিকাংশ সময় ভারতের বাহিরে থাকায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে পারেন নাই। তবে তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রচারে অর্থ আনুকূল্য করিয়াছেন।

জম্মুর অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন মিশ্র (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্রের পিতা) বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য ব্যপদেশে পুণার সভায় যোগদান পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীকন্যাসহ মুম্বই সহরে পৌঁছিয়া চেম্বুরে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং একদিন তথায় অবস্থানকরতঃ সভায় যোগ দেন।

স্থানীয় কতিপয় মহিলা পুরুষ ভক্ত ৫ জানুয়ারী রবিবার হরিবাসর তিথিতে ভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রীহরিনামাশ্রিত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের মুম্বই সহরে শুভ পদার্পণ ও প্রচার স্থানীয় নব ভারত টাইমস্, Times of India, জনসত্তা প্রভৃতি হিন্দী, ইংরাজী, মারাঠী ভাষায় দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। বিভিন্ন পত্রিকার প্রেস্‌রিপোর্টার শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার বক্তব্য পত্রিকা সমূহে ছবিসহ প্রকাশ করেন।

২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার মুম্বইতে নব ভারত টাইম্‌সে প্রকাশিত সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

धर्म आशीर्वाद है, अभिशाप नहीं : बल्लभतीर्थ गोस्वामी

आजकल लोगों में धारणा सी हो गयी है कि धर्म ही हमारा, अर्थात् देश समाज एवं बिश्व का नाश कर रहा है। सभ्य समाज के लोग भी छाती तान कर कह देते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। हम गुरु को नहीं मानते। हम माता-पिता को नहीं मानते। हम नीति नहीं मानते, आदि।

चेम्बूर कालोनी, आर. सी. मार्ग श्रीसनातन धर्म सभा मन्दिर में आयोजित द्वितीय श्रीहरिनाम संकीर्तन सम्मेलन के दौरान अपने व्याख्यान मैं अखिल भारतीय श्रीचैतन्य गौड़ीय मठ के प्रधानाचार्य श्रीमद्भक्तिबल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज ने ऐसे लोगों को आड़ हाथों लिया। उन्होंते उनसे पूछा कि यदि धर्म आपका, देश का व समाज का सर्वनाश कर रहा है तो क्या अधर्म आपकी रक्षा करेगा ? अधर्म आपके देश को बचायेगा ? दुर्नीति आपके समाज की रक्षा करेगी।

गोस्वामीजी ने कहा कि यदि हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, नीति को नहीं मानेंगे तो हम समाज में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकेंगे। उन्होंने खेद व्यक्ति किया कि अभी जो धर्म संसार में चल रहा है उसमें राजनीति प्रवेश कर गयी है। धर्म के नाम पर थोड़ी धर्मान्धता आ गयी है। उसी को लेकर हम लड़ाई अथवा मार-काट करते हैं।

गोस्बामी जी ने कहा कि जीबों का आपस में प्रेम हो, वे आपस में मिलकर रहें, शान्ति से रहें, इसका एक ही तरीका है कि मनुष्य अन्य जीवों से अपना सम्वन्ध देखे और यह तभी सम्भब है जब मनुष्य को अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान हो कि वह कौन है उन्होंते कहा कि, जब हमारा भगवान में विशुद्ध प्रेम हो जायेगा तो हम अपने प्रभु के सम्बन्ध मे सबको अपना समझेंगे, चाहे बाहरी दृष्टि से हम किसी भी जाति के हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे में, आपको प्यार करता हूं तो आपके शरीर के किसी भी हिस्से की मैं हिंसा नहीं कर सकता। आपको प्यार करूं और आपके हाथ को काट दू—यह कभी हो सकता हैं ? इसीलिए धर्म के बास्तबिक तात्पर्य या ज्ञान हो जाने से हमारा ध्यान नाशवान बस्तु की ओर न जाकर एकमात्र श्रीहरि की प्रसन्नता में निमग्न होगा, तब हमारा आपस में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा अर्थात् धर्म—देश व समाज के लिए आशीर्बाद है, अभिशाप नहीं।

বম্বাই শহরে ১০ জানুয়ারী (১৯৯৭) শুক্রবার টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া (Times of India) দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত (শ্রীল আচার্যদেবের সহিত সাংবাদিকের কথোপকথন) ঃ—

We should not vilify the beliefs of others : Vaishnav Acharya

Mumbai : Five centuries ago in eastern India, the idyllic vision of Krishna, the god of pastures and forests, possessed Chaitanya Mahaprabhu. A vast following grew up around the Vaishnava mystic : his spiritual legacy has survived into our times in the form cf such institutions as the Sri Chaitanya Gaudiya Math, whose present head, Srila Bhakti Ballabh Tirtha Goswami, was in Mumbai this week.

The acharya continues to offer—as a panacea to the world's ills—Chaitanya's egalitarian gospel that all beings are equally manifestations of the Divine ; that they can overcome social and sectarian differences to unite in this awareness.

To the sceptical, it might seem amazing that Chaitanya's ecstatic devotionalism should still exercise its magical spell over millions today, both in the east and the west. And yet, it may be asked, where does a religious teacher like Srila Bhakti Ballabh Tritha fit in an age that has rejected Marx, Gandhi and Mao who preached self-sacrifice in the interests cf a visionary ideal. What audience does an ascetic address in an age that takes its cue from such she guns as Deng Xiaoping, Rupert Murdoch and Bill Gates, who unabashedly advocate the pursuit of wealth and pleasure ?

To the devout, the acharya is a guide in times of distress and perplexity ; be upholds

the doctrine that absolute surrender to the Lord alone can guarantee salvation. To the sceptic, he appears to have retreated from the possibility of concrete change; in conserving his religious inheritance and ministering to the spirit, he would seem to have disregarded the issue of social transformation.

A portrait of Bhakti devotionalism at its most concentrated, the acharya remains spellbound by Krishna's flute in the midst of events that he regards as maya, illusion. At the same time, be does evince a wry sensitivity to the problems of the present, proposes remedies couched in pithy metaphors. And at the core of his belief lies the simple confidence—inexplicable to those who do not share it—in the Divine; to the acharya's mind, there is no doubt that Krishna's grace will see the world through.

Excerpts from the conversation :

Q—why has religion—which should provide solace and serenity—been the cause of so much violence throughout history?

A—Most people tend to confuse religion with dharma. Religion is a system of worship, external ritualistic performances. Dharma, on the other hand, is a way of being in harmony with the universe.

Q—How would you define dharma?

A—If you trace the word dharma back to its Sanskrit etymology, it means that which sustains. Dharma is, in fact, manifold: it could take the form of tapasya, the practice of disciplining the senses; or of dana, which is generosity, sharing or kshama, forgiveness; or ahimsa, non-violence. This, rather than any set of ritual observances, constitutes the sanatana dharma, the eternal way.

Q—Can it exist apart from religion, purely as an ethical basis of behaviour?

A—Yes. It can be practised as a system of ethical values, independently of an individual's religious persuasion.

Q—At the root of religious dissension, seemingly, is the mutually exclusive notion of the Divine that religions hold, their claims to a unique experience of grace.

A—There is nothing wrong with nishta, an exclusive devotion to one God, as such, I would say that when it takes the form of seva—the love of God through the service of His creatures*—it is positive. It is bigotry that is negative. We should be steadfast in what we believe; at the same time, we should not vilify the beliefs of others. Mutual respect is the only solution to the dissensions that divide people belonging to different belief systems.

Q—How do you interpret your role as an acharya, as a spiritual guide and teacher?

A—My life is dedicated to the service of Sri Krishna. I realised very early that everything in this world is impermanent; only God is eternal. I pass on this understanding. we, as humans, are subject to the cycle of births and deaths, and can only escape it by renouncing desire and submitting ourselves to the Divine will.

Q—Many spiritual teachers are exercised today by the question of social transformation. What scope is there, in your system, for such a programme?

A—Reform is not really our department; there are other religious institutions that have

* 'I would say that when it takes the form of seva—the love of God through service of His creatures—it is positive.'—This is not correctly understood statement of Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj. The purport of his saying is—Service to God is actual service to all creatures. Love of God will foster love for all creatures in relation to God. If God is served, all are served. Creatures cannot have satisfaction, enhancement independent of God.

taken it up as their main priority. We are the custodians of the tradition. Our responsibility is to nurture the wisdom that has been handed down to us by our teachers over the centuries.

Q—Technological advances have now vastly expanded the possibilities of sensual pleasure, entertainment, distraction. The mind tends to be tempted away from any thought of ultimate meaning beyond the changing surfaces. Would you care to comment ?

A—If we draw circles with different centres, their circumferences will cross and generate conflict. But if we draw circles around one centre they will ripple out and expand without conflict.

Q—This metaphor seems to suggest the still centre of the Divine. We are approaching the end of a century that has, more than any other, been shaped both for good and ill by science Would you say that the advancement of science has somehow robbed faith of its potency ?

A—As theists, we believe that God is infinite ; and the infinite cannot be manufactured in the factory of the human intellect. Human knowledge is based on finite, sensory perceptions. Just because we do not have the instruments to sense something, it does not mean that that thing does not exist. You have to find out what is there. If it is God you are looking for, you have to take the trouble to look for Him in your heart. That is why our philosophy is called darshana shastra, the science of revelation.

Q—How would devotion best translate into action ?

A—We can only say that the practice of penance, purity, truth, kindness, the repetition of the Lord's holy name can take us through this Kali Yuga, this Age of Darkness. This, we have been taught, is the way to salvation.

Q—The critics of Vedanta have sometimes complained of the abstract intellectualism of its central doctrine, that one must overcome outward appearances and recognise the identity between every individual self and the universal Overself. Does Bhakti not, with its emphasis on love as a universal means of overcoming differences, suffuse Vedanta with a warm humanity ?

A—According to Sri Chaitanya, love is the best solution to humankind's problems. It is even more powerful than non-violence, which is a negative imperative that only urges us to abstain from doing injury to others. Love is positive : it means doing good to others. We are not inclined to love others when we do not see how we are related to them. But divine love means the love of God and therefore, the love of all the creatures that God has created.

শ্রীগায়ত্রী প্রসাদ পাণ্ডে ও তাঁহার পরিজনবর্গ, শ্রীউপদেশ শর্ম্মা ও তাঁহার পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবা প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাসবিহারী দাস শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন। অনান্য ত্যক্তাশ্রমী গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত সেবা প্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হয়। শ্রীগায়ত্রী প্রসাদ পাণ্ডে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-সাফল্যে প্রভাবান্বিত হইয়া তথায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপনে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উদ্যোগী হন।

শ্রীল আচার্যদেব সেবক শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সহ ৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার বিমানযোগে বম্বাই হইতে যাত্রা করতঃ রাত্রিতে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।
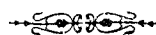
বিরহ-সংবাদ

শ্রীমতী শিবপালী দেবী, রোপড় (পাঞ্জাব) ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অনুকম্পিতা দীক্ষিতা ভক্তিনিষ্ঠাবতী শিষ্যা শ্রীমতী শিবপালী দেবী গত ১লা মাঘ (১৪০৩), ১৫ জানুয়ারী (১৯৯৭) বুধবার প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় শুক্লা সপ্তমী তিথিবাসরে ৪০ বৎসর বয়সে রোপড় সহরে শ্রীগুরু বৈষ্ণব ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। রোপড়বাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের সমুপস্থিতিতে তাঁহার শেষকৃত্য যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হয়। রোপড়েই তাঁহার পারলৌকিক শ্রাদ্ধকৃত্য চণ্ডীগড় মঠ হইতে শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশুকদেব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয় চরণ দাস প্রভৃতি বহু মঠবাসী বৈষ্ণব যোগ দিয়াছিলেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি পতি মঠাশ্রিত শিষ্য শ্রীঘনশ্যাম দাস, পুত্রদ্বয়—শ্রীওমপ্রকাশ ও শ্রীমধুসূদন, কন্যাদ্বয়—সোনিয়া কুমারী ও উষারানী রাখিয়া গিয়াছেন।

ইনি বিহারপ্রদেশে গয়া জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা-তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। মাধ্যমিক পর্য্যন্ত শিক্ষালাভের পর ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি শৈশবকাল হইতেই স্নিগ্ধ-স্বভাব-সম্পন্না ও ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ঠাযুক্তা ছিলেন। তিনি চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসবে নিজপতিসহ যোগদান করিতেন। ক্রমশঃ চণ্ডীগড় মঠে বার্ষিক উৎসবকালে ইনি ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে শ্রীমঠে বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট হরিনামাশ্রিতা হন এবং ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ঝুলন উৎসবকালে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতা হন। ইনি উৎসাহের সহিত বিভিন্ন মঠের ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান সমূহে যোগ দিতেন। ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশত বার্ষিক-উৎসব উপলক্ষে ইনি নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে থাকিয়া শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে পুরীধামস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা মার্জ্জন ও রথযাত্রা অনুষ্ঠানে ইনি যোগ দিয়াছিলেন। ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে ইনি অসুস্থ শরীর লইয়া জলন্ধরে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিষ্ঠার সহিত দামোদর ব্রত পালন করেন; তৎপরেও অসুস্থ শরীর লইয়া ইনি চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক-উৎসবে ও রামনবমী তিথির বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ইঁহার কঠিন ব্যাধি নিরাময়ের জন্য খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজক চার্চ্চে যাইয়া চিকিৎসার জন্য বিধিব্যবস্থা দিলেও এবং অনেকে তদ্বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিলেও তিনি সেই চিকিৎসা গ্রহণে অনিচ্ছুক হন। তিনি কৃষ্ণেতে অনন্য নিষ্ঠাবতী বৈষ্ণবী ছিলেন।

অপরিণত বয়সে তাঁহার স্বধাম-প্রাপ্তিতে পাঞ্জাবের মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই মর্ম্মাহত। করুণাময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে তাঁহার স্বধামগত আত্মার নিত্য-কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „
(৪) গীতাবলী „ „ „
(৫) গীতমালা „ „ „
(৬) জৈবধর্ম্ম „ „ „
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত „ „ „
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি „ „ „
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য „ „ „
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা „ „ „ „
(২৫) দশাবতার „ „ „ „
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road

Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৬-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২৯৯
৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০
১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬
১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)
১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪ | ৪র্থ সংখ্যা
৭ ত্রিবিক্রম, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ২৯ মে ১৯৯৭

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৪ পৃষ্ঠার পর]

অসৎসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ কর্ত্তব্য

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥'

সাধুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য—জীবের যে সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে, তা' ছেদন ক'রে দেওয়া ; ইহাই সাধুদিগের অকৃত্রিম অহৈতুকী বাঞ্ছা। দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ ক'রে জগতের লোক বাহিরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অন্য রকম কথা পোষণ করে ; আর এই দ্বিহৃদয়তাকেই উদারতা বা সমন্বয়ের ধর্ম্ম ব'লে প্রচার ক'রতে চায়! যাঁরা দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ না ক'রে সরল হ'তে চান—সরলভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন ক'র্‌তে চান, তাঁ'দিকে ঐ সকল দ্বিজিহ্ব ব্যক্তি 'সাম্প্রদায়িক', 'গোঁড়া' প্রভৃতি ব'লে থাকেন। যাঁরা সরল, আমরা তাঁদেরই সঙ্গ ক'রব—অপরের সঙ্গ ক'রব না। দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন ক'রতে হবে যেমন শৃঙ্গীর নিকট হ'তে শত হস্ত পরিমাণ দূরে থাকতে হয়।

এক সময়ে ঠাকুর মহাশয়— যিনি পূর্ব্ব পরিচয়ে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত হ'বার লীলা প্রকাশ ক'রেছিলেন, বহু বহু ভাল লোক—আভিজাত্য সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সত্য কথা ব'লেছিলেন,—তাঁকেও অসদ্‌ব্যক্তিগণের আক্রমণের পাত্র হ'তে হ'য়েছিল। মৎসর-প্রকৃতির আধ্যক্ষিক কতকগুলি অবিচারক লোক ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে কেন ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে পারমার্থিক উপদেশ দিয়ে শিষ্য ক'র্‌ছেন? এই কথা শুনে ঠাকুর মহাশয় ব'ল্লেন,—তা হ'লে আমি সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হ'ব। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ব'ল্লেন,—তা'-

হ'লে জগৎ ত' রসাতলে যাবে—জগতে নাস্তিক্য, পাষণ্ডের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে ! এই ব'লে তখন তাঁরা একজন সাজলেন—বারুই, আর একজন সাজ-কুমোর। যখন বিদ্বেষিসম্প্রদায়ের গর্ব্বিত পণ্ডিত-মণ্ডলী ঠাকুর মহাশয়কে বিচারে পরাস্ত কর্‌বার মতলব নিয়ে খেতুরীতে এ'সে পৌঁছিলেন, তখন তাঁরা তাঁ'দের আহারের বন্দোবস্তের জন্য বাজারে হাঁড়ী কিন্‌তে কুমোরের দোকানে গেলেন। তখন কুমোর তাঁদের সঙ্গে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রে দিলেন। তারপর তাঁ'রা পান কিন্‌তে পানের দোকানে গেলেন, বারুইও পণ্ডিতের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা আরম্ভ ক'র্‌লেন। এ সকল দে'খে শুনে গর্ব্বিত পণ্ডিতগণ মনে মনে বিচার ক'র্‌লেন—যে দেশের কুমোর বারুই পর্য্যন্ত সংস্কৃতে কথা ব'লতে পারেন, সে-দেশের সর্ব্ব-প্রধান ব্যক্তি ঠাকুর নরোত্তম যে কত বড় পণ্ডিত, তা' অনুমানও করা যে'তে পারে না, সুতরাং তাঁর কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে আমাদিগের সম্মান লাঘব কর্‌বার পরি-বর্ত্তে আমাদের এখান থেকেই বিদায় নেওয়া শ্রেয়ঃ। এরূপ বিচার ক'রে তাঁ'রা সেখান থেকে স'রে প'ড়-লেন। যাঁরা সত্য আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে চির-কালই এরূপভাবে আক্রান্ত হ'তে হয়।

সাধারণ বিবেকরহিত বিচার বা সাধারণ বিবেক-যুক্ত বিচার ও সত্য এক নয়। অনেকে সাধারণ বুদ্ধিকে (Common sense কে) 'সত্য' মনে করেন। যেটা Common sense এর সঙ্গে খাপ খায় না, তা'কে তাঁরা সত্যের পদ হ'তে বিচ্যুত ক'রতে চান। কিন্তু এরূপ সাধারণ বুদ্ধি—কা'দের ? ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্স-বিনির্ম্মুক্ত, বিমুক্ত আত্মার সহজ বুদ্ধি অথবা ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত, পরি-বর্ত্তনশীল মনের অভিজ্ঞতাবাদোত্থ সাধারণ বুদ্ধি ? ভ্রম-প্রমাদযুক্ত গড্ডলিকার সাধারণ বদ্ধি—মনোধর্ম্ম মাত্র, তা'তে আপেক্ষিক বা সাময়িক সত্যের একটা ছবি থাক্‌তে পারে, কিন্তু উহা বাস্তব সত্য নহে। লোকের রজস্তম-তাড়িত বুদ্ধি-অবিমিশ্র সত্ত্বগুণের কথা বুঝ্‌তে পারে না। একজন পায়স খাচ্ছে, আর একজন যদি সেখানে এ'সে বলে যে, আমার কিছু চূণ সুরকি আছে সেগুলি পরমান্নের মধ্যে মিশিয়ে পায়েসের পূর্ণতা সম্পাদন ক'রে নিন ; তা'হ'লে যেমন মিষ্টান্ন খাওয়ার ফল পাওয়া যায় না, উহার আস্বা-দন নষ্ট হ'য়ে যায়, মুখে কাঁকর চূণ প্রভৃতি লেগে গলা পুড়িয়ে দেয়, গলা বন্ধ করে দেয়, তা'তে মানুষের মৃত্যু হয়, সেরূপ পরমনিরপেক্ষা স্বতন্ত্রা, বিশুদ্ধা, নির্গুণা ভক্তির সহিত গুণজাত জগতের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টাকে যদি কেহ মিশিয়ে নিতে বলেন—ভক্তির অসম্পূর্ণতা (?) সম্পূর্ণ কর-বার পরামর্শ দেন, তা'হ'লে ঐরূপ ব্যক্তির পরামর্শও মিষ্টান্নে বিজাতীয় চূণ সুরকি মিশ্রিত করবার পরা-মর্শের ন্যায় হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—বদ্ধ জীবের চেষ্টা, উহা দেহ ও মনোধর্ম্ম, আর ভক্তি—আত্মার বৃত্তি বা আত্মধর্ম্ম, উহা পরম মুক্তের চেষ্টা ; সুতরাং কর্ম্মজ্ঞানাদি প্রাপঞ্চিক বিজাতীয় অনাত্ম-চেষ্টা-সম্পন্ন বস্তুর সহিত ভক্তির মিশ্রণ হ'তে পারে না। তবে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যখন ভক্তির অধীনতা স্বীকার ক'রে চলে, তখন কথঞ্চিদ্‌ভাবে সেই কর্ম্ম-মিশ্রা ও জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি পরভক্তির পথে উপনীত হ'বার আনুকুল্য ক'রতে পারে। পরা ভক্তি লাভ হ'লে মিশ্রভাব আর থাকে না, ইহাই এই শ্লোকে কথিত হ'য়েছে।

'সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥

আমরা এরূপ বিচারেই মনীষী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-গণের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দিয়েছিলাম, আমরা হাটে, বাজারে, যা'কে তা'কে প্রশ্ন দেই নাই বা ক্ষীরের সঙ্গে 'রাবিস' মিশা'বার অভিলাষ নিয়েও আমরা প্রশ্ন পাঠাই নাই। অবিমিশ্র সত্য—অকৈতব সত্য জগতে প্রকাশিত হউক, এইরূপ অভিলাষ নিয়েই আমরা কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলাম, কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভের বশীভূত হ'য়ে কতকগুলি ব্যক্তি এরূপ শিষ্টাচারবহির্ভূত ব্যবহার প্রদর্শন ক'রেছেন যে, তাঁ'দের ব্যবহারেই তাঁ'রা তাঁ'দের স্বরূপের বিজ্ঞা-পন প্রচার ক'রে ফেলেছেন। আমরা কর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গ ক'রতে প্রস্তুত হই নাই, যা'রা বহির্জ্জগতের অভিজ্ঞতাবাদ বা মনোধর্ম্মকে নিয়ে অভ্যুদয়ের হিমা-লয়ে আরোহণ ক'র্‌তে চায়, আমরা তাদৃশ আরোহ-বাদী আধ্যক্ষিকের সঙ্গ করবার জন্য প্রস্তুত হই নাই, "প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে"—ইহাই আমাদের গুরুদেবের উপদেশ।

উদরোপস্থ-বেগ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা চাই না, তাঁ'রা বাস্তবিক অকৃত্রিম অনুসন্ধিৎসু ন'ন; দ্বিজিহ্ব লোক —যাঁ'দের বাইরে এক প্রকারের জিভ, ভিতরে আর এক প্রকারের জিভ্ সে শ্রেণীর লোক নিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন হ'বে? নিত্য আত্মার উপলব্ধি যাঁ'দের হ'য়েছে – ভগবানের সেবক-সম্প্রদায় যাঁ'রা, তাঁ'রা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, তাঁ'দের কাছ থেকে আমরা প্রশ্নের উত্তর পেতে পারবো। আমাদের গুরু-পাদপদ্ম যে কথা জানিয়ে দিয়েছেন, দ্বিজিহ্ব লোক তা' শুন্‌বে না—তা'রা কখনও সেবোন্মুখ কর্ণ দিবে না। আমাদের প্রশ্নগুলি বাইরের লোকে বুঝ্‌তে পারেন নাই—শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় ভাগবত-জীবন যাঁদের হয় নাই, তাঁ'রা বুঝ্‌তে পারেন নাই। সেই জন্য ভাগবত বলেন,—

'ততোদুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥'

আমরা যে সকল কথা সাধুকে জান্‌তে দিই না—গোপনে যে সকল কথা রেখে দিই, প্রকৃত সাধু সে সকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বের ক'রে তা'র উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। 'সাধু' মানেই হ'চ্ছে—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান র'য়েছেন—মানুষের যে ছাগের ন্যায় বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন পরুষ-ভাষারূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা' হ'লে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমার শত্রু। তা' হ'লে আমরা প্রেয়ঃ পন্থা গ্রহণ ক'র্‌লাম, শ্রেয় চাইলাম না।

ভাগবতের শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণীয়

ভাগবত-জীবন যা'র নয়, তা'র কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য।

'সাধুসঙ্গঃ স্বতো বরে'।

ভাগবত-জীবন কা'র?—

'ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥'

'কৃষ্ণে মতি হউক'—এরূপ আশীর্ব্বাদই সাধুগণ ক'রে থাকেন। "কৃষ্ণে মতি নষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রভু হউক"—জীবের প্রতি এরূপ আশীর্ব্বাদ সাধুর আশীর্ব্বাদ নয়।

'কৃষ্ণ' শব্দ ব্যতীত অন্যত্র 'ভক্তি' শব্দ প্রযোজ্য হ'তে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তির বিষয়। ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু, পরমাত্মা—সান্নিধ্যের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু। আমরা পরবর্ত্তিকালে আমাদের আলোচনার সময়ে দেখাব, কি ক'রে কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য হ'তে পারেন।

আমাদের প্রথম দিবসের আলোচনার বিষয়—চিদচিদ্‌বিশ্লেষণ-মুখে জ্ঞান লাভের আকর, চিদচিদ্‌-বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের যন্ত্র, চিদচিদ্‌বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের সিদ্ধান্ত, চিদচিদ্‌বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের সঙ্গতি এবং চিদচিদ্‌বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের ধারণা। 'চিৎ' শব্দটীর মোটামুটি অর্থ হ'চ্ছে—জ্ঞান। জ্ঞান —কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মযুক্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় আমরা জান্‌তে পারি,—

'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।'

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্
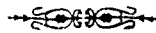
জীবতত্ত্ব প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৬ পৃষ্ঠার পর]

ওঁ হরিঃ॥ তৎ সাম্মুখ্যাৎ সর্ব্বক্লেশনিবৃত্তিঃ স্বরূপ প্রাপ্তিশ্চ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৩৭॥

শ্বেতাশ্বতরে। জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্ম মৃত্যু প্রহানিঃ। মুণ্ডকে। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমু-

পৈতি ।। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে । জন্মান্তর সহস্রেষু তপোধ্যান সমাদিভিঃ । নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ।। ভাগবতে । তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহ সুহৃন্নিমিত্তং শোকস্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ । তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং যাবন্নতেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ।। চরিতামৃতে । সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় । সেই জীব তরে মায়া তাহারে ছাড়য় ।। ৩৯ ।।

সেই পরমাত্ম সাম্মুখ্য হইলে পুনরায় সর্বক্লেশ নিবৃত্তি ও স্বরূপ প্রাপ্ত হয় ।। ৩৯ ।।

শ্বেতাশ্বতরে,—সাধুপুরুষের অথবা শাস্ত্রের কৃপাদ্বারা যখন এই সংসারবদ্ধ জীব ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহার ভজনা করে, তখন সে অহঙ্কার মমকার জনিত প্রাপঞ্চিক বন্ধন হইতে ক্রমে ক্রমে নিষ্কৃতি লাভ করে, জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় এবং ভগবৎ কৃপা বলে মায়াতীত সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া পূর্ণ কাম হয় । মুণ্ডকোপনিষদে,—যখন সাধন-সিদ্ধ ব্যক্তি স্বর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা পরিশোভিত পরমপুরুষ শ্রীহরির দর্শন লাভ করেন, তখন সেই ভাগ্যবান্ ভক্ত নিজের সমস্ত পূর্বসঞ্চিত পুণ্য-পাপ সমূহ ক্ষয় করিয়া মায়ামুক্ত হইয়া পরমেশ্বর সান্নিধ্যে নিজের চিন্ময়স্বরূপ পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হন । শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—হে প্রভো, যে পর্য্যন্ত তোমার অভয় পদকমল লোকে বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহাদের দ্রবিণ দেহ-সুহৃৎনিমিত্ত ভয় হয় এবং শোক, স্পৃহা, আসক্তি ও বিপুল লোভ হইয়া থাকে এবং 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া অসদাগ্রহরূপ আর্তিমূল দূর হয় না ।। শ্রীবিষ্ণু ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন,—পূর্ব পূর্ব সহস্রজন্মে যাঁহারা তপস্যা, ধ্যান, সমাধিদ্বারা পাপসকল হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এমন মহাপুরুষগণের হৃদয়েই কৃষ্ণভক্তি উদয় হয় । সাধুসঙ্গে হরিভজনই চরম শ্রেয়ঃ লাভের একমাত্র নিশ্চিত উপায় । [৩৯]

ওঁ হরিঃ ।। অন্তরঙ্গোপলব্ধিস্তং সাম্মুখ্যাৎ ।।
হরিঃ ওঁ ।। ৪০ ।।

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্বনিরূপণে জীবতত্ত্ব প্রকরণং সমাপ্তম্

কঠে । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ । মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ।। মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ।। এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে । দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ।। ভাগবতে । আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেন দৃঢ়েন চ । ঈয়তে ভগবানেভিঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বদৃক্ ।। বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্ । যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ।। শ্রী জীবঃ সাম্মুখ্যং দ্বিবিধং নির্বিশেষময়ং সবিশেষময়ঞ্চ । তত্রপূর্ব্বং জ্ঞানং উত্তরন্তু দ্বিবিধং অহংগ্রহোপাসনারূপং ভক্তিরূপঞ্চ ।। চরিতামৃতে । ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায় । তাঁর উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায় ।। কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায় ।। ৪০ ।। ইতি জীবতত্ত্ব প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম ।।

অন্তরঙ্গ উপলব্ধিই তাঁহার সাম্মুখ্য ।। ৪০ ।।

অন্তরঙ্গ উপলব্ধির ক্রম যথা কঠোপনিষদে,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়াকর্ষণ ক্ষমতাবিশিষ্ট রূপ, শব্দ, গন্ধ, রসাদি বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ ; এই বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের অধ্যক্ষতা দ্বারাই ইন্দ্রিয়ের বিষয় মিলন হয় ; মন হইতে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব, সঙ্কল্প বিকল্পাত্মিকা বুদ্ধি হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, দেহীরূপ আত্মা সেই বুদ্ধি হইতেও প্রধান যেহেতু এই সমস্ত তত্ত্বের জীবাত্মাই প্রভু । অব্যক্তরূপা প্রকৃতি বদ্ধজীবের পক্ষে দুরত্যয়া বলিয়া জীবাত্মা হইতে সেই মায়া শ্রেষ্ঠা ; আবার সেই মায়াশক্তি হইতে পরমেশ্বর শ্রীহরি শ্রেষ্ঠতত্ত্ব ; সেই পরমেশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই । তিনিই চরম বস্তু এবং জীবের পরমাশ্রয় স্বরূপ । এই পরমেশ্বর সমস্ত প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থান করিলেও অত্যন্ত গূঢ়ভাবে বর্তমান আছেন বলিয়া তিনি কাহারও নিকটে সহজে প্রকাশ পান না । ঐকান্তিক ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধিদ্বারা ভক্তযোগিগণ সূক্ষ্মদর্শিতা লাভ করিয়া হৃদয়াভ্যন্তরস্থ সেই শ্রীহরির দর্শন করেন । ভাগবতে,—আত্মতত্ত্ববোধ দ্বারা ও দৃঢ়বৈরাগ্য দ্বারা প্রথম পর্য্যায়ে প্রবৃত্তিমার্গে স্বধামপ্রাপ্য স্বর্গাদি প্রাকৃতরূপে সগুণময় ভাবে, তারপর নিবৃত্তিমার্গে ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি নির্গুণ স্বরূপে এবং সর্ব্বশেষে

ভগবদ্ভক্তিযোগ দ্বারা স্বপ্রকাশ, স্বরাট্, নিত্য স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ। জীব স্ব-স্বরূপের এবং পরস্বরূপের দ্রষ্টা। দারু হইতে যেমন দাহক-অগ্নি শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে বিলক্ষণ এই জীব-তত্ত্ব শ্রেষ্ঠবস্তু। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—ঈশ্বর সাম্মুখ্য দুই প্রকার যথা, জ্ঞানমার্গ দ্বারা নির্বিশেষ জ্ঞানময় অনুভূতি এবং দ্বিতীয় সবিশেষময় সাম্মুখ্যও দুই প্রকার যথা, অহংগ্রহোপাসনারূপ অভেদানুভূতি এবং ভক্তিমার্গে নিত্য সেব্য-সেবকরূপ প্রেমময় সেবানুভূতি। বদ্ধজীবের ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকালে কোনও ভাগ্যে কোনও জীব যখন সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন ভক্তির প্রভাবে সেই জীব মায়ামুক্ত হইয়া কৃষ্ণচরণপ্রাপ্ত হয়। বহির্ম্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া জীব ভক্তিবলে অন্তর্মুখীন হইতে পারিলেই ভগবানের সাম্মুখ্য লাভ করে। [৪০]

ইতি জীবতত্ত্ব প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

জীবগতিপ্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ সংসারদশাশ্চতস্রঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪১ ॥

বৃহদারণ্যকে। তস্মিন শুক্লমূত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতঞ্চ। এষ পন্থা ব্রাহ্মণা হানুবৃত্তেঃ॥ ভাগবতে। অদন্তি চৈকং ফলনস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ। হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদবেদম্॥ চৈতন্য চরিতামৃতে। ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্মজ্ঞান যোগত্যজি। ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হন ভক্ত্যে তার ভজি॥ ৪১॥

সংসার দশা চারিপ্রকার॥ ৪১॥

জগতের জীবগণ চারিপ্রকার দশা অবলম্বন করিয়া থাকেন। শ্রেয়প্রাপ্তির উচিত ও অনুচিত মার্গ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণেরও মতভেদ দেখা যায়। বৃহদারণ্যকে যথা,—কেহ বলেন ঐ মার্গ শুভ্র, আর কেহ বলেন নীল, তথা পিঙ্গল, হরিৎ বা লোহিত ইত্যাদিরূপে ব্রাহ্মণগণ বিচার করিয়া থাকেন। ভাগবত বলেন,—কামীপুরুষগণ এই সংসার-তরুর দুঃখরূপ একটী ফল গ্রাম্য ব্যবহারে সেবন করে। সুখরূপ নিবৃত্তি-ফলটি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীগণ ভোগ করেন। এই সংসারে গুপ্তভাবে একটি ফল আছে, সে ফলই আমি। যাঁহারা ক্ষীর-নীর-বিচারচতুর সেই হংস সকল গুরু কৃপায় এক হইয়াও বহুরূপ যে আমি, আমাকে জানিতে পারেন। সংসার তরুকে মায়াময় বলিয়া যিনি জানেন, তিনিই বেদতাৎপর্য্য অবগত আছেন। চৈতন্য চরিতামৃত সেই চারিপ্রকার পথের কথা বলেন যথা,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। কেবল ভক্তিদ্বারাই ভগবানকে জানা যায় [৪১]

ওঁ হরিঃ ॥ অবিদ্যয়া কর্ম্মদশা ॥ হরিঃ ওঁ ॥৪২॥

কঠে। আশা প্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চ ইষ্টাপূর্ত্তে পুত্র পশূংশ্চ সর্ব্বান্। এতদ্বৃঙক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে॥ অত্রিস্মৃতৌ। ইষ্টাপূর্ত্তঞ্চ কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণেনৈব যত্নতঃ। ইষ্টেন লভ্যতে স্বর্গং পূর্ত্তে মোক্ষ বিধীয়তে এতদ্দশায়াং বিংশ ধর্ম্ম শাস্ত্র বিধিয়ঃ॥ বেদান্ত স্যমন্তকে। বীজাঙ্কুরাদিবদনাদিসিদ্ধং কর্ম্ম তৎ খলু অশুভং শুভঞ্চেতি দ্বিভেদং। বেদেন নিষিদ্ধ নরকাদ্যনিষ্টসাধনং ব্রহ্মণ হননাদ্যশুভং। তেন বিহিতং কাম্যাদিতু শুভং। তত্র স্বর্গাদীষ্টসাধনং জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্যং অকৃতে প্রত্যবায় জনকং সন্ধ্যোপাসনোহগ্নিহোত্রাদি নিত্যং। পুত্র জন্মাদ্যনুবন্ধি জাতেষ্ট্যাদি নৈমিত্তিকং দুরিতক্ষয়করং চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তমিতি শুভং বহুবিধম্ ॥৪২॥

অবিদ্যা দ্বারা কর্ম্মদশা প্রাপ্ত হয়॥ ৪২॥

কর্ম্মদশা সম্বন্ধে কঠোপনিষদে—অকরণে দোষাবহ কর্ম্ম যথা; যে গৃহস্থের গৃহে ব্রহ্মবিদ্ অতিথি অভুক্তাবস্থায় অবস্থান করেন, সেই গৃহস্বামীর আশা, অর্থাৎ অনুৎপন্ন বস্তুর প্রাপ্তির বাসনা, প্রতীক্ষা অর্থাৎ উৎপন্ন বস্তুর প্রাপ্ত্যভিলাষ, সাধুসঙ্গ, প্রিয় সত্যবাক্য, ইষ্টাপূর্ত্ত, সমস্ত ফল নিঃশেষে বিনষ্ট হয়, এমনকি পুত্র ও পশুবর্গ সকলই নাশ প্রাপ্ত হয়। অত্রি স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়,—ব্রাহ্মণগণ যত্ন করিয়া ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম করিবেন। যেহেতু ইষ্টদ্বারা স্বর্গবাস এবং পূর্ত্তদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। এরূপে বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রবৃত্তি-মার্গের ব্যক্তিগণকে কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য নানারূপ প্রলোভন এবং ফলশ্রুতির নির্দ্দেশ দেখা যায়॥ বেদান্ত স্যমন্তকে দৃষ্ট হয়, বীজের অঙ্কুররূপ বৃক্ষ এবং বৃক্ষের উৎপত্তিরূপ বীজ এই দুইয়ের মধ্যে যেমন অব্যবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তদ্রূপ কর্ম্ম ও

কর্ম্মফলের মধ্যে অনাদিসিদ্ধ সম্বন্ধ বর্তমান আছে। এই কর্ম্ম দ্বিবিধ—অশুভ এবং শুভ। তার মধ্যে বেদশাস্ত্রে যাহাকে নিষিদ্ধ-কর্ম্ম বলা হইয়াছে, তাহা নরকাদি অনিষ্ট সাধন করে। ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্ম-সকল অশুভপ্রদ, বেদবিহিত কাম্যকর্ম্মাদি শুভপ্রদ, হয়, যথা ইষ্ট-কর্ম্মসাধন স্বর্গপ্রদ, জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম কাম্যফলপ্রদ, সন্ধ্যোপাসনাদি, অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্মসকল অকৃত হইয়া থাকিলে প্রত্যবায়জনক অর্থাৎ দোষপ্রদ হয়। পুত্রজন্মাদি কর্ম্ম অনুবন্ধি, জাতেষ্টি সংস্কারাদি নৈমিত্তিক দোষদূরীকরণার্থ চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রকারে শুভপ্রদ কর্ম্ম বহুবিধ জানিতে হইবে। [৪২] (ক্রমশঃ)

বেষ ও ভজন

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।"

—এই বাণী শ্রেষ্ঠ সদাচার। ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের পিপাসা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আনন্দবিধানার্থ যে-সকল চেষ্টাপ্রদর্শিত হয় তাহাই ভক্তি-সদাচার। এই ভক্তিসদাচারদ্বারাই আচার্য্যশিরোমণি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু মূঢ় ও অনাচারগ্রস্ত জনগণের সংস্কার বিধান করিয়াছিলেন।

মহাভাগবতগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিসদাচারসম্পন্ন; বাহ্যদর্শনে তাঁহাদিগের সদাচার মাংসদৃগ্‌গণের উপলব্ধির বিষয় অনেক সময় নাও হইতে পারে, তাই বলিয়া তাঁহারা আচারশূন্য, এই প্রকার ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা প্রশংসনীয়া নহে; পক্ষান্তরে ইহা ভীষণ অপরাধ আবাহন করিয়া থাকে। তাঁহাদের সঙ্গ করিলে —তাঁহাদের বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য হইলে যে-সকল সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে, তাহাতেই তাঁহাদের হৃদয়স্থিত সদাচারের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার।।"

সরল ও নিষ্কপট হইলে, যাঁহার সংসার হইতে ত্রাণ করিবার ক্ষমতা আছে তাঁহার মাহাত্ম্য জানিতে বিশেষ বিলম্ব হইবে না।

মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাগবতগণ বৈধবিচারে সর্ব্বদাই শিখাসূত্র-তুলসী-মালিকাদি ধারণ, দ্বদশাঙ্গে হরিমন্দিরাদি অঙ্কন, যথাসময়ে দীক্ষামন্ত্রাদি জপ ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবা, শ্রীধামবাস, শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন প্রভৃতি সদাচারাঙ্গসমূহ পালন করিয়া থাকেন। উত্তম-ভাগবতাবস্থালাভের পূর্ব্বে এই সকল বিধি অবশ্য পালনীয়। বৈধ-ভক্তির অধিকারী জনগণ যদি-ঐ সকল পালনে পরাঙমুখ হইয়া উচ্চাধিকারীর কাচ কাচিতে যান তাহা হইলে আলস্য, বিত্তশাঠ্য, দেহশাঠ্য প্রভৃতি হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া তাঁহাকে নিরয়গামী করিবে।

একটী কথা বিশেষভাবে স্মরণ থাকা দরকার যে, বাহ্যিক বেষ-ভূষায় 'ভক্ত' (?) সাজিলেও ভক্তি হইতে বঞ্চিত হওয়া খুব অস্বাভাবিক নহে। নিত্যমুক্ত ভগবৎপার্ষদের সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য যাহাদের হয় নাই, তাহারা কর্ম্মকাণ্ডকেই ভক্তি বলিয়া ধারণা করে। জড়-নৈতিকতা কিছু ভক্তির নিদর্শন নহে। একটী উদাহরণে বিষয়টী সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

নবদ্বীপ মণ্ডলের গঙ্গার পশ্চিমে কুলিয়া গ্রাম। তাহার পশ্চিমে বিদ্যানগর। এই বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহ। তাহারই সন্নিকটে দেবানন্দ পণ্ডিতের নিবাস ছিল। দেবানন্দ সুশান্ত, তপস্বী, জ্ঞানবান্ আজন্ম উদাসীন এবং ভাগবত-অধ্যাপনাকার্য্যে নিরত। এই সকল গুণ দেখিয়া জনসাধারণ যে তাঁহাকে একজন বড় দরের সাধু ও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জ্ঞান করিবেন,

তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু অন্তরের উদ্দেশ্য অন্তর্য্যামীর নিকট লুক্কায়িত থাকে না। একদিন অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তবৃন্দসহ ভ্রমণ করিতে করিতে দেবানন্দের বাসস্থানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে পাইলেন। ঐ ব্যাখ্যায় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের লেশমাত্রও ছিল না, কিন্তু তাহা ধরিবে কে? শ্রোতৃবৃন্দের কাহারো সিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্যের সঙ্গ না হওয়ায় 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' অবস্থা বরণই ঐ ভাগবত-শ্রবণের ফল লাভ হইয়াছিল। শুদ্ধভক্তি-শিক্ষা প্রদানের জন্যই যিনি জগতে প্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি যে ঐ প্রকার তত্ত্ববিরোধ ব্যাখ্যা-শ্রবণে অতিমাত্রায় অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইবেন তাহা স্বাভাবিক; তাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর দেবানন্দের ব্যাখ্যা শ্রবণ-মাত্রই বলিলেন,—

* * * "বেটা কি অর্থ বাখানে?
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার?
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেমরূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥
চারিবেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥
মুক্তি, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।১৩-১৮

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর দেবানন্দের তদানীন্তন অবস্থা বর্ণন করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষণীয় সারকথা অনেক রহিয়াছে। এই অল্প কয়েকটী কথার মধ্যেই ভাগবত, ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্তের তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল তত্ত্ব দেবানন্দের অপরিজ্ঞাত ছিল, দেবানন্দ বাহ্যিক-সদাচার-পরায়ণ হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণে মুক্তিপিপাসা প্রবলমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত প্রারম্ভেই "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ" শ্লোকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ আত্মপ্রীতিমূলক চতুর্ব্বর্গকে নিরাস করিয়া পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রীতি বা কৃষ্ণপ্রেমার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। ফলশ্রুতিমুখে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের যে সকল মধুপুষ্পিত বাক্য অজ্ঞব্যক্তিগণের জন্য বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল পরিত্যাগ করিলে শুদ্ধভক্তির যে নির্ম্মল আলোকপ্রকাশিত হয় তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত। দধি মন্থন করিলে সার জিনিষ ননী পাওয়া যায়। নিত্যমুক্তশিখামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বেদরূপ দধি মন্থন করিয়া ভাগবতরূপ নবনীত সংগ্রহ পূর্ব্বক মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রবণ-দ্বারে পান করাইয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন-সভায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি মার্গের বড় বড় পাণ্ডারা উপস্থিত ছিলেন; শ্রীশুকদেব গোস্বামী তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাহারা মহারাজকে বহুবিধ উপদেশও প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশুকদেবের শুদ্ধভক্তিবাণীর রশ্মির নিকট তাঁহাদের যাবতীয় কথা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে শ্রীশুকদেবের বাণীর শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদবতার; শ্রীকৃষ্ণ লীলা-সঙ্গোপন করিয়া পুনরায় 'ভাগবত'-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ কৃষ্ণের দ্বাদশ অঙ্গ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ইহাঁর পদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ উরুদ্বয়, পঞ্চম স্কন্ধ নাভিদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ একটী ভুজ, সপ্তম অষ্টম স্কন্ধদ্বয় দুইটী বাহু, দশম স্কন্ধ প্রফুল্ল মুখমণ্ডল, একাদশ স্কন্ধ ললাটদেশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ মস্তক। কৃষ্ণপ্রীতির জন্য কৃষ্ণসেবাই জীবমাত্রের পুরুষার্থ; ইহাই শুদ্ধা ভক্তি। ভক্তিরসপাত্র ভক্ত-ভাগবতের আনুগত্য ব্যতীত এই সকল তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয় না। গ্রন্থভাগবত যে-প্রকার শ্রীকৃষ্ণের শাব্দিক অবতার, সেই প্রকার ভক্তভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ। ভক্ত-ভাগবতের শুদ্ধহৃদয়-বৃন্দাবনে সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের বিহার হইয়া থাকে। সুতরাং কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত ও গ্রন্থভাগবতে ভেদবুদ্ধি করিতে হইবে না। সকলেই সমভাবে পূজ্য। এই বাক্যে মায়াবাদীর 'জীবই ব্রহ্ম, এই প্রকার আত্মবিনাশকারী চিন্তাস্রোতের স্থান নাই। এই বস্তুত্রয় অচিদ্বস্তু নহেন; সকলেই চিদ্বস্তু। উক্ত বাক্যে জড়-ধারণার পার্থক্য নিরাস করা হইয়াছে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, দেবানন্দের অভক্তি প্রকাশ পাইল কি-প্রকারে ? একদিন মহাভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দের পাঠ শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন। প্রেমময় ভাগবতের বাণী হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়ায় পণ্ডিতের শরীরে মহাভাবের বন্যা প্রবাহিত হইল। অশ্রু, কম্প, তনু—প্রভৃতি শুদ্ধ-সাত্ত্বিক-ভাবদর্শনে দেবানন্দের ভক্তিহীন শ্রোতৃবৃন্দ মনে করিল, পণ্ডিত কি করিয়া তাহাদের পাঠ-শ্রবণে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এই ধারণা লইয়া বিরক্ত চিত্তে তাহারা শ্রীবাস পণ্ডিতকে টানিয়া একদিকে ফেলিয়া দিল! অথচ দেবানন্দ তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভক্ত-ভাগবতকে জানিবার কিছুমাত্র দেবানন্দের ছিল না; যদি তাঁহার (দেবানন্দের) কিছুমাত্র ভগবৎ-সেবোন্মুখ থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অবোধ পড়ুয়াগণকে নিষেধ করিতেন। দেবানন্দ ও তাঁহার বিদ্যার্থিগণ যে ভোগনিরত ও তর্কহত মায়াবদ্ধ জীবমাত্র ছিলেন, তাহা ঐ ঘটনা হইতে স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়।

বৈষ্ণবে ২৬টী গুণ আছে; তন্মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতাই শীর্ষস্থানীয় এবং কেন্দ্ররূপে অবস্থিত। কৃষ্ণৈকশরণতাই যাহাদের নাই তাহারা ভাগবতের পাঠক সাজিলে জগতে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত যাহা নিরাস করিয়াছেন, অভক্তগণ মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া সেই অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞানপর ব্যাখ্যাই করিয়া থাকে মাত্র। অধিকন্তু যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভোগজ্ঞান করে, তাহাদের সেইরূপ দর্শন মায়াবদ্ধ জীবের উত্তরোত্তর কামবৃদ্ধি করায় মাত্র। এইজন্য চৈতন্য-ভাগবত বলেন,—

"ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধিনাশ।"

সুতরাং বিষয়ীর যোষিৎবোধে যে ভাগবত পাঠ তাহা হইতে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর যে অন্তঃসারশূন্য দেবানন্দের বাহ্যিক আচারাদীর কিছুমাত্র আদর করেন নাই, তাহা মহাপ্রভুর উক্তি হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। মহাপ্রভু ভক্তগণসমক্ষেই দেবানন্দের ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া নিরস্ত হন নাই, তিনি দেবানন্দকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাঁহার ভ্রান্তি ও ভক্তিশূন্য অবস্থার কথা বলিয়া শাসন করিয়াছিলেন। দেবানন্দ মহাপ্রভুর শাসন শিরে ধারণপূর্ব্বক শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। যাঁহাকে মহাপ্রভু বাক্যদণ্ডদ্বারা কৃপা করিয়াছেন, তিনি ভাগ্যবান্, সন্দেহ নাই।

মহাপ্রভু একদিকে যেমন দেবানন্দের উদাহরণ দ্বারা অন্তর্নিষ্ঠার উপদেশ করিয়াছেন, অপর দিকে আবার যে সকল শিষ্য তিলকাদি না করিয়া পড়িতে আসিত, তাহাদিগকে বিশেষভাবে লজ্জা দিয়া ঐ কার্য্যের জন্য গৃহে পাঠাইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা সদাচার পালনের আবশ্যকতা বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং তিলক না করা, কেশের নিচে শিখা লুকাইয়া রাখা, জামার নীচে গলার মালা ঢাকিয়া রাখা প্রভৃতি হৃদ্দৌর্ব্বল্য সাধকমাত্রেরই পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আসাম প্রদেশে চারিটী শাখামঠে—তেজপুর-গোয়ালপাড়া-গুয়াহাটী ও সরভোগে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে আসাম প্রদেশস্থ শাখামঠসমূহে—তেজপুরে (২৫ মাঘ, ১৪০৩; ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ সোমবার হইতে ২৯ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত), গোয়ালপাড়ায় (৩ ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ৫ ফাল্গুন, ১৭ ফেব্রুয়ারী সোমবার

পর্য্যন্ত), গুয়াহাটীতে (৭ ফাল্গুন, ১৯ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ৯ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত), সরভোগে—চকচকাবাজারে (১৩ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ১৫ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত) বার্ষিক-উৎসব নির্ব্বিঘ্নে বিশেষ সমারোহের সহিত শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় এবং শ্রীমঠের পরিচালন সমিতির পরিচালনায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আসামে বোরো আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কোকড়াঝারের নিকটে বোমা বিস্ফোরণে বহু যাত্রী নিহত হওয়ায় এবং যানবাহন চলাচলে রাস্তায় ব্রীজ ধ্বংস হওয়ায় তৎকালে আসামে যাতায়াত খুবই বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়ে। তজ্জন্য আসামে মঠগুলির বার্ষিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্নের জন্য ৫টি বিমানে টিকিট কলিকাতা হইতে গুয়াহাটী পৌঁছিতে ২৪ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার খরিদ করা হয়। যদি প্রতি বৎসরের ন্যায় শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে প্রচারসংঘ ট্রেণযোগে যাইতে না পারেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তিগণ শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে যাইবেন কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, বিশিষ্ট সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও সেবক শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। তদনুসারে তাঁহারা বিমানে গুয়াহাটীতে পৌঁছেন অনুষ্ঠান সমূহে যোগ দিতে। অবশ্য পরিস্থিতি কিছু ভাল হইলে প্রচার সংঘের সকলে ৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার কামরূপ এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া গুয়াহাটীতে ৮ ফেব্রুয়ারী ২৪ ঘণ্টা বিলম্বে অপরাহ্নে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হন। ৭ ফেব্রুয়ারী আসাম বন্ধ থাকায় বিমানের যাত্রিগণের বিমানবন্দর হইতে গুয়াহাটীতে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব ২০ মূর্ত্তিসহ মঠের সাহায্যকারী বন্ধু শ্রীপূর্ণকান্ত গর্গে মহোদয়ের প্রদত্ত ডিলাক্স মিনিবাসে ২৬ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার গুয়াহাটী মঠ হইতে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় রওনা হইয়া তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ন ১ ঘটিকায় শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধোক্ষজ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজগজ্জীবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমনসারাম, আগরতলার শ্রীবিষ্ণুদাস, শ্রীএস্‌-ভিক্টর, এডভোকেট শ্রীদেওয়ান সিং নাগপাল, ইঞ্জীনিয়ার শ্রীপ্রেমজী ও শ্রীযোগেশ। পরবর্ত্তিকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ তেজপুর মঠের ও অন্যান্য মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শিলিগুড়ি হইতে বাসযোগে আসিয়া প্রচার পার্টির সহিত মিলিত হন। তেজপুরস্থ শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনে দিবসত্রয় ব্যাপী সান্ধ্যধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। ১১ই ফেব্রুয়ারী মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব এবং ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীকৃষ্ণ বসন্তপঞ্চমী তিথিবাসরে ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব তিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধানয়নমোহন জীউর পূর্ব্বাহ্নে মহাভিষেক এবং অপরাহ্নে সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ নগর ভ্রমণ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজের ব্যবস্থায় শ্রীমঠের অদূরবর্ত্তি সামরিক বিভাগের ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তত্রস্থ শ্রীমন্দিরে শুভ পদার্পণ করতঃ হিন্দীতে ভাষণ প্রদান করেন। তথা হইতে মঠে ফিরিয়া পুনঃ সাধুগণ সমভিব্যাহারে মঠের বিশেষ

শুভানুধ্যায়ী শ্রীনকুল পাল মহোদয়ের গৃহে উপনীত হইয়া চতুর্থতলে সভাকক্ষে হরিকথা বলেন। উভয় স্থানেই হরিসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, তাঁহার সেবক শ্রীমনসা-রাম, চণ্ডীগড়ের মঠাশ্রিত-ভক্তদ্বয় এড্‌ভোকেট শ্রী-দেওয়ান সিং নাগপাল ও ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপ্রেমপ্রকাশজী আসামের মঠগুলি পরিদর্শনে আসিয়া তেজপুর মঠের সংকীর্ত্তন-ভবনের এবং সাধুনিবাসের নির্ম্মাণ কৌশল এবং বহু চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তি দ্বারা মঠের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হন। তাঁহারা স্থানীয় ঐতিহাসিক পৌরাণিক স্থান—শ্রীবাণরাজার স্থান, শ্রীবানেশ্বর শিব, উষা পাহাড় প্রভৃতি দর্শন করেন।

শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ এবং মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীরাধাগোবিন্দ বনচারী, শ্রীভুবনমোহন ব্রহ্ম-চারী, শ্রীপ্রেমানন্দ দাস (শ্রীপুলক সরকার), শ্রী-রাধারমণ দাসাধিকারী, শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীবনওয়ারী লাল টিব্রেওয়ালা, শ্রীঈশ্বর প্রসাদ চৌধুরী, শ্রীনকুল চন্দ্র পাল, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাহা, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীস্বপন দাসের অক্লান্ত পরি-শ্রম ও সেবা প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া :— ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী প্রভৃতি ৯ মূর্ত্তি গোয়াল-পাড়া মঠের প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য অগ্রিম পার্টিরূপে ১৩ই ফেব্রুয়ারী তেজপুর হইতে বাসযোগে প্রাতে রওনা হইয়া গুয়াহাটী মঠে মধ্যাহ্নে পেঁছেন। প্রসাদ সেবনান্তে পুনঃ বাসযোগে তাঁহা-দের গোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিতে রাত্রি হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ২০ মূর্ত্তি সহ পরদিন বাসযোগে পৌনে ১ টায় রওনা হইয়া সন্ধ্যায় গুয়াহাটী মঠে উপনীত হন, গুয়াহাটী মঠে একরাত্রি অবস্থান করতঃ ১৫ই ফেব্রু-য়ারী শনিবার শ্রীপূর্ণকান্ত গগৈর গাড়ীতে প্রাতে রওনা হইয়া মধ্যাহ্নে গোয়ালপাড়া মঠে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তন সহ সম্বর্দ্ধিত ও সম্পূজিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং চণ্ডীগড়ের ভক্তগণ গোয়ালপাড়া মঠের বিশাল সংকীর্ত্তন ভবন এবং ব্রহ্মপুত্রনদের তটবর্ত্তী হলুকান্দা পাহাড়ের সম্মু-খবর্ত্তী শ্রীরাজেশ্বর দাস প্রদত্ত জমি বাড়ীর মনোজ্ঞ পরিবেশ দেখিয়া পরমোল্লসিত হন। ৩ ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ৫ ফাল্গুন, ১৭ ফেব্রু-য়ারী সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীহেমচন্দ্র ভরালী, এডভোকেট শ্রীপ্রভাত চন্দ্র নাথের সভাপতিত্বে ৩টি বিশেষ ধর্ম্মসভার অধি-বেশন হয়।

তৃতীয় অধিবেশনে মুখ্য অতিথিরূপে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীনরেন শঙ্কর রাভা, বি,এ। 'কলিযুগে ভাগ-বতধর্ম্ম ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমতা', 'পূর্ণ শরণাগতি হইতেই ভগবদ্ কৃপালাভ', 'সাধুসঙ্গের মহিমা' আলোচ্য বিষয়রূপে যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে ভাষণ প্রদাণ করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী প্রভু অস-মীয়া ও বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। গোয়াল-পাড়া জেলার গ্রামসমূহ হইতে আগতঃ পার্ব্বত্যজাতীর বৈষ্ণবগণের বোধসৌকর্য্যার্থে বরদামালের শ্রীনিত্যা-নন্দ দাসাধিকারী রাভা ভাষায় বক্তৃতা করেন। বস্তুতঃ গোয়ালপাড়া মঠে পার্ব্বত্যজাতি বৈষ্ণবগণের বিপুল সমাবেশ হয় এবং তাঁহাদের দ্বারাই সেবা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

১৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রী-গুরু গৌরাঙ্গ রাধা দামোদরজীউ বিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে গোয়ালপাড়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ পরিভ্রমণ করেন। পরদিন শ্রীবিগ্রহগণের পূর্ব্বাহ্নে মহাভিষেক, পূজা এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিত-রণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারী বহু ব্যক্তি শ্রীনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। শ্রী-গদাধর সাহা শ্রীনীরদ দাসের মঠের নিকটবর্ত্তী

স্বধামগত শিবপ্রসাদ গুহরায়ের সহধর্ম্মিণীর আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদের গৃহে শুভ পদার্পন করতঃ হরিকথা বলেন।

গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ, পূজারী শ্রীদীনতারণ দাস, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল দাস, শ্রীদামোদর দাস, শ্রীরবি দাস ও শ্রীপীতাম্বর দাস প্রভৃতির সেবা প্রযত্নে উৎসবটী সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গুয়াহাটী ঃ—

৭ ফাল্গুন, (১৪০৩); ১৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৭) বুধবার শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে গোয়ালপাড়া হইতে রিজার্ভ মিনিবাসে প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া বেলা ১১-৫০মিঃ এ গুয়াহাটী পল্টনবাজারস্থ পূর্ব্বাঞ্চল প্রচারকেন্দ্র শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভ পদার্পন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীবানেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীজগজ্জীবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদানন্দ দাসাধিকারী গুয়াহাটী মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিবিধ সেবায় সহায়তার জন্য ১৭ই ফেব্রুয়ারী অগ্রিম পৌঁছিয়াছিলেন। ১৯ ফেব্রুয়ারী বরাহ-দ্বাদশী তিথি বুধবার হইতে ২১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত বার্ষিক উপলক্ষে প্রত্যহ রাত্রি ৭ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন, ২০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধানয়নানন্দজীউ বিজয়বিগ্রহগণের পূজা ও মহাভিষেক এবং অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা-ও বাদ্যাদিসহ শ্রীবিগ্রহগণের নগরভ্রমণ এবং পরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন স্থানীয় বি-টি-কলেজের অধ্যাপক শ্রীকনকচন্দ্র ডেকা এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ধুবরির অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কমিশনার শ্রীকনক শর্ম্মা ও অবসরপ্রাপ্ত আই-এ-এস্ অফিসার শ্রীনবদ্বীপরঞ্জন পাটগিরি। সভায় আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'ভক্তপূজাই ভগবানের সুষ্ঠু পূজা', 'বৈধী ও রাগানুগ ভক্তি' ও 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে সর্ব্বার্থসিদ্ধি'। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের ও কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে বক্তৃতা করেন চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ।

শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিভিন্নস্থানে আহূত হইয়া মঠের নিকটবর্ত্তী ছত্রিবাড়ীতে স্বধামগত শ্রীউপেন্দ্র হালদারের গৃহে, বিলপুর রিহাবাড়ীস্থিত শ্রীসুব্রত চ্যাটার্জ্জির গৃহে, রিহাবাড়ী-মিলনপুরস্থ শ্রীমতী বনানী দাস পুরকায়স্থের বাসভবনে এবং সরভোগ মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানের পর গুয়াহাটীতে ফিরিয়া ৪ঠা মার্চ্চ মঙ্গলবার মলিগাঁও রেলকলোনীস্থিত শ্রীঅনুপ দাস, দিসপুরস্থ গভর্ণমেন্ট কোয়ার্টারের অন্তর্গত শ্রীঅহীন্দ্র ভূষণ দাস এবং ৫ মার্চ্চ যতিনগরস্থ শ্রীপূর্ণকান্ত গগৈর বাসগৃহে, ৬ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার মুরিগাঁওস্থিত শ্রীধীরুমলজীর আলয়ে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

২২ ফেব্রুয়ারী শনিবার পূর্ণিমাবাসরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শুভাবির্ভাব তিথিতে শ্রীউপেন্দ্র হালদার প্রভুর বাড়িতে মধ্যাহ্নে বিবিধ উপচারে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হয়। স্বধামগত পিতার অভিলাষ স্মরণমুখে প্রতি বৎসর তাঁহার কন্যাগণ শ্রীমতী স্নিগ্ধা হালদার, শ্রীমতী স্বপ্না হালদার ও শ্রীমতী শুভ্র হালদার ও পরবর্ত্তীকালে শ্রীমতী স্বপ্না হালদারের পতি শ্রীপ্রশান্ত ঘোষ এই অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা মঠের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেবানুকূল্য করিয়া থাকেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ চণ্ডীগড় মঠের সেবকত্রয়—এডভোকেট দেওয়ান সিং নাগপাল, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপ্রেমপ্রকাশ ও শ্রীমনসারাম সহ আসামের মঠসমূহ পরিদর্শনের জন্য আসিয়া তত্তৎস্থানে প্রাচীন ঐতিহাসিক ও তীর্থস্থানসমূহও দর্শন করেন। তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য বৈষ্ণবসহ গুয়াহাটী সহর হইতে কিছুদূরে অবস্থিত চিত্তাকর্ষক মনোজ্ঞ পরিবেশযুক্ত বশিষ্ঠাশ্রম দর্শনের

জন্য ৫ মার্চ্চ বুধবার স্থানীয় মঠের শুভানুধ্যায়ীদ্বয় —অবসরপ্রাপ্ত আই-এ-এস্ অফিসার শ্রীরাজেশ্বর দাস ও শ্রীপ্রভাত দেবের মটরকারে গিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শাস্ত্রদৃষ্টে স্থানের মহিমা বুঝাইয়া বলেন। আসামের সর্ব্বত্র পূর্ব্বাঞ্চল প্রচারকেন্দ্র গুয়াহাটী মঠের সুখ্যাতি প্রচারিত আছে। উক্ত মঠে বহু অতিথিগণ আসিয়া থাকেন। উৎসবাদির সময় ভক্ত অতিথিগণের প্রচুর সমাবেশ হয়। গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক অতিথিগণের অবস্থান সৌকর্য্যার্থে পশ্চিমপার্শ্বস্থ সাধুনিবাসের ত্রিতলের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা কামাখ্যাদেবী ও অন্যান্য স্থানও দর্শন করেন।

গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রঞ্জন যাচক মহারাজ, শ্রীরাঘব ব্রহ্মচারী (বিশিষ্ট সদস্য), শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনুত্তম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅনিল প্রভু), শ্রীবীরেনবাবু, শ্রীভূতভাবন দাস, শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী (স্বপন), শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীদুর্দ্দৈবমোচনদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদনমোহন দাস প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘসহ ৭ মার্চ্চ শুক্র-বার কামরূপ এক্সপ্রেসযোগে গুয়াহাটী হইতে কলি-কাতা যাত্রা করেন। কলিকাতায় যাওয়ার পথে বঙ্গাইগাঁও রেলষ্টেশনে, কোকরাঝাড় ষ্টেশনে, ফালা-কাটা ষ্টেশনে ও নিউজলপাইগুড়ি ষ্টেশনে ভক্তগণ সেবোপকরণসহ আসিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ (চক্‌চকাবাজার) ঃ— শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ ১২ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রু-য়ারী সোমবার শ্রীপূর্ণকান্ত গগৈর রিজার্ভ মিনিবাসে গুয়াহাটী মঠ হইতে প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকায় সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হন। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ সমভিব্যাহারে শ্রীজগজ্জীবনদাস ব্রহ্মচারী, গোয়ালপাড়ার শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, যশড়ার শ্রীনিমাই ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী ও আগরতলার শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী ২১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অগ্রিম তথায় পৌঁছিয়াছিলেন।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎ-সব উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ১৩ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ১৫ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রু-য়ারী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত বিশেষ সমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মুখ্যতঃ কামরূপজেলা ও বর-পেটা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং আসামের অন্যান্য স্থান হইতেও উৎসবানুষ্ঠানে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বরপেটা রোডের শ্রীসর্ব্বানন্দ পাঠক ও স্থানীয় গোরখিয়া গোসাইমন্দিরের সভাপতি শ্রীহীরেণ মজুম-দার। তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হন আসাম সরকারের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী সেক্রেটারী শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র পাটগিরি। শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র পাটগিরির পিতৃদেব শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি (শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাসাধিকারী) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমা-রাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চিন্তাহরণ বাবু বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। বহুদিন বাদে সরভোগ মঠে তাঁহার পুত্রের আগমনে সকলের পূর্ব্বস্মৃতি উদ্দীপনা হয়। সভায় নির্দ্ধারিত 'মানব-জীবনের বৈশিষ্ট্য', 'ভগবৎ বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা' ও 'সমস্যাবহুল বিশ্বে শান্তিলাভের ভূমিকায় শ্রীল প্রভুপাদ' বক্তব্য বিষয়সমূহের উপর দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। এতদ্ব্যতীত উক্ত বিষয়সমূহের উপর বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী প্রভু।

১৪ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮

ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সরভোগ সহরের মুখ্য রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া বেলা ১১টায় মঠে ফিরিয়া আসে। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীযোগেশ।

এইবার ভক্তগণ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবা-সৌষ্ঠবসমৃদ্ধি দর্শনে পরমোল্লসিত হন। সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজের সেবা-প্রযত্নে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পুষ্পসমাধি মন্দির ও তৎসংলগ্ন কীর্ত্তনভবনের প্রকাশে শ্রীমঠের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সম্বর্দ্ধিত হয়। কীর্ত্তনভবনের অভ্যন্তরে দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের এবং পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের টীনের আচ্ছাদনযুক্ত ভজনকুটীর-দ্বয়ের পাকা ছাদযুক্ত প্রকাশ দর্শনেও ভক্তগণের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের প্রাকট্য হয়। তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূষণ ভাগবত মহারাজের R.C.C. (আর-সি-সি) গৃহ নির্ম্মাণে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। তিনি স্বল্পব্যয়ে সুন্দর মজবুত কার্য্য করিতে পারেন। তাঁহার সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ ও চণ্ডীগড়ের ভক্তগণ উক্ত সেবাকার্য্যে মুখ্যভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আসামপ্রদেশস্থ সরভোগ সহরের প্রথম প্রাচীন গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমদ্ গোপাল দাসাধিকারী প্রভু উক্ত পুষ্পসমাধিমন্দির নির্ম্মাণে প্রেরণা প্রদান করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে, শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীকান্ত বনচারীর সহায়তায় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পুষ্পসমাধি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানানুসারে যথাবিহিতভাবে ১৫ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীব্যাসপূজাবাসরে মহা-সংকীর্ত্তনযোগে সুসম্পন্ন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কুসুম যতি মহারাজ বৈষ্ণব-হোম সম্পাদন করেন। উক্ত দিবস শ্রীব্যাসপূজা তিথিকৃত্য থাকায় পুষ্প-সমাধি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য শুভ মুহূর্ত্তে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় প্রারম্ভ হয়। পুষ্পসমাধি মন্দিরের সংলগ্ন সংকীর্ত্তন-ভবনে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা মন্দির হইতে সংকীর্ত্তন-সহযোগে নবনির্ম্মিত কীর্ত্তন-ভবনে শুভাগমন করিলে সুসজ্জিত সিংহাসনে সমাসীন হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, শ্রীব্যাসপঞ্চক, শ্রীবৈয়াসকি পঞ্চক, শ্রীসনকাদি পঞ্চক, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার পূজাবিধান করতঃ আরতি সম্পাদন করেন। তৎপরে বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ক্রমানুযায়ী শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হয়। পুষ্পাঞ্জলি প্রদান-কালে শ্রীগুরু বৈষ্ণব মহিমাত্মক মহাজন পদাবলী ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধর জীউর ভোগরাগান্তে সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ রমানাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীচৈতন্যচরণ দাস, শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীউত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধি-কারীর পুত্র শ্রীভগবান দাস, শ্রীসঞ্জীব, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী প্রভু, শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী প্রভু, শ্রীদামোদর দাসাধিকারী, শ্রীপ্রিয়মাধব দাসাধিকারী প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

স্থানীয় মঠাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ সেবাপরায়ণ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রিয়মাধব দাসাধিকারীর আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব ১ মার্চ্চ শনিবার পূর্ব্বাহ্নে সদলবলে তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করেন। পূর্ব্বাহ্নে গৃহ-প্রাঙ্গণে ধর্ম্মসভায় শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। হরিকথার পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মচারিগণ

কর্ত্তৃক ভজন কীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে মহোৎসবে বহু নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীকিশোরীমোহন দাসাধিকারীর ব্যবস্থায় বরপেটা রোডের নিকটবর্ত্তী ধূপগুড়িস্থ কলবাড়ী গোপালমন্দির ২ মার্চ্চ রবিবার মধ্যাহ্নে মহোৎসব ও অপরাহ্নে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। সরভোগ মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ সমভিব্যাহারে অধিকাংশ ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ রিজার্ভ বাসযোগে পূর্ব্বাহ্নে তথায় পেঁছিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ একজন সেবকসহ মটরকারযোগে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় কলবাড়ীস্থ গোপাল মন্দিরে শুভপদার্পণ করেন। অপরাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় নির্দ্দিষ্ট বক্তব্য বিষয়ঃ 'সাধুসঙ্গের মহিমা' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ উভয়ে অসমীয়া ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। তথায় মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহু নরনারী প্রসাদ সেবা করেন। তথা হইতে সরভোগ মঠে ফিরিতে রাত্রি ৮ ঘটিকা হয়। পরদিন শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘসহ পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় বাসযোগে গুয়াহাটী যাত্রা করেন।

সত্য পরমেশ্বরের বাণী

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

কে পরমেশ্বর? ব্রহ্মা ও মহেশ্বর যাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান, সেই ইন্দ্রাদি লোকপালগণের মুকুটাগ্রভাগকর্ত্তৃক যাঁহার পাদপদ্ম স্তুত হইয়া থাকে; যাঁহার অনন্ত, অচিন্তনীয় ও স্বাভাবিক শক্তিসমূহরূপ বৈভব বিদ্যমান আছে; যিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ; যিনি অনন্ত, অচিন্তনীয় ও স্বাভাবিক এবং জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, তেজ, বীর্য্য প্রভৃতি ও কারুণ্য, বাৎসল্য, দয়া এবং সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কল্যাণগুনসমূহের আধার; যিনি নিখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ এবং যিনি একমাত্র উপনিষদবাক্যসমূহের দ্বারা জ্ঞেয়, মুক্তগণের প্রাপ্য ও মুমুক্ষুগণের ধ্যেয় হইয়া থাকেন; সেই শ্রীরাধিকার আশ্রয়স্থান, সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা ও সকলের প্রভু পরব্রহ্মনামক মুক্তিপ্রদ শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। শ্রুতিতে বলিতেছেন—

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং
দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥"
—শ্বেঃ ৬।৭

ব্রহ্মা প্রভৃতি লোকপালদিগের পরম মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের পরম দেবতা, প্রজাপতিগণের অধিপতি হইতেও শ্রেষ্ঠ, এই বিশ্বের অধিপতি ও স্তবনীয় (পূজনীয়) সেই স্বপ্রকাশ দেবকে (শ্রীকৃষ্ণকে) আমরা জানি। তাঁহার সমান বা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। তাঁহার নানাবিধ শক্তির মধ্যে জ্ঞান, বল, ক্রিয়াশক্তি প্রধান।

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা, স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
—চৈঃ চঃ ৮।১৫১-১৫৪

নিখিল জগতে তাঁহার প্রভু কেহ নাই, নিয়ন্তাও কেহ নাই অর্থাৎ পালকও তাঁহার নাই, তিনিই নিখিল জগতকে পালন করেন। তিনি সকলের কারণের কারণ, তাঁহার কোনও জনক-জননী, অধ্যক্ষ নাই,

তিনি সকলের জনক-জননীস্বরূপ, সর্ব্বাধিপতি। শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, তদ্বিষয়ে ব্রহ্মা নিজ সংহিতায় বলিতেছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্ ॥"
—ব্রহ্মসংহিতা ১

সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বলিতেছেন—সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহই স্বয়ংরূপে অনাদিরও আদি এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণের আদি। তিনিই পুরুষ প্রকৃতিরূপ সর্ব্বকারণের কারণ এবং সর্ব্বপালক বলিয়া গোবিন্দ। জ্যোতির্ম্ময়, সদানন্দস্বরূপ, তিনি পরাৎপর এবং চিন্ময় নিজ জগতেই লীলাপরায়ণ, জড়াপ্রকৃতি মায়ার সহিত তাঁহার সঙ্গ নাই, অথচ জগৎপতি। সেই জগৎপতির সহস্র সহস্র মস্তক, সহস্র সহস্র লোচন, সহস্র সহস্র বাহু, সহস্র সহস্র অংশে সহস্র সহস্র অবতার এবং তিনি সহস্র সহস্র প্রাণীকে সৃষ্টি করেন। শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় বামাঙ্গ হইতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণ অঙ্গ হইতে প্রজাপতিকে এবং কূর্চ্চদেশ হইতে অর্থাৎ ভ্রূদ্বয় মধ্য হইতে জ্যোতির্লিঙ্গময় শম্ভুকে সৃষ্টি করিলেন। সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বাংশকলাদি নিয়মে রামাদি মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানাবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ব্রহ্মা স্তব করিতেছেন।

গ্রহসকলের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট সুরমূর্ত্তি সবিতা বা সূর্য্যই জগতের চক্ষুস্বরূপ, তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কাল-চক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। 'ইন্দ্রগোপ' নামক ক্ষুদ্র কীটই হউন বা দেবতাদিগের রাজা ইন্দ্রই হউন, কর্ম্মমার্গি জীবদিগকে যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব কর্ম্মাবন্ধানুরূপ ফলভাজন করিতেছেন অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভক্তিমানদিগের কর্ম্মসকল দহন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। শ্রুতিগণও স্তব করিতেছেন—

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥"
—তৈঃ ২।৮।১

পরমেশ্বরের ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, তাঁহারই ভয়ে সূর্য্য নিয়মিত প্রত্যহ উদিত হয়, তাঁহারই ভয়ে ভীত হইয়া অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যু প্রধাবিত হয় অর্থাৎ স্ব-স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কঠঃ শ্রুতিতেও তদনুরূপ মন্ত্র দেখা যায়—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥"
—কঠঃ ২।৩।৩

তাঁহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, তাঁহারই ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দেয়, তাঁহারই ভয়ে ইন্দ্র বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যু ধাবমান অর্থাৎ স্ব-স্ব কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কেবল যে জড় ও জীবজগৎ এই পরমেশ্বরের ভয়ে তাঁহার শাসন মানিয়া চলিতেছে তাহা নহে, লোকপাল দেবগণও তাঁহার শাসনে অবস্থিত। অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণই এই জগতের লোকপাল এবং অতীব পরাক্রমশালী কিন্তু ইহারাও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধানের অধীন হইয়া নিজ নিজ কর্ম্ম ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদন করিয়া থাকে। সর্ব্বসংহারক মৃত্যুও তাঁহার শাসনের অধীন, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া স্বাধীন (স্বেচ্ছা) বা স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার শক্তি কাহারও নাই।

আজ বিশ্ববাসী মানব যে স্থানে অবগাহন করিয়া তীর্থপদ প্রাপ্ত হইতেছেন, সেই ভক্তি-ভাগিরথীর ভগীরথস্বরূপ, আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি মন্ত্রের গান করিয়াছেন ঃ—

তুমিত' মারিবে যারে, কে তারে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছা বশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ, তবদাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন ॥ ১ ॥
তব ইচ্ছামতে যত, গ্রহগণ অবিরত
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ-শোক-মৃতি ভয়, তব ইচ্ছা-মতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান ॥ ২ ॥
তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র-সূর্য্য সমুদয়,
স্ব-স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।
তুমি ত' পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম পরাৎপর,
তব বাস ভকত-অন্তরে ॥ ৩ ॥

সদা-শুদ্ধ সিদ্ধকাম, 'ভকতবৎসল' নাম,
ভকত-জনের নিত্য-স্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যারে, কে তারে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি ॥ ৪ ॥
তোমার চরণে নাথ, করিয়াছি প্রণিপাত,
ভকতি বিনোদ তব দাস।
বিপদ্ হইতে স্বামী! অবশ্য তাহারে তুমি,
রক্ষিবে,—তাহার এ বিশ্বাস ॥ ৫ ॥

সুতরাং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই, স্মৃতিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিতেছেন—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। আমা-হইতে স্বতন্ত্র কেহই নাই। শ্রুতি-স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণই পরম-ঈশ্বর। তাঁহার বাণীই—'বেদ নামে' অভিহিত হন।

বেদ শব্দ জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভগবান্ স্বয়ম্ভু তদ্রূপ বেদও স্বতঃ সম্ভূত, সাক্ষাৎ নারায়ণ; "বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম।" বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং স্বতঃ সম্ভূত। "নারায়ণস্য উদ্ভূতত্বাৎ বেদস্য সাক্ষাৎ নারায়ণত্বম্।" বেদ নারায়ণ হইতে স্বয়ং প্রকাশিত, সুতরাং সাক্ষাৎ নারায়ণ। শ্রুতিতে বলিতেছেন—

"স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেহস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রান্যনুব্যাখ্যানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি।" বৃঃ উঃ ২।৪।১০

যেমন আর্দ্র কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে নানাপ্রকার ধূম নির্গত হয়, তদ্রূপ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস (মহাভারত), পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান—এই সমস্তই সেই মহাভূত হইতে নির্গত, এই সমস্ত মহান্ স্বতসিদ্ধ পরমেশ্বরের বিশ্বাসবৎ অযত্নপ্রসূত (বিনির্গত)। মৈত্রায়ণী শ্রুতিও তাহাই কীর্ত্তন করিয়াছেন—"এবং বা অরে এতস্য মহতো ভূতস্য বিশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যোপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রান্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি বিশ্বাভূতানি॥"—মৈঃ ৬।৩২। শ্রুতিসমূহ বাক্য হইতে জানা যায়, চারিবেদ, উপনিষদ, ইতিহাস অর্থাৎ মহাভারত, পুরাণাদি শাস্ত্র কোন ব্যক্তিবিশেষের রচিত নহেন; পরন্তু পরব্রহ্ম পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রকটিত, তাহারই বাক্য, সুতরাং বেদসমূহ 'অপৌরুষেয়' নিত্য অনাদি। শ্রীব্যাসদেবও ব্রহ্মসূত্রে তাহা বলিয়াছেন—"অত এব চ নিত্যত্বম্।"—১।৩।২৯। এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য একটি ঋক মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন—"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ংস্তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।"—ঋগ্বেদ্ ১০।৭১।৩। পূর্ব্বসুকৃতিবলে ঋষিগণ বেদপ্রাপ্তি যোগ্যতা লাভ করেন। "যজ্ঞেন পূর্ব্বসুকৃতেন বাচো বেদস্য লাভ যোগ্যতাং প্রাপ্তাঃ সন্তো যাজ্ঞিকাঃ তাম্ ঋষিষু স্থিতাং লব্ধবন্তঃ ইতি মন্ত্রার্থঃ।" রত্নপ্রভা ব্যাখ্যায় এই প্রসঙ্গে তিনি মহাভারতের একটি বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন—যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবাঃ॥—মঃ শাঃ পঃ ২১০।১৯। যুগান্তে বেদসমূহ অন্তর্হিত হইলে সয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মহর্ষিগণ তপস্যাদ্বারা ইতিহাসসহিত সমস্ত বেদকে পুনরায় প্রাপ্ত করিয়াছেন, সুতরাং ঋষিগণ বেদের কর্ত্তা (রচয়িতা) নহেন।

"ঋষিয়োঃ মন্ত্রদ্রষ্টারো ন তু বেদস্য কর্ত্তারঃ।
ন কশ্চিদ্ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ভুজঃ॥"
—মঃ শাঃ পঃ

বেদ অনাদি নিত্যসিদ্ধ, ঋষিগণ তপস্যাপ্রভাবে যুগান্তে অন্তর্হিত বেদ, ইতিহাসাদিকে প্রাপ্ত হয়েন মাত্র। তাঁহারা বেদের দ্রষ্টা, স্রষ্টা নহেন। বেদব্যাস বেদ-কর্ত্তা নহেন। বেদব্যাস ভক্তিবলে বেদ প্রাপ্ত হইয়া একবেদকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়াছেন মাত্র।

"পরাবতঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্ত রংহসা।
যুগধর্ম্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে॥
দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দ্দিব্যেন চক্ষুষা।
ব্যদধাদ্ যজ্ঞ সন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্ব্বিধং॥"
—ভাঃ ১।৪।১৭-১৮

পরাবরজ্ঞ (ত্রিকালজ্ঞ) ঋষি অব্যক্ত বেগকালদ্বারা যুগে যুগে যুগধর্ম্মে ব্যতিকর এবং জনসকলকে দিব্যচক্ষুদ্বারা দুর্ভাগা দেখিয়া যজ্ঞ বিস্তৃতির উপকারের জন্য একবেদকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিলেন।

ছান্দোগ্যশ্রুতি একাধিকস্থলে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চবেদ বলিয়াছেন। "ঋগ্বেদো ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদং।"—ছাঃ ৭।১।২ এবং পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন—

"ঋগ্ যজুঃ সামথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বারঃ উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥"

—ভাঃ ১।৪।২২

ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব নামে চারিটি বেদ উদ্ধার করিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চবেদ বলিয়া ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন। "ইতিহাস পুরাণানি পঞ্চমং বেদম্।"—ভাঃ ৩।১২।৩৯। ইতিহাস-পুরাণ হইতেছে পঞ্চম বেদ। বেদের ন্যায় ইতিহাস পুরাণও অপৌরুষেয়।

বেদের ন্যায় ইতিহাস ও পুরাণও যখন অপৌরুষেয় পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বারাই প্রকটিত, তখন বেদ এবং পুরাণসমূহের সহিত ইতিহাসে বিরোধ থাকিতে পারে না। পুরাণ এবং ইতিহাস বেদের তাৎপর্য্যই প্রকাশিত করিয়া থাকে। মহাভারত তাহা বলিয়াছেন—

"ইতিহাস পুরাণাভ্যাম্ বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাবেদ মাময়ং প্রতারিষ্যতি ॥"

—মঃ ভাঃ আঃ পঃ ১।২০৫

পুরাণ ও ইতিহাসের দ্বারা বেদার্থসমূহকে স্পষ্ট করিবে, অল্পশ্রুত ব্যক্তিগণকে আমি ভয় করি, আমাকে তাঁহারা প্রতারিত করিয়া থাকে। বেদ, পুরাণ ও ইতিহাস হইতেছে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণী, ভগবান্ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ত্রিকাল সত্য; তদ্রূপ তাঁহার বাণীও ত্রিকাল সত্য।

"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কৃচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্ত সমাচরেৎ ॥"

—ভাঃ ১০।৩৩।৩১

ঈশ্বরপুরুষগণের বাণী সত্য, তাঁহাদের আচরণও তদ্রূপই সত্য। অতএব যাহা তাঁহাদের বাণীর অবিরুদ্ধ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাহাই সাবধানে আচরণ করিবেন।

মহাভারত-ভীষ্মপর্ব্ব-অন্তর্গত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ বাণী। তাঁহার বাণী ত্রিকাল সত্য, তাহার দৃষ্টান্ত ঃ অর্জ্জুনমিশ্র নামক ব্রাহ্মণ মহান্ বিদ্বান পণ্ডিত এবং একান্ত শ্রীকৃষ্ণভক্ত। তিনি একান্তভাবে তন্ময় হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী গীতার টীকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, নানা শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান। নানা মতের ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, হৃদয়ে সুগভীর অনুভব দিয়া তত্ত্বকে সামঞ্জস্য করিয়া তিনি ধীরগতিতে টীকা রচনার কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন। নবম অধ্যায়ের বাইশ শ্লোকে আসিয়া উপস্থিত। শ্লোকটিতে পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥"

—গীতা ৯।২২

অনন্যা হইয়া অর্থাৎ একান্তভাবে যে আমাকে চিন্তা করে এবং উত্তমরূপে উপাসনা করে অর্থাৎ অনন্যা হইয়া কেবলমাত্র আমাকেই উপাসনা করে, অন্য দেবতার উপর নির্ভর করে না। আমাতেই নিয়ত গঙ্গাস্রোতবৎ মনের সংযোগ থাকে, গঙ্গা যেমন ব্যবচ্ছেদরহিতভাবে নিজপতি সমুদ্রের সঙ্গে সংযোগ থাকে, তদ্রূপ নিয়ত মন তাঁর শ্রীচরণ হইতে ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হয় না। এমনভাবে যিনি আমার চিন্তা ও সম্যকরূপে উপাসনা করেন, তাঁর যাবতীয় প্রয়োজন দ্রব্যটি আমি নিজেই তাঁর নিকট বহন করিয়া লইয়া যাই এবং তাঁর সেই মৎ-প্রদেয় প্রাপ্য প্রয়োজন বস্তুটি যাতে না হারায় অর্থাৎ আমার একান্তভাবে চিন্তা ও উপাসনায় মগ্নহেতু আমার প্রদত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংরক্ষণের চেষ্টারহিত থাকায়, সেই অবসরে দুষ্টব্যক্তি অপহরণ না করে তজ্জন্য আমিই সেইসব দ্রব্য সংরক্ষণ করি। প্রয়োজনের দ্রব্যটি অপ্রাপ্যকে পাওয়াকে শ্লোকে বুঝাইতেছেন যোগ-শব্দ দিয়ে এবং সেই দ্রব্যটি যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে বলা হইতেছে—ক্ষেম। গীতার এই শ্লোকে আছে, ঐকান্তিক ভক্তের জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগ-ক্ষেম নিত্য করেন। আমি নিত্য বহন করিয়া লইয়া যাই—'বহামি' এই ক্রিয়াপদটি নিয়া ভক্ত-টীকাকার মহাসমস্যায় উপস্থিত। সকামী ভক্ত নহেন তিনি, নিষ্কাম ঐকান্তিক প্রেমিক ভক্ত। তাই তিনি 'বহামি' এই ক্রিয়াপদটির অর্থ নিয়া তাঁর হৃদয়ে

ব্যথা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বারাধ্য, সর্ব্বশক্তি-ধর সুতরাং তিনি স্বয়ং বহন করিবেন কেন? শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট স্বভক্তের মহিমা বর্ণন করিতে করিতে আবিষ্ট হইয়া অত্যুক্তি হইয়াছে কি না তিনি সুগভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)
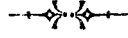
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারোদ্দেশ্যে বিদেশ-যাত্রা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিষ্টার্ড) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠা-নের বর্ত্তমান আচার্য্য-অধ্যক্ষ ও শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রি-কার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বিগত ৩১ বৈশাখ (১৪০৪); ১৪ মে (১৯৯৭) বুধবার রাত্রি ১১-১৫ ঘটিকায় দিল্লী ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হইতে সিঙ্গাপুর এয়ার-লাইন্সের বিমানে সিঙ্গাপুর যাত্রা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহায়ক ও সেবকরূপে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা হইলেন—জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্তা, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র ও ভাটিণ্ডার শ্রীভূপেন্দ্রজী।

শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বিমানবন্দরে শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা, চণ্ডীগড়, জলন্ধর, লুধিয়ানা, রোপড়, ভাটিণ্ডা, জম্মু, পাঠানকোট, উনা (হিমাচলপ্রদেশ), কলিকাতা, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ) প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে মঠাশ্রিত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বনচারী ও গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা প্রায় দেড় শতাধিক ভক্তবৃন্দ উপনীত হইয়া-ছিলেন। সন্ন্যাসিগণ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ মাধব মহারাজ (পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-কুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত)। নিউ-দিল্লী-পাহাড়গঞ্জ হইতে ৫ খানি মারুতিকার, মারুতি-ভ্যান ও দুইটী ডিলাক্স বাসযোগে ভক্তবৃন্দ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বিমানবন্দর পর্য্যন্ত শ্রীল মহারাজের অনুগমন করেন। ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন ও তৎসহ মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে সমগ্র বিমানবন্দরের আকাশ, বাতাস সব মুখরিত হইয়া উঠে। তখন কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীল মহারাজকে দর্শনের জন্য বিমান-বন্দরের অফিসারবৃন্দ, সামরিক বিভাগের অফিসার-বৃন্দ ও বহিরাগত বহু সজ্জনগণ সমবেত হইয়াছিলেন।

বিশিষ্ট সদস্য ও মঠরক্ষক শ্রীমৎ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর বিশেষ তত্ত্বাবধানে বিমানবন্দরে শ্রীল আচার্য্যদেব ও সন্ন্যাসিবৃন্দসহ সকল ভক্তগণের বসি-বার ব্যবস্থা হয় এবং শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিদায়ের পূর্ব্বে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশামৃত উপস্থিত সকল ভক্তগণকে বিতরণের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথমে প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজকে ও তৎপরে চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ও গভর্নিংবডির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন—'পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহা-রাজ বিষ্ণুপাদ আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন—দেখ

পুরী মহারাজ, তীর্থ মহারাজের আনুগত্যে চলিবে, তাহার অনেক যোগ্যতা আছে, সে বৈষ্ণব, গুণবান্, শিক্ষিত। দেখিবে সে মহাপ্রভুর বাণী জগতে বিপুলভাবে প্রচার করিবে। আজ আমি শ্রীল গুরুদেবের বাণীর সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছি। মহাপ্রভুর বাণী—'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম ॥' শ্রীল মহারাজ শ্রীচৈতন্যবাণী বিদেশে বিপুলভাবে প্রচার করুন আজ আমি তাঁহার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা জানাই।'

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন—'আমি যখন হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সংস্পর্শে আসিয়াছি তখন হইতেই তাঁহার বৈষ্ণবতা, নিরলসতা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞতা, নিরভিমানতা প্রভৃতি গুণের সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি। শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্ধানের পর তাঁহার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহা তিনি যেভাবে অতি সুষ্ঠুরূপে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতঃ পরিচালনা করিতেছেন, ইহাতেই অনুভব করিতে পারি শ্রীল গুরুদেবের অশেষ কৃপা তাঁহার উপর রহিয়াছে। প্রচারক্ষেত্রে বিভিন্নস্থানে ৪।৫ বার প্রোগ্রাম ও নগরসংকীর্ত্তন করিতে হয়। প্রত্যেক সভায় যোগদান, ভাষণ প্রদান ও নগরসংকীর্ত্তন করিয়াও কখনও তাঁহার মধ্যে অলসতা লক্ষিত হয় নাই। বরং আমরা বহু ক্ষেত্রে অলসতাবশতঃ ফাঁকি দিয়া থাকি।' তিনিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর পুনরুল্লেখ করতঃ বলেন—'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম ॥' শ্রীল মহারাজ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য আজ বিদেশে যাইতেছেন। তিনি বিপুলভাবে প্রচার করুন। তিনি সফল হউন। এই প্রার্থনা শ্রীভগবানের নিকট জানাইতেছি।

অবশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন—'আমি আমার জন্মস্থান (আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া সহরে) শ্রীমন্ রাধামোহন দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে যখন প্রথম শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ করি তখন শ্রীল গুরুদেবকে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। প্রশ্নটি এই—'আমি যখন একান্তে গৃহে বসিয়া হরিনাম করি তখন মনে হয় শ্রীহরি এই বুঝি এখনই আসিয়া গেলেন। তখন মনে ভয় হয় সংসারের পিতা, মাতা, ভাই-ভগ্নি ইহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। যখন পিতা মাতার স্নেহের কথা মনে আসে তখন হরিনাম বন্ধ হইয়া যায়। আমার যাহাতে হরিনাম বন্ধ না হয় অথচ পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নি, আত্মীয়স্বজনের সেবাও করিতে পারি, এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। আমার এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীল গুরুদেব আমার ভূয়সী প্রশংসা করতঃ আমাকে একটি উপাখ্যান শুনাইয়াছিলেন। উপাখ্যানটি এই—'একটি কর্দ্দমাক্ত পুষ্করিণীতে কতকগুলি পাতিহাঁস বিহার করিতেছিল। তাহাদের উপর দিয়া কতকগুলি রাজহংস উড়িয়া যাইতেছিল। রাজহংসগুলি নিম্নে পাতিহাঁসগুলিকে দেখিয়া চিন্তা করিল ইহারা দেখিতে আমাদেরই ন্যায়। কিন্তু আকৃতিতে অনেক ছোট। একটি রাজহংস দয়াপরবশ হইয়া চক্কর দিতে দিতে তথায় আসিয়া উপনীত হইল। রাজহংসকে দেখিয়া পাতিহাঁসগুলি জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার চক্ষু, মুখ, পদদেশ প্রভৃতি লালবর্ণের কেন? কে তুমি?

রাজহংস বলিল—আমি রাজহংস।

পাতিহাঁস বলিল—কোথা হইতে আসিয়াছ?

রাজহংস—মানস-সরোবর হইতে।

পাতিহাঁসগুলি বলিল আমাদিগকে তথায় লইয়া যাইবে? রাজহংস—তোমাদিগকে লইবার জন্যই ত' আমি আসিয়াছি। পাতিহাঁস—আমরা অতদূর উড়িয়া যাইতে পারিব না। রাজহংস—তোমরা আমার পীঠে বস, আমি তোমাদের ৪।৫টিকে পীঠে লইয়া যাইব। তখন পাতিহাঁসগুলি চিন্তায় পড়িল, আমরা তথায় যাইয়া কি খাইব? তাহারা একত্র মিলিত হইয়া যুক্তি করতঃ রাজহংসকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মানস-সরোবরে কি আছে?

রাজহংস—তথায় পদ্মের মৃণাল আছে, অমৃতের ন্যায় জল আছে, উহার চতুর্দ্দিকে রত্নবেদীতে বাঁধান নানাপ্রকার ফল-পুষ্পের বৃক্ষ আছে।

পাতিহাঁস—উহাতে কি বড় বড় শামুক আছে? গুগ্‌লি, কেঁচো আছে?

রাজহংস—না, এসব অখাদ্য-কুখাদ্য সেখানে নাই।

এইকথা শুনিয়া পাতিহাঁসগুলি বলিল—তাহা হইলে আমরা যাইব না। যেখানে শামুক, গুগ্লি ও কেঁচো খাদ্যদ্রব্য নাই, সেখানে যাইয়া আমরা অনাহারে মরিব নাকি ?

এই উপাখ্যানটির দ্বারা শ্রীল গুরুদেব আমাকে শিক্ষা দিলেন যে, "ভগবৎপার্ষদ পরমহংস বৈষ্ণবগণ নিজ ভগবদ্ধাম হইতে এজগতে অবতরণ করেন মায়াবদ্ধ জীবকুলকে উদ্ধার করতঃ ভগবদ্ধামে লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু কৃষ্ণ সেবা বিস্মৃত জীব কৃষ্ণসম্বন্ধ ভুলিয়া মায়িক সম্বন্ধে এত আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, সে মনে করে সংসারের পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নি ইহারাই আমার সব। ইহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। পিতা, মাতার সেবা না করিলে তাঁহাদের চরণে অপরাধ হইবে। কারণ তাহাদের দ্বারাই জন্ম, জন্ম হইতেই লালন পালন করিয়া বড় করিয়াছেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। এখন যদি তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করি তাহা হইলে প্রত্যবায় দোষ হইবে ইত্যাদি বিচার করিয়া থাকেন। যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একছত্র অধিপতি, যিনি স্বয়ং পরমেশ্বর, যাহাতে কোটী-মাতৃস্নেহ, কোটী-পিতৃস্নেহ বর্ত্তমান সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা বা ভজন করিলে সকলেরই পূজা হইয়া যায়, কাঁহারও পূজা বা ভজন বাকি থাকে না এবং কাঁহারও নিকট ভজনকারী ঋণীও থাকেন না, সকলেরই ঋণ পরিশোধ হইয়া যায়, এই শ্রীমদ্ভাগবত বচনই তাহার মূল প্রমাণ। যথা ঃ—

(১) যথাতরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি
তৎ স্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥—ভাঃ ৪।৩১।১৪

'যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুরূপে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয় (মূল ব্যতীত পৃথগ্‌ভাবে বিভিন্নস্থানে জলসেচন করিলে তদ্রূপ হয় না), প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয় (কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অন্নলেপন দ্বারা তদ্রূপ হয় না), সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে (তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ পূজার প্রয়োজন হয় না)।'

(২) 'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতোমুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥'

'হে রাজন্! যিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবই সকল—এইজ্ঞানে সেই অখিল লোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্মে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতসকল, আত্মীয়-স্বজন এবং অপর মনুষ্যগণের কাহারও নিকট দাস্যে বা ঋণপাশে বদ্ধ নহেন।'

শ্রীল আচার্য্যদেব গুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করতঃ বুঝিতে পারিলেন তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, উহা মূর্খের ন্যায় হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি লজ্জিত হইয়াছেন ইহাও শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে অভিব্যক্ত করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিমানের পাইলট সসম্মানের সহিত সিঙ্গাপুর লইয়া গিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বিগত ১৫ মে, ১৯৯৭ প্রাতে সিঙ্গাপুর পৌঁছিয়াছিলেন। তথায় তিনদিবস অবস্থান করতঃ দুইটী সভায় ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথামৃত শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন। তিনি সিঙ্গাপুর হইতে বিমানে ১৮ মে, ১৯৯৭ আমেরিকার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে সদলবলে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছেন, এ সংবাদও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি ক্রমশঃ লস্ এঞ্জেল্‌স্, ফিনিক্স, ইউজিন্, চিকাগো, নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, অরলাণ্ডো, মিয়ামি, লণ্ডন আদি বিভিন্ন স্থানে প্রচার ভ্রমণে যাইবেন।

নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জনিবাসী মঠাশ্রিত শ্রীসতীশ আগরওয়ালজী, শ্রীশ্যামসুন্দরজী, কলিকাতার শ্রীমৎ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহিরণ্ময় সরকার প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রযত্নে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের বিদেশযাত্রা সুগম হইয়াছে। শ্রীল মহারাজকে বিদায় সম্বর্দ্ধনাকালে ইঁহারা সকলেই বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „
(৪) গীতাবলী „ „ „
(৫) গীতমালা „ „ „
(৬) জৈবধর্ম্ম „ „ „
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত „ „ „
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি „ „ „
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য „ „ „
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা „ „ „ „
(২৫) দশাবতার „ „ „ „
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin..........

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৬-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৪০৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩৭শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৪০৪
১০ বামন, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, সোমবার, ৩০ জুন ১৯৯৭ { ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৫৯ পৃষ্ঠার পর]

সকল শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি ও মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিতে কৃষ্ণই পরতত্ত্বরূপে নির্ণীত হ'য়েছেন

সম্বিৎশক্তিমদধিষ্ঠিত বিগ্রহই—কৃষ্ণচন্দ্র। এই জ্ঞানলাভের আকর তিন প্রকার,—চেতনাকর, চিদ-চিন্মিশ্রাকর ও অচিৎ আকর। প্রত্যক্ষবাদী বলেন, অচিৎ হ'তেই চিৎ বা জ্ঞানের উৎপত্তি, ইঁহারা অচিন্মাত্রবাদী। এরূপ বিচারে যে বৃত্তির উদয় হয়, তা'র নাম—তর্ক। অচিৎ হ'তে যাঁ'রা চেতনকে জন্মগ্রহণ করা'তে চান, সেই চেতনটাকে ক্রমশঃ কিরূপে neutralise করা যায়, কিরূপে efarvise করান যায়, তা' তাঁ'দের পরবর্ত্তিকালের বিচার্য্য বিষয় হয়। তাঁ'রা তপস্যার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁ'দের সাময়িক চেতনতাটাকে অচেতনে পরিণত ক'র্‌তে চান। প্রচুর পরিমাণে কর্ম্ম ক'র্‌তে ক'রতে অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত হ'য়ে প'ড়্‌লে ঐরূপ অনুভূতিরহিত অচিৎ হ'বার স্পৃহা বা নির্ব্বাণ মুক্তির জন্য লালসা উপস্থিত হয়। 'দানশীল হওয়া ভাল—লোকের সেবা-শুশ্রূষা করা ভাল—মানুষ যখন অচিদ্ রাজ্যে নিষ্পেষিত হয়, তখন সাময়িক উপশম দিবার জন্য ঐরূপ ধারণা আমাদের প্রমাকে প্রলুব্ধ করে।

বহির্জ্জগতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে আমরা সৎকর্ম্মী হই, পুণ্যবান্ হই, ধার্ম্মিক হই, নৈতিক হই, কখনও বা অসৎকর্ম্মী, পাপী, অধার্ম্মিক, অনৈতিক হ'য়ে পড়ি। বহির্জ্জগতের আক্রমণের দ্বারা আমরা ঐরূপভাবে চালিত হ'য়ে থাকি।

সূক্ষ্মতে স্থূলতা নাই, কিন্তু সূক্ষ্ম স্থূল হ'তে জন্ম-গ্রহণ ক'রেছে। বহির্জ্জগতের স্থূল বস্তু হ'তে ভাব আকর্ষণ ক'রে সূক্ষ্মতা প্রকাশিত হ'চ্ছে। এই সূক্ষ্ম-ভাবের জনক—স্থূল বিষয়।

এই জগতে চেতন বৃত্তির সহিত অচেতন-বৃত্তি

ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে। অচিদ্‌রাজ্য হ'তে মন ও বুদ্ধি জ্ঞান-সংগ্রহে নিযুক্ত র'য়েছে। যেখানে পরমাণুবাদী বা জড়শক্তির অচিৎ-এর কথা নাই—যেখানে কোন প্রকার অচেতনের কথা নাই, সেখানে কেবল চিৎ। কেহ কেহ বলেন, কেবল চেতনে নিঃশক্তিক অনুভূতি থাক্‌বে। আধ্যক্ষিকজ্ঞানী জগতে যে জড়শক্তির তিক্ত অনুভূতি পেয়েছিল, তা' হ'তে পলা'বার জন্য যখন যত্ন হয়, তখনই আমাদের প্রাপ্য চেতনকে নিঃশক্তিক কর্‌বার জন্য একটা চেষ্টার উপায় হ'য়ে থাকে। যা'কে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভাষায় 'বহিরঙ্গা শক্তি' বলে, সেই বহিরঙ্গা শক্তিরহিত বস্তুকে নির্ভেদজ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম' ব'লতে চান। তাঁ'রা Radio activity, Molecular theory হ'তে যে শক্তির পরিচয় পেয়েছেন—চিদচিন্মিশ্র জগৎ হ'তে যে শক্তির পরিচয় পেয়েছেন, সেই শক্তিকে নিরাস ক'রে ব্রহ্মের কল্পনা করেন। কিন্তু যাঁ'রা বৃহৎএর সমগ্রতা দেখতে পান, তাঁ'রা 'ব্রহ্ম' শব্দে ভগবান্‌কেই জানেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় ব'ল্‌তে গেলে,—

'ব্রহ্ম' শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।

সাঙ্কর্ষণ-সূত্র 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা বিষ্ণুকে লক্ষ্য করেন। ভাগবতের শেষে (ভাঃ ১২।১৩।১২) আমরা একটী শ্লোক দেখতে পাই,—

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ ॥ (১)

শব্দ মাত্রেরই দ্বিবিধ বৃত্তি—বিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তি ও অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি। যে শব্দের বৃত্তি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শ্রীচৈতন্যদেব হ'তে তফাৎ হ'য়ে অন্য কিছু উদ্দেশ করে, তা'—শব্দের অবিদ্বদ্‌রূঢ়ি। বিদ্বদ্‌রূঢ়ি বৃত্তিতে সকল কথাই কৃষ্ণবাচক—কৃষ্ণোদ্দেশক। যে-সকল শব্দ আমাদের ভৃত্যগিরি করে—আমাদের ভোগের কাজ চালিয়ে দেয়, সেই সকল ভোগসাধক শব্দ ভগবদ্বস্তু হ'তে পৃথক্ হ'য়ে অবিদ্বদ্‌রূঢ়ি বৃত্তি প্রকাশ ক'রে থাকে। 'কৃষ্ণ' শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়—গুণজাত জগতে 'কৃষ্ণ' শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়—'কৃষ্ণ' শব্দ দ্বারা গণগড্ডলিকা যা' বুঝেন, তা' কৃষ্ণ শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় নয়। ভাষান্তরে 'গড্', 'আল্লা' প্রভৃতি শব্দ, এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় 'ঈশ্বর', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি শব্দ কৃষ্ণ হ'তে মিশ্রিত একটা মহের (মহঃ অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জের) বাচক মাত্র। তাঁ'রা 'কৃষ্ণ' শব্দের পূর্ণমুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি ধারণ ক'র্‌তে পারেন না। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ (২)

এই অর্থ গৌরসুন্দর দক্ষিণ দেশ হ'তে এ'নে প্রচার ক'রেছিলেন। অন্য দেশের কথা কি, এই ভারতবর্ষেও যে চিন্তাস্রোতের মধ্যে ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ প্রকাশিত র'য়েছে, তা' কেবল কৃষ্ণশব্দের গৌণী শক্তি বা নিঃশক্তিক বিচারের ব্যঞ্জক, উহারাও কৃষ্ণ-শব্দের পূর্ণতা অভিজ্ঞাপক নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান যে জিনিষকে দেখে, শুনে, ঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করে, তা' প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুবিশেষ ; এই সকল প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুকে লক্ষ্য ক'রে কৃষ্ণ-শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। কৃষ্ণ-বস্তু জড়েন্দ্রিয় বা নিরিন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিগম্য নহেন, তিনি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত বস্তু।

(১) ইহাতে (শ্রীমদ্ভাগবতে) নিখিল বেদান্তের সারভাগ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আত্মৈকত্ব-স্বরূপ ব্রহ্মবস্তুবিষয়ক এবং কৈবল্য (কেবলা প্রেমভক্তি) রূপ একমাত্র ফলজনক।

(২) সৎ, চিৎ ও আনন্দময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি (স্বয়ংরূপ) অনাদি এবং সর্ব্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

জীবগতিতত্ত্ব প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৬২ পৃষ্ঠার পর]

ও হরিঃ ॥ বিদ্যয়া ন্যাসদশা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৩ ॥

বৃহদারণ্যকে । সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং । যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ । সর্ব্বভূতহিতঃ শান্ত-স্ত্রিদণ্ডীসকমণ্ডলুঃ একবাসঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ ॥ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ । তস্মাদেতে মন্ত্রা আত্মনো যাথাত্ম্য প্রকাশনেনাত্ম বিষয়ং স্বাভাবিক কর্মবিজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ন্তঃ শোকমোহাদি সংসার ধর্ম চিচ্ছক্তিসাধনমাত্মৈকত্বাদি বিজ্ঞানমুৎপাদয়ন্তি ॥ ৪৩ ॥

বিদ্যা দ্বারা ন্যাস বা নির্ব্বেদ দশা হয় ॥ ৪৩ ॥

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট মৈত্রেয়ী বলিলেন,—'যদ্দ্বারা আমি অমর হইব না, তদ্দ্বারা আমি কি করিব ? আপনি কেবল অমরত্বের সাধনই আমাকে বলুন ।' যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিও সন্ন্যাসগ্রহণ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী ব্যক্তি সর্ব্বজীবের হিতসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিয়া ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, একবস্ত্র ইত্যাদি সন্ন্যাস চিহ্ন ধারণ করিয়া পরিব্রাজকরূপে বিচরণ করিবেন এবং কেবল ভিক্ষার্থই গ্রামের আশ্রয় করিবেন । শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য বলেন, যে বৈদিক মন্ত্র সকল বলিলাম, ইঁহার আত্মার যথাযথ প্রকাশন দ্বারা আত্মার স্বভাব অনাবৃত করে, সহজে কর্ম'প্রভাবকে নিরাস করিয়া শোক-মোহাদিযুক্ত সংসারের অসারতা জ্ঞাপন করায় এবং আত্মায় চিন্ময় শক্তিসঞ্চার দ্বারা ব্রহ্মবস্তুর সম্বন্ধ ও সান্নিধ্য-জ্ঞান উৎপন্ন করায় । [৪৩]

ওঁ হরিঃ ॥ ঔদাসীন্যান্নির্দ্বন্দ্ব দশা ॥ হরিঃ ওঁ ॥৪৪॥

তলবকারে । নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং । নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ । পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ । প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্নিমিষন্নপি ॥ ভাগবতে । আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ । সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধি গোচরঃ ॥ চৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্নিত্যানন্দের ঔদাসীন্য বিষয়ে । অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম উদ্দাম । সর্ব্ব নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময় ধাম ॥ কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা তত্ত্বজ্ঞানী । যার যেমত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥ ৪৪ ॥

ঔদাসীন্য দ্বারা নির্দ্বন্দ্বদশা হয় ॥ ৪৪ ॥

কেনোপনিষদে,—ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে কেহই জানিতে পারেন না, সেজন্য যিনি মনে করেন আমি পূর্ণরূপে ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি ঠিক জানেন না; তাই বলিয়া আমি যে ব্রহ্মকে জানি না, তাহাও নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদিতও বটে অবিদিতও বটে । গুর্ব্বানুগত্যে শ্রৌতপথে ব্রহ্মস্বরূপ বিদিত হয়, আবার আরোহ পথে নিজের অহমিকায় তিনি অবিদিত । আমাদের মধ্যে যিনি শ্রৌত পথে ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনিও সাকল্যে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই । আবার যিনি বলেন,—ব্রহ্মকে জানেন নাই, তিনিও ব্রহ্মের স্বরূপের অনন্তত্ব ও অধোক্ষজত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন ॥ গীতায়,—কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও শ্বাসাদি ক্রিয়া স্বীকার করিয়াও তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ 'আমি কিছুই করি নাই' এরূপ মনে করেন । প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্যগ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ কার্য্যকালে মনে করেন, 'যে জড়দেহে আমি আছি, উহাই এই সকল করিতেছে, বস্তুতঃ আমি কিছুই করি না ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে,—আমার আদিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রমত স্বধর্ম্মে গুণ-দোষসমূহ জ্ঞাত হইয়াও ত্রিদণ্ডাদি চিহ্নের সহিত সন্ন্যাসধর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়া সেই আমার ভক্ত বিধিনিষেধের অনধীনরূপে যথোচিত ধর্ম্মাচরণ করিবেন ॥ এরূপে ভগবদ্ভাবে বিভাবিত ভক্তিযোগী কর্ম্ম-জ্ঞান, ভোগত্যাগ ইত্যাদি সমস্ত দ্বন্দ্বদশা অতিক্রম করিয়া ভগবন্নিষ্ঠতাই অবলম্বন করেন ॥ এইপ্রকার লক্ষণসমূহ ব্রহ্মভূত এবং শান্তভক্তের আচরণে দৃষ্ট হয় । [৪৪]

ওঁ হরিঃ ॥ ভক্তৌ সর্ব্বত্রাত্মভাব দশা ॥
হরি ওঁ ॥ ৪৫ ॥

ঈশাবাস্যে। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ভাগবতে। যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দান ধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঞ্জসা ॥ শ্রীগৌড়-পূর্ণানন্দ। অয়ং প্রপঞ্চঃ খলু সত্যভূতো মিথ্যা ন চ শ্রীপতি সংগ্রহেণ। শুদ্ধত্বমেতস্য নিবেদনেন স্বর্ণং যথা রাজতি ধাতুজাতং ॥ বৈরাগ্য ভোগাবিতি ভক্তি মধ্যে স্থিতাবুদাসিনতয়া খলু দ্বৌ। মহাপ্রসাদগ্রহণন্ত নিত্যং ভোগঃ কদাচিৎ খলু ভক্তিরেব ॥ ৪৫ ॥

ভক্তি হইলে সর্ব্বত্র চিন্ময় ভাবদশা হয় ॥ ৪৫ ॥

ঈশাবাশ্য উপনিষদ্ বলেন,—এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ঈশ্বরকর্ত্তৃক আবৃত বা ভোগ্য। অতএব ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিজ অদৃষ্টানুসারে প্রদত্ত বিষয়সমূহ ত্যাগধর্ম্মসহকারে (যুক্তবৈরাগ্য স্বীকারপূর্ব্বক) ভগবৎপ্রসাদ বুদ্ধিতে ভোগ কর। অধিক ভোগ এবং অপরের ধনে আকাঙ্ক্ষা করিবে না। এই জগতে উক্তপ্রকারে বেদবিহিত ও ভগবৎ সেবাপর কর্ম্মের সদনুষ্ঠানদ্বারা একশত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবে। এরূপে সকলে সৎকর্ম্ম নিরত হইয়া জীবিত থাকিলে কখনো কর্ম্মের ফলে লিপ্ত হইবে না অর্থাৎ হরিভজনের কর্ম্ম করিলে জগতে কোনরূপ লিপ্ত হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে—শুদ্ধভক্তিতে সকল শুভই প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞানদ্বারা, বৈরাগ্যদ্বারা, দানধর্ম্মদ্বারা এবং অন্য যতপ্রকার শ্রেয়ঃ-সাধক শুভকর্ম্ম আছে, সে সমুদায়ের দ্বারা যে ফলের সম্ভাবনা থাকে, সে সমুদয়ই আমার ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সহজে প্রাপ্ত হন। শ্রীমধ্বাচার্য্য বলেন,—এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ যেহেতু সত্যসঙ্কল্প শ্রীপতি নারায়ণের দ্বারা সৃষ্ট, ইহা সত্যরূপেই উদিত হইয়াছে এবং মিথ্যা নহে। এই জগতের বস্তুসমূহ ভগবন্নিবেদন দ্বারা শুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়, যথা স্পর্শমণিদ্বারা নিকৃষ্ট ধাতুও স্বর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত বৈরাগ্য ও ভোগ কেবল নিষ্প্রয়োজন; এই উভয়কেই ভক্তিদেবি উদাসীনরূপে নিজের সান্নিধ্যে আশ্রয় প্রদান করেন। ভক্তির অঙ্গরূপ মহাপ্রসাদ গ্রহণাদি বিষয়-ভোগের মত দৃষ্ট হইলেও তাহারা সাক্ষাৎ ভক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। [৪৫]

ওঁ হরিঃ ॥ বিশ্বৌকসস্তু প্রায়শঃ কর্ম্মদশাপন্নাঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৬ ॥

কঠে। স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহোব মনুষ্যাঃ ॥ ভাগবতে। লোকে ব্যবায়ামিষ-মধ্য সেবা নিত্যোহি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ যজ্ঞ সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ চরিতামৃতে। ধর্ম্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৬ ॥

বিশ্ব নিবাসী জীবসকল প্রায়ই কর্ম্মদশাপন্ন ॥৪৬॥

কঠোপনিষদে যমধর্ম্মরাজ বলেন,—ওহে নচিকেতা, তোমাকে আমি অনেক প্রলোভনই না দেখাইলাম, কিন্তু স্বভাবতঃ প্রিয় স্ত্রী পুত্রাদি ও কার্য্যতঃ প্রিয়রূপ রমণীয় গৃহ, উদ্যান, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুগুলি দিলেও তুমি সেগুলি নশ্বর, পরিণামে দুঃখদায়ক ও বর্ত্তমানে দুঃখ-মিশ্রিত মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছ; এমনকি, এই সমস্ত বিত্তের প্রতিভূ এই সুবর্ণময়ী রত্নমালাও তুমি গ্রহণ কর নাই, যে বিত্তময়ী রত্নমালায় অধিকাংশ মনুষ্য আসক্ত হয়, অতএব তুমি ধন্য ॥ ভাগবত বলেন,—বেদের অর্থবাদে নিরত হইয়া কর্ম্মমীমাংসকেরা সিদ্ধান্ত করে যে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ ভোজন ও মদ্যপান—এই সকল বেদের প্রেরণায় তত্তৎ যজ্ঞে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা জানে না যে ঐসকল প্রবৃত্তি জন্তুমাত্রেরই নিসর্গগত, সুতরাং প্রেরণাতে অপেক্ষা করে না। সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার জন্যই বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞ বিশেষে আমিষ ভোজন এবং সুরাগ্রহণ ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য। বহির্ম্মুখ জীবসকল ভোগের অভিলাষ দ্বারা ভোগপ্রদায়ক কর্ম্মসকলে মগ্ন হইয়া থাকে। [৪৬]

ওঁ হরিঃ ॥ তেষাং কদাচিৎ সংসার গতি বিবেকঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৪৭ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ কেন

সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্।। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেবহি। ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিস্যাৎ সম্বন্ধঃ সদ্‌গুরৌ তথা।। অনেক জন্ম-জনিত পুণ্যরাশি ফলং মহৎ। সৎসঙ্গাচ্ছাস্ত্র শ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে।। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রশ্ন। কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়।। ৪৭।।

তাঁহাদের কখন কখন সংসার গতি
বিবেক জন্মায়।। ৪৭।।

শ্বেতাশ্বতরে, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ পরস্পর বিচার করিলেন,—হে ব্রহ্মবিদ্‌গণ, এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টির কারণ কে? উত্তর হইল—ব্রহ্ম, যেহেতু শ্রুতিতে বলা আছে,—যাঁহা হইতে এই সমস্ত পৃথিব্যাদি ভূত ও প্রাণিবর্গ জন্মিয়াছে, জন্মাইবার পর যাঁহার দ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকে, যাঁহার দিকে চলিয়া যাইতেছে এবং যাঁহাতে প্রলয়ে লীন হইতেছে, তিনিই জগতের কারণ—ব্রহ্ম। যদি ব্রহ্মই কারণ হন, তবে তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার? আমরাই বা কাহা দ্বারা উৎপন্ন হইয়া কাহার দ্বারা বাঁচিয়া আছি? বিশেষতঃ আমরা কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছি, তাহা কি? অন্তে আমরা কিসের সহিত লয় প্রাপ্ত হইব? অর্থাৎ কোথায় আমাদের প্রকৃত অবস্থিতি হইবে? কাহার নিয়মে আমরা সুখ দুঃখের বিধান অনুসরণ করিতেছি? ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে,—যতদিন পাপকর্ম্মদ্বারা হৃদয় মলিন থাকে, সেইদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্র কথায় সত্য-বুদ্ধি অর্থাৎ বিশ্বাস এবং সদ্‌গুরুর সহিত সম্বন্ধ উদিত হয় না। বহু জন্মের সুকৃতিজনিত মহৎপুণ্য-রাশির বলেই সাধুসঙ্গে এবং শাস্ত্রশ্রবণে আগ্রহ, নিষ্ঠা ইত্যাদিযুক্ত ভক্তিসাধনা দ্বারা ভাবভক্তি এবং পরম-পুরুষার্থ প্রেম পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়।। জীবগণের বিবেকোদয় সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, তাহাই জীবের কর্ম্মপ্রবাহ নিবর্ত্তক এবং পারমার্থিক উন্নতির সূচনা। [৪৭]

(ক্রমশঃ)
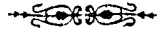
সত্য পরমেশ্বরের বাণী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭৪ পৃষ্ঠার পর]

'বহামি' ক্রিয়াপদটি কি ঠিক্? না 'বহামি'র ক্রিয়ার স্থানে 'দদামি' ক্রিয়াপদ হইবে? পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে আবিষ্ট হইয়াই এই 'বহামি' শব্দ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মণ গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন, যোগ ও ক্ষেম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই দেন, এই বাণীই সত্য কথা। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বহন করিয়া লইয়া যান, এ অসম্ভব, হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বহন করিয়া লইয়া যান এই বাক্য লেখা অপরাধের ভয়ে ভক্তটীকাকারের হস্ত কম্পিত হইলে, তাঁহার নয়নযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কম্পিত হস্তে তিনি লেখনী চালনা করিলেন। বহুক্ষণ ধীরভাবে চিন্তায় নিমগ্ন, কিছুক্ষণ পরে সাহসভরে 'বহামি' ক্রিয়াপদটি লালকালী দিয়া কাটিয়া দিলেন অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যকে কাটিয়া দিলেন। সে স্থানে বসাইলেন 'দদামি' ক্রিয়াপদটি। শব্দার্থ চিন্তা করিলেন, যোগ ও ক্ষেম আমিই দিই। হ্যাঁ, এই তো বেশ সুন্দর অর্থ। ঘোর-অন্ধকারে আলো প্রকাশিতের ন্যায় তাঁর হৃদয়স্থ সংশয়ান্ধকার বিদূরিত হইল; মন প্রফুল্ল, ভাবিলেন শ্লোকের বিশুদ্ধ শব্দ ও অর্থ নির্ণয় করা গেল। টীকা রচনা সুকর হইল।

সুগভীর শব্দার্থ চিন্তায় দ্বিপরার্দ্ধ বেলা হইয়া গিয়াছে। ভিক্ষুক নির্লোভ ভক্তব্রাহ্মণের দরিদ্র গৃহ-সংসার। অভাব অনটন লাগিয়াই থাকে। পত্নীও পরমা ভক্তিমতী, পরমা পতিব্রতা রমণী নাম কৃপা। যেমন নাম তেমনই তাঁর কাম। সদাসর্ব্বদা পরম-পতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকৃপার নির্ভরা। বস্ত্রালঙ্কারাদি, অভাব অনটন, উপবাসাদি লাগিয়া থাকিলেও কদাপি পতি ও পরমপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়িয়া

পিতার গৃহে গমন করেন না। তিনি অত্যন্ত দারিদ্র্যাবস্থায়ও পরমপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বচন স্মরণ করিয়া অভাব অনটন-ঘরেও প্রচুর আনন্দ অনুভব করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞ শেষান্তে রাজসভায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে—সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণের দারিদ্রতা এবং ভোগরহিত শ্রীশঙ্কর মহাদেবের সেবকগণের ঐশ্বর্য্য ও ধনাঢ্যতা, কারণ কি? তদুত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥"
—ভাঃ ১০।৮৮।৮

হে রাজন্! আমি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ (কৃপা) করি, ক্রমশঃ তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষয় পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইয়াও কোনক্রমে বিদ্যমান বিষয়সমূহে কথঞ্চিৎ লিপ্ত হইয়া ক্লেশগ্রস্ত হয়, এই আশঙ্কায় আমি তাঁহার বিষয় হরণ করিয়া থাকি, তাঁহার পক্ষে ঐ বিষয় হরণই আমার অনুগ্রহস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব ধনহরণ ব্যক্তির পুত্রকলত্রাদি স্বজনগণ তাদৃশ পুনঃ পুনঃ দুঃখিতের ন্যায় প্রতীয়মান পূর্ব্বোক্ত নির্দ্ধন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য স্মরণে ব্রাহ্মণী তৎ-কৃপা বলিয়া দারিদ্র সংসারেও আনন্দে নিমগ্না থাকিতেন।

সেদিন অতিকষ্টে অযাচিত দ্রব্যে ব্রাহ্মণী সামান্য আহার্য্য নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া পতির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সন্নিকটে গমন করতঃ পতিদেবকে স্নান করিতে প্রার্থনা করিলেন। পতি সন্তরণ করিতেছিলেন শব্দব্রহ্মে, শব্দসমুদ্রে। পত্নীর প্রার্থনায় ক্ষুধা-তৃষ্ণাময় জগৎতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এতক্ষণ তিনি অবস্থান করিতেছিলেন বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে, প্রত্যাবর্ত্তন হলেন অন্নময় কোষে, তীব্র ক্ষুধানুভব করিলেন। পত্নীর অনুরোধে টীকা লেখা বন্ধ করিলেন। অদূরে পুণ্যবতী নদীতে তিনি স্নানে গমন করিলেন। এইস্থানে লেখকগণের দ্বিমত আছে, কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ভিক্ষায় গমন করিয়াছিলেন। সেদিন ভগবদিচ্ছায় বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়াও কেহই তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করেন নাই, শূন্যহস্তেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভক্ত-গৃহিণী স্বামীর প্রতীক্ষায় পর্ণকুটীরে পথে দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়াছেন। এমন সময়ে দূর হইতে তিনি দেখেন যে, অতিসুন্দর গৌর ও শ্যামবর্ণ দুই বালক কৃষ্ণবলরামের মত; খুব ভারি বোঝা মস্তকে বহন করিয়া তাহারই পর্ণকুটীরের দিকে আসিতেছে। বালক দুইটি গোপালের মত, এমন ভুবনমোহনরূপ তাদের, চক্ষু ফেরান যায় না। অতিভারী বোঝার দরুণ মস্তক কম্পিত হইতেছিল, পরিশ্রমে তাদের সুন্দরশরীর ঘর্ম্মাক্ত ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিল, মনোরম চরণযুগল ঠিকমত চলিতেছিল না, পুনঃ পুনঃ ছন্দপতন হইতেছিল। অতিকষ্টে গৃহাঙ্গণে আসিয়া করুণস্বরে তাহারা বলিল মা, মা! বোঝা ধরুন! মাথা হইতে শীঘ্র নামান। ব্রাহ্মণী ব্যস্ততার সহিত বালকদ্বয়ের মস্তক হইতে বোঝা নামাইলেন। বালকদ্বয় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আঃ বাপ্‌রে বলিল। নানাপ্রকারের ভোগ্যদ্রব্যসমূহ বহুমূল্যের উত্তম উত্তম দ্রব্যসম্ভার, দরিদ্র ব্রাহ্মণী জীবনে কোনদিন এমন দ্রব্য দেখেন নাই। তাই নয়নভরে খাদ্যসম্ভারগুলিকে দেখিলেন।

ব্রাহ্মণীর হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল শ্যামবর্ণ বালকের বুকের দিকে। লম্বাভাবে একটি তীব্র কষাঘাতের চিহ্ন। আঘাতের স্থান হইতে তার সুকমল অঙ্গ বহিয়া রক্তের ধারা পড়িতেছে। ভয় ও বেদনায় মাতৃচিত্ত ভরিয়া উঠিল। তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন, বাবা আমার, কোন্ নিষ্ঠুর ব্যক্তি দানবের মত নির্ম্মম আঘাত করিল, তোমার ফুলের মত সুকমল বুকে? বালক অভিমানভরা কণ্ঠে বলিল, তীব্র আঘাত করিয়াছেন তোমার শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত স্বামী। বালকের মুখে স্বামীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী স্তম্ভিত হইয়া নিশ্চল হইলেন। অতিকষ্টে বলিলেন সে কি! তিনি কোনদিন এবম্প্রকার নিষ্ঠুর ছিলেন না। কি করিয়াছ বাবা তুমি তার? তোমাদের মত দিব্যকান্তি নিষ্পাপ বালকের বক্ষে কষাঘাত করিতে পারিলেন আমার ভক্ত-বিদ্বান স্বামী? বালক বলিল—আমরা রাস্তায় খেলা করিতেছিলাম, অতিভারী বোঝা মাথায় বহিতে বলিলেন আপনার ব্রাহ্মণ। আমরা অস্বীকার করিলে ক্রোধে আমার বুকে কষাঘাত করিয়াছেন।

বালকের মুখে স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণের কথা শুনিয়া এবং সুন্দর বালকের হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য দেখিয়া অশ্রুপ্লাবিত নয়নদ্বয়ে আর কিছুই দেখিতে-ছিলেন না, তৎক্ষণাৎ জগৎ অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইল। তিনি স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারিলেন না, মূলচ্ছেদন বৃক্ষের ন্যায় গৃহাঙ্গণে ভূপতিতা হইয়া ব্রাহ্মণী অচৈতন্য হইলেন।

ব্রাহ্মণী শোকসাগরে কিছুক্ষণ নিমজ্জন থাকার পর চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাহাদের জন্য অতিভারী বোঝা কষ্ট করিয়া মাথায় যে আহার্য্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছিল, সেই সুন্দর মনোহর বালকদ্বয় অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। চতুর্দ্দিক দেখিয়াও আর তিনি দেখিতে পাইলেন না। অত্যন্ত করুণায় অনুতাপে ব্রাহ্মণী বুকে করাঘাত করিতে করিতে আর্ত্তনাদভাবে কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন—ধিক্ জীবন আমার, কি সেবাপরাধে এই করুন দৃশ্য দেখাইলেন ভগবান্? হায়, বিধি কি দুর্দ্দৈব, শেষ বয়সে নিষ্ঠুর হইলেন আমার বিদ্বান স্বামী। চিন্তা করিলেন, তিনি তো কোনদিন এই-প্রকার নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ছিলেন না। তাহলে বালক কি মিথ্যা বলিয়াছে? না, এমন সুন্দর, নিষ্পাপ, নিষ্কপট বালক মিথ্যা বলিবেই বা কেন? অত্যন্ত অনুতাপে ব্রাহ্মণী হায় হায় করিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন।

এমন সময়ে তাঁহার পতিদেব গৃহে আগমন করি-লেন। তিনি কুটীরপ্রাঙ্গণে বহু উত্তম উত্তম আহার্য্য-সম্ভারে ভরিয়া আছে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ব্রাহ্মণী কদাপিও পতিকে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই জীবনে, অভাব-অনটনেও। তাই অপরাধভয়ে গদ্‌গদস্বরে অভিযোগ করিলেন পতিকে—এত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া অন্যকে কতকিছু বুঝাইতে থাক। কিন্তু এমন পাষণ্ডের মত আচরণ তুমি কি করিয়া করিতে পারিলে? ব্রাহ্মণ পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হতভম্ব হইলেন। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, কি করিয়াছি আমি? ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—কি অনিষ্ট করিয়াছিল তোমার, দেবতার মত নিষ্পাপ, নিষ্কপট সেই বালক দুইটি? এমন সুন্দর বালকের মাথায় অতিভারী বোঝা নিষ্ঠুরভাবে কি করিয়া তুলিয়া দিতে পারিলে? জীবনে কি ভারী বোঝা বহন করিয়াছে তারা? আপত্তি করিলে নির্দ্দয়ভাবে ফুলের মত কমল বালকের বুকে তীব্র কষাঘাত কিভাবে করিতে পারিলে তুমি?

ব্রাহ্মণের মস্তকে বিনা মেঘে বজ্রপাত। শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। তিনি বিস্মিত বাক্যে বলিলেন, সে কি, তুমি বিশ্বাস করিয়াছ এই কথা? ব্রাহ্মণী বলিলেন, তাহারা কি মিথ্যা বলিল? এমন সরল সুন্দর, নিষ্পাপ, নিষ্কপট তাহাদের মুখের কথায় কেহ অবিশ্বাস করিতে পারে? তুমি নিজ কৃতকর্ম্ম চিন্তা কর না কেন? ব্রাহ্মণ গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন কারণটি কি? কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে তিনি দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, বুঝিয়াছি আমি এতক্ষণে সেই কারণটি।

আমি সত্যই তীব্র কষাঘাত করিয়াছি তাঁহার কমল বুকে, অবিশ্বাস দ্বারা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজ মাথায় করিয়া ভক্তের জন্য বোঝা বহন করিয়া দিয়া যান। 'বহামি' এই মহাবাক্যে আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। বিদ্যার অভিমানে ও পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া
ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম॥"
—কঠঃ ১।২।২৩

পরমেশ্বর ভগবানকে উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন দ্বারা জানা বা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মেধা—মানুষের মানসিক ধারণা, চিন্তাশক্তি এবং যুক্তি-তর্ক দ্বারাও তাহাকে জানা যায় না। বহুলোকের নিকট শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও ভগবান্ সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না। এই সকল উপায় দ্বারা ভগবানের বিষয়ে একটা কিছু পরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু পর-মেশ্বরে অপরোক্ষ অনুভূতি হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে কি উপায়ে পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় শ্রুতি দৃঢ়স্বরে বলিতেছেন—স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর যাঁহাকে বরণ (কৃপা) করেন অর্থাৎ এই ভক্ত আমার দর্শনের যোগ্য বলিয়া বরণ (স্বীকার) করেন, তাঁহার নিকটেই তিনি স্বীয় তনু (বিগ্রহ) শরীর বা মূর্ত্তি প্রকাশিত

করেন। এস্থলে ভগবানে 'তনু' বলিতে তাঁহার স্বরূপ শরীর বা বিগ্রহ, মহিমা, ঐশ্বর্য্যাদি সমস্তই বুঝাইতেছেন। ব্রাহ্মণ গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বালকরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আজ আমার সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল, আমার সমস্ত সংশয় ছেদন হইল। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ত্রিকাল বর্ত্তমান আছেন কেবল তাহাই নহে, তিনি সহৃদয়বান্, প্রেমের ঠাকুর। তিনি নিষ্কাম প্রেমিক ভক্তকে ভালবাসেন ও স্বয়ং নিজেও ভালবাসা চান। ভক্তের জন্য সর্ব্বদা যোগক্ষেম অর্থাৎ বহন ও সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভক্ত পাণ্ডব ও ব্রজবাসিগণ। লোক বিদ্যামদে, ধনমদে ও জনমদে পরমেশ্বর ভগবান্‌কে জানিতে বা পাইতে পারেন না। আমি বিদ্যামদে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণী গীতাশ্লোকে 'বহামি' শব্দ দৃঢ়বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ভগবানের বাক্য 'বহামি' শব্দকে কাটিয়া পাণ্ডিত্যবলে 'দদামি' শব্দ বসাইয়াছিলাম। তাঁহার ভক্তকে প্রদেয় প্রতিশ্রুতিকে খণ্ডন করিতে চাহিয়াছিলাম। আমার পাণ্ডিত্য ও মেধাশক্তিকে ধিক্! ব্রাহ্মণ গদগদভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে ব্রাহ্মণীকে বলিতে লাগিলেন—তুমি মহাভাগ্যবতী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক ভক্তের জন্য যোগক্ষেম অর্থাৎ স্বয়ং মস্তকে বহন করিয়া আনেন। তার প্রমাণ, বিশ্বাস ও দৃঢ়ভক্তি থাকায় আমার আগেই তুমি দর্শন লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার ভক্তিবলে তিনি আবির্ভূত হইয়া আমাকে তাঁহার বাণী ত্রিকাল সত্যই, কদাপিও মিথ্যা নহে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। 'গীতা' যে তাঁহার বাণী এবং তিনি বলিয়াছেন 'গীতা' আমার হৃদয়। সত্যই 'গীতা' তাঁহার হৃদয়, এই কথাও বুঝাইয়া দিলেন। আমি মেধা ও পাণ্ডিত্যবলে তাঁহার বাক্যে লালকালীতে আঘাত করিয়াছিলাম। পরমেশ্বরের গীতাবাক্যে অবিশ্বাস এবং তাহাতে আঘাত করা একই কথা।

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য, শাস্ত্র, তার মর্ম্ম কেবল ব্যবহারিক পাণ্ডিত্যবলে, বুদ্ধি ও পুঁথিগত বিদ্যায় কখনও জানা যায় না। একমাত্র নিষ্কাম শরণাগত ভক্তগণই তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় দর্শন বা ভগবৎতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। অন্য কোন উপায়ন্তর নাই। ব্রাহ্মণ অর্জ্জুন মিশ্র অত্যন্ত সুদৃঢ়তা সহকারে সেই গীতার শ্লোকটিকে তিনবার লিখিলেন।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

অর্থাৎ তাঁহার বাক্য 'ত্রি'কাল সত্য। পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মণকে কথা প্রদান করিয়াছেন—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন প্রিয়ঃ॥"

—ভাঃ ৯।৪।৬৩

হে ব্রাহ্মণ! আমি সর্ব্বদা ভক্তের অধীন, স্বরাট স্বতন্ত্র হইয়াও অস্বতন্ত্রের ন্যায় ভক্তাধীন। যাঁহারা মোক্ষপর্য্যন্ত কামনা করেন না, সেই ভক্তগণ আমার হৃদয়কে বশীভূত করিয়া থাকেন। ভক্তের কথা কি, ভক্তের পাল্যজনসমূহও আমার প্রিয়। সুতরাং ভক্তের জন্য যাবতীয় দ্রব্য আমি নিজমাথায় বহন করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের কর্ণে যেন কেহ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—অহং বহামি, অহং বহামি, অহং বহামি। তিনি তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন।

ভক্ত-স্বজনগণ এবং সৎ হিন্দুগণ পরমেশ্বরের বাণী গীতা পাঠ করিয়া জলগ্রহণ করিয়া থাকেন।
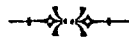
ভৃত্যের ভাবনা

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

যখন জীব স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস এবং ঐ দাসত্ব তাহাকে করিতেই হইবে, স্বরূপবিস্মৃত হইয়াও যখন তাঁহারই মায়ার দাসত্ব করিতে হইতেছে, তখন নিত্য প্রভুর দাসত্বে কি মধু আছে তাহা কি একবারও অনুসন্ধান করা উচিত নহে? যদি মায়ার দাসত্বে আমাকে সুখপ্রদান করিতে পারিত তবে আমি এ

যাবৎ জন্মমৃত্যুমালাপরিহিত হইয়া কর্ম্মের নাগর-দোলায় ঘুরপাক খাইব কেন? সুতরাং ভগবানের দাসত্বপ্রয়াসী ব্যক্তির পক্ষে মায়ার কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রাণপণে ভগবানের পাদপদ্মের দাস্য-সুখানুসন্ধান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

"আমি হরিবৈষ্ণবের শরণাগত। ভগবান্ যাহা করান, আমি তাহাই করি। আমি ভগবানের সংসারে ভগবানের ইচ্ছায় ভগবানের জীব পালন করিতেছি।"—এবম্বিধ মৌখিক শরণাগতির কোনই মূল্য নাই। এইরূপ বুলি উচ্চারণ করিলে যমের হাত হইতে নিস্তার লাভ হইবে না। কারণ, বৈষ্ণব ঠাকুর গাইয়াছেন,—

"কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।।"

নামভজনের পথে 'আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ ততো দীক্ষাদিশিক্ষণম্"। শ্রীগুরুপদাশ্রিত ব্যক্তির শরণাগতি ছয়প্রকারে লক্ষিত হয়। যথা —

আনুকুল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকুল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ।।"

অর্থাৎ—

ভক্তি-অনুকুলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকুল ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার।।
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—বিশ্বাস পালন।।
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।
তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।।

প্রকৃত ভৃত্য প্রভুর নিকট নিজের স্বার্থের জন্য কিছুই প্রার্থনা করে না। প্রভুর যাহাতে সুখ হয়, সে তাহাই করিয়া থাকে। সাধ্বী নারী পতির নিকট নিজের সুখের জন্য কিছুই প্রার্থনা করে না। পতি যাহা দেন তাহাতেই সন্তুষ্টা থাকেন। চিরকালের জন্য পতিসেবাই কাম্য করেন। কারণ, সতী নারী জানে যে, পতিই একমাত্র তাহার জীবনের জীবন, তাহার ভূষণ, শোভা, আশ্রয়—তাহার বলিতে যাবতীয় সকলই পতিকে কেন্দ্র করিয়া। সেই প্রকার প্রকৃত ভৃত্যেরও যাবতীয় গৌরব, অহঙ্কার, আশা, আকাঙ্ক্ষা সকলই তাহার পরমারাধ্য প্রভুপাদপদ্মকে কেন্দ্র করিয়া। ভৃত্য জানে প্রভুই যখন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তখন ব্রহ্মাণ্ডের নশ্বর কোন বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিয়া আকর বস্তুর সেবা হইতে বঞ্চিত হইব কেন? প্রভুর আশ্রয়ে থাকিলে, না চাহিলেও প্রভু যাবতীয় বস্তুর মালিক হয়ত ভৃত্যকে করিতে পারেন, কিন্তু অন্য কোন বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহা সকলের মালিক প্রভুকে প্রদান করিতে পারিবে না। এজন্য ভৃত্য স্বর্গ কি নরক, সুখ কি দুঃখ কোন বস্তুর জন্য উদ্বিগ্ন হয় না। প্রভুর প্রদত্ত বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকে। নিষ্কপট ভৃত্যের প্রার্থনা শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টনপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স চ সত্তমঃ।।
(ভাঃ ১১।১১।৩২)

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।
(ভাঃ ৩।২৯।১৩)

অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা 'ধর্ম্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি তাহার গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধু। অধিকন্তু, সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি) সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃতসেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

যে ভৃত্য নিজের কোন সুবিধার জন্য প্রভুর সেবা করে, সে ভৃত্য নহে। যে ভৃত্য সেবার বিনিময়ে ভগবানের নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রার্থনা করে, সে বণিক্। যেখানে আদান-প্রদান, সেখানে বণিগ্বৃত্তি। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৎ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—"যস্ত আশীষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।"

যথার্থ সেবক প্রভুর সেবার জন্য নরকে যাইতেও দ্বিধা বোধ করেন না। গোবিন্দ নামক শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন আদর্শ নিষ্কপট সেবক ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ মধ্যাহ্নে প্রসাদ সম্মান করিয়া বিশ্রামের জন্য শয়ন করিলে ভক্ত গোবিন্দ পাদসম্বা-

হনাদি দ্বারা তাঁহার সুখ-বিধান করিতেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর সেবক গোবিন্দের ঐকান্তিকতা পরীক্ষণের জন্য প্রসাদসম্মানান্তে গম্ভীরা গৃহের দ্বারদেশে সোজা-সুজিভাবে শুইয়া পড়িলেন। গোবিন্দের আসিতে বিলম্ব হইল। তিনি গৃহদ্বারে মহাপ্রভুকে শয়ান দেখিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের উপায়ান্তর না দেখিয়া, মহাপ্রভুর শরীরের উপর একখানা বহির্ব্বাস ফেলিয়া তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশানন্তর নির্দ্দিষ্ট সেবা করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার প্রসাদ-সম্মানের সময় উত্তীর্ণ হইলেও মহাপ্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া প্রসাদসম্মানার্থ গমন করিলেন না। অনেকক্ষণ পরে মহাপ্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি যেন কুপিত হইয়া গোবিন্দের প্রতি তাকাইয়া তাঁহাকে তখনও প্রসাদ-সম্মান করিতে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে তিনি তাঁহার সেবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন কিন্তু আর যাইতে পারেন নাই। যেপ্রকারে গৃহা-ভ্যন্তরে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন, ঐ প্রকারে প্রসাদ-সম্মানের জন্যও তিনি গমন করিলেন না কেন? জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন যে তিনি নিজের জন্য ঐরূপ অন্যায় আচরণ করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

গোবিন্দ কহে,—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন॥
'সেবা' 'লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥

তাই বলি, ভৃত্যের ভাবনা, ভৃত্যের আশা ভরসা, ভৃত্যের উৎকণ্ঠা, ভৃত্যের বেশভূষা, ভৃত্যের স্বীয় শরীররক্ষণ—যাবতীয় কার্য্যই প্রভুর প্রীতির জন্য। যেমন কোনও প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজার সামান্য নগণ্য ভৃত্যও তাঁহার রাজ্যের অথবা রাজ্যের বাহিরে কোন শত্রুকেও ভয় করে না তেমনই ভগবানের অহৈতুক নিষ্কপট সেবক স্বয়ং যমকেও ভয় করে না। সে মায়ার কোন প্রকার ভীতিতেই চঞ্চল হয় না। সে প্রভুর উপর নিজের দায়িত্ব সকলই অর্পণ করে, ভৃত্যের ভাবনার বস্তু—একমাত্র প্রভুর অভয়পাদপদ্ম। সে মায়াকে জয় করিবার জন্যও ব্যস্ত হয় না। ভগ-বৎ-সেবায় নিষ্ঠা লাভ করার দরুণ মায়া নিজেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যখন ভৃত্যের যাবতীয় চিন্তা ভগবানের সুখ-বিধানের জন্য নিয়োজিত হয় তখন ইতরচিন্তাস্রোত আর তাহাকে চঞ্চল করিতে পারে না, ভৃত্যের ভাবনার বিষয়ে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি।
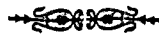
মঠবাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার

[গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত]

মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ যস্মিন্ ইতি মঠঃ। যাহাতে পরমার্থশিক্ষার্থিগণ আচার্য্যের অনুগত হইয়া বাস করেন, তাহাই মঠ। মঠ ও সাধারণ গৃহের সহিত পার্থক্য এই যে, গৃহ—ভোগাগার আর মঠ—হরি-সেবাগার। যেখানে ভোগ প্রাবল্য, সেখানেই স্ব-স্ব-প্রাধান্য-স্থাপনের প্রয়াস; আর যেখানে অকৃত্রিম হরি-সেবার পারিপার্শ্বিকতা, সেখানেই পূর্ণ আনুগত্য-ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

মঠ—ভোগিমঠ, ত্যাগিমঠ ও ভক্তিমঠ-ভেদে ত্রিবিধ; বস্তুতঃ ভোগিমঠ 'মঠ' পদ-বাচ্য নহে। দারী-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের যে সকল ভোগবর্দ্ধনমঠ ভোগের গুপ্তাগাররূপে বিরাজিত, তাহা 'মঠ' শব্দের ব্যভিচার মাত্র। সূক্ষ্মবিচারে ত্যাগিমঠও প্রাকৃত নির্গুণমঠের তাৎপর্য্য হইতে ন্যূনাধিক ভ্রষ্ট। আনু-গত্য-ধর্ম্মই মঠের প্রাণ; তাহা নির্ব্বেদ-জ্ঞানচেষ্টার মধ্যে অকৃত্রিমতা ও নিত্যতা রক্ষা করিতে পারে না

বলিয়া অনেকে জ্ঞানিমঠকে প্রকৃত 'মঠ' শব্দে অভিহিত করিতে প্রস্তুত নহেন।

অনেকের ধারণা 'মঠ' শব্দটি জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই কোন কোন ভক্তসম্প্রদায় ধার করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা নহে; পারমার্থিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিষ্ণুর সেবালয়কেই অতি প্রাচীনকালে 'মঠ' শব্দে অভিহিত করা হইত। আচার্য্য শঙ্করের চারিটি* মঠস্থাপনের বহু পূর্ব্ব হইতে বৈষ্ণবাচার্য্য আদি বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের মঠ বিরাজিত ছিল।

আনুগত্যধর্ম্মই ভক্তির মেরুদণ্ড বা ভক্তির নামান্তর। অতএব আচার্য্যানুগত্য ভক্তিমঠেই সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হয়।

ভোগাগার সমাজ বা গৃহের মধ্যেও আনুগত্যের একটি বিকৃত প্রতিচ্ছবি আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিতে পারি, তাহার কারণ কোনও প্রধানের আনুগত্য না থাকিলে ভোগের সৌকর্য্য সাধিত হইতে পারে না—সমস্তই লণ্ড ভণ্ড হইয়া যায়। এজন্যই গৃহবাসিগণ বিশিষ্ট গৃহপতি বা কর্ত্তার অধীনে ও অনুশাসনে অবস্থিত হইয়া স্ব-স্ব-ভোগ আহরণ করিয়া থাকে।

মঠে আচার্য্যের প্রতি আনুগত্যধর্ম্ম যদি সেইরূপ কৃত্রিম আনুগত্য বা আনুগত্যের বিকৃত ছায়া হয়, তাহা হইলে তাহা মঠবাসীকে (?) বহির্ম্মুখ গৃহবাসীরই অন্যতম বা প্রচ্ছন্ন ভোগী গৃহবাসী করিয়া তোলে।

মঠবাসীর অপর নাম—অন্তেবাসী, শিক্ষার্থী বা শিষ্য। তাঁহারা আচার্য্য বা গুরুপদান্তিকে বাস করিয়া আচার্য্যের অভীষ্ট সেবা শিক্ষা করেন। আচার্য্য-সেবাই ব্রহ্মচর্য্য, আচার্য্য-সেবাই মঠবাসীর সন্ন্যাস, আচার্য্য-সেবাই মঠবাসীর বনে প্রস্থান, আচার্য্য-সেবাই মঠবাসীর প্রকৃত গার্হস্থ্য।

আচার্য্য-সেবায় কৃত্রিমতা প্রবেশ করিলে মঠ-বাস হয় না, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ ও গার্হস্থ্যধর্ম্মও রক্ষিত হইতে পারে না। ফলের দ্বারা যেরূপ কারণ অনুমিত হয়, তদ্রূপ কে কি পরিমাণ মঠবাসী, তাহাও আচার্য্যসেবার অকৃত্রিমতার কষ্টিপাথরে ধরা পড়ে। মনুষ্যের চক্ষে ধূলা দেওয়া যায়, ধাপ্পা দিয়া জগতের লোকের মুখও সাময়িক ভাবে বন্ধ করা যায়, কিম্বা নানা চাল চালিয়া বাহিরের সাজসজ্জা রক্ষা করা যায়; কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করিয়া ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনকে ঠকান যায় না, তাঁহাকে ঠকাইতে গেলে কামারকে ইস্পাত ঠকাইবার ন্যায় নিজেই ঠকিতে হয়।

নির্গুণ হরিসেবা-নিকেতন মঠে যে কেবল ব্রহ্মচারিগণই বাস করেন, তাহা নহে; আচার্য্য সেবাপরায়ণ সংযত গৃহস্থগণও তথায় অনুক্ষণ বা সাময়িকভাবে বাস করিতে পারেন, তবে গৃহস্থগণ যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মঠের দ্বারা তাঁহাদের কেবল সাংসারিক জীবনের সুবিধা বা লাভ উঠাইয়া লইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মঠবাসীর পরিবর্ত্তে মঠভোগী বলা যাইবে। সাংসারিক ব্যয় বাঁচাইবার জন্য মঠে বাস কিংবা মঠের হরিসেবার অর্থের দ্বারা নিজের বা দৈহিক আত্মীয়-স্বজনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুখসুবিধা অথবা আখেরের বন্দোবস্ত করিবার বুদ্ধি উদিত হইলে মঠভোগ হইয়া যায়। হরিসেবা-সম্পর্কে মঠের সহিত যে সকল জাগতিক সম্মানিত বা আঢ্য ব্যক্তির পরিচয় আছে, মঠবাসের অভিনয়কারী গৃহস্থব্যক্তি যদি সেই সকল পরিচয়ের অবৈধ সুযোগ লইয়া তদ্দ্বারা ব্যক্তিগত সাংসারিক বা বৈষয়িক জীবনের উন্নতি-সাধনে যত্নবিশিষ্ট হন বা ঘূণাক্ষরেও হৃদয়ের অন্তরালে সেইরূপ সাহায্যের প্রত্যাশা পোষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মঠবাসী না বলিয়া মঠভোগী বলা সমীচীন নহে কি? হয়ত' কোন কোন স্থানে এইরূপ দৃষ্টান্তও চক্ষে পতিত হইতে পারে যে, আচার্য্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশমতে মঠবাসী গৃহস্থের কেহ কেহ, এমন কি তাঁহাদের স্বজনবর্গও মঠের সাহায্যে ন্যূনাধিক পরিপুষ্ট বা প্রতিপালিত হইতেছে। ঐরূপ দৃষ্টান্ত কোন গভীর ও গুহ্য উদ্দেশ্য-যুক্ত কিনা, তাহা না জানিয়া

---

* শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিটি শিষ্যদ্বারা ভারতের উত্তরে বদরিকায়—জ্যোতির্ম্মঠ, পুরুষোত্তমে—ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধনমঠ, দ্বারকায়—সারদামঠ এবং দাক্ষিণাত্যে—শৃঙ্গেরিমঠ স্থাপন করেন।

অপরের পক্ষে ঐরূপ দৃষ্টান্তের অনুকরণ বা উহার নজির দেখাইয়া ব্যক্তিগত সাংসারিক বিষয়ে সমৃদ্ধি-লাভের জন্য দাবী করা মঠবাসী হরিসেবকের কর্ত্তব্য নহে। তাহা মঠভোগেরই প্রয়াস।

মঠবাস করিতে করিতে এরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত-সকলও আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়িতে পারে, যাহা হয়ত' আমাদের আধ্যক্ষিকতার নিকট অত্যন্ত বিপ্লবী ও অসহনীয় বলিয়া বোধ হইবে। যদি সে-স্থানে আমাদের আধ্যক্ষিকতা সেবাব্রতের সুদৃঢ় কেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া গণগড্ডলিকার সহিত মৎসরতার জহরব্রতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহা হইলে তথাকথিত ন্যায়পরায়ণতার নামে সেবাময় প্রাণ'ক' হারাইয়া ফেলিতে হইবে। এজন্য এরূপ সঙ্কটে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। আমার পারিপার্শ্বিকতার সমস্ত বিপর্য্যস্ত হউক, জগতের সমস্ত লোক স্বতন্ত্র হইয়া পড়ুক, তথাপি আমি আমার সেবাব্রত পরিত্যাগ করিব না, যিনি এইরূপ ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞার বহ্নি ব্রহ্মাগ্নির ন্যায় সর্ব্বদা হৃদয়ে জ্বালাইয়া রাখিতে পারেন, তিনিই এই জগতের মায়াযুদ্ধে জয়ী হন, তিনিই সত্য সত্য নিত্য মঠবাসী থাকিতে পারেন ও মঠবাসী থাকিয়া আচার্য্যের কৃপা-কেতন রূপে উড্ডীন হইয়া থাকেন।

মঠবাসীর সহিত নিষ্কিঞ্চন নির্জ্জনবাসী বা বৃক্ষতলবাসীর পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য এই যে, মঠবাসী বিধি ও অনুশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া আচার্য্য-সেবা করিতে করিতে নিজমঙ্গল লাভ করেন; নির্জ্জনবাসী সেরূপ কোন অনুশাসনের বশবর্ত্তী হন না।

মঠে অসংখ্য অধিকারের অসংখ্য প্রকার ব্যক্তি বাস করেন, তাঁহারা হয়ত' অনেকেই অনর্থরোগ উপশমের জন্য পারমার্থিক হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছেন। হাসপাতালের খাতায় তাঁহাদের নাম রেজিষ্ট্রি হইয়াছে বলিয়াই যে তাঁহারা সকলেই সমান অধিকারী, এরূপ কল্পনা করা অযৌক্তিক। বিভিন্ন অধিকারের লোক দেখিয়া শঙ্কাযুক্ত হইলে কখনও আমি আরোগ্যলাভ করিতে পারিব না।

প্রত্যেকেই আচার্যসদ্বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার যত্ন করিবেন, নিজের মঙ্গলের প্রতি নিজে তীক্ষ্মদৃষ্টি রাখিবেন; অপরের ছিদ্র দর্শন বা অনুসন্ধান করিলে নিজের রোগত' সারিবেই না বরং উহার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে নিজের মধ্যে সেই নিন্দিত রোগই সংক্রামিত হইয়া পড়িবে। অপরের ব্যাধি বা ছিদ্রের নিন্দা না করিয়া যিনি যে বিষয়ে যতটুকু সুস্থ, তিনি ততটুকু সেই বিষয়ে অপরকে সদ্ভাবে, অকপটে ও অকৃপণতার সহিত সাহায্য করিবেন। যদি সাহায্য না করেন, তবে তিনি কিছুতেই নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবেন না; তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে ছিদ্রানুসন্ধিৎসু, না হয় সেই রোগের রোগী করিয়া ফেলিবে। সংঘারামে বহুব্যক্তি হরিসেবায় পরস্পর সহায্য লাভ করিবার জন্য এক সদ্বৈদ্যের অধীনে বাস করিতেছেন, সেখানে যদি পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম সহানুভূতি না থাকে, তাহা হইলে একজনের মঙ্গলে আর একজনের মৎসরতার উদয় করাইয়া পরস্পরের মধ্যে কেবল মনোমালিন্য ও প্রচ্ছন্ন শত্রুতার 'নালিঘা'র সৃষ্টি করিবে।

অনেক সময় হয়ত' মঠবাসীগণের মধ্যে কোন সতীর্থ অজ্ঞাতক্রমে কোন ত্রুটি বা ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্যই করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার ঐরূপ কার্য্যকে কেবলমাত্র প্রতিকুল সমালোচনার পেষণীযন্ত্রে পুনঃ পুনঃ পিষ্টপেষণ করিতে করিতে অতিরিক্ত তিক্ত বা তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে ঐ বিষয়ের গুপ্তসমালোচনায় আনন্দভোগ না করিয়া সদুদ্দেশ্য ও সরলতার সহিত মিষ্টবাক্য অথচ যাহাতে তাঁহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিতে পারে, এইরূপ সদ্‌যুক্তির সহিত সৎসিদ্ধান্তটি বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক এবং প্রয়োজন হইলে তাহা কৃপাপূর্ব্বক নিজের আচরণে প্রতিফলিত করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। পারমার্থিক শিক্ষামন্দিরের শিশুগণের নিসর্গগত ত্রুটি, বিচ্যুতি এমন কি অপরাধসমূহের প্রতি সকল সময়ই অসহনীয় লগুড়াঘাত, ব্যঙ্গ-বাক্যবাণ প্রয়োগ কিংবা উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে তাঁহাদের প্রতি অধিকারোচিত দয়া প্রদর্শনে যে কৃপণতা করা হইবে, তৎফলে তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে বিদ্রোহী মঠবাসী হইবার সাহায্য করা হইবে মাত্র।

মঠায়তনরূপ প্রতিষ্ঠানকে একটি পূর্ণাঙ্গ পুরুষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মঠের বিভিন্ন নির্ম্মল ও সুস্থ অঙ্গ লইয়া সম্পূর্ণ মঠায়তনটি রচিত হইয়াছে। আচার্য্যপাদপদ্ম মঠায়তনের ভুবন-মঙ্গল অতিমর্ত্ত্য মস্তিষ্ক-স্বরূপ। মস্তিকের দ্বারাই সমস্ত

অঙ্গ নিয়মিত ও সমস্ত অঙ্গে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ককে বিচ্ছিন্ন করিলে অতীব শোভন অঙ্গেরও কোনই মূল্য বা সার্থকতা থাকে না; আবার মস্তিষ্ককে সংযুক্ত রাখিয়াও অন্যান্য ইতর বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অযথা উপেক্ষা বা অনাদর করিলে মস্তিষ্কের সেবা-সাধক অঙ্গসমূহের অবমাননা করায় মস্তিষ্কের সেবায় বিঘ্ন উৎপাদন করা হয়। তাই যাঁহার আচার্য্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও অকৃত্রিম অনুরাগ আছে তিনি কোন মঠবাসীকেই, অধিকারে যিনি যতই ক্ষুদ্র বা নগণ্য হউন, উপেক্ষা, অনাদর, অপ্রীতি, হিংসা, দ্বেষ বা মৎসরতার চক্ষে দেখিতে পারেন না। 'কনিষ্ঠ'কে 'পাপিষ্ঠ' মনে না করিয়া তাঁহাকে স্নেহ ও উপদেশাদি দ্বারা আদর প্রদর্শনপূর্ব্বক মঠায়তনের শিরঃস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় অধিকতর সংলগ্ন ও গরিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিবেন।

কনিষ্ঠকে সাধারণ 'খিদমদগার' মনে করিলে কিম্বা কার্য্য-কলাপে সেই সম্বন্ধটি মাত্র বজায় রাখিলে অথবা সেই সম্বন্ধ সংরক্ষণের জন্য কপটতার সহিত তাঁহাকে তোষমোদ করিলে কনিষ্ঠের প্রতি (কৃত্রিম) আদরের নামে যে গুপ্ত হিংসা-বহ্নি ধূমায়িত করা হইবে, তাহা ক্রমে ক্রমে ধূমায়িত অবস্থা হইতে প্রজ্জ্বলিত ব্যাপক অবস্থা লাভ করিতে পারে। কাজেই যাঁহারা লোক-শিক্ষকের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন, পরমার্থ-শিক্ষা-মন্দিরের শিশুগণকে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা-প্রদানের ভার তাঁহাদের উপরই ন্যস্ত। হয়ত' এস্থানে একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, কনিষ্ঠগণের শিক্ষা-ভার কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর স্থায়িভাবে নিযুক্ত না হওয়ায়, অনুক্ষণ পট-পরিবর্তনের মধ্যে তাহা অস্থির হইয়া পড়ায় ও সময় সময় বিভিন্ন মতাবলম্বীর নিয়ামকত্ব অনধিকার-প্রবেশ করায় কনিষ্ঠগণের শিক্ষার গতি উন্মার্গগামী ও যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি আমাদের সকলের উদ্দেশ্য এক তাৎপর্য্য-পর ও নির্ম্মল হয়, তবে বিভিন্ন হস্তচালনা, পরিবর্তন-শীলতা ও বিভিন্ন নিয়ামকত্বের মধ্যেও আমরা শিক্ষিত ও শিক্ষক হইতে পারি। সেখানে শিক্ষকের অভিমানেও নিত্য শিক্ষার্থীর অভিমান হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় না—"মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ যস্মিন্"—এই কথাটি সর্ব্বদাই হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকে।

'আমি শিক্ষার্থী নহি, অদ্বিতীয় শিক্ষক, আমি সব জানি'—এইরূপ অভিমান মঠবাসীর অভিমান নহে। মঠবাসী এরূপ আদর্শ আচরণ করিবেন, যাহাতে তাঁহার প্রত্যেকটি আচরণই পরস্পরের শিক্ষার সহায়তা করে, পরস্পরের সঙ্গ পরস্পরের বাঞ্ছনীয়, পরস্পরের যথাযোগ্য অনুশাসন ও সম্মান অনুক্ষণ প্রার্থনীয় হয়; আর যদি পরস্পরের আচরণ ও ব্যবহার পরস্পরের শিক্ষার আদর্শের উপকরণ প্রদান না করিয়া কেবল প্রতিকুল সমালোচনার ইন্ধন সরবরাহ করে, পরস্পরের সঙ্গ পরস্পরের কামনার বস্তু না হইয়া বিষের ন্যায় অবাঞ্ছনীয় হয়; পরস্পরের অনুশাসন ও অভিনন্দন আন্তরিক প্রার্থনীয় বিষয় না হইয়া কেবল কপটতা ও কৃত্রিমতাগর্ভ জ্বালাময় দুঃসহনীয় ব্যাপার হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জানিতে হইবে, আমরা আচার্য্যসেবার তাৎপর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি; আমরা আর মঠবাসী নহি,—গৃহান্ধ-কূপ-বাসী হইতেও অধিকতর মণ্ডুকতাধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইয়াছি। আমাদের বাগ্‌বৈখরী কেবল ভেকের কলরবের ন্যায় স্বস্ব-মৃত্যুবরণের পাথেয় মাত্র, আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত মানবজীবনের পরম পাথেয় হরিকীর্ত্তনকে হারাইয়া ফেলিয়াছি।

প্রত্যেক মঠবাসীই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবক অপর মঠবাসী বা স্বমঠবাসীর প্রতি সর্ব্বতোভাবে যথাযোগ্য সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন। কোন মঠসেবক আমার অধীনস্থ বা আমার সাক্ষাৎ প্রয়োজন-সাধক নহেন বলিয়া তাঁহার দিকে আমি আদৌ তাকাইব না, এমন কি পিপাসায় তাঁহাকে এক গণ্ডূষ জলও প্রদান করিব না, করিলে আমাকে অনর্থক অতিরিক্ত বোঝা ঘাড়ে লইতে হইবে, হয়ত' সে বোঝা বহনের পারিশ্রমিক প্রতিষ্ঠাটুকু আমি আমার উপরওয়ালাদের নিকট হইতে পাইব না—এইরূপ বিচার করিয়া অপরের প্রতি সহানুভূতিহীন হইলে প্রত্যেককার্য্যেই আমাকে সেবার পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠাশা-পারিশ্রমিক চয়ন করিয়া বেড়াইতে হইবে। প্রত্যেকেই যদি এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যে সেবার পরিমাণের পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠাশার পরিমাণের খতিয়ান খুলিয়া বসেন, তবে মঠবাসীকে (?) ভোগান্ধ গৃহবাসী অপেক্ষাও অধিকতর দ্বন্দ ও সংঘর্ষ-পূর্ণ করিয়া তুলিবে। ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ গৃহদ্বন্দ্বের

দ্বারা ব্যষ্টি বা সমাজের যে অহিতসাধন ও কলঙ্কের প্রচার হয়, মঠবাসিগণের মধ্যে দ্বন্দ্বোৎপত্তিতে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণে অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। অহৈতুক সেবাব্রতগ্রহণকারিগণের মধ্যেও যদি প্রতিষ্ঠা-ঘুষ না পাইলে কেহই তৃণভঙ্গ না করেন, তবে সেরূপ ঘুষের রাজ্যে চরমে পরস্পর ঘুষাঘুষি করিতে করিতে যদুবংশ ধ্বংস হইয়া যায়।

অনেক সময় মঠবাসীর অভিমান করিয়া যদি আমরা প্রাকৃত পরার্থিতা বা altruism এর নিন্দা করিতে করিতে উহাকে মঠবাসিগণের প্রতি অতিব্যাপ্ত করিয়া ফেলি অর্থাৎ মঠ-সেবকগণের সেবা করিলে কর্ম্মমার্গ হইয়া যাইবে বিচার করি, আবার যাঁহার প্রতি সেবার ভান দেখাইলে অনেক কিছু প্রতিষ্ঠা ঘুষ পাওয়া যাইবে, তাঁহাকে এরূপভাবে সেবা (?) করিতে আরম্ভ করি যে, তিনি যুগপৎ সকলের সেবাভারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়েন, তাহা হইলে উভয় প্রকার ভোগ-বুদ্ধি ও কৃত্রিমতার নিকট হইতে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাদেবী চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিবেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আনুগত্য-ধর্ম্ম মঠবাসের মেরুদণ্ডস্বরূপ। মঠবাসীর দৈনন্দিন আচরণের কোনটিই আনুগত্য ধর্ম্মকে পরিহার করিবে না। কি প্রসাদ-সম্মান-কালে, কি হরিকথা-শ্রবণ-সময়ে, কি হরিকথাপ্রচারের কালে—সকল সময়ই আনুগত্য-ধর্ম্ম মঠবাসীগণের চরিত্রের ভূষণ-রূপে প্রকাশিত থাকিবে। মঠবাসী বৈধীভক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া স্বস্ব-ভোগ-প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহিলে উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে মঠায়তনকে সেচ্ছাচারিতার ক্রীড়াভূমি করিয়া তুলিবে। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ভোগের পরেই মঠবাসিগণ ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। ভগবৎপ্রসাদগ্রহণ-কালে প্রত্যেকেই অহংপূর্ব্বিকা নীতি (অর্থাৎ 'আমাকে অগ্রে দাও', 'আমাকে অগ্রে দাও' এইরূপ ব্যগ্রতা) প্রকাশ করিলে কিম্বা 'আমাকে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি দাও', এইরূপ উৎ-কণ্ঠা বা স্বেচ্ছাপূর্ণা নীতি প্রকাশ করিলে প্রত্যেকেই ঐরূপ অনুকরণ করিতে করিতে এক মহাহট্টগোলের সৃষ্টি করিবে। কাঁহারও কাহারও হয় ত' 'বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না' এই নীতি-জাত হৃদয়-উদ্বেগ হৃদয়েই থাকিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে গুপ্ত-বিদ্রোহ বাহিরে আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি করিতে থাকিবে এবং ঐরূপ বিদ্রোহী আগ্নেয় গিরিমালার পরস্পর সহৃদয় সম্মিলনে মঠায়তনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলিকে নানা-প্রকারে শিথিল করিয়া তুলিবে।

হরিকথা-শ্রবণকালেও আমাদের আনুগত্যধর্ম্ম বিশেষ আবশ্যক। হয় ত' শ্রোতার কৃত্রিম সজ্জায় কাহারও নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছি, কিন্তু অন্তরে তাহার প্রতি অন্যরূপভাবে পোষণ করি বা কাহারও হরিকথা কীর্ত্তনকালে ঐসকল কথা আমার জানা আছে মনে করিয়া ঐসময় অন্য কোন হরি-সেবার কার্য্যে সদ্ব্যবহার করিবার পরিবর্ত্তে গুল্তানিতে বা আরাম-প্রিয়তায় কাটাইয়া দেই, আমার এইরূপ আদর্শ অচিরেই সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হইয়া বহু দুর্ব্বল মঠবাসীকে সহজেই আক্রমণ করিয়া বসিবে। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আনুগত্যধর্ম্মের অভাবেই এইরূপ গুল্তানিপ্রিয়তা আমাদিগকে আক্র-মণ করে এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই হরিকথা বা আত্মমঙ্গলের প্রতি অনাদর ঘটাইয়া থাকে।

অনেক সময় মঠবাসিসূত্রে যাহা প্রচার করি, তাহা শুনিতে আমার ব্যক্তিগতও আগ্রহ নাই, অন্যান্য তথাকথিত মঠবাসিগণেরও রুচি নাই, প্রচার-কার্য্যটি যেন বাহিরের লোকের জন্য, মঠবাসীর ব্যক্তিগত জীবন বা ব্যষ্টিগত জীবনের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ যে কথা আমি নিজে শুনি না অর্থাৎ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করি না বা আমার সতীর্থ-গণকে শুনাইতে পারি না, তাহা বাহিরের লোক শুনিবে কেন? বাহিরের লোকের অজ্ঞতা, বোকামী বা সরলতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে যে সাময়িক-ভাবে আমার কীর্ত্তনবাক্যে আস্থাবান্ করিবার চেষ্টা, তাহা যদি আমার ব্যক্তিগত চরিত্রে স্থায়িভাবে জীবন্ত আদর্শ-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে বাহি-রের লোক আমার দ্বারাই কিছুদিন পরে চতুর হইয়া আমার বিদ্রোহী হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ যদি আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাস্তবসত্যকীর্ত্তনে একান্ত অকৃত্রিম আনুগত্যধর্ম্ম বিশিষ্ট হই, তাহা হইলে তাহাতে জগতে প্রত্যেক সরল, নিষ্কপট ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা মর্য্যাদার সংরক্ষণ মঠবাসীর

একটি প্রধান কর্ত্তব্য। মঠবাসিগণ পরস্পর যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অনুক্ষণ হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। মর্য্যাদা কেবল যে উচ্চগামিনী তাহা নহে, তাহা নিম্ন ও উচ্চ উভয়দিক্‌গামিনী। ইহা ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ যেরূপ ব্রহ্মচারিবৃন্দকে অথবা কনিষ্ঠগণকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-সম্বন্ধে প্রীতি, স্নেহ, আদর ও অকৃত্রিম শুভানুধ্যানের দ্বারা তাহাদের মঙ্গলকামনাময়ী মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবেন, কনিষ্ঠগণও সেইরূপ সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ প্রভৃতি মঠবাসিগণকে অকৃত্রিম-শ্রদ্ধা ও প্রীতিময়ী মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের প্রতি স্বস্ব-অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ করিবেন।

অনেক সময় সামান্য বিষয় লইয়াই হউক বা কোন গুরুতর ব্যাপার লইয়াই হউক, মঠবাসিগণ যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা বা উচ্চবাচ্য করেন, তবে তদ্দ্বারা কেবল যে মঠবাসিগণের পরস্পরের প্রতি মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়, তাহা নহে ; শ্রীগুরুপাদপদ্মকেও অবহেলা করা হয়। সেবাপরাধ-প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের সম্মুখে পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা বা উচ্চবাচ্য 'অপরাধ' রূপে গণিত হইয়াছে ; সুতরাং মঠবাসিগণ যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে পরস্পর উচ্চবাচ্য বা বাগ্‌বিতণ্ডা করেন, তবে তাঁহারাও সেইরূপ অপরাধের ধুর্‌ বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

অনেক সময় শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎভাবে সম্মুখে উপস্থিত নাই মনে করিয়া আমরা যদি মঠবাসিগণের অনুশাসন-সমূহ উল্লঙ্ঘন করি বা পরস্পর মতভেদ, সংঘর্ষ, স্বতন্ত্রতা, যথেচ্ছাচার প্রভৃতির প্রশ্রয় দেই, তাহা হইলে তদ্দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্য ও খণ্ডিত বস্তু কল্পনার অপরাধে আমাদিগকে পতিত হইতে হয়। শ্রীগুরুদেবের আলেখ্যকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভেদজ্ঞান কিংবা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতিষ্ঠিত মঠায়তনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুক্ষণ অস্তিত্ব নাই—এই মর্ত্ত্যবিচার হইতেই এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়।

"গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার" এই বিচারে মঠবাসিগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মানুকম্পিত ও মঠের সম্পর্কে সম্পর্কিত গৃহস্থগণ'কও যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা ও তাঁহাদের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবেন। মঠবাসিগণ গৃহস্থের ছিদ্রানুসন্ধান কিংবা গৃহস্থগণ মঠবাসীর ছিদ্রানুসন্ধান করিলে পরস্পরের কাহারও হিত হইবে না, অপিচ পরস্পরের মধ্যে অপ্রীতির মাত্রাই ক্রমে ক্রমে গোপনে বর্দ্ধিত হইতে হইতে কালে তাহা এক ভীষণ বিদ্বেষবহ্নি উদ্‌গীরণ করিবে। পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া পরস্পরের কোন্‌ কোন্‌ বিষয় উপলব্ধির পক্ষে অসুবিধা হইয়াছে, তাহা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে বুঝিতে চেষ্টা করিলেই মঙ্গলময় ফল ফলিবে। তাহা না করিয়া স্বস্ব কায়িক বাচিক বা মানসিক প্রাধান্য স্থাপন বা প্রতিষ্ঠাশায় পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিলে কাহারও মঙ্গল হইবে না। গৃহস্থ বড়, না ব্রহ্মচারী বড়, ব্রহ্মচারী বড়, না সন্ন্যাসী বড়, সন্ন্যাসী বড়, না বানপ্রস্থ বড়, বানপ্রস্থ বড়, না ব্রহ্মচারী বড় এইরূপ বন্ধ্যা বিতণ্ডা করিয়া পরস্পর মারামারি করা অভক্তিপর তথাকথিত মঠবাসিগণের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইলেও ভক্তিমঠায়তনের কোনও অধিবাসীরই উহা কর্ত্তব্য নহে। হরিসেবা-বৃত্তি যাঁহার যতটা অধিক, তিনিই ততটা নিজের মঙ্গল সাধন করিয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে পারিবেন। যাঁহার হরিসেবাবৃত্তি কোন কারণে ততদূর প্রকাশিত নয়, তাঁহাকেও অকপট হরিসেবক অকপটভাবে সাহায্য করিবেন। কে ছোট, কে বড়—এইরূপ বৃথা তর্ক করিয়া হরিসেবার অমূল্য সময় নষ্ট করিবেন না।

মঠবাসীগণ পৃথিবীর সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান-প্রদান করিবেন। ঔদ্ধত্য-প্রকাশ বা আত্ম-অহমিকা-দ্বারা আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গল কোনটিই সাধন করা যায় না। 'তৃনাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ' হইয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনের প্রণালী কেবল যে বৈষ্ণবতা অর্জ্জনের পরম পাথেয়, তাহা নহে, ইহা অহমিকাপূর্ণ বিমুখ মানব-সমাজকে হরিকথা শুনাইবার পক্ষে একটি পরম কৌশল। যে মানবসমাজ প্রাকৃত অহমিকায় আচ্ছন্ন হইয়া অনুক্ষণ ধরাকে 'সরা' জ্ঞান করিতেছে, তাহার সহিত পাল্লা দিয়া অহমিকা প্রকাশ করিলে কখনই মানবকে হরিকথা শুনান যাইবে না, তাহাদের গতির বিপরীত দিকে অভিযান দেখাইলে তাহাদের অহমিকা নূতন প্রতিযোগী ইন্ধন না পাইয়া মাথা নত করিবে। কোন

লোকোত্তর আচার্য্যের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের অনুকরণ করিয়া অপরে সেই ব্যক্তিত্বময় জীবনীশক্তিবিহীন ঔদ্ধত্যমাত্র প্রকাশ করিলে তাহার ফল বিপরীত হইবে। গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা সহ্য করিতে হইবে না সত্য, কিন্তু বহির্ম্মুখগণের সহিত এমন কৌশলপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে যে, তাহাদের জিহ্বা যেন অপ্রাকৃত গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দায় কলঙ্কিত না হয়, আর আমাদের সেইরূপ নিন্দাপূর্ণ বাক্য শ্রবণের দুর্ভাগ্য না হয়।

মঠবাসী প্রচারকগণ অকপটে নিরপেক্ষ সত্য কথা প্রচার করিবেন, কিন্তু সত্য কথাকে এরূপ 'চাঁচা ছোলা' করিয়া বলিতে হইবে না, যেন অনধিকারী ব্যক্তি তাহা বুঝিতে ভুল করে, তাহা হইলে ফল বিষময় হইবে। সত্যকথা বলিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহাতেও কৌশল চাই। শ্রোতার অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যে সভা-সমিতিতে সকল প্রকারের অধিকারের শ্রোতা বর্ত্তমান, সেস্থানে সত্য কথা বলিলেও এরূপ কৌশলে বলিতে হইবে যে যাঁহারা একান্ত অকপট সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা যেন তৎপ্রতি অনুরাগী ও অধিকতর অনুসন্ধিৎসা সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারেন এবং যাঁহারা অন্যাভিলাষের অধিকারী, তাঁহারাও যেন সত্য জানিবার পরিপ্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হইতে পারেন। যখন তাঁহারা ঐরূপ পরিপ্রশ্ন করিয়া সুযুক্তিপূর্ণ শ্রৌতবাণী শুনিতে শুনিতে ক্রমে ক্রমে অন্যাভিলাষের মলগুলিকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিবার যোগ্যতা লাভ করিবেন, তখন তাঁহারা নিজেরাই অকৈতব-সত্যের উপলক্ষণ-সমূহকে বাছিয়া লইতে পারিবেন; তৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগের নিকট একেবারে 'চাঁচা-ছোলা' করিয়া সত্যকথা বলিলে তাঁহারা চিরতরে সত্যের বিদ্রোহী হইয়া পড়িবেন। হরিকীর্ত্তনকারী শ্রোতৃবৃন্দের ক্রম-মঙ্গলের পথ চিরতরে রুদ্ধ করিবেন না, তাঁহাদিগের যোগ্যতা পরিবর্দ্ধন ও পরিপ্রশ্নমূলে শ্রবণের সুযোগ দিবেন।

অনেক সময় হয়ত' অনর্থরোগে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া কেহ কেহ সদ্বৈদ্য ভুবনমঙ্গল মঠায়তন প্রভৃতির প্রতিও নানা কুবাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন। অজ্ঞশিশু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাতাপিতার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ এবং হিংস্র জন্তু-ভ্রমক্রমে বা নিসর্গতা-নিবন্ধন উপকারীরও অপকার করিয়া থাকে। বিজ্ঞ মঠবাসী বা প্রচারকগণ জগতের ঐরূপ দুইশ্রেণীর ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নানাপ্রকার অবিচার ও অত্যাচারের ডালি উপহার পাইলেও তাহাদিগের প্রতি প্রতিযোগিতা-পূর্ণ কুবাক্য প্রয়োগ করিবেন না। রোগীর সহিত চিকিৎসকের প্রতিযোগিতা নাই, ছলে বলে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে দয়া প্রকাশের অবকাশ আছে। কিন্তু রোগীকে দয়া করিতেছি, একথাও তাহাকে শুনাইতে হইবে না, কার্য্যের দ্বারা অনুভব করাইতে হইবে। কেবল মাত্র কথায় শুনাইলে রোগী আপনাকে নিম্নস্থানে অবস্থিত দেখিয়া চিকিৎসকের বিদ্রোহী হইয়া পড়িবে, রোগীর সহিত কৌশলপূর্ণ অথচ অকৃত্রিম শুভেচ্ছাময় প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া তাহার মঙ্গল করিতে হইবে।

অনেক সময় হয়ত' কোন কোন অদৈবপ্রকৃতি ব্যক্তি মঠবাসিগণকে নানাভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতে পারে। হাতি যখন রাজপথ দিয়া গমন করে, তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া চিৎকার করিয়া থাকে। ইহাই উহাদের নৈসর্গিকধর্ম্ম; কিন্তু গজপৃষ্ঠে আরূঢ় কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই হস্তিপৃষ্ঠের উচ্চাসন হইতে অবতরণ করিয়া কুকুরের সহিত পাল্লা দিবার জন্য কুকুরকে কাম্‌ড়াইতে যান না। অতএব মঠবাসী বা প্রচারকগণ খল-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের চীৎকারের সহিত কোনপ্রকার প্রতিযোগিতা না করিয়া উহার প্রতি বধির থাকিবেন এবং সুধীরের ন্যায় হরিকীর্ত্তনের জন্যই কর্ণবেধ সম্পাদন করিবেন।

মোটকথা, মঠবাসিগণের আচরণ যেন কখনও এরূপ না হয়, যাহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত ত্রুটী কখনও পরোক্ষভাবেও গুরুপাদপদ্মে কলঙ্কারোপ করিতে পারে। অকৃত্রিম আচার্য্যসেবা, অকপট গুরুবৈষ্ণবানুগত্য, সহিষ্ণুতা, পরস্পর প্রীতি, মৈত্রী, সৌহার্দ্দ, প্রেম, সরলতা, অনুক্ষণ হরিসেবা-তৎপরতা, মর্য্যাদা-সংরক্ষণ, মানদান, হরিসেবার্থ সর্ব্বদা ভোগ-ত্যাগ, অন্তরে বাহিরে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও সমব্যবহার, অদম্য হরিসেবানুরাগ, সত্যগর্ভ বিনয়বাক্য, অবিশ্রান্ত প্রাণবন্ত হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন, বহির্ম্মুখ আলোচনারও সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গের বর্জ্জন, অনিন্দা অথচ নিজের অনর্থময় নিন্দিত জীবনকে গর্হণ ও তাহা

সংশোধনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা প্রভৃতি সদনুশীলনের দ্বারা মঠবাসী সর্ব্বদা গুরুপদান্তিকবাসী হইয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিবেন। শ্রীলরূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতরূপ যে মহৌষধি প্রকট করিয়াছেন, তাহা গুরুপদান্তিকবাসী হইয়া অকপটে অবিশ্রান্ত পান করিতে করিতে আমাদের অপ্রাকৃত গোবিন্দসেবায় অধিকার লাভ হইবে। ইহারই নাম মঠবাসী।

বিদেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সমাচার

(বিমান ডাকে প্রাপ্ত)

[২]

সিঙ্গাপুরে

নিখিল ভারত রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমারাধ্য গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য-অধ্যক্ষ পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমার পর প্রচারপার্টি লইয়া পাঞ্জাব প্রদেশের জলন্ধর, রোপর, লুধিয়ানা, হোশিয়ারপুর প্রভৃতি স্থানের ; চণ্ডীগড় ও দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ) মঠের বার্ষিক উৎসব, ধর্ম্মসম্মেলন, নগরসংকীর্ত্তন, রথযাত্রা অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ দেড়মাসকাল প্রচারান্তে বিগত ৩১ বৈশাখ (১৪০৪) ; ১৪ মে (১৯৯৭) বুধবার রাত্রি ১১-১৫ ঘটিকায় দিল্লী ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হইতে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্‌সের বিমানে সিঙ্গাপুর যাত্রা করিয়া যান। প্রচারপার্টির সকলে নিউদিল্লী হইতে পূর্ব্বা এক্সপ্রেসে ১৭ মে শনিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্তা, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র ও ভাটিণ্ডার শ্রীভূপেন্দ্রকুমারজী শ্রীল মহারাজের সঙ্গী ও সেবকরূপে সিঙ্গাপুর গমন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ১৫ মে বৃহস্পতিবার প্রাতে সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ও শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য-অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসপ্রাপ্ত শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ (ইংরেজ), বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীডি-ডি গুপ্তা, ফরাসীদেশের শ্রীবিন্দুমাধব দাস সস্ত্রীক ও অন্যান্য বিশিষ্ট সজ্জনগণ শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীডি-ডি গুপ্তার ফ্ল্যাটে শ্রীল মহারাজ ও ভক্তগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। যে ফ্ল্যাটে মহারাজ আছেন সেই ভবনটি ৩০ তলা।

সিঙ্গাপুরের যে ভৌগোলিক বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হইল—

'এখানে একটি সহর লইয়াই দেশ। সহরটী অতীব সুন্দররূপে বিন্যস্ত। এখানে বহুতল ভবন ৭০ তলা পর্য্যন্ত। বিদ্যুৎসরবরাহে load-shedding কি এখানকার লোক জানে না। শ্রীডি-ডি গুপ্তার বাড়ীর সম্মুখেই Sea-beach। খুব সুন্দর ব্যবস্থা। বহু সুন্দর পাকা রাস্তা আছে, রাস্তা দিয়া যুবক, বৃদ্ধ প্রাতর্ভ্রমণে আসেন, প্রত্যেকেই শারীরিক exercise —দৌড়াইয়া চলেন। সুন্দর ময়দান ও বহু বৃক্ষাদি আছে। বহু নারিকেল বৃক্ষ আছে, নারিকেল ফল আছে, কেহ স্পর্শ করে না। সংলগ্ন মালয়েশিয়া হইতে তরিতরকারি প্রভৃতি আসে। এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর—সুসজ্জিত সহর—রাস্তাঘাট অতীব সুন্দর। দেখিলেই বুঝা যায় খুব ধনী লোকের বাস। যে flat এ মহারাজ ও ভক্তগণ আছেন তাহার মূল্য নয় কোটি। বোম্বাইতে একটি flat এর মূল্য এক কোটি শ্রুত হওয়া যায়। এখানে নয়গুণ। অবশ্য

এখানে Singapore doller এর মূল্য ২৭।২৮ গুণ বেশী ভারত হইতে। প্রায় সবই automatic, এখানে স্থানীয় লোকের ব্যবহারও ভাল। লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ। তন্মধ্যে বৌদ্ধই বেশী। ভারতীয়গণের মধ্যে তামিল দেশের লোক বেশী, গুজরাটী, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী আছেন, মুসলমানও আছেন, খৃষ্টানও আছেন। সর্ব্বদেশের লোক আছেন, কিন্তু কোনও বিবাদ নাই।'

১৬ মে শুক্রবার শ্রীডি-ডি গুপ্তার গৃহে হরিকথায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন হয়, অধিকাংশ মাড়োয়ারী-গুজরাটী, একজন বার্ম্মাদেশের (পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শিষ্য), একজন চীনদেশের, একজন ইংরেজ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ—যাঁহার নিমন্ত্রণে শ্রীল মহারাজ সেবকগণসহ তথায় শুভপদার্পণ করেন ও একজন ফরাসীদেশের শ্রীবিন্দুমাধব দাস সস্ত্রীক (যিনি বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন বালি যাইবার জন্য)। বালি Indonesiaর মধ্যে। বালির জন্য পৃথক্ Visa করিতে হয়। (১৬ আগষ্ট সিঙ্গাপুর ফিরিবার পর শ্রীল মহারাজ বালি যাইবেন।) শ্রোতৃবৃন্দের ইচ্ছানুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দী, ইংরাজী দুই ভাষায় প্রায় ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীভূপেন্দ্র কুমারের কীর্ত্তন ও শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করতঃ সকলে আকৃষ্ট হন। আগামী বৎসর সিঙ্গাপুর আসিলে তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াছেন। দুই স্থানে হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।
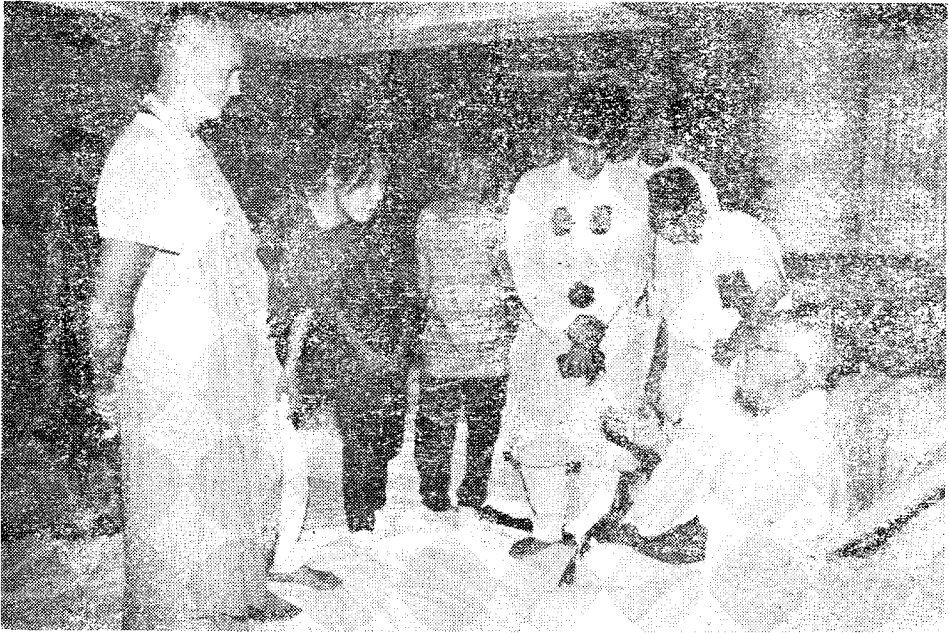
শ্রীল আচার্য্যদেব সিঙ্গাপুরে ভাগবতকথা কীর্ত্তনান্তে শ্রীডি-ডি গুপ্তা ও অন্যান্য শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দিতেছেন। নিকটে শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন

শ্রীল আচার্য্যদেব সিঙ্গাপুরে শ্রীডি-ডি গুপ্তার বাসভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন

১৭ মে শনিবার প্রাতে শ্রীডি-ডি গুপ্তার ইচ্ছানুসারে বাড়ীর সম্মুখেই Sea-beachএ শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণসহ ভ্রমণে যান। খুব সুন্দর ব্যবস্থা দর্শন করিয়া সকলেই পরম সুখ লাভ করেন। তথায় একজন Advocate এর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হয়, ইংরাজীতে তিনি অনেক প্রশ্ন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া তিনি খুব সুখী হইয়াছেন।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো (আমেরিকা)

শ্রীমঠের আচার্য্যদেব প্রচারপার্টিসহ সিঙ্গাপুর হইতে ১৭ মে শনিবার বৈকাল ৫টা ১৫ মিঃ-এ সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্‌সের বিমানে রওনা হইয়া ১৮ ঘণ্টা বাদে আমেরিকার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিঃ-এ পেঁৗছেন। একই দিবসে ১৮ ঘণ্টা বাদে কি করিয়া পেঁৗছে তাহা প্রথমে হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ঘড়ি পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। কারণ সময়ের পার্থক্যহেতু। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শিষ্য শ্রীরামদাসজী, শ্রীশ্রীধর দাস, শ্রীমার্কণ্ডেয় দাস কএকজন ভক্ত বিমানবন্দরে শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। Checking-এর জন্য বাহিরে আসিতে বিলম্ব হয়। কত ডলার সঙ্গে আনা হইয়াছে, কবে ফিরিবেন, ফিরিবার টিকেট, পাশপোর্ট সব দেখাইতে হইয়াছে, পাশপোর্টে 'Visa'-র মেয়াদ ছয়মাস বৃদ্ধি করিয়াছে। চারিজনকে দুইটী ফর্ম্মএ fill up করিয়া দিতে হইয়াছে। শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্রই অফিসিয়েল কার্য্য আদি করিয়াছেন ও করিতেছেন। এখন পর্য্যন্ত কোনও অসুবিধা হয় নাই। শ্রীরামদাসজী Airport-এর নিকটে Best Western Elconcho Inn Suites-এর দ্বিতলে একটি পৃথক flat-এ মহারাজ ও ভক্তগণের থাকিবার সুব্যবস্থা করেন। Well-furnished Room, সবরকম আধুনিক ব্যবস্থা আছে। শ্রীল মহারাজ পার্টিসহ তথা হইতে বিভিন্ন স্থানে কারযোগে যাইয়া বক্তৃতা-কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল মহারাজ জানাইয়াছেন রবিবারদিন (১৮ মে) একাদশী তিথি পালন করিয়াছেন, ঠিক করিয়া-

ছেন কি না জানেন না। এমন লেখার কারণ সময়ের পার্থক্যহেতুই হইয়া থাকিবে। শ্রীরামদাসজীর Mandala Media, 1585A, Folsom Streetস্থ অফিসের সংলগ্ন দ্বিতলে শ্রীমন্দিরে ধর্ম্ম-সভার আয়োজন হয়। কেবল নিমন্ত্রিত পরিচিত লোকজনই আসিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব একাদশী ব্রতপালন এবং তৎসম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র হইতে অম্বরীশ মহারাজের চরিত্র আলোচনা করেন, সবই ইংরাজী ভাষায়। পরদিন (১৯ মে) শ্রীমার্কণ্ডেয় দাসের বাড়ীতে রাত্রিতে সভায় শ্রীল মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় দাস সর্ব্বসময় মহারাজ ও ভক্তগণের সেবায় নিরত ছিলেন।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সহরের ইতিবৃত্ত যাহা আমরা পাইয়াছি তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল—

শ্রীমার্কণ্ডেয় দাস সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো সহরের Bay, Park এবং দোকান এইসব শ্রীল আচার্য্যদেবকে ও ভক্তগণকে দেখান। এখানে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিরাট দোকানে সবকিছুই পাওয়া যায়, দোকানে কোনও দোকানদার নাই। পছন্দমত জিনিস তুলিয়া Airport-এর মত লোহার ঠেলাগাড়িতে করিয়া আনিয়া বাহির হইবার গেটে আসিলে—গেটের ব্যক্তি মূল্য নির্ণয় করিয়া দেন, সেইভাবে পয়সা দিতে হয়। যদিও সব্জী, দুগ্ধ আদি সব পৃথক্ আছে, তাহার মধ্যেই মদ্য মাংসাদি সবই বিক্রয় হয়, এজন্য contamination-এর আশঙ্কা আছে। হিন্দু দোকানও কোথায়ও কোথায়ও আছে। সেই দোকানে জিনিষের মূল্য অধিক। রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—প্রায় সবই automatic, Technically ভারত হইতে অনেক উন্নত। সমস্ত ঘর, গাড়ী সবই Air condition, Load-Shedding কি এখানকার লোক জানে না।

২০ মে শ্রীরামদাসজীর শ্রীমন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা বলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের ব্রহ্মস্তবের 'তত্তেহনুকম্পাং' শ্লোকের আলোচনা-মুখে ধ্রুবচরিত্র বর্ণন করেন। শ্রীল মহারাজ সঙ্কলিত 'ভক্তধ্রুব' গ্রন্থখানি শ্রীমঠ হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিলেই ধ্রুব চরিত্র বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

'তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভিবিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥'

—ভাঃ ১০।১৪।৮

'অতএব যিনি অনাসক্তভাবে আত্মকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আপনার (শ্রীভগবানের) করুণার প্রতীক্ষায় কায়মনোবাক্যে প্রণতি সহকারে জীবন ধারণ করেন তিনিই মুক্তিপদে দায়ভাগী অর্থাৎ অধিকারী হইয়া থাকেন।'

২১ মে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী তিথি পালন করেন। শ্রীল মহারাজ শ্রীরামদাসজীর মন্দিরে প্রহ্লাদ-চরিত্র আলোচনা করেন। তথায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আসিয়াছিলেন। আচার্য্যদেব প্রায় এক ঘণ্টা ইংরাজীতে ভাষণ দেন। সেখানেই উপস্থিত সকলে অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের শিষ্য শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ স্বামী মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেব ও ভক্তগণকে অনেক সহায়তা করেন।

২২ মে শ্রীরামদাসজীর ইচ্ছাক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ স্বামী মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেব ও ভক্তগণকে তাঁহার কারে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর নিকটবর্ত্তী Berkely (বার্কলে) লইয়া যান বিরাট ব্রীজ পার হইয়া। একদিকে Okland City—অপরদিকে বার্কলে। বৈকাল ৫-৩০টায় রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৭টায় পৌঁছেন। জানা গেল সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে রাত্রি ৯টার পরে সন্ধ্যা হয়। প্রথমে ইস্কন মন্দির দর্শন করেন। শ্রীমন্দিরে তিনটী প্রকোষ্ঠ—নিতাই-গৌরাঙ্গ, বলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ। মন্দিরের ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীল মহারাজ ও সঙ্গী-ভক্তগণকে শুনান। পরে শ্রীল আচার্য্যদেব ও সেবকগণ কীর্ত্তন করেন। নিকটবর্ত্তী ইস্কনের ভক্ত শ্রীশ্যামাদাসীর গৃহে পাঠ-কীর্ত্তন হয়। ইস্কনের ভক্তগণ সেখানে পাঠ শুনিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীরামদাসজীর ইচ্ছানুসারে শ্রীল মহারাজ 'গুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীরামদাসজী ২১ মে তাঁহার মন্দিরের বিশেষ Function এর movieর দ্বারা সবকিছু record করেন। তাঁহার সহায়ক তথাকার ভক্ত শ্রীশ্রীধর দাস এসব কার্য্যে খুবই পারঙ্গত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „

(৪) গীতাবলী „ „ „

(৫) গীতমালা „ „ „

(৬) জৈবধর্ম্ম „ „ „

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত „ „ „

(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি „ „ „

(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য „ „ „

(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা „ „ „ „

(২৫) দশাবতার „ „ „ „

(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত

(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষান্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম **হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট**, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৪০৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ :—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন : ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন : ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন : ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন : ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন : ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন : ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন : ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন : ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৭শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৪০৪
১১ শ্রীধর, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই ১৯৯৭ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ

আজকে আমাদের বার্ষিক শ্রীগুরুপূজার বাসর। সাধারণ লোকে বলেন,—অপ্রকটের দিন; কিন্তু তাঁ'র অপ্রকটের দিনই প্রকটের দিন ব'লে আমরা জানি। আমরা তাঁরই পূজা কর্‌বার জন্য আজকে অবসর পাচ্ছি।

শ্রীভগবানের পঞ্চবিধ প্রকাশ

আপনারা জানেন, অর্চ্চা আট প্রকারের হয়— শৈলী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, মৃন্ময়ী, লেখ্যা বা চিত্রপট-ময়ী, বালুকাময়ী, সেবোন্মুখ-মনোময়ী, মণিময়ী। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের লেখ্যা-অর্চ্চা এখানে সমুপস্থিত হ'য়েছেন। ভগবৎস্বরূপ বিচারে শাস্ত্রে পাঁচটি অবতারের কথা, বর্ণিত আছে,—পরতত্ত্ব, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী এবং অর্চ্চা। পরস্বরূপ, ব্যূহস্বরূপ, বৈভব-স্বরূপ, অন্তর্য্যামিস্বরূপ, ও অর্চ্চাস্বরূপ—এই প্রকাশ-সমূহে স্বরূপতঃ ভেদ নাই অভেদ। সেই পরতত্ত্ব জগতে জীবের নিকট অনুভূত, অবতীর্ণ বা প্রকাশিত হন এই প্রকারে। সুতরাং কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহকে অন্যরূপে বিচার কর্‌বার জন্য আমাদের উপদেশ নাই অর্থাৎ পৃথক্-বুদ্ধি করবার জন্য আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে উপদেশ পাই নাই। অর্চ্চা সর্ব্বকালেই সকলের উপাস্য বস্তু।

ভগবদর্চ্চা ও ভাগবত অর্চ্চার বৈশিষ্ট্য

অনেকে প্রশ্ন ক'রতে পারেন যে, ভগবদর্চ্চা ও মহান্তগুরুর অর্চ্চার মধ্যে কিছু কি বৈশিষ্ট্য নাই ? হাঁ, বৈশিষ্ট্য আছে,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"(৩)

জগতে যত প্রকার পূজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম; আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজকের পূজা আরও অধিক বড়। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা ক'রে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান যাঁ'র পূজা ক'রে থাকেন, তাঁ'র পূজা নিশ্চয় সব চেয়ে বড়; তা'র প্রমাণ শ্লোকটী আমরা পূর্ব্বে ব'লেছি।

'তদীয়' ব'ল্‌তে গেলে তিনি এবং তাঁর দাসবর্গ। এই যে আলেখ্য-অর্চ্চা আপনারা দর্শন ক'রছেন, এই বস্তুকে যাঁরা 'গুরু' ব'লে বিচার করেন, তাঁরা সকলেই আমার গুরুবর্গ, তাঁ'দের চরণে আমার দণ্ডবৎ-প্রণতি।

মদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু

একগুরু বা জগদ্‌গুরুবাদ ও মহান্তগুরুবাদের বিচার আপনারা শুনেছেন। আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। 'তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব; আমার গুরুবিদ্বেষী—জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী। নিষ্কপটে এই বিচারটা না আস্‌লে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হ'তে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'রতে পারি না—আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি 'তৃণাদপি সুনীচ', 'অমানী'-'মানদ' হ'য়ে হরিকীর্ত্তন কর্‌তে পারি না। সমগ্র জগদ্‌বাসী আমার মানদ বা নমস্য—এই বিচার না আসলে আমি গুরুপাদপদ্মে নমস্কার ক'রতে পারি না। গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা থাকলেই সমগ্র জগৎকে মান দেওয়া যেতে পারে—নিজে অমানী হওয়া যেতে পারে—সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করা যেতে পারে।

"সমগ্র জগৎ গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব"

সেতার শিখা'বার গুরু, পাঠশালার গুরু, আধ্যক্ষিক জ্ঞানদাতা গুরু, আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা'বার গুরু বা ইহজগতে যাঁ'দের নিকট হ'তে এই শরীর লাভ ক'রেছি, সেই জনক-জননী গুরু—এঁ'রা সকলেই আংশিক গুরু। কিন্তু যিনি জন্মে জন্মে—নিত্যকাল আমার গুরু—যে গুরুর প্রতিবিম্ব জগতের প্রত্যেক লঘু বস্তু—প্রত্যেক বস্তু যাঁ'র সেব্যের সেবোপকরণ, সেই গুরুপাদপদ্মই গুরুত্বের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব ধারণ করেন। সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণুপরমাণুতে—গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। তাঁ'দের অসম্মান বা অনাদর করা গুরুসেবকের কর্ত্তব্য নহে।

একগুরুবাদ ও মহান্তগুরুবাদের বৈশিষ্ট্য

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। যখন আমরা মনে করি, অন্য প্রকার আকর হ'তে আমাদের মনোহভীষ্ট পূরণ হ'বে, তখন আমরা মহান্ত-পুরুষবিশেষে গুরুতত্ত্ব দর্শন করি না। কতকগুলি ব্যক্তি বলেন,—জগদ্‌গুরু একজন, তিনি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকট হ'য়েছিলেন; কিন্তু আমার যোগ্যতানুসারে, আমার লঘুত্বের পরিমাণানুসারে যদি জগদ্‌গুরুতত্ত্ব মহান্তগুরুরূপে সাক্ষাদ্ভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হ'য়ে আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, তা' হ'লে আমি বহু দিন পূর্ব্বের ব্যক্তির আদর্শ, আচার প্রচার ধরিতে পারি না—'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ'—এই শ্রৌতবাণী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হ'তে উদ্ধার পে'তে পারি না—আমার ভয়, শোক, মোহ অপগত হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলে আমি নির্ম্মোহ, নির্ভয় ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হই,

(৩) শিব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন,—সকল দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। হে দেবি! তদপেক্ষা তদীয়গণের অর্থাৎ বৈষ্ণববৃন্দের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ।

তা' হলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য—নিত্যজীবন দিতে সমর্থ

শ্রীগুরুদেব—মর্ত্ত্য নহেন, তিনি—অমর বস্তু, নিত্য বস্তু। গুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁ'র সেবক নিত্য—তাঁ'র সেবা নিত্য ; সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ ব'লে কোন জিনিষ আমাদের নেই।

সাধারণ গুরুগণ আমাদিগকে মরণ থেকে বাঁচাতে পারেন না—নিত্য জীবন দিতে পারেন না ; এজন্য তাঁ'দের আংশিক গুরুত্ব। কিন্তু যিনি আমাদিগকে মরণ-ধর্ম্ম হ'তে রক্ষা ক'রেছেন—আমাদিগকে নিত্যত্বের উপলব্ধি দি'য়েছেন, তিনিই পূর্ণ ও নিত্য গুরু। তিনি আমাদের সংশয়-নিবৃত্তির জন্য কৃপা ক'রে জগতে উপনীত হ'য়ে আমাদের যাবতীয় সংশয়ের নিবৃত্তি করেন।

শ্রীগুরুদেব আচরণ-দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা-প্রদাতা

আমরা—বশ্যতত্ত্ব, তিনি—ঈশ্বরতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং ভগবানের সেবক-সূত্রে আমাদের অহংগ্রহোপাসনা-প্রবৃত্তি, উচ্চাকাঙ্খা বা দুরাকাঙ্খারূপ সম্ভোগবাদ নিরাস করেন। স্বয়ং আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবান্ বিষয় হ'য়েও আশ্রয়বিগ্রহ গুরুতত্ত্বরূপে বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর হ'য়েও আমাদিগকে শিক্ষা দেন ;—"আমার এক মাত্র পরমেশ্বর ভগবদ্‌বস্তু, আমি তাঁ'র সেবক। হে জীব! তুমিও তাঁ'রই সেবক, তুমিও আমারই মত, আমার ভাষা তুমি বুঝতে পারবে, তোমার যেসকল সন্দেহ আছে, আমি সকলই নিরাকরণ করব।" এই ব'লে তিনি জীবের ভগবদ্‌ভজনের যাবতীয় অনর্থ-গ্রন্থি বাক্যের দ্বারা ছেদন ক'রে জীবকুলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। তখন,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ (৪)

মহান্তগুরুর করুণা

শ্রীগুরুপাদপদ্ম—আত্মতত্ত্ব, তিনি অনাত্মতত্ত্ব নহেন। অনাত্মতত্ত্বে নানাবিধ ভোগবাদ—ভোগ্য-বিচার আশ্রিত। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে আমাদের অনুভবনীয় বিষয়-মাত্রই আমাদের প্রভুত্বের পরিচায়ক। দর্শক-সূত্রে, শ্রোতৃ-সূত্রে, আস্বাদক-সূত্রে, ঘ্রাণগ্রহণকারী-সূত্রে, স্পর্শকারি-সূত্রে, রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শরূপ বিষয়কে আমরা আমাদের অধীন জ্ঞান করি ; সুতরাং আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়। এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান হ'তে মুক্ত কর্‌বার জন্য ইহজগতে আমার কে সহায়-সম্বল হ'বেন? অনেকে বল্‌তে পারেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থিত বিবেকই ত' সহায়ক হ'তে পারে ; কিন্তু আমি যে নিতান্ত দুর্ব্বল প্রাণী, আমি যে মনোধর্ম্মে প্রপীড়িত, হৃদ্‌রোগে জর্জ্জরিত জীব, আমার প্রেয়ঃকে, আমার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভাল-মন্দের বিচারকে 'বিবেকের বাণী' বলে গ্রহণ ক'রে আমার প্রতি মূহূর্ত্তে যে বঞ্চিত হ'বার সম্ভাবনা র'য়েছে, তা' হ'তে আমায় কে উদ্ধার ক'রতে পারে—যদি মহান্তগুরু আমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে সাক্ষাদ্ভাবে আমাকে উপদেশ না দেন। যখনই আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়—আমি যখন মনে করি,—আমি শ্রোতা, দ্রষ্টা, ভোক্তা,—আমি যখন মনে করি, বাগানের মালী যেমন আমাকে ফুল দিয়ে যায়, আমার উপাস্য বস্তুও তেমনি আমাকে ফুল দিয়ে যাবেন, তখন আমার সেই কর্ত্তৃত্বাভিমান হ'তে মহান্তগুরুদেব আমাকে রক্ষা করেন। (ক্রমশঃ)

(৪) সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মরূপী আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে জীবের হৃদয়গ্রন্থি (অহঙ্কার) বিনষ্ট, সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন এবং কর্ম্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে।

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

জীবগতিতত্ত্ব প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৮১ পৃষ্ঠার পর]

ওঁ হরিঃ ॥ মোচনোপায় জিজ্ঞাসা চ ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ৪৮ ॥

মুণ্ডকে। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণে নির্ব্বেদ মায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন ॥ তদ্বিজ্ঞানার্থাং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ভাগবতে। দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্ব্বেদ আত্মবান। অজিজ্ঞাসিত মদ্ধর্ম্মো মুনিং গুরুমুপব্রজেৎ ॥ শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী। উপাস্যরূপং তদুপাসকস্য চ কৃপালবো ভক্তিবতস্ততঃ পরং। বিরোধিনোরূপমথৈতদাপ্তয়ে জ্ঞেয়া ইমেহর্থা অপি পঞ্চ সাধুভিঃ ।'৪৮॥

সেই বিবেক হইতে সংসার মোচনের
উপায় জিজ্ঞাসা উদয় হয় ॥ ৪৮ ॥

শ্রেয়ঃলাভের জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে,—শাস্ত্রজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তি অবিদ্যাময় কাম্যকর্ম্ম দ্বারা অর্জিত স্বর্গাদি লোকের হেয়ত্ব বিচার করিয়া কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হইবেন। কর্মদ্বারা নিত্যতত্ত্ব লাভ করা যায় না। কর্ম অনিত্য এবং কর্ম্মফলও অনিত্য। অতএব সেই নিত্যবস্তুর অনুভূতি লাভ করণার্থ হস্তে সমিধ্ লইয়া শ্রুতিশাস্ত্র-তাৎপর্যলব্ধ এবং পরমপুরুষে নিষ্ঠাবান সদ্গুরু সমীপে গমন করিবেন ॥ ভাগবত একাদশে;—যিনি পরিণাম-দুঃখকর কাম্য-বিষয়ে বিরক্ত হইয়াছেন অথচ কখনও মদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করেন নাই, তিনি মঙ্গলেচ্ছু হইয়া পরব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুদেবের শরণাগত হইবেন ॥ শ্রীনিম্বার্ক স্বামী বলেন,—উপাস্য বস্তুর স্বরূপ, উপাসকের স্বরূপ, ভগবানের কৃপার নিদর্শন, ভক্তির রহস্য, বিরোধি বিষয়ের জ্ঞান—এই পঞ্চবিধ অর্থ সম্বন্ধে সাধুগণ অবগত হইবেন। [৪৮]

ওঁ হরিঃ ॥ অসৎসঙ্গত্যাগেন তৎফলোদয়ঃ ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ৪৯ ॥

তৈত্তিরীয়ে। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি ॥ কঠে। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তাহন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ॥ ভাগবতে। তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ ক্রীড়ামৃগেষু চ ॥ হরিভক্তি সুধোদয়ে। যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ। স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথান্যেব সংশ্রয়েৎ ॥ চরিতামৃতে। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর ॥ ৪৯ ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলে সেই
জিজ্ঞাসার ফলোদয় হয় ॥ ৪৯ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদের উপদেশ যথা,—যেসকল আমাদিগের অর্থাৎ আচার্য্যদিগের আচরিত যেকোন কর্ম যাহা বেদবিরুদ্ধ নহে, সেইগুলিই তুমি আদর্শ করিবে, আচার্য্যদিগের আচরিত কর্ম শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলে তাহা অনুসরণীয় নহে। কঠোপনিষদে,—ওহে প্রিয়তম নচিকেতঃ, তুমি যে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে মতি লাভ করিয়াছ, ইহা শুষ্কতর্ক দ্বারা পাওয়া যায় না এবং উহাকে তর্ক দ্বারা সরাইয়া দেওয়া যায় না। যে তত্ত্ববিদ্ নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জানেন, তিনি যাহা উপদেশ করিবেন, তাহাই সম্যক্ জ্ঞানের কারণ হইবে। ভাগবতে,—আত্মনাশী, অসাধু, অশান্ত ও মূঢ় যোষিৎক্রীড় মৃগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একবারে পরিত্যাগ করিবে। হরিভক্তি-সুধোদয়ে দৃষ্ট হয়,—যে পুরুষের যেরূপ সঙ্গ, তাহার সেইরূপ মণিস্পর্শের ন্যায় গুণ হয়, অতএব শুদ্ধসাধু-লোকের সঙ্গ দ্বারা শুদ্ধ সাধু হওয়া যায়। সাধুসঙ্গই সকল প্রকার শুভদ; শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে, তাহা কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। চৈতন্য চরিতামৃত বলেন,—স্ত্রী সঙ্গী এবং কৃষ্ণেতে অভক্ত,—ইহারা সকলেই অসাধু, ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে পরমার্থে অগ্রসর হওয়া যায় না। [৪৯]

ওঁ হরিঃ ॥ সৎসঙ্গাচ্ছাস্ত্রাভিধেয়
জিজ্ঞাসা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫০ ॥

ইতি জীবগতি প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥ ইতি
শ্রীআম্নায় সূত্রে সম্বন্ধতত্ত্বং সম্পূর্ণম্ ॥

কেনোপনিষদি। উপনিষদং ভো ব্রূহি ॥ ভাগ-

বতে। দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ।। অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোহনঘা। সংসারেস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোহপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্ণৃণাম্ ।। চরিতামৃতে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়। তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায় ।। ৫০ ।।

ইতি সম্বন্ধতত্ত্ব ভাষ্যং সমাপ্তং ;
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু ।।
সৎসঙ্গ হইলে শাস্ত্র-লিখিত অভিধেয়,
জিজ্ঞাসা হয় ।। ৫০ ।।

কেনোপনিষদে,—আচার্য্যের নিকটে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণকারী শিষ্য বলিল,—গুরুদেব, আপনি আমাকে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে বলুন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—দেহিদিগের পক্ষে ক্ষণভঙ্গুর মানুষদেহ দুর্লভ। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-প্রিয় ব্যক্তির দর্শন তদপেক্ষাও দুর্লভ। হে অনঘ সকল, আমরা তোমাদিগের নিকটে জীবের আত্যন্তিক ক্ষেম কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে অর্ধক্ষণ সাধুসঙ্গও মানবদিগের মহামূল্য ধন ।। সাধুসঙ্গই সমস্ত মঙ্গলের মূলস্বরূপ, তাহা দ্বারাই শ্রৌত পথানুসরণ, মায়ামুক্তি এবং পরমার্থপ্রাপ্তি ইত্যাদি ঘটে ।। [৫০]

ইতি জীবগতি প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।
জীবগতি প্রকরণ সমাপ্ত হইল।
সম্বন্ধতত্ত্ব সম্পূর্ণ হইল ।।

ওঁ হরিঃ ।। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।। হরিঃ ওঁ ।।

সেবকের স্বভাব

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

মনুষ্যের চরিত্র ও সেবকের অন্তরের ভাব কার্য্য ও ঘটনার দ্বারা অবগত হওয়া যায়। ছোটখাট কার্য্যের সুশৃঙ্খলার দ্বারা সেবকের পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়—দুর্ঘটনা ও কঠোর পরিশ্রমের সময়। যে-পর্য্যন্ত কোনও আয়াসের মধ্যে পড়িতে না হয়, সে-পর্য্যন্ত অনেকেই আনুগত্য দেখাইতে পারে; কিন্তু এই আনুগত্য একটু কষ্টকর কার্য্যের সময়ে অনেকেরই লোপ পায়। মুখে 'পারিব না', না বলিলেও, কার্য্যের সময় উদাসীন থাকিয়া বা গা বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া অনেকেই স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। অবশ্য প্রকৃত সেবক কখনও তাহা করেন না। ভগবৎসেবাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যাঁহারা সদ্‌গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, প্রভুর মনোহভীষ্ট-পূরণই তাঁহাদের জীবনের ব্রত। সাক্ষাৎ আদেশপালনে তাঁহারা বিন্দুমাত্রও কালবিলম্ব ত' করেনই না, অধিকন্তু সাক্ষাৎ আদেশ না পাইলেও গুরুপাদপদ্মের অভিপ্রায় আকারে, ইঙ্গিতে বা যে কোনও প্রকারে জানিতে পারিলেই তদনুসারে কার্য্য করিয়া প্রাণপাত পরিশ্রমেও তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

নীতিশাস্ত্র বলেন, বালক হইতেও যুক্তিযুক্ত-কথা গ্রহণ করিতে হইবে,আর যুক্তিহীন দুর্ব্বাক্য বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতেও গ্রহণীয় নহে। প্রকৃত মানুষ হইবার যাঁহার বাসনা, তিনি জগতের বিভিন্ন ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিজের ভিতরের গলদের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাহা সংশোধনের প্রয়াস পান। সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিহীন তাহারা, যাহারা আপনাদিগের বুদ্ধিমান্ মনে করিয়া নিজের দোষ চাপা দিবার প্রয়াস দ্বারা আত্মসংশোধনের জন্য যত্নবিশিষ্ট হয় না। বদ্ধজীবমাত্রেরই দোষ আছে; সেই দোষ সংশোধনের চেষ্টা না হইলে ভীষণ অসুবিধায় পড়িতে হয়, কারণ এক দোষ আরও বহু প্রকারের দোষ প্রসব করে। তজ্জন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদাই আত্ম-সংশোধনের জন্য প্রয়াস পান। চিকিৎসকের নিকট রোগলক্ষণ গোপনে রাখা রোগির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম আমরা আসিয়াছি সংশোধিত হইতে; দোষী হইয়াও তাঁহাদের নিকট দোষ অস্বীকার করিলে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া

হয় মাত্র। তাহাতে দুই প্রকারে অসুবিধা হয়; একদিকে গুরুজনগণের নিকট মিথ্যা কথা বলায় ভীষণ অপরাধ হয়, অপর দিকে দোষ সংশোধনের যে উপায় তাঁহাদের নিকট পাওয়া যাইত, তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া দোষকে বর্দ্ধিত হইতে সুযোগ দেওয়া হয়।

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—ভগবৎসেবাপ্রাণতায়। গুরু-বৈষ্ণব-সেবার ফলে তাঁহাদের অনুগ্রহেই অধোক্ষজ-সেবা লাভ হয়। সুতরাং কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত থাকাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। যাহারা পাশ কাটাইয়া সেবা হইতে বঞ্চিত থাকিতে চায়, কস্মিন্‌কালেও তাহাদের মঙ্গল হয় না। বঞ্চিত হইবার প্রয়াসিগণের শ্রেণী নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে দেখিতে পাওয়া যায়—

অলির্জ্যোতিষকো বাণঃ স্তব্ধীভূতং কিমেকাকি।
প্রেষিত প্রেষকশ্চৈব ষড়েতে সেবকাধমাঃ॥

এক শ্রেণীর তাদৃশ ব্যক্তি অলিসদৃশ; অলি যে-প্রকার গুন্ গুন্ করে সেই প্রকার এই শ্রেণীর ব্যক্তি কোনও কার্য্যের আদেশ পাইলে "আজ্ঞে, আমার শরীর ভাল নহে, আমি দুর্ব্বল, আমি এখন কোনও কার্য্য করিতে পরিব না—অন্য কাহাকেও বলুন, আমার শরীর কেমন কেমন করিতেছে" ইত্যাদি প্রকারে গুন্ গুন্ করিয়া কার্য্য করিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি জ্যোতিষী সাজে—জ্যোতিষের ন্যায় ভবিষ্যদ্বাণী বলিতে আরম্ভ করে। কোন কার্য্য বলিলে "আজ্ঞে, আমি ত' সেই স্থানে গিয়াছিলাম (না যাইয়াও) তাহা এখনও শেষ হয় নাই, এই সময়ের মধ্যে ঐ লোকটা এই কার্য্য করিতে পারে কি, ঐ কার্য্যের জন্য অমুক ব্যক্তির যাইবার কথা —বোধ হয় যাইয়া থাকিবে" এই প্রকারের কথা বলিয়া কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করে।

তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি—বাণসদৃশ ; বাণ যে-প্রকার একবার ছুড়িলে আর ফিরিয়া আসে না, সেই প্রকার, এই শ্রেণীর ব্যক্তি কোন কার্য্যের আদেশ পাইলে, একবার যে কার্য্যের নামে চলিয়া যায় আর ফিরিয়া আসে না, কি করিল—না করিল তাহাও জানায় না। যাহাতে আর কার্য্যের কথা কেহ না বলিতে পারে, তজ্জন্য গা ঢাকা দিয়া থাকে।

চতুর্থ শ্রেণীর ব্যক্তি স্তব্ধীভুত; তাহাদিগকে যাহাই বলা যাউক না কেন, তাহারা কোনও কথার উত্তর দেয় না—চুপ করিয়া থাকে, কোনও কার্য্যও করে না।

পঞ্চম শ্রেণীর ব্যক্তি একাকি কোনও কার্য্য করা যায়, এই প্রকার কোনও কার্য্যের আদেশ পাইলেও বলে—"আজ্ঞে, একাকী কি এই কার্য্য করা চলে ? আরও কয়েকজন লোক দেন, তাহা হইলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

ষষ্ঠ শ্রেণীর ব্যক্তি কোনও আদেশ পাইলে তৎক্ষণাৎ অপর ব্যক্তিকে আদেশ করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার তৃতীয় ব্যক্তিকে আদেশ করে, তৃতীয় ব্যক্তি চতুর্থ ব্যক্তিকে আদেশ করে। এই প্রকার আদেশ-পরম্পরা চলিতে থাকে, কিন্তু প্রকৃত কার্য্য কিছুই হয় না।

পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকারের যেকোনও প্রকার লক্ষণ থাকিলে সেবার উন্নতি করা যাইবে না। সুতরাং প্রকৃত সেবাভিলাষী ব্যক্তিকে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে। দুষ্ট মন সর্ব্বদাই আমাদিগকে সেবা হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে। সুতরাং ঐ দুর্ব্বৃত্ত আমাদের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শত্রুতাচরণ করে। এই অন্তঃশত্রুকে দমন করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কৃত্রিম উপায়ে তাহাকে দমন করা যায় না। সর্ব্বদা গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকাই মনঃনিগ্রহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তাই বলি, শুদ্ধা-সেবকের লক্ষণ—সেবাপ্রাণতা, সেবা-নিষ্ঠতা। সেবানিষ্ঠতাই প্রাণ ; সেবাহীনতা বা সেবায় ফাঁকি দেওয়াই মৃত্যু।

কল্পতরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

'কল্পতরু' একটি বৃক্ষের নাম। ইহা স্বর্গে দেবলোকে অবস্থিত। অমরকোষে স্বর্গবর্গে এইরূপ বর্ণিত আছে—"পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্"। অর্থাৎ পাঁচটি দেববৃক্ষের নাম—মন্দার, পারিজাতক, সন্তান, কল্পবৃক্ষ, আর হরিচন্দন। কল্পতরু হইতেছে মানব মনে যাহা কল্পনা করিয়া প্রার্থনা করে, তাহা কল্পনানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

কল্পতরুবৃক্ষ সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। উত্তম-মধ্যম-অধম, মুর্খ, জ্ঞানী বা স্ব-পর ভেদ বিচার নাই। যেই হউক না কেন, কল্পতরু সমীপে গমন করিয়া, মনের-অভিষ্ট কল্পনা করিয়া ফল প্রার্থনা করিলে, কল্পবৃক্ষ তাহা নির্ব্বিচারে প্রার্থনাকারীর কল্পনানুসারে ফলপ্রদান করিয়া থাকে। শুভাশুভ ফলের জন্য সে কোন দোষী নহে। কল্পনানুসারে প্রার্থনাকারীই উক্ত ফলের জন্য দোষী।

কল্পতরু বৃক্ষের ন্যায় করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমীপে যাহা প্রার্থনা করা যায়, তিনি তাহা সম্যক্রূপে প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার কোনপ্রকার কার্পণ্য নাই। তিনি প্রার্থনাকারীকে আত্ম-প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ভক্ত শ্রীপ্রহলাদ কহিলেন—

... ...

সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ।
সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্ ।।—ভাঃ ৭।৯।২৭

সেবানুরূপ কল্পতরুবৎ তোমার অনুগ্রহ হয় এবং সেবানুরূপ অভ্যুদয়ও জন্মে, কিন্তু উচ্চনীচ ভেদ নাই। অর্থাৎ তোমার কৃপাপ্রার্থনানুসারে ফলদাতা কল্পতরুর ন্যায়। সেবা বা কল্পনানুসারেই ফল সম্যক্রূপে প্রদান করিয়া থাকেন। উহাতে তোমার মহৎ-ক্ষুদ্র-জ্ঞান নাই।

... ...

"সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশোহবিষমঃ স্বভাবো,
ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরু স্বভাবঃ ।।"
—ভাঃ ৮।২৩।৮

আপনি ভক্তে অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত পরন্তু তাহা দূষণীয় নহে, কেননা আপনার স্বভাব কল্পতরুর ন্যায় অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ যেমন নিজ আশ্রিত জনগণের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অনাশ্রিত জনের করেন না, আপনিও সেইরূপ সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া নিজ আশ্রিত ভক্তে প্রীতি করিয়া থাকেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—"কল্পতরুর্যথা আশ্রিতামামেব কামং পূরয়তি, ন ত্বনাশ্রিত'নাং তথৈব ত্বং ভক্তেষ্বিবতি ভজনবস্তুমাত্র এব তব প্রীতিরিতি বস্তুতস্তে সাম্যসেবায়াতম্"। যে কল্পতরুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তাহা কেবল সমীপে আগত বা প্রার্থনা কারীদিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। যাঁহারা কল্পবৃক্ষ সমীপে না আসিয়া দূরে অবস্থানকারীকে কল্পতরু তাহাদের সম্বন্ধে ফল প্রদান করে না। কিন্তু করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাহারও সম্বন্ধে তিনি উদাসীন থাকিতে পারেন না। আর তিনি ত দেশ-কাল-পরিচ্ছেদ শূন্য। তজ্জন্য তাঁহার অবস্থান দূর-নিকট নাই। তিনি সর্ব্বত্র সদা বিরাজমান, এবং অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বদেহে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বত্র থাকিয়াই প্রার্থনা করা যায়। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই প্রার্থনাকারীর মনবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীশুকদেব বলিলেন হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দুষ্ট কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, অক্রূর গোকুলে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে যে সকল মনে কামনা করিয়াছিলেন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্তই মনবাঞ্ছা পূরণ করিলেন। "লোভে মনোরথান সর্ব্বান্ পথি যান্ স চকার"।—ভাঃ ১০।৩৯।১

রামকৃষ্ণকে গোকুল হইতে আনয়নার্থ আদেশ প্রাপ্ত হইলে অক্রূর প্রাতঃকালে রথযোগে গোকুলে যাত্রা করিলেন। মহাভাগ্যবান্ অক্রূর পথে গমন করিতে করিতে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম ভক্তিলাভ করিয়া এইরূপ মনে কামনা চিন্তা করিয়া চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন।

"কিং মায়াচরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তপঃ।
কিং যাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্‌দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবম্ ॥"
—ভাঃ ১০।৩৮।৩

আমি এমন কি সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি, এমন কি কঠোর তপস্যা করিয়াছি, যোগ্যপাত্রকে কি ভাবে পূজা-অর্চনা করিয়াছি, অথবা সৎপাত্রে কি এমন দান করিয়াছি, যাঁহার ফলে আজ আমি কেশবকে দর্শন করিব। "অদ্য যদ্ দ্রক্ষ্যামি কেশবম্"। শূদ্রের ঔরসজাত ব্যক্তির পক্ষে বেদপাঠ যেরূপ দুর্ল্লভ, সেইরূপ বিষয়াসক্তচিত্ত আমার পক্ষে এই পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দুর্ল্লভ বলিয়াই মনে হইতেছে। "এতদ্ মম দুর্ল্লভং মন্য উত্তমশ্লোক-দর্শনম্"। অথবা এইরূপ হইবে না অর্থাৎ অচ্যুত-দর্শন দুর্ল্লভ হইবে না ; আমি অধম হইলেও আমার পক্ষে সুযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া কৃষ্ণ দর্শন ঘটিবেই। যেমন নদীপ্রবাহে নীয়মান তৃণাদির মধ্যে কোন তৃণ কদাচিৎ সুযোগক্রমে তীর প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কর্ম্মানুসারে ও কালনদীপ্রবাহে নীয়মান মানবগণের মধ্যে কোনও মানব কদাচিৎ সুযোগক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। আজ আমার সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হইল, আজ আমার মানবজন্মও সফল হইল ; যেহেতু আজ আমি যোগী-ঋষিগণের ধ্যেয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে প্রণাম করিব।

"মমাদ্যমঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রি পঙ্কজম্ ॥"
—ভাঃ ১০।৩৮।৬

আহা! বড়ই আশ্চর্য্য! নিষ্ঠুর কংস আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহ করিল ; যাঁহার নখমণ্ডলের কান্তিচ্ছটায় অম্বরীষ প্রভৃতি পূর্ব্বতন ভক্তগণ দুরতিক্রমণীয় ভবান্ধকার পার হইয়া গিয়াছেন ; ঐ কংস দ্বারা প্রেরিত হইয়া আজ আমি সেই অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল দর্শন করিব। অতএব বুঝিতে পারিলাম, আজ আমার সমস্ত অশুভ বিনষ্ট ও জন্ম সফল হইল।

মৃগগণের বিচরণ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন —মৃগগণ আমার দক্ষিণে বিচরণ করিতেছে, অতএব নিশ্চয়ই আজ আমি মুক্তিদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ দর্শন করিব ; ঐ শ্রীমুখ সুন্দর কপোল ও সুন্দর নাসিকা সমন্বিত, সহাস্য অবলোকন ও অরুণবর্ণ নয়নে পরিশোভিত এবং কুটীল কুন্তলরাজিতে আবৃত। আমার নানাবিধ কত জন্ম বিফলে গিয়াছে, এখন মনুষ্যজন্ম হইয়াছে, যিনি স্বেচ্ছায় পৃথিবীর ভার হরণ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যিনি অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ সৌন্দর্য্যের আশ্রয়, আমার ভাগ্যে আজ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ঘটিবে। কৃষ্ণদর্শন হইলে আমার নয়নদ্বয়ের সার্থকতা সাক্ষাদ্‌ভাবেই হইবে। তাহাকে দর্শন করিবার পর তৎক্ষণাৎ আমি রথ হইতে অবতরণ করিব এবং ধ্যানযোগ নিরত মুমুক্ষুগণও ভগবৎসাধর্ম্ম্য প্রাপ্তির নিমিত্ত যাহা কেবল বুদ্ধির দ্বারাই হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমেশ্বর বলরাম ও কৃষ্ণের তাদৃশ শ্রীচরণ কমলে সাক্ষাৎ প্রণাম করিব। আর আমি তাঁহাদের দুইজনের সহিত তাঁহাদের আত্মীয় গোপগণকে এবং বৃন্দাবনবাসী জন্তুগণকেও নিশ্চয়ই নমস্কার করিব। আহা! আমার কি সৌভাগ্য! আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে নিপতিত হইব। তখন তিনি যদি আমাকে কৃপামৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা হাস্যপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করেন, আহা! তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার পূর্ব্বার্জ্জিত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং আমি সর্ব্ববিধ শঙ্কাশূন্য হইয়া অত্যধিক আনন্দ প্রাপ্ত হইব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমার আর অন্য উপাস্য কোন দেবতা নাই, আমি তাঁহার পরমসুহৃৎ ও জ্ঞাতি ; অনন্তর তিনি যখন আমাকে স্বীয় দীর্ঘবাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গণ করিবেন, তখনই আমার দেহ পবিত্রীকৃত হইবে এবং এই দেহ হইতে আমার কর্ম্মময় বন্ধন ক্ষয় হইয়া যাইবে। কৃতাঞ্জলি হইয়া আমাকে যখন হে অক্রূর! হে তাত! এইরূপ বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তখন আমি সফলজন্মা হইব। যে ব্যক্তি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সম্ভাষণাদির দ্বারা আদৃত না হয়, সেই ব্যক্তির তাদৃশ জন্মে ধিক্।

"ন কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো,
ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা,
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোহর্থদঃ ॥"
—ভাঃ ১০।৩৮।২২

জীবগণের নিজ নিজ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে যিনি তাহাদিগকে অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বাত্মা সমদর্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষণীয় কেহ নাই, প্রিয় কেহ নাই, অপ্রিয় কেহ নাই, হিতকারী পরম সুহৃৎ কেহ নাই এবং বিদ্বেষের পাত্রও কেহ নাই ; তাহা হইলেও কল্পবৃক্ষ যেরূপ নানাভাবে উপসেবিত হইয়া আশ্রিত ব্যক্তিগণের কামনানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তগণ তাঁহাকে যেরূপে ভজনা করে, তিনি তাহাদিগকে সেইরূপেই ভজনা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ভক্তগণের কর্ম্মানুসারে তিনি তাহাদিগকে ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

এইরূপে অক্রূর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে রথযোগে গমনকালে পথিমধ্যে, ব্রহ্মাদি লোকপালগণ যাঁহার অমল চরণরেণু নিজ নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, মহাত্মা অক্রূর গোষ্ঠে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদ্ম, যব ও অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত পৃথিবীর মহাভূষণ স্বরূপ পাদপদ্মচিহ্ন সমূহ দেখিতে পাইলেন। তখন ঐ সকল পদচিহ্নের দর্শনজনিত মহানন্দে অক্রূরের প্রেমবিকার হইতে লাগিল, প্রেমভরে তাঁহার গাত্র রোমাঞ্চাদি ও নয়নযুগল হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল, এই অবস্থায় তিনি রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া "আহা ! আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পদধূলি ! আমার কি সৌভাগ্য ! ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্ল্লভ বস্তু লাভ হইল, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের পদধূলির দুর্ল্লভতা চিন্তা করিতে করিতে সেই সকল পদচিহ্নের উপরে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

ভক্ত অক্রূর গোকুলে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে যাহা যাহা মনে বাসনা করিয়াছিলেন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্তই পূর্ণ করিলেন। কংসের আদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন ও স্পর্শন প্রভৃতি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া কৃতার্থ হইলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নিজমুখে গীতায় বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ।।

—গীতা ৪।১১

"যে যৎফলপ্রার্থিনঃ মনুষ্যাঃ যথা যেন প্রকারেণ স্বকামতয়া, নিষ্কামতয়া বা সাত্ত্বিকরাজসতামসভাবেন বা মাং ঈশ্বরং সর্ব্ব ফলদাতারং প্রপদ্যন্তেদসাশ্রয়ন্তে অহং তান্ তথা এব তৎফল দানেনৈব পীড়াপরিহারেণ জ্ঞানদানেন অর্থদানেন মোক্ষদানেন ভজামি অনুগৃহ্নামি।"

প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—মানব যে যে অভিলাষ করিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ প্রার্থনা করে, আমি তাঁহাকে তাহাই দিয়া তাহার অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকি। কি রোগশোকে, আর্ত্তে, কি ধর্ম্মার্থ পুত্রকন্যা-বিত্তাদি, অভিলাষী সকাম, কি নিষ্কাম, কি তত্ত্বজ্ঞানী, কি মোক্ষাভিলাষী যে যে ভাবে আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে তাই প্রদান করিয়া থাকি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনাকারীর সমস্ত কামনা বস্তুই প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু মানব নিজের দোষে প্রার্থনার সব বস্তু প্রাপ্ত হয় না। কারণ তাহাদের অসংখ্য বাসনা। কোন প্রার্থনাই স্থির নাই, মতিও তাহাদের স্থির নাই। এতই চঞ্চল মতি যে, তাহারা আদৌ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন না। দিনে সহস্র প্রকার প্রার্থনা। সুতরাং ভগবানকে পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকায় ভগবানও তাহাদের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করেন না। তজ্জন্য তাঁহারা ক্রোধবশতঃ ভগবানকে অন্ধ দেখিতে পায় না, বধির শুনিতে পায় না, অবুঝ ইত্যাদি বিশেষণ প্রদান করিয়া তিরস্কার করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা একান্তভাবে একটি বস্তুরই প্রার্থনা করিয়া, তাঁহাকেই ধীরস্থিরভাবে ধারণ করিয়া থাকে, তাঁহারা সর্ব্বদাই সকল-মনোরথ পূর্ণ হয়। যেমন ধ্রুব, প্রহলাদাদি ভক্তগণ। প্রার্থনাকারীর মনবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন বলিয়াই শাস্ত্র, যোগী-সন্ন্যাসী-জ্ঞানীরা তাঁহাকে 'কল্পতরু' ভগবান্ বলেন।

হায়দ্রাবাদস্থ (অন্ধ্রপ্রদেশ) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক-উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্বাদমুখে শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের কৃপানির্দ্দেশে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদ-দেওয়ান দেওড়ীস্থ প্রতিষ্ঠানের শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে তিনদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান বিগত ২৪ জৈষ্ঠ (১৪০৪), ৭ জুন (১৯৯৭) শনিবার হইতে ২৬ জৈষ্ঠ, ৯ জুন সোমবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী বাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের গভর্নিংবডির সদস্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রী গৌরগোপাল দাসাধিকারী মোট ৮ মূর্ত্তি কলিকাতা হাওড়া হইতে ১৯ জৈষ্ঠ, ২রা জুন সোমবার প্রাতঃ ৭-৫০মিঃ-এ ফলকনামা এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিন অপরাহ্ন ২-৩৫মিঃ-এ সেকেন্দ্রাবাদ জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিলে হায়দ্রাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রী মহেন্দ্রজীত আগরওয়াল ও আরও একজন সজ্জন ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া পূজ্যপাদ মহারাজগণকে ও ব্রহ্মচারীগণকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। দুইটী মারুতি ভ্যানযোগে সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশন হইতে রওনা হইয়া অপরাহ্ন ৩-৩০টায় হায়দ্রাবাদ-দেওয়ান দেওড়ীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া সকলে উপনীত হন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ একদিন পূর্ব্বেই কলিকাতা হাওড়া হইতে ফলকনামা এক্সপ্রেসযোগে হায়দ্রাবাদ মঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। দেরাদুনস্থ (উত্তরপ্রদেশ) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীধাম বৃন্দাবন-কালীয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীঅজিতগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, রাজমহেন্দ্রী ভিশাখাপট্টনমস্থ (অন্ধ্রপ্রদেশ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য-অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ-এর আশ্রিত সন্ন্যাসীশিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ ও একজন সেবক শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি উৎসবানুষ্ঠানে আসিয়া যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় অগণিত ভক্তবৃন্দ ও কলিকাতা এবং আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া, বাসুগাঁও প্রভৃতি স্থান হইতে পুরুষ-মহিলা প্রায় ৩০ মূর্ত্তি হাঁপানী রোগের ঔষধ সেবনের জন্য হায়দ্রাবাদে আসিয়া শ্রীমঠে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ উক্ত উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে ৭ জুন শনিবার হইতে ৯ জুন সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০টা হইতে রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং ৭ জুন শনিবার বেলা ১১-০০টা হইতে বেলা ১-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের ও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের পৌরোহিত্যে হায়দ্রাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীমঠের বিশিষ্ট সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশনের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ, দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী বিশেষ ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন হয়। শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মূল কীর্ত্তনীয়া রূপে কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজও একদিন প্রাতে শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ করেন। প্রত্যহ পাঠের আদি ও অন্তে প্রাতঃকালীন কীর্ত্তন ও শ্রীহরি-

নাম সংকীর্ত্তন হয়।

২৪ জৈষ্ঠ, ৭জুন শনিবার গৌর-দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাত্রী বিজয়বিগ্রহগণের শুভ প্রকটবাসরে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধাবিনোদজীউর পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ পূজা ও মহাভিষেক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও পূজারী শ্রীহলধর দাস ব্রহ্মচারীর সহায়তায় সংকীর্ত্তন সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত দিবসে মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

২৫ জ্যৈষ্ঠ ৮ জুন রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ৮-২৫ মিঃ-এ শ্রীমঠের অধিষ্ঠাত্রী বিজয়বিগ্রহগণ স্থায়ী সুরম্য রথারোহণে বাদ্যাদি সহযোগে ভক্তগণ কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া হায়দ্রাবাদ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৪৫ মিঃ-এ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কুসুম যতি মহারাজ, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রী-করুণাকর দাস রথাগ্রে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করেন। শ্রীজীবেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরি-চরণ দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সংকীর্ত্তনে মৃদঙ্গ বাদন-সেবা ও রথসজ্জায় শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রী-জীবেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীহরিচরণ দাস ব্রহ্মচারী বিশেষ প্রযত্ন করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের তত্ত্বাবধানে—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রী-হলধর ব্রহ্মচারী (পূজারী), শ্রীগোপাল দাস, শ্রী-করুণাকর দাস, শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (জি চান্দ্রা-ইয়া), ডাক্তার নটরাজ, শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ নদীয়াজেলান্তর্গত যশড়া (চাকদহ) শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা-মুখে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের কৃপানির্দ্দেশে এবং পরিচালক সমিতির পরিচালনায় যশড়া (চাকদহ) শ্রীমঠের শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব বিগত ৫ আষাঢ় (১৪০৪); ২০ জুন (১৯৯৭) শুক্রবার নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

অত্র শাখামঠের মঠরক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট সদস্য শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীজী উৎসবের প্রাক্ প্রস্তুতির জন্য শ্রীমঠের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রী-শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীগৌতম ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেবশরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশুভঙ্কর দাস ও মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ৬ মূর্তিসহ কলিকাতা হেড অফিস মঠ হইতে বিগত ৩ আষাঢ়, ১৮ জুন বুধবার প্রাতঃ ৬-৩০টায় একটি রিজার্ভ ম্যাটাডরযোগে উৎসবের বিবিধ উপকরণ লইয়া যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটি-কায় যশড়া শ্রীপাটে আসিয়া উপনীত হন। এতদুপ-লক্ষে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ গোপাল দাস প্রভু, শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবন-দাস ব্রহ্মচারী (বাঁকুড়া কেঞ্জেকুড়াস্থ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-

স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজের আশ্রিত), মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকিঙ্কর কেশব মহারাজ (শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত শ্রীমদ্ সত্যগোবিন্দ প্রভু), কলিকাতা-বেহালাস্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ মাধব মহারাজ ও শ্রীনয়নানন্দ দাসাধিকারী (পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের আশ্রিতদ্বয়), কলিকাতা হইতে মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী শ্রীহিরন্ময় সরকার, শ্রীগদাধরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি উৎসবে আসিয়া যোগ দেন। কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ হেড অফিস মঠ হইতে একটি বড় রিজার্ভ বাসের বন্দোবস্ত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত বাসে প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী, শ্রীবিনয় কুমার দাস, শ্রীজ্যোতির্ম্ময় পণ্ডা প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত মোট ৬৫ মূর্ত্তি পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় স্নানযাত্রাদিবসে যশড়া শ্রীপাটে আসিয়া পৌঁছেন এবং স্নানযাত্রা দর্শন করতঃ মহাপ্রসাদ প্রাপ্তির পর বাস-পার্টি অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ও বহিরাগত বহু সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও মেলা দর্শনের জন্য সমুপস্থিত হন। প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেকের জন্য শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী কতিপয় মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া ব্যাণ্ডপার্টিসহ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গায় যাইয়া অবগাহন-স্নান করতঃ মস্তকে গঙ্গাজল বহন করিয়া লইয়া আসেন। পূজারী শ্রীনীলমাধব ব্রহ্মচারীর সহায়তায় শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী প্রভু পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকার মধ্যে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা, ভোগরাগ, আরতি সেবা সম্পন্ন করেন। বেলা ১০-১৫ মিঃ সময় শ্রীবৃন্দাদেবী, শ্রীল গুরুদেব, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীনৃসিংহ শালগ্রামসহ শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া ভক্তগণের স্কন্ধে পালঙ্কে আরোহণ করতঃ মৃদঙ্গ, কাঁসর, ঘণ্টা, করতাল, সানাই, বাঁশী, ব্যাণ্ড প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রের ঝঙ্কারে সংকীর্ত্তনমধ্যে মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও জয়ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে এবং চামর-ব্যাজন সেবা গ্রহণ করিতে করিতে বেলা ১০-৩০ ঘটিকায় মেলাপ্রাঙ্গণে স্নানবেদীতে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। এবৎসর ভক্তগণের যাহাতে কষ্ট না হয় তজ্জন্য শ্রীপাটের সেবকগণ স্নানবেদীসহ বিরাট ছায়ামণ্ডপ রচনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ভক্ত ও সাধুগণের সংকীর্ত্তন করিতে, মহাভিষেক দর্শনে কোনরকম ক্লেশানুভব হয় নাই। সূর্য্যদেবও অধিক তাপ প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ বিতরণের জন্য সাধুনিবাসের একতলার ছাদে, মঠের বাহিরে ও অভ্যন্তরে আরও ৪টি ছায়ামণ্ডপের ব্যবস্থা হইয়াছিল। একতলার ছাদে বৈদ্যুতিক আলো ও বাতাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যাহাতে বিশিষ্ট অতিথিগণের মহাপ্রসাদ প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধা না হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে ও শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীসুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (নরেন্দ্রপল্লীনিবাসী, চাকদহ) প্রভৃতির সহায়তায় শ্রীগুরুপূজা, শ্রীনৃসিংহ শালগ্রামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পঞ্চগব্যে-পঞ্চামৃতে প্রভৃতি ষোড়শোপচারে পূজা সমাপ্ত হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক আরম্ভ হয়। ১০৮ ঘট সংরক্ষিত পুষ্প-তুলসীমিশ্রিত গঙ্গাজলে প্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও অন্যান্য মহারাজগণ, শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ সাধু ও সজ্জনগণ অভিষেক করেন। পরে সহস্রধারায় গঙ্গাজল ও দুগ্ধদ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক সম্পন্ন হয়। মহাভিষেককালে শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী আদি ভক্তবৃন্দের উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্তন সমাগত সকলেরই খুব চিত্তাকর্ষক ও আনন্দ বর্দ্ধন হয়। সংকীর্ত্তনকালে ভক্তগণের মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, জয়ধ্বনি ও মায়েদের উলুধ্বনিতে সমগ্র আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে। মহাভিষেক সমাপনান্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শৃঙ্গার, ভোগরাগ (ফল-মিষ্টি দ্রব্যাদি) ও আরতি সেবা সম্পন্ন হয়।

পরিশেষে স্নানবেদী ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ, দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ হৃদয়ের আর্ত্তি জ্ঞাপন করেন। বেলা ১টায় শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের জয়গান করতঃ সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শ্রীকানাইলাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃষীকেশ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীআনন্দলীলাময়বিগ্রহ দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি স্নানবেদী সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ ও খেচরান্ন প্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ভোগরন্ধন সেবায় শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেবশরণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভীষ্ম দাসাধিকারী ও শ্রীনৃত্যগোপাল দাসাধিকারীর (মায়াপুরনিবাসী পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজের আশ্রিত) অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী উৎসবের সেবানুকূল্য সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বেই কলিকাতা মঠ হইতে যশড়া শ্রীপাটে আসিয়া শ্রীসনাতনদাস ব্রহ্মচারীকে (সুভাষ) সঙ্গে লইয়া দুর্গাপুরে প্রচারে গিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন দাস ব্রহ্মচারী শারীরিক অসুস্থ হওয়ায় তথা হইতে যশড়ায় ফিরিয়া আসেন। শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী একাকী ভিক্ষাদি সংগ্রহ করতঃ স্নানযাত্রা উৎসবের পূর্ব্বে যশড়া শ্রীপাটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীবলরাম দাস (যশড়া), শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী উৎসবের সেবানুকূল্য সংগ্রহের জন্য করিমপুর, জলঙ্গী, বেতাই প্রভৃতি স্থানে ও যশড়া, চাকদহ বাজারে যাইয়া আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে অত্র শ্রীপাটে ৪ আষাঢ়, ১৯ জুন বৃহস্পতিবার অধিবাস তিথিতে ও ৫ আষাঢ়, ২০ জুন শুক্রবার স্নানযাত্রা তিথিতে সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় দুইটী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। উক্ত ধর্ম্মসভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ 'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা' শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত, শ্রীল মুকুন্দদত্ত ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিতের কৃপাপ্রার্থনামুখে ভাষণ প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীদেবকীসুত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহাজন পদাবলী ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করেন।

বহু প্রাচীনকাল হইতে যশড়ায় শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে মেলা প্রাঙ্গণে বিরাট মেলার আয়োজন হইয়া আসিতেছে। এ বৎসরও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় পরিষ্কার আকাশ থাকায় সহস্র সহস্র নরনারী রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত মেলা দর্শনের জন্য গমনাগমন, বিভিন্ন অভিলষিত কাষ্ঠ-লৌহ নির্ম্মিত আসবাবপত্র, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য খেলনা ক্রয় ও মিষ্টির দোকানে বসিয়া বিবিধ মিষ্ট দ্রব্যাদি ভোজন, নাগরদোলায় চড়িয়া দোলন করতঃ সকলেই বিশেষ আনন্দ উপভোগ করেন। বড়, মাঝারি, ছোট, গোলাকার সব মিলিয়ে মোট ৫টি নাগরদোলা আসিয়াছিল। দর্শনার্থিদের গমনে ও দর্শনে যাহাতে কোন বিঘ্ন না হয় নিরাপদে দর্শন করিতে পারেন তজ্জন্য যশড়া শ্রীজগন্নাথ মন্দির ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ নামাঙ্কিত ছাপানো ব্যাজ পরিহিত বিশেষতঃ স্থানীয় ইয়ুথ এসোসিয়েশনের সভ্যগণ, জাগরণীসংঘ (নারিকেল বাগান), নিউ শক্তি সংঘ (গোঁসাই কলোনী) প্রভৃতি ক্লাবের সদস্যগণ বিভিন্ন প্রকারে ও মাইকের দ্বারা প্রচারকরতঃ মেলাটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিন দিবস পর্য্যন্ত মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় স্নানবেদী হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে সংকীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দিরে লইয়া আসা হয়। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের সময় হইতেই এখানে তিন দিবস পর্য্যন্ত অনবসরকাল পালিত হইয়া আসিতেছে।

মঠরক্ষক শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর তত্ত্বাবধানে ও শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীনীলমাধব ব্রহ্মচারী, শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী (সুভাষ), শ্রীআনন্দলীলাময়বিগ্রহ দাস ব্রহ্মচারী (মায়াপুর), শ্রীহৃষীকেশ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারকেশদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীখগেন দাস (মায়াপুর) শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমোহন প্রভু, শ্রীনবকুমার প্রামাণিক, শ্রীমন্মথ দাস প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সেবা প্রচেষ্টায় উৎসবটি নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মঠরক্ষক শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর বিশেষ

সেবাপ্রচেষ্টায় ও স্থানীয় মঠসেবকগণের সহায়তায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মেলা প্রাঙ্গনের মধ্যস্থিত শ্রী দোল-মঞ্চ ও শ্রীস্নানবেদীর তিনদিকের (পশ্চিম ও দক্ষিণ সম্পূর্ণ ও উত্তরদিকের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত) সীমানা ৬ ফুট উচ্চ, তদুপরি ৩ ফুট লোহার এঙ্গেল কাঁটা-তারযুক্ত বহু অর্থব্যয়ে পাকা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে। স্নানবেদীর দক্ষিণদিকে ও পূর্ব্বদিকে দুইটী গেট্ নির্ম্মিত হইয়াছে। সীমানার উত্তরদিকের বাকি অংশ ক্রমশঃ সময় ও সুযোগমত পাকা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করা হইবে।
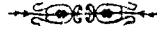
বিদেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সমাচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯৬ পৃষ্ঠার পর]

[৩]

রোজভিলা (Roseville, California)

২৩ মে শ্রীরামদাসজী শ্রীল মহারাজকে পার্টিসহ রোজভিলা (Roseville) পৌঁছাইবার ব্যবস্থা ট্রেণে করেন। যদিও Roseville হইতে লুধিয়ানার শ্রীরাকেশ কাপুরের আত্মীয় শ্রীরাজেন্দ্র অমর গাড়ী পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী রামদাসের মন্দিরে হরিকথা শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন। U.S.A-এর ট্রেণ কি প্রকার তাহা দেখিবার জন্য শ্রীল মহারাজ আদি সকলেই ট্রেণে যাওয়া নিশ্চয় করেন। Oakland এ যাইয়া ট্রেণে উঠিতে হয়। এখানকার ট্রেণও দ্বিতল ও সম্পূর্ণ Air-conditioned। মাত্র ৩ ঘণ্টা জার্নি হওয়ায়

কালিফোর্নিয়া রোজভিলায় শ্রীল আচার্য্যদেব (মধ্যস্থলে), তাঁহার বামপার্শ্বে শ্রীজিতেন্দ্র অমর এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীমদনলাল গুপ্তাজী

সকলেই সাধারণ কামরায় যান। উহাও Air-conditioned, পায়খানাদি সব আধুনিকতম, (১০। ১২টী মাত্র) গদিআসন (প্লেনের মত), বসার আসনে অধিক কেহ উঠে না। সব বিষয়ে অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য। যাহা ভারতবাসী কল্পনা করিতে পারিবে না।

২৩ মে শ্রীল আচার্যদেব আদি সকলে Roseville পৌঁছাইলে জিতেন্দ্র অমর ও তাঁহার স্ত্রী দুইটী Car-এ আসিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যান। জিতেন্দ্র ও তাঁহার বাড়ীর লোক সব পাঞ্জাবী হওয়ায় বিশেষভাবে সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের সেবায় কোন ত্রুটী নাই। প্রত্যহ তাঁহার বাড়ীতেই পাঠকীর্ত্তন হইয়াছে রাত্রিতে। হিন্দী গান শুনিয়া তাঁহাদের খুব আনন্দ। শ্রীল আচার্যদেব হিন্দী ও ইংরাজী দুই ভাষাতেই বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীতে শ্রোতার সংখ্যা অধিক হইয়াছে। রোজভিলা ছোট সহর হইলেও রাস্তা-ঘাট-পার্ক—সব আধুনিক ও মনোরম। একজন অন্ধ্রপ্রদেশের মহিলা শ্রীল মহারাজের নিকট ইংরাজীতে বলিয়াছেন—এখানে বহু প্রাণীহিংসা হয়।
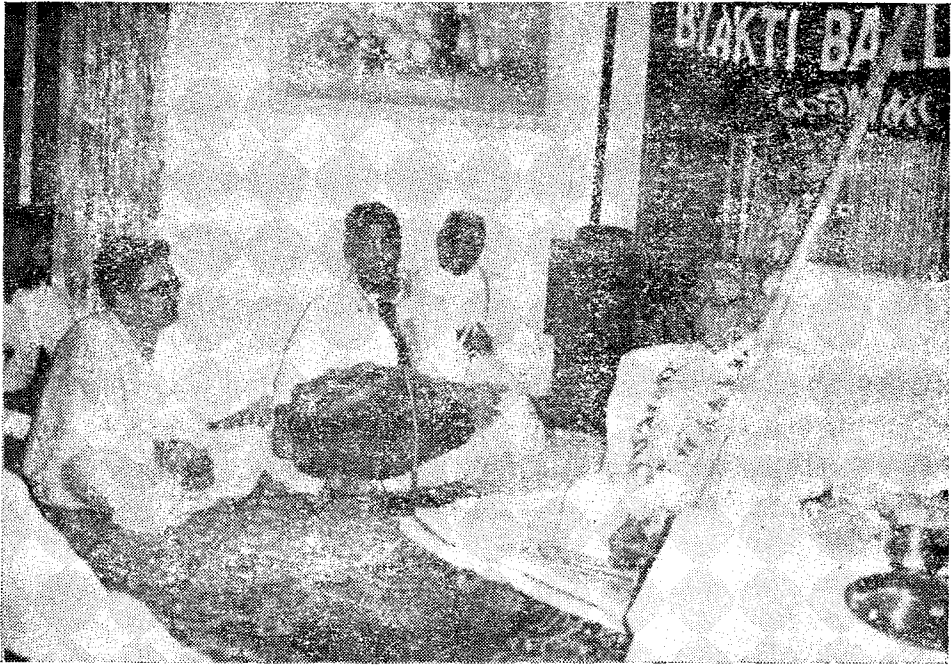
কালিফোনিয়ার রোজভিলাতে শ্রীজিতেন্দ্র অমরের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেবের ধর্ম্মোপদেশ

এজন্য তাহার মন খারাপ, এখানে হিন্দুদেরও সঙ্গবশতঃ আহারাদির শুদ্ধিতা নাই। বাহিরে চাকচিক্যে খুব ভাল, পরমার্থ বলিতে এখানে তেমন কিছু নাই। ভোগের চূড়ান্ত থাকায়, চরিত্রের কোনও বালাই নাই। জিতেন্দ্র অমর Electronic-এ কার্য্য করেন, তিনি Electronic-এর মাধ্যমে প্রচারেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

U.S.A আয়তনে ভারত হইতে চারগুণ বড়। কিন্তু লোকসংখ্যা ভারত হইতে চারিভাগেরও একভাগ নহে। এখানে খাদ্যাদি বিষয়ে নানারকম অসুবিধা দেখিয়া এবং চরিত্র নাই দেখিয়া প্রচারপার্টির কেহ কেহ শীঘ্র ভারতে ফিরিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, জানা গেল। এখানে family life বলিয়া কিছু নাই। ভারতে সব একসঙ্গে থাকে শুনিয়া ইহারা আশ্চর্য্যান্বিত হন। জিতেন্দ্র অমর অনেক ফটো movie-তে অনেক কিছু তুলিয়াছেন। চণ্ডীগড়ের শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজের পরিচিত শ্রীসুরেশ বাজাজ তাঁহার স্ত্রী-পুত্রসহ Wooland

হইতে দুইদিন কারযোগে জিতেন্দ্র অমরের বাড়ীতে আসিয়া হরিকথা শুনিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবকে ভক্তগণসহ তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সময়াভাববশতঃ যাইতে পারেন নাই। কারণ তাঁহাদের বিমানে ফিনিক্স-এ যাওয়ার তারিখ নিশ্চিত হওয়ায়।

ফিনিক্স (Phœnix), আমেরিকা

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রচারপার্টি সহ Roseville হইতে শ্রীজিতেন্দ্র অমরের Car-এ ২৭ মে মঙ্গলবার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে আসিয়া Delta বিমানে ফিনিক্স যাত্রা করেন। Los Angeles-এ বিমান বদল করিতে হইয়াছে। Los Angeles-এ সন্ধ্যা ৬টায় পেঁৗছিলে শ্রীগোবিন্দমাধব প্রভু এবং আরও দুইজন বিমানবন্দরে শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের অনেক কথাবার্ত্তা হয়। শ্রীগোবিন্দমাধব আগরতলা মঠে থাকেন। শ্রীল আচার্য্যদেবকে ভাল জানেন। তিনি এখন Los Angeles-এ আছেন। নিউইয়র্ক-নিউজার্সি হইতে ফিরিবার পথে Los Angeles ও অন্যান্য স্থানে শ্রীল মহারাজ পার্টি সহ যাইবেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টি সহ ফিনিক্স (Phœnix) বিমানবন্দরে রাত্রি পৌনে ৯টায় পেঁৗছিলে শ্রীঅকিঞ্চন দাস, তাঁহার স্ত্রী ললিতাদাসী ও কন্যা, শ্রীসত্যনারায়ণজী ও আরও কএকজন ভক্ত বিমানবন্দরে শ্রীল আচার্য্যদেবকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীঅকিঞ্চন দাসের বাড়ী বৈষ্ণববাড়ী। এখানে সকলেই সুখে আছেন। এখানে ২৮শে মে Logos-Centre একটি চার্চ্চ হলে শ্রীডেনিস্ লাইনহেন বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। রাত্রিতে সভা হয়। বসিবার ব্যবস্থা আধুনিক চেয়ারে। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় একঘণ্টা ভাষণ দেন। ভাষণ শুনিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। বহুরকম প্রশ্ন করেন। শ্রীল মহারাজ সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন ইংরাজী ভাষায়। শ্রীঅকিঞ্চন দাস ও তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীতে একদিন হরিকথা হইয়াছে, পুনঃ ২রা জুন হইবে। ১লা জুন শ্রীসত্যনারায়ণজীর বাড়ীতে হইয়াছে। দূর দূর স্থান হইতে ভক্তগণ হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য আসিতেছেন।

১লা জুন একাদশী তিথিতে শ্রীঅকিঞ্চন দাসের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ললিতাদাসী শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্বেই শ্রীল মহারাজের নিকট হইতে হরিনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা বৃন্দাদেবী পিতামাতার বিশেষ ইচ্ছায় হরিনাম গ্রহণ করে। আরও দুইজন ভক্ত বিশেষ শ্রদ্ধালু (1) Sree Andi Danilewiez (2) Sree Simon Munoc হরিনাম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বিশেষ ইচ্ছায় তাঁহাদের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাখিয়াছেন—(১) শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাস, (২) শ্রীসনাতন দাস।

শ্রীঅকিঞ্চন দাসের অত্যন্ত উৎসাহ। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া তিনি আকৃষ্ট। কি করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

ফিনিক্সে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচার সংবাদ একটি স্থানীয় ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা 'Religion' The Arizona Republic, dated Saturday, June 7, 1997 'Hindu sect chooses Phœnix for 1st temple outside India' শিরোনামায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় অবিকল পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল—

Hindu sect chooses Phoenix for 1st temple outside India

By Kelly Ettenborough
The Arizona Republic

Phoenix will be the site of the first Hindu temple affiliated with the Sri Chaitanya Gaudiya Math to be built outside India.

Phoenix residents Akinchana and Lalita Das are working with the leading proponent of the Hindu philosophy of Gaudiya Vaishnava, on plans for the temple, or ashram.

His Grace Bhakti Ballabha Tirtha Maharaj is the spiritual leader of the parent temple in Calcutta and its affiliate temples throughout India. For the devotees, his position is comparable to that of the pope for Roman Catholics.

Maharaj visited Arizona this week as part of his first trip to the United States. He also has been in San Francisco and Los Angeles and will visit Chicago, New York and Miami to spread his message of non-violence, love and unity of hearts.

The United States, Maharaj said, is more technologically developed than India but not as spiritually developed.

Chanting the name of God is the focus of the spiritual practice of Gaudiya Vaishnava. In India, followers, recognizable by their brown bead necklaces, often chant and play drums and cymbals in huge paradelike gatherings.

"Here, you need a permit," Maharaj, 73, said.

A center in Phoenix will teach followers about "becoming humbler than a blade of grass, more forbearing than a tree, having no desire for name and fame, but according respect to all," Maharaj said.

A building will be rented until a permanent ashram, with a library, lecture hall and guest house, can be built in the next year or two, Akinchana Das said.

The ashram will offer daily worship, lectures and host monks from India.

Akinchana and Lalita Das, who are musicians, met Maharaj when they were in India 16 years ago and said the experience changed their lives. Now they are excited to begin a temple here.

"I'd like to be able to share that and the scriptures of India with other people." Akinchana Das said.

পুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় গুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে ও শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির সেবাপরিচালনায় পুরুষোত্তমধামে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরম গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক-উৎসব, নগর-সংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মসম্মেলন বিগত ১৮ আষাঢ় (১৪০৪), ৩ জুলাই (১৯৯৭) বৃহস্পতিবার হইতে ২০ আষাঢ়, ৫ জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২১ আষাঢ়, ৬ জুলাই রবিবার শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাও বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এবৎসর তিনখানি রথই একই দিনে গুণ্ডিচা-মন্দিরে যাইয়া পৌঁছিয়াছেন, ইহা একটি রেকর্ড।

এতদুপলক্ষে কলিকাতা, আনন্দপুর, মেচেদা, গুয়াহাটী, উদালা, বারিপদা, নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জ, দেরাদুন, ভাটিণ্ডা, চণ্ডীগড়, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা, আসাম, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান ও নেপাল হইতেও বহু মঠবাসী, গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় ভারতের ও বহিরাগত প্রায় কয়েক লক্ষ লোকের সমাগম পরিদৃষ্ট হয়। কলিকাতা হইতে শ্রীমঠের বিশিষ্ট সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ২৪ জুন মঙ্গলবার জগন্নাথ এক্সপ্রেসে সাড়ে ছয় ঘণ্টা বিলম্বে পুরীতে পৌঁছেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীমদ্ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীনীলমাধব ব্রহ্মচারী (যশড়া), শ্রীঅদ্বৈত-জ্ঞান দাসাধিকারী (শ্রীঅরুণ রায়), শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীবাসুদেব দাসাধিকারী সস্ত্রীক, শ্রীবিনয় চক্রবর্ত্তী সস্ত্রীক (সোদপুর), শ্রীমতী নীলিমা হালদার প্রভৃতি কলিকাতা হইতে ১ জুলাই মঙ্গলবার জগন্নাথ এক্সপ্রেসে পুরীতে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু পূর্ব্ব হইতেই পুরী মঠে উপস্থিত ছিলেন। আসাম সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, দেরাদুনস্থ (উত্তরপ্রদেশ) শাখামঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, উদালা (ওড়িষ্যা) শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর সাগর মহারাজ, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রী-মানসদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসতীশদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশিব-প্রসাদ বেহেরা প্রভৃতি ৪ মূর্ত্তি সেবকসহ পুরী মঠের উৎসবানুষ্ঠানে বিভিন্ন দিনে আসিয়া যোগদান করেন। শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীযোগেশ দাস (দিল্লী) হায়দ্রাবাদ হইতে, দিল্লীর মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীমহাবীর-প্রসাদ আগরওয়াল সপরিবারে দিল্লী হইতে কলিকাতা হইয়া পুরীতে উৎসবে আসিয়া যোগ দেন। ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব) হইতে শ্রীকপিল লুম্বা সপরিবারে আসিয়া-ছিলেন। ওড়িষ্যা বহরমপুর হইতে শ্রীযুধিষ্ঠির পাত্র মহোদয় উৎসবের বিবিধ উপকরণ মটরকার ভর্ত্তি করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।

১৮ আষাঢ়, ৩ জুলাই বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে ভক্তগণ ত্রিদণ্ডিযতিগণের অনুগমনে পুরী মঠের ফেষ্টুন ও পতাকাসহ সংকীর্ত্তন করিতে প্রথমে নরেন্দ্র সরোবর বা চন্দন সরোবরে যান, তথায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ চন্দন সরোবর বা নরেন্দ্র সরোবরের ইতি-

বৃত্ত কীর্ত্তন করেন। মহারাজের মুখে মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ সকলে চন্দনসরোবরের জলে আচমন ও জল মস্তকে ধারণ করতঃ সরোবরের মধ্যস্থিত মন্দিরে প্রবেশ করেন। এখানে প্রবেশ দ্বারে প্রবেশ-মূল্য দিয়া সকলে প্রবেশ করেন ও মন্দির পরিক্রমা করেন। মূল মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রার সময় বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া অর্থাৎ অক্ষয়-তৃতীয়া তিথি হইতে ২১ দিনব্যাপী শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি শ্রীমদনমোহনজীউ, শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীসরস্বতীদেবীকে সঙ্গে লইয়া একটী কুণ্ডে সুগন্ধি চন্দন-পুষ্পাদি মিশ্রিত জলে জলকেলি লীলা করেন। মূল মন্দিরের বহির্ভাগে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের মন্দিরটিতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম এবং মূল মন্দিরের বহির্ভাগে উত্তর-পশ্চিম কোণের মন্দিরে পঞ্চশিব—লোকনাথ, যমেশ্বর, কপালমোচন, মার্কণ্ডেশ্বর ও নীলকণ্ঠ শিব কুণ্ডজলে জলকেলি লীলা করেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে শ্রীমদনমোহন লক্ষ্মী-সরস্বতীকে লইয়া একটি বৃহৎ সুসজ্জিত শিবিকায়, কৃষ্ণ-বলরাম একটি শিবিকায় ও পঞ্চশিব পাঁচটি নিজ নিজ শিবিকায় আরোহণ করতঃ যথাক্রমে শ্রীমদনমোহনজীউর অগ্রে ও পশ্চাতে গমন করেন। যাত্রাকালে ভক্তগণ চামর ব্যজনাদি দ্বারা ব্যজন ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্রসহ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে লইয়া চলেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে রচিত ছায়ামণ্ডপে অবস্থান করতঃ শ্রীভগবান্ ভক্তগণ কর্ত্তৃক নিবেদিত ভোগোপকরণ স্বীকার করিয়া চলিতে থাকেন। শ্রীভগবানের অগ্রে গমন-কালে পুরীর গজপতি মহারাজের সেবক হাতীও ছায়ামণ্ডপের নীচে গুম্ফিত বিভিন্ন প্রকার ফলাদি ভক্ষণ করিতে করিতে চলিতে থাকে, ইহাও এক মনোরম দৃশ্য। চন্দন সরোবরে আসিয়া উপনীত হইলে শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ হইতে আনীত সুমিষ্ট পানীয় বা সরবৎ শ্রীভগবানকে নিবেদন করা হয়। তৎপরে শ্রীভগবানকে আরতি করার পর একটি নৌকায় লক্ষ্মী-সরস্বতীকে লইয়া শ্রীমদনমোহনজীউ ও অপর একটী নৌকায় কৃষ্ণ-বলরাম ও পঞ্চশিব আরোহণ করতঃ সরোবরে ভ্রমণ করেন। নৌকা-ভ্রমণের সময় ভক্তগণ নরেন্দ্র সরোবরের চতুর্দ্দিকে সংকীর্ত্তনসহ পরিক্রমা করেন। নৌকাভ্রমণের পর শ্রীবিগ্রহগণ নিজ নিজ মন্দিরে প্রবেশ করতঃ জল-কেলিতে রত হন। মূল মন্দিরটি পাণ্ডাগণ বন্ধ করিয়া বাহিরে বসিয়া ভগবৎলীলা উদ্দীপক হরিগুণ-গান কীর্ত্তন করিতে থাকেন। মূল মন্দিরের বহির্ভাগে পূর্ব্বোত্তর কোণে ভোগরন্ধনের মন্দির। তথায় লুচি, পুরী, ক্ষীর, হালুয়া, মিষ্ট দ্রব্যাদি রন্ধন হয়। শ্রীভগবানকে বস্ত্র, পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শৃঙ্গার, পাচিতদ্রব্য-সকল ভোগনিবেদন ও আরতি করার পর পুনরায় নৌকাভ্রমণ করাইয়া শ্রীজগন্নাথমন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীমদনমোহনজীউ শ্রীমন্দিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবের শয়ন হয় না।

ভক্তগণ নরেন্দ্র সরোবর হইতে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আঠারনালায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। বারচতুষ্টয় মন্দির পরি-ক্রমার পর ভক্তগণ পাদপীঠে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ আঠারনালায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির স্থাপনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। পূজনীয় মহারাজ ও বৈষ্ণব-গণের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীমন্দিরে পাদপীঠের অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ (ফল-মিষ্টদ্রব্যাদি) ও আরতি সেবা সম্পাদন ও দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপন করেন। পরে ক্রমানুযায়ী মহারাজগণ, বৈষ্ণবগণ ও ভক্তগণ পাদ-পীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পুষ্পাঞ্জলির সময় শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন কীর্ত্তিত হয়। ভক্তগণকে ও সমুপস্থিত সকলকেই ফল মিষ্টি প্রসাদ দেওয়া হয়। বেলা ১০ ঘটিকায় ভক্তগণ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরিক্রমাকালে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী।

১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই শুক্রবার শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় পূজনীয় মহারাজগণের আনুগত্যে ভক্তগণ শ্রীমঠ হইতে সংকীর্ত্তনসহ বাহির হইয়া শ্রীজগন্নাথমন্দিরের বহির্দেশে সকৃৎ পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন

করিয়া শ্বেতগঙ্গা, গঙ্গামাতা মঠ (বাসুদেব সার্ব্বভৌমের স্থান), গম্ভীরা বা কাশীমিশ্রের ভবন (রাধাকান্ত মঠ) ও সিদ্ধবকুল (নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী) দর্শন করেন। পূজ্যপাদ মহারাজগণ ও বৈষ্ণবগণের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্বেতগঙ্গার উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বাংলা ও হিন্দী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। মাহাত্ম্য শ্রবণান্তর ভক্তগণ শ্বেতগঙ্গার জল মস্তকে ধারণ করতঃ মন্দিরে ভগবান্ মৎস্যমাধব ও শ্বেতমাধব দর্শন করেন। তৎপরে গঙ্গামাতা মঠে যান। তথায় বসিয়া বৈষ্ণবগণের আদেশে শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করতঃ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ইচ্ছাক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাতদিন বেদান্ত শ্রবণচ্ছলে সার্ব্বভৌমের মায়াবাদ-খণ্ডন, পুনঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'আত্মারাম ··· ····' শ্লোকের বাসুদেব কর্ত্তৃক নয় প্রকার ব্যাখ্যার একটিও স্পর্শ না করিয়া আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করিলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগত হন, তাঁহাকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করান' ইত্যাদি বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া বলেন। গম্ভীরা ও সিদ্ধবকুলে বসিয়া তথাকার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ। গম্ভীরায় 'গৌরাঙ্গের দুটী পদ যাঁর ধন সম্পদ, সে জানে ভকতিরস সার' গীতিটি শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ কীর্ত্তন করেন। সিদ্ধবকুলে 'ওহে বৈষ্ণবঠাকুর দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি' গীতটি শ্রীরাম ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন করেন। বেলা ১১-৩০টায় সিদ্ধবকুল হইতে সংকীর্ত্তনসহ ভক্তগণ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরিক্রমাকালে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী।

২০ আষাঢ়, ৫ জুলাই শনিবার প্রাতঃ ৭-৪৫ মিঃ-এ শ্রীমঠ হইতে ভক্তগণ ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের অনুগমনে সংকীর্ত্তনসহ বহির্গত হইয়া শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে আসিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করেন। তিনটী প্রকোষ্ঠযুক্ত মন্দিরে (১) শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথ-সুদর্শন, (২) বিশাখাবেশে শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভু, (৩) শ্রীরাধা গোপীনাথ, ডানদিকে শ্রীললিতাসখী দর্শন, দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ মঠের সাধুগণ ও ভক্তগণ তথায় উপবিষ্ট হন। শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী প্রভু 'ওহে বৈষ্ণবঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি' বৈষ্ণব-মহিমাসূচক গীতিটি কীর্ত্তন করেন। শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ হিন্দীভাষায় ও শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ বাংলাভাষায় বুঝাইয়া বলেন। শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ হইতে ভক্ত ও সাধুগণ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে আসিয়া উপনীত হন। সকলেই নির্দ্ধারিত প্রবেশমূল্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করতঃ মন্দিরের বহির্ভাগে বকুলবৃক্ষের ছায়াতলে বাঁধানো চবুতরার উপরে বিভিন্ন মঠ হইতে আগত সন্ন্যাসী মহারাজগণ এবং চবুতরার নীচে সকল ভক্তগণ উপবেশন করেন। পূজনীয় মহারাজগণের ও ভক্তগণের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১২শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা প্রসঙ্গ ও অস্মদীয় পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিত অনুভাষ্যে গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলারহস্য পাঠ করেন। সমাগত হিন্দীভাষী ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ হিন্দীভাষায় প্রসঙ্গটি বুঝাইয়া বলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road

Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin..........

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৪০৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৮-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৭শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র ১৪০৪
১৪ হৃষীকেশ, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, সোমবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ { ৭ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৯৯ পৃষ্ঠার পর]

চৈত্যগুরুর করুণায় মহান্তগুরুপাদপদ্ম লাভ

উপাস্য বস্তুকে বাগানের মালী বা আমার ইচ্ছার ইন্ধন-সরবরাহকারী বিচারে গুরুর বিচার হয় না, তা'তে লঘুর বিচার হয়। এহেন পাষণ্ড আমি—পামর, অধম, নারকী আমি, আমাকে বুঝা'বার জন্য যিনি মনুষ্যাকৃতিতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তাঁ'কে না চিনে—সেই গুরুপাদপদ্ম দর্শন না ক'রে যদি আমি মনে করি—'আমি গুরু দে'খে ফেলেছি', তা' হ'লে তা'র মত ধৃষ্টতা আর কি আছে? যদি আমার নিষ্কপটতা থাকে, তা' হ'লে আমার পক্ষে যে ধৃষ্টতা হ'চ্ছে, একথা আমার অন্তর্য্যামী চৈত্যগুরুরূপে আমাকে বুঝিয়ে দেন; বিবেক দেন—'শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্যজ্ঞান করো না। তিনি তোমার অনন্ত জীবনদাতা, তোমার ভবরোগের সদ্‌বৈদ্য, সর্ব্বতোভাবে তোমার একমাত্র উপকারক।' চৈত্যগুরুর এই উপদেশ শ্রবণ ক'র্‌লে আমরা মহান্তগুরু শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট উপনীত হই। আমি তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট নিজ প্রাক্তন দুষ্কৃতিজাত নানাপ্রকার সন্দেহের কথা নিবেদন ক'রে বলি,—"আপনি কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি, আপনাতে আকর্ষণ-ধর্ম্ম আছে, আমাকে আপনি আকর্ষণ করুন, আপনার নিকট সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌বার জন্য আমার যাবতীয় অনর্থের প্রতিবন্ধক দূরীভূত হউক।"

আমরা যদি এই প্রকার বিচার অবলম্বন না ক'রে লোক-দেখান' বিচার গ্রহণ ক'রে মনে করি,—আমরা গুরুর নিকট হ'তে মন্ত্র নিয়েছি—মনোধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ পেয়েছি, কিন্তু যদি প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণভাবে আমরা গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত না হই, তা'

হ'লে যে পরিমাণ কপটতা ক'রলাম, সেই পরিমাণে ঠকে গেলাম।

লঘুবস্তু গুরু নহে ; শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা

আমার যে-সময় অবিবেচনা প্রবল ছিল, শ্রীগুরু-পাদপদ্ম তখন দেখিয়েছেন,—তুমি যে পণ্ডিতম্মন্যতা, পবিত্রতা, সংযম, জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী প্রভৃতিকে বড় মনে কর, সেইগুলিকে যে-পর্য্যন্ত ত্যাগ না ক'র্‌তে পার্‌বে, সেই পর্য্যন্ত তুমি আত্ম-সমর্পণ ক'রতে পার্‌বে না—আমাকে আশ্রয় ক'র্‌তে পারবে না। যদি তুমি ঐগুলি ত্যাগ ক'রতে পার, তা' হ'লেই আমাকে আশ্রয় ক'র্‌তে পার্‌বে—আমার গুরু হ'তে পারবে। এই বিচার যখন গুরুপাদপদ্ম হ'তে জান্‌তে পেরেছিলাম, তখন তাঁ'কে জীববিশেষ ব'লে জান্‌তে পারি নাই। তখন জেনেছিলাম,—সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু আমাকে কৃপা কর্‌বার জন্য যখন জগতে এসে উপস্থিত হন, তখন আমার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়। **সাধারণ লঘু-বস্তু যেরূপ গুরু হ'বার জন্য ব্যস্ত, আমার গুরুপাদ-পদ্মকে সেরূপ ভাবের চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট মনে ক'র্‌তে পারি নাই।** আমার চেষ্টাক্রমে—আমার ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের চাঞ্চল্যক্রমে গুরু-নির্দ্দেশের যে পদ্ধতি আছে, তা' আমার কর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত—আমার ভোগবাসনায় পূর্ণ। এই জগতের ভোগবাসনা-চালিত কর্ত্তৃত্ব হ'তে পরিত্রাণ ক'র্‌তে যিনি সমর্থ, সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই অতিমর্ত্ত্য শিক্ষার নিকট, মনুষ্যজাতির নিকট যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, যুগ-যুগান্তরের সভ্য-সমাজ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হ'তে যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, সে-সকল একীভূত ক'রলেও অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, নগণ্য, নিতান্ত ব্যর্থ। আমার নিজের আত্মম্ভরিতা ও অবিবেচনাকে সম্পূর্ণ-ভাবে পরাভূত ক'র্‌তে পারে যে শক্তি, সেই (গুরু-পাদপদ্ম) শক্তি যদি আমাতে সঞ্চারিত না হয়,—দুর্ব্বল আমি, সেই বলে যদি বলীয়ান্ না হই, তা' হ'লে সেই বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ হয় না—তাঁ'কে গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না। দিব্যজ্ঞানের প্রদাতাকে 'গুরু' বলা যায়,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥ (৫)

দিব্যজ্ঞানের প্রদাতা কোন মর্ত্ত্যবস্তু ন'ন। যিনি দিব্যজ্ঞানের কথা শুনেন, তিনিও কখনও ম'রে যান না। যিনি সমুপেত মৃত্যু হ'তে রক্ষা ক'রতে পারেন না, তিনি গুরু নন। যিনি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা ক'রে থাকেন, তিনিই গুরু-দেব (ভাঃ ৫।৫।১৮)—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥ (৬)

আমরা জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-রাজ্যে অবস্থিত। আমরা ম'রে যা'ব সকলেই—এ অবস্থায় কেহ থাকতে পারব না। কিন্তু 'মরে যাব' এই ভীতি—এই আশঙ্কা হ'তে যিনি উদ্ধার ক'রতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমরা যে নানাপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চয় ক'রেছি, সেই দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য আমার প্রতি যিনি অনন্ত শক্তি সঞ্চার করেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণত হই। (ক্রমশঃ)

(৫) যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।

(৬) ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন'-শব্দ-বাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী 'জননী' নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্ত্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন, অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের সংসারমোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন, অর্থাৎ তাঁহার পাণি গ্রহণ করা উচিত নহে।

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

অভিধেয় তত্ত্বম্—অভিধেয় নির্ণয় প্রকরণং

ওঁ হরিঃ ॥ নিত্য কর্ম্মহ্যেবাভিধেয় মিত্যেকে ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ৫১ ॥

মুণ্ডকে। তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ গীতায়াং। নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ। শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম্ম সমাচার। অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ চরিতামৃতে। দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন। সৎসঙ্গে কর্মত্যাজি করয়ে ভজন ॥ ৫১ ॥

কেহ কেহ বলেন নিত্য কর্ম্মই অভিধেয়, ইহারা কর্ম্মী ॥ ৫১ ॥

কর্ম্মমার্গ সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে যথা,—সেই অক্ষর পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য, চিরন্তন, উৎপত্তি বিনাশাদি ষড়্‌বিকারহীন, তদ্‌ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। ইহাকে পাইতে হইলে বৈদিক কর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ বৈদিক মন্ত্রে পরব্রহ্ম বিষয়ক কর্ম্মের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া সেগুলি ত্রেতাযুগের যজ্ঞকার্য্যের জন্য বিভাগ করিয়াছেন। হে সত্যকামিগণ, তোমরা কেবল সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সেই বৈদিক কর্ম্মসমুদয় একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠান কর। গীতায়,—অনধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ দ্বারা যখন শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন কর্ম্মত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয়? অতএব কাম্যকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্য-কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞানভূমি অতিক্রম করতঃ নির্গুণ অবস্থা লাভ করিবে। কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া তুমি সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান কর, যেহেতু অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে জীবের মোক্ষলাভ হয়। চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়, কর্ম্মিগণের মধ্যে যাহারা দেহারামী, যাহারা কর্ম্মনিষ্ঠ এবং যাজ্ঞিক ইত্যাদি ব্যক্তিরা যদি সৎসঙ্গপ্রাপ্ত হয়, তবে তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন। [৫১]

ওঁ হরিঃ ॥ চিন্মাত্রাদ্বৈতজ্ঞানমভিধেয়মিত্যপরে ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ৫২ ॥

ছান্দোগ্যে। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ॥ মুণ্ডকে। কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥ বৃহদারণ্যকে। অয়মাত্মা ব্রহ্ম ॥ ছান্দোগ্যে। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥ অহং ব্রহ্মাস্মি ॥ ঐতরেয়ে। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম নেহনানাস্তি কিঞ্চন ॥ অষ্টাবক্র সংহিতায়াং। ক্ব ময়া ক্ব চ সংসার ক্ব প্রীতির্বিরতি ক্ব বা। ক্ব জীবঃ ক্ব চ তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বদা বিমনস্য মে ॥ শ্রীবিজ্ঞান ভিক্ষুঃ ॥ আত্মৈবাস্তি পরং সত্যং নান্যাঃ সংসার দৃষ্টয়ঃ। শুক্তিকা রজতং যদ্বৎ যথা মরুমরীচিকা ॥ শঙ্করাচার্য্যঃ। রজ্জু সর্পবদাত্মানং জীবো জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ। নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানশ্চেন্নির্ভয়ং ভবেৎ ॥ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ ইতি গৌড়পাদঃ ॥ ৫২ ॥

অপরে বলেন, চিন্মাত্র অদ্বৈত জ্ঞানই অভিধেয়; ইহারা জ্ঞানী ॥ ৫২ ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে,—তিনিই পরমার্থ সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু তুমি তাঁহারই। মুণ্ডকোপনিষদে,—বিজ্ঞানময় জীবাত্মা, অদত্তফলক কর্ম্ম—ইহারা সেই সর্ব্বোত্তম অক্ষরপুরুষে একীভাব প্রাপ্ত হয়, ইহার নাম মুক্তি। বৃহদারণ্যকে,—এই প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্যে,—এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎবস্তুমাত্র ছিলেন ॥ আমি ব্রহ্মজাতীয় বস্তু। ঐতরেয়ে,—প্রেমভক্তিই ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপে কোন জড়ীয়ভেদ নাই। অষ্টাবক্র সংহিতায়,—কে আমার, কি বা এই সংসার, প্রীতিই বা কি, বিরক্তিই বা কি, জীব কে, কেই বা তাহার ব্রহ্ম? এই সমস্ত বিচার দ্বারা আমার মন জড়নির্লিপ্ত হয়েছে। শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুর কথায়,—কেবল আত্মাই একমাত্র সত্যরূপে অবস্থিত, আর কোন বস্তু নাই। শুক্তিতে রজতবুদ্ধির ন্যায় মরীচিকা সদৃশ এই সংসার দৃষ্ট হয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন,—রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায়

নিজেকে জীব মনে করিলে ভয়ের কারণ হয়। আমি জীব নহি, কেবল পরমাত্মাই আমি—এরূপ জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আত্মা নির্ভয় হয়। গৌড়পাদ বলেন,—অদ্বৈতই পরমার্থপ্রদ। [৫২]

ওঁ হরিঃ ॥ যত্র ধর্ম্মায় কর্ম্ম বিরাগায় ধর্ম্মশ্চিদ্রসায় বিরাগস্তত্র গৌণরূপেন কর্ম্মৈবাভিধেয়ম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৩ ॥

ঈশাবাস্যে। হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু দৃষ্টয়ে॥ সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ভাগবতে। নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতোহি সঃ॥ এবং নৃণাং ক্রিয়া যোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতি হেতবঃ। ত এবাত্ম বিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥ শ্রীরামানুজাচার্য্যঃ। উপায় বুদ্ধ্যা কর্ম্মাণি মা কুরুধ্বং মহাত্মকাঃ। কর্ম্মণামেব কৈঙ্কর্য্যে প্রাপ্তে ভগবতঃ মতিঃ॥ ৫৩॥

যে স্থলে কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য কৃত হয়, সেই ধর্ম্ম বিরাগের জন্য কৃত হয়, চিদ্রসের জন্য বিরাগ কৃত হয়, সেই স্থলে কর্ম্ম গৌণরূপে অভিধেয় হইতে পারে॥ ৫৩॥

ঈশাবাস্য বলেন,—সেই পরমাত্মার চিন্ময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ জ্যোতির্ময়পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। হে পরমেশ্বর, সত্যধর্মের প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর কর। শ্রীমদ্ভাগবতে বহির্ম্মুখ কর্মমাত্রের নিন্দা—যাঁহার স্বধর্ম্মাশ্রয়রূপ কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে কৃত হয় নাই, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত॥ মনুষ্যের সমস্ত ক্রিয়াযোগই সংসার-জনক। সেই ক্রিয়াযোগ পরতত্ত্বে কল্পিত করিতে পারিলে কর্ম্মযোগের কর্ম্মসত্তারূপ বিকৃতি বিনষ্ট হয়॥ শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন,—হে মহাত্মাগণ! পুণ্যফলপ্রাপ্তির জন্য উপায়বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত করিবেন না; শ্রীভগবানে মতিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সেবারূপেই তাঁহার প্রীতিদায়ক কর্ম্মসকল করিবেন॥ [৫৩]

ওঁ হরিঃ ॥ যত্র চিদ্রসায় জ্ঞানং তত্র গৌণরূপেণ জ্ঞানমভিধেয়ম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৪ ॥

বৃহদারণ্যকে। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ। ভাগবতে। তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মান মুদ্ধব। জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবতঃ॥ শ্রীচরিতামৃতে। ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়। ভক্তিসাধন করে যেই প্রাপ্ত ব্রহ্মলয়॥ জন্ম হৈতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময়। কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ৫৪॥

যে স্থলে চিদ্রসের জন্য জ্ঞান, সেই স্থলেই জ্ঞান গৌণরূপে অভিধেয় হয়, অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম কখনই সাক্ষাৎরূপে অভিধেয় নয়॥ ৫৪॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—বুদ্ধিমান ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ ভগবৎস্বরূপকে বিশেষরূপে জানিয়া তাহাতে প্রেমভক্তি করিবেন। ভাগবত একাদশে,—হে উদ্ধব, অতএব জ্ঞানের সহিত ভগবদধিভূত আত্মবস্তুকে অবগত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন চিত্তে ভক্তিভাবে আমার আরাধনা করিবে॥ কেবল ভক্তিই সমস্ত সাধনের ফল প্রদানে সমর্থা। জ্ঞান ইত্যাদি অন্য কোন সাধন মুক্তি পর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারে না। বাস্তবিক ভক্তিক্রিয়া মুক্তদশার পরেই আরম্ভ হয়, ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব, চতুঃসন ইত্যাদি। [৫৪]

ওঁ হরিঃ ॥ চিদ্বিশেষ স্ফুর্তি সাধনমভিধেয়মিতি ভাগ্যবন্তঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৫ ॥

ইতি অভিধেয় নির্ণয় প্রকরণং সমাপ্তম্॥

প্রশ্নোপনিষদি। তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি॥ মাঠর শ্রুতৌ। ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি॥ ভাগবতে। নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ মৎপাদ সেবাভিরতা মদীহাঃ। যেহন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥ পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণাম্ব সন্তঃ প্রসন্নবক্ত্রারুণ লোচনামি। রূপানি দিব্যানি বরপ্রদানি সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি॥ শ্রীভট্টনাথঃ। নিত্য মুক্তৈক ভোগ্যং যতৎ পঞ্চোপনিষন্ময়ং। অপ্রাকৃতং দিব্যরূপং অচক্ষু বিষয়ং গতম্॥ ৫৫॥

ইতি অভিধেয় নির্ণয় প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

চিদ্বিশেষের স্ফুর্তি সাধনই অভিধেয়—এই কথা ভাগ্যবান্ লোকেরা বলেন॥ ৫৫॥

প্রশ্নোপনিষদে,—যাঁহাদের সাধারণ সংসারীর মত

ব্যবহারে কুটিলতা নাই, কোনরূপ মিথ্যা নাই, আচরণে প্রতারণা নাই, তাঁহারাই পরব্রহ্মলোকে গমন করেন, যাঁহা রজোগুণের অতীত, ইহাতে ক্ষয় নাই, সর্ব্বদা একরূপ, নির্ভয়, নিরতিশয় ইত্যাদি ।। মাঠর শ্রুতি বচন যথা,—ভক্তি দ্বারাই যাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায়, সেই পরমপুরুষ কেবল ভক্তিরই বশীভূত, অতএব ভক্তিই পরমশ্রেষ্ঠ বস্তু ।। ভাগবতে,—কপিলদেব মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন,—মাতঃ যাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমার পদসেবারত, যাঁহারা আমার জন্য অখিল চেষ্টাযুক্ত, যাঁহারা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া আমারই মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে শ্লাঘা বোধ করেন, তাদৃশ ভাগবতগণ আদৌ আমার সহিত একাত্মতারূপে সাযুজ্য মুক্তির স্পৃহা করেন না। আমার যে সমস্ত প্রকাশ-মূর্তির বদন প্রসন্ন এবং লোচন অরুণবর্ণ, সেই সকল অভীষ্ট সেবাপ্রদ অলৌকিক মূর্তি তাঁহারা দর্শন করেন এবং তৎসহ নানাবিধ ভক্তিমুক্তিস্পৃহারহিত সেবাভিলাষসূচক ব্যাক্যালাপ করেন ; ফলতঃ মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিতে নিত্য পরমেশ্বরানুভব সুখ অধিক বর্ত্তমান ।। শ্রীভট্টনাথ বলেন,—ভগবানের চিন্ময়ধাম ও সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দিব্যরূপ প্রাকৃতচক্ষুর বিষয়বস্তু নহে ; যাহা কেবল নিত্যমুক্ত ভক্তগণকর্তৃক দৃষ্ট এবং অনুভূত, যাঁহা ভগবদ্-উপাসনামূলক পঞ্চ উপনিষদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে [৫৫]

ইতি অভিধেয়- নির্ণয় প্রকরণ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগীতা

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

'প্রতিষ্ঠা'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্থিতি, অবস্থান বা সংস্থাপন। ব্রতাদির উদ্‌যাপন, দেব-দ্বিজাদির উদ্দেশে জলাশয়াদি উৎসর্গ প্রভৃতি অর্থেও 'প্রতিষ্ঠা'র প্রয়োগ দেখা যায়। প্রশংসা, সুকীর্তি, গৌরব, পদমর্য্যাদা, সম্মান প্রভৃতি অর্থেও ইহার কম প্রয়োগ নহে; আমরা এই অর্থেই 'প্রতিষ্ঠা'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া আজ ইহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রশংসা, পদমর্য্যাদা বা সম্মান চাহেন না, এই প্রকার লোকের সংখ্যা জগতে বিরল। পদমর্য্যাদালাঘবতার চিন্তানল রজোগুণ-ইন্ধন-সহযোগে সহস্র শাখায় প্রজ্বলিত হইয়া বিশ্বকে কত বার যে শমশানে পরিণত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যে অপস্বার্থের জন্য শত্রুতে মিত্রতে, রাজায় রাজায়, রাজায় প্রজায়, প্রজায় প্রজায়, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভ্রাতায় ভগ্নীতে, পিতায় পুত্রে, মাতায় পুত্রে; এমন কি স্বামিস্ত্রীতেও কলহাগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহার মধ্যেও প্রতিষ্ঠার স্থান নিতান্ত কম নহে।

প্রতিষ্ঠে ! তোমার মহীয়সী শক্তির—মোহিনী যাদুবিদ্যার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তোমার জন্য, যাহার ছায়াদর্শনের সৌভাগ্য প্রজাবৃন্দের হয় না, সেই প্রবলপ্রতাপান্বিত ভূম্যধিকারী পর্য্যন্ত সময় বিশেষে প্রজার দ্বারে দ্বারে গমন করিতে বাধ্য হন, যিনি দেব-দ্বিজ-সেবায় বা দরিদ্রগণের দুঃখ মোচনের জন্য একটী পয়সাও দিতে কাঙ্গাল সাজেন সেই ব্যক্তিও কোনও সময়ে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে অকাতরে চর্ব্ব-চুষ্য-লেহ্য পেয় বিতরণে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না ; অধিক কি ত্যাগীর বেষগ্রহণকারী সাধু মহাত্মা (!) পর্য্যন্ত ভোগীর মনযোগান কার্য্যকে সেবার ভাণে বহুমানন করিতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। কিন্তু তোমার এ কেমন ব্যবহার, যে তোমার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে, তোমার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা তোমার ধ্যান, তোমার জ্ঞান লইয়া ব্যস্ত, তুমি প্রায়ই অভিমানভরে তোমার সেই একান্ত অনুরক্ত সেবককে দেখা না দিয়া দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থান কর। আবার যিনি তোমাকে চাহেন না, এই প্রকার ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প হইলেও সেই মুষ্টিমেয় জনকয়েকের দ্বারেই স্বেচ্ছায় অনুগত সেবিকারূপে উপস্থিত হইয়া থাক। তোমার এই

স্বভাব বর্ণন করিয়াই ত' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নিম্মিত ॥"

দেখ প্রতিষ্ঠে, তোমার ভয়ে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ রেমুণার বাজার হইতে রাত্রিযোগেই পলায়ন করিয়া পুরী গেলেন; কিন্তু তুমি তথাপি তাঁহার চরণ ত্যাগ করিলে না, সমগ্র বিশ্বে তাঁহার মহিমা বিঘোষিত করিলে। ঠাকুর হরিদাস তোমাকে চাহেন নাই; তিনি ভিক্ষান্নদ্বারা কোনও প্রকারে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া হরিনাম করিতেন, কিন্তু তাঁহার মহিমা অতি সত্বরই এত বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণকুলে জাত একব্যক্তি কপটভাবে অশ্রু-পুলকাদি-প্রদর্শনে যত্ন করিল—ঠাকুরের ন্যায় প্রেমিক সাজিতে গেল, কিন্তু তোমার কি চমৎকার ব্যবহার—তুমি তোমার সেই একান্ত সেবকটীকে পুরস্কৃত করিলে কিল, চড়, ঘুষা, পদাঘাত প্রভৃতি দ্বারা। তোমার ন্যায় মূঢ়া দুনিয়ায় বোধ হয় দুইটী নাই। তুমি সেবকগণকে পায়ে ঠেলিয়া কাহারো কাহারো দাসত্ব করিতে ভালবাস; কিন্তু একবার আমাদের দিকে—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানববৃন্দের দিকে, যাহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্যে জলের নীচ দিয়া সমুদ্রের স্রোত ভেদ করিয়া জাহাজ চলিতেছে, আকাশপথে প্রাণহীন খেচরগণের প্রতিযোগিতা চলিতেছে, সেই ধুরন্ধর জনগণের কার্য্য-কলাপের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত কর তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি খুলিবে, দেখিতে পাইবে আমরা দাস-তত্ত্বের দিকে, অন্যের—এমন কি, গুরুজনগণের পর্য্যন্ত অধীনতার দিকে কেহই নহি, আমরা সকলেই প্রভুতত্ত্বের দিকে; সকলেই প্রভুত্বলাভের জন্য কেমন যত্নশীল। স্বরূপের সন্ধানের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত না করিয়া কেমন সাহস-ভরে প্রভুত্ব-যুদ্ধে অগ্রসর হই। প্রভুত্বলাভের জন্য, প্রভুত্ব-বিস্তারের জন্য অপরকে কেমন মনের মত কথা বলিতে পারি, অপ-রের মনোরঞ্জনকার্য্যে কেমন সিদ্ধহস্ত, এই কার্য্যের সহায়তার জন্য কেমন ভৃত্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকি। প্রভুত্বের নেশায় কেমন অপস্বার্থের দাসত্বকেও প্রভুত্ব-মধ্যে গণ্য করিতে পারি !!

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা বলিয়া একটী কথা আছে, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রী-গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করা—কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ-ভাবে তাঁহার আদেশ পালন করা—শ্রীগুরুপাদপদ্মের যাহাতে প্রীতি তদনুসারে কার্য্য করা। বদ্ধজীব মনন-ধর্ম্মের বলে যাহা শুভ বলিয়া মনে করে, তাহার পরিণামে অশুভ বা অমঙ্গল-পরিণতি প্রায়ই দৃষ্ট হয়। কিন্তু মুক্তকুলশিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয় কখনও স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া তাঁহার বিচারে—তাঁহার অমন্দোদয়া বাণীতে কোনও প্রকার হেয়তা থাকিতে পারে না; তাহা সর্ব্বদাই পরামৃতপরিপূর্ণা। আমরা কোণজ-দর্শনে ঐ মঙ্গলময়ী বাণীর মর্ম্মানু-ধাবনে অসমর্থ হইলেও যদি তদনুসরণে আমাদের ধৈর্য্য থাকে, তাহা হইলে দেখিতে পাই, ঐ বাণী ব্যতীত আমাদের পরমোপকারী দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টী নাই। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায় উত্ত-রোত্তর অধিক উৎসাহ-লাভের ফলে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার যে প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয় তাহাতে মানবের প্রকৃত সৌভাগ্য-রবির রশ্মিই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার বিপরীত জড়-প্রতিষ্ঠা; এই জড়-প্রতিষ্ঠাকেই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। আমি কুলীন, আমি ঐশ্বর্য্যশালী, আমি অতিশয় প্রতিভা-সম্পন্ন, আমার ন্যায় সুপুরুষ দুনিয়ায় আর কে আছে, আমি বাগ্মী—এক বক্তৃতায় সকলকে মোহিত করিয়া দিতে পারি, আমার সুকণ্ঠের কীর্ত্তনে সকলেই মোহিত হইয়া থাকে, আমার ন্যায় এমন সহজ সরলভাবে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা আর কয়জন করিতে পারে, আমি লেখনী ধারণ করিলে কে তাহার নিকট অগ্রসর হইতে পারে—প্রভৃতি যেসকল চিন্তাতরঙ্গ আমাদের মানস-সাগরে উদ্বেলিত হইয়া উঠে তাহা জড়-প্রতিষ্ঠারই নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে আশ্রিত জনগণ ব্যতীত যে-কোনও ব্যক্তির অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইলে ঐ জড়প্রতিষ্ঠার পরিণাম অশান্তি-সাগরে নিমজ্জিত হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমি পরম বৈষ্ণব—আমি মহাপুরুষ, এই জ্ঞান

হইলে কি অসুবিধা হয় তাহা বর্ণন করিয়া মহাজন গাহিয়াছেন,—

আমি ত' বৈষ্ণব,　　এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি'　　হৃদয় দুষিবে,
হইব নিরয়গামী ॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি'　　উচ্ছিষ্টাদি-দানে
হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব　　থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার ॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞা—"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ"। মহাপ্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম অনর্থযুক্ত সাধককে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া তাঁহার (সাধকের) মঙ্গলের জন্য শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনার্থ নানাস্থানে পাঠাইয়া থাকেন। শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনই উক্ত সাধকের সাধনা। এই নিষ্কপট-সাধনের ফলে তাঁহার এবং অপরের মঙ্গল সাধিত হইয়া গাকে। নিষ্কপট-সাধকের হৃদয়ে "আমার আজ্ঞায়" কথাটী স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকে। হরিকথায় কেহ আকৃষ্ট হইলে সাধক সেই কার্য্যের কারণরূপে নিজেকে জ্ঞান না করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা বিস্তৃত হইতেছে —এই শুদ্ধজ্ঞানে আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। এই অবস্থা না হইয়া যদি অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মতা সাধককে গ্রাস করে, তাহা হইলে নিজকে গুরু-জ্ঞান করিয়া জড়প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। নিজের প্রতিষ্ঠা বিস্তারের জন্য স্ব স্ব-অভ্যর্থনার বিরাট্-ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন, নিজের আলেখ্যাদি যাহাতে ঘরে ঘরে পূজিত হয় তজ্জন্যও যত্নপর হন ; তৎফলে **"না লইব পূজা কার"** মহাবাণী যে কোথায় ভাসিয়া যায়, তাহার সন্ধান আর পাওয়া যায় না। গুরুদেব আদেশ করিলেন, পূর্ব্বদিকে খুদিতে ; আমি কিন্তু দিশাহারা হইয়া খুদিতে লাগিলাম উত্তর, দক্ষিণ বা পশ্চিমদিকে ; ফলে বোলতা, বৃশ্চিক ও কৃষ্ণসর্পাদি আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। কি করিতে আসিলাম, আমার ভাগ্যদোষে কি করিয়া বসিলাম! গুরু-বৈষ্ণবগণ আমার মঙ্গলের জন্য সততই সচেষ্ট ; তাই আমাকে বিপথগামী দেখিলেই তাঁহারা সাবধান করিয়া থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার—শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ

রাজবেড়িয়া (উত্তর ২৪ পরগণা) ঃ—অবস্থিতি ২৭ ফাল্গুন (১৪০৩) ; ১১ মার্চ্চ (১৯৯৭) মঙ্গলবার হইতে ২৮ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহারে চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ শর্ম্মা), শ্রীমনসারাম দাস, শ্রীসত্যনারায়ণ মণ্ডল, শ্রীবৃন্দাবন দাস (এস্-ভিক্টর), ইউরোপ-ডেনমার্কনিবাসী শ্রীকিস্ দুইটী মটরযানযোগে কলিকাতা মঠ হইতে ১১ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ উক্তদিবস পূর্ব্বাহ্ন ৮-৩০ ঘটিকায় রাজবেড়িয়াস্থিত মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারীর (শ্রীঅন্নদাচরণ দেবনাথ মহোদয়ের) আলয়ে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারীর ও তাঁহার পুত্রের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় রাজবেড়িয়ায় প্রচার-প্রোগ্রামের ব্যবস্থা হয়। তাঁহাদের দ্বিতল গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ অবস্থান করেন। শ্রীমন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী সভামণ্ডপে প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্মসভা হয়। শ্রীমঠের আচার্য্যের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। দ্বিতীয় দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহু স্থানীয় নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীমন্দিরে ঠাকুর বিরাজিত থাকায় প্রত্যহ সভার প্রারম্ভে সন্ধ্যারতি, শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও নাম-

সংকীর্ত্তন ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী-অনাদিকৃষ্ণ দাসের বাড়ীতে নিজেদের জমিতে প্রচুর ফসল হওয়ায় টাট্‌কা সব্‌জি দ্বারা ঠাকুরের ভোগ ও বৈষ্ণবসেবার সুব্যবস্থা হয়। গ্রাম্য পরিবেশে থাকিয়া বৈষ্ণবগণ পরম সুখ লাভ করেন। বিদেশী ভক্ত শ্রীকিসেরও স্থানটি শ্রীহরিনাম গ্রহণের উপযুক্তবিচারে তথায় থাকিয়া সুখ হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা হরি-নাম গ্রহণে রুচিবিশিষ্ট। শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়—শ্রীগৌতম দেবনাথ ও শ্রীবাসুদেব দেবনাথ ও গৃহের পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ।

কাঁচরাপাড়া (উত্তর ২৪ পরগণা) :—অবস্থিতি : ২৯ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত।

কাঁচরাপাড়ানিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযোগেশ চন্দ্র মল্লিক মহোদয়ের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব ২৯ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার রাজবেড়িয়া হইতে মটরযানযোগে সদলবলে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় রওনা হইয়া ৯ ঘটিকায় যোগেশবাবুর গৃহে শুভপদার্পণ করেন। তাঁহার দ্বিতল গৃহের ছাদে ধর্ম্মসভার অধিবেশনের জন্য সভা-মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী-গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাঁচরাপাড়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন। মঠের সেবাকার্য্যের জন্য অচিন্ত্য-গোবিন্দ দাসকে যশড়ায় ফিরিয়া যাইতে হয়। পর-দিন শ্রীসনাতনদাস ব্রহ্মচারী (সুভাষ) যশড়া হইতে আসিয়া অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী কলিকাতা মঠ হইতে পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন।

শ্রীমন্দির ও সভামণ্ডপের সংলগ্ন কক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং নিম্নতলায় সাধুগণ অবস্থান করেন।

১৩ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ৩ ঘটি-কায় সিরাজমণ্ডল রোডস্থ শ্রীযোগেশ চন্দ্র মল্লিকের বাসগৃহ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া কবিগুরু রবীন্দ্র পথ, ওয়ার্কসপ রোড, রমেশ গোস্বামী রোড, ওয়ার্কসপ রোড, কলেজ ময়দান, সিরাজ মণ্ডল রোড হইয়া সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসে। পুরোভাগে সুসজ্জিত বিমানে সমাসীন শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চা, তৎপশ্চাতে নৃত্যকীর্ত্তনরত শ্রীল আচার্য্য-দেব ও সাধুগণ, তৎপরে গৃহস্থ ভক্তগণ ক্রমানুযায়ী শোভাযাত্রায় সন্নিবেষিত হয়। স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ (হিন্দী ভাষায়) ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিবস মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন রাত্রিতে কিয়ৎকাল সংকীর্ত্তনের পর আপত্তি করায় বাহিরের মাইকের হর্ণ বন্ধ করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শাস্ত্র-যুক্তিমূলে হরিনামকীর্ত্তন ও হরিকথা শব্দদূষণ নহে, শব্দদূষণের ও স্থানের পরম পবিত্রতা বিধান করে বুঝাইয়া বলিলে পরদিন সভায় হরিকথা শ্রবণের সৌকর্য্যার্থে মাইক যথারীতি ব্যব-হৃত হয়।

দ্বিতীয় দিবস ১৪ মার্চ্চ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে রমেশ গোস্বামী রোডস্থ শ্রীগোপীনাথ পাল তাঁহার গৃহে হরি-কথা ও কীর্ত্তনের পরে সকলকে প্রাতরাশ প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করেন। উক্ত দিবস হরলালনগরস্থ শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসের গৃহেও শ্রীল আচার্য্যদেব গণ-সহ শুভপদার্পণ করেন।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র মল্লিক, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও স্থানীয় ভক্তগণ সেবাকার্য্যে সহায়তা করিয়া বৈষ্ণব-গণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন। শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্ম-চারী ও শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী মুখ্যভাবে রন্ধনসেবা করেন।

১৫ মার্চ্চ শনিবার একটি বড় মোটরযানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে দশমূর্ত্তিসহ রওনা হইয়া শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় যোগদানের জন্য বেলা ১১-৩০টায় উপনীত হন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) :— অবস্থিতি—১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ বুধবার ও ১৩ চৈত্র,

২৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে ও শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপ-স্থিতিতে নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগর সহরে গোয়াড়ী-বাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের উদ্যোগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীমঠে দুইটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের ব্যবস্থায় শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমঠের আচার্য্যদেব, তৎসহ ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী, বনচারী ও গৃহস্থ ভক্ত—৪৮ মূর্ত্তি ডিলাক্স রিজার্ভবাসে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় রওনা হইয়া ১ ঘণ্টা বাদে কৃষ্ণনগরে আসিয়া পেঁীছেন। মঠের কিছুদূরে বাস থামিলে তথা হইতে রিক্সা এবং পদব্রজে সকলে মঠে উপনীত হন। উৎসবানুষ্ঠানে যাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পরমার্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল প্রভু, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্ম-চারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (যোগেশ), শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীবিনোদকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ দাস, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস (করুণাকর, হায়দ্রাবাদ), এস্ ভিক্টর (শ্রীবৃন্দাবন দাস), শ্রীমন্‌সারাম দাস, শ্রী-গৌরগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীথানেশ্বর দাসাধিকারী, চণ্ডীগড়ের ইঞ্জিনিয়ার প্রেমপ্রকাশ, এড্‌ভোকেট শ্রী-দ্বারকানাথ দাস (শ্রীদেওয়ান সিং নাগপাল), শ্রীসত্য-নারায়ণ মণ্ডল, ডেনমার্কের মিষ্টার কিস্ প্রভৃতি। সকলের থাকিবার ব্যবস্থা নবনির্ম্মিত দ্বিতল সাধু-নিবাসে হয়। উক্তদিবস ও পরদিন মঠে মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা বৈষ্ণবগণকে ও অভ্যাগতগণকে আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব অরণ্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা'। পরদিবস শ্রীল আচার্য্য-দেবের অভিভাষণ ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পর-মার্থী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহা-বীর মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের মুখ্যদায়িত্বে ও সেবাপ্রচেষ্টায় কৃষ্ণনগর মঠের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ভক্তগণ উল্লসিত হন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, পূজারী শ্রীরঘুপতিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধোক্ষজ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকার্ত্তিক দাসাধিকারী, শ্রীসনাতনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণমোহন দাসাধিকারী (কালাচাঁদ দাস) প্রভৃতির এবং মহিলা ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পাঞ্জাবে, উত্তরপ্রদেশের বিভিন্নস্থানে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ প্রার্থনামুখে মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে পাঞ্জাব রাজ্যে জলন্ধর, চণ্ডীগড়, রোপর, লুধিয়ানা, হোশিয়ারপুরে এবং উত্তর প্রদেশে দেরাদুনে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ২০ চৈত্র (১৪০৩) ; ৩ এপ্রিল (১৯৯৭) বৃহস্পতিবার হইতে ২৫ বৈশাখ (১৪০৪), ৮ মে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানে বহু ভক্তগণের সমাবেশে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা—(চণ্ডীগড়ে রথে শ্রীবিগ্রহগণসহ), ধর্ম্মসম্মেলন ও মহোৎ-সবাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহারে চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহা-রাজ ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী পূর্ব্বা এক্সপ্রেসে দ্বিতীয় শ্রেণী বাতানুকূল কক্ষে ১৮ চৈত্র, ১ এপ্রিল কলিকাতা-হাওড়া হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৯-১৫ মিঃ-এ যাত্রা করতঃ পরদিন পূর্ব্বাহ্নে নিউদিল্লী মঠে পৌঁছেন। ভারতের বাহিরে বিদেশে প্রস্তাবিত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারভ্রমণে প্রাক্ ব্যবস্থাদি-বিষয়ে আলোচনা ও স্থির নির্ণয়ের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের পাঞ্জাবে যাওয়ার পূর্ব্বে দিল্লীতে পদার্পণের আবশ্যক হয়। শ্রীল আচার্য্য-দেবের সমভিব্যাহারে বিদেশে প্রচারের সহায়তার জন্য যাঁহারা যাইবেন তন্মধ্যে দুইজন নিউদিল্লী আসিয়া পৌঁছেন। জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্তা ও অধ্যাপক শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র (শ্রীরাসবিহারী দাস) ও পাঞ্জাব-ভাটিণ্ডার শ্রীভূপেন্দ্র কুমার (শ্রীভূতভাবন দাস) বিদেশে যাইবেন। ৪ এপ্রিল শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেব তৎসহ শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী বাতানুকূল দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, শ্রীমদনলাল গুপ্তা, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র ও শ্রীবিশ্বম্ভরদাস ব্রহ্মচারী স্লীপার কোচে পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় পশ্চিম-এক্সপ্রেসযোগে নিউদিল্লী হইতে রওনা হইয়া উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৬টায় জলন্ধর রেলস্টেশনে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ পুষ্প-মাল্যাদি ও সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব মটরযানে সমাসীন হইলে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-সহযোগে নির্দিষ্ট নিবাসস্থান প্রতাপবাগস্থ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধবমন্দিরে আসিয়া উপনীত হন।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (যোগেশ), শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী ১ এপ্রিল অমৃতসর মেলে কলিকাতা-হাওড়া হইতে রওনা হইয়া ৩ এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নে জলন্ধর সহরে অগ্রিম পৌঁছিয়াছিলেন।

হায়দরাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ) হইতে শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস (শ্রীকরুণাকর) ও শ্রীমধুমঙ্গল দাস জলন্ধর সহরের ও চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতঃ বিভিন্নভাবে বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবায় আনুকূল্য করেন।

জলন্ধর (পাঞ্জাব) ঃ—অবস্থিতি ঃ—২০ চৈত্র, ৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

৪ এপ্রিল শুক্রবার হইতে ৬ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত প্রতাপবাগস্থ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধব-মন্দিরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। প্রাতঃকালীন সভায় বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহা-রাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহা-রাজ। ৬ এপ্রিল বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে স্থানীয় পাঞ্জাব কেশরী দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিজয় কুমার চোপড়া প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। ৭ এপ্রিল সোমবার পূর্ব্বাহ্নে কতিপয় ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত হন। জলন্ধর দিলবাগনগরস্থ শ্রীদেবেন্দ্র শর্ম্মা মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরের বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে রাত্রিতে যোগদান করেন। শ্রীমন্দির হইতে এক কিলোমিটার দূরবর্ত্তী চৌরাস্তায় ভক্তগণ সমবেত হন। তথা হইতে নগর-সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা-সহযোগে নির্দ্দিষ্ট স্থান শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে সকলে আসিয়া উপনীত হন।

সহরের বিভিন্নস্থানে হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য আহূত হইয়া প্রচারসঙ্ঘসহ শ্রীল আচার্য্যদেব মোতাসিং নগরস্থ শ্রীঅনিল কক্কর মহোদয়ের গৃহে, লাওয়ামহল্লাস্থ শ্রীঅনিল শেঠ, মাঁইহিরা গেটের নিকটবর্ত্তী শ্রীচন্দ্রপ্রকাশ শর্ম্মা, যশবন্তনগরস্থ চমকর চান্দ মডেল টাউনস্থ শ্রীভকতরামজীর আলয়ে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন।

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে), শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (শ্রীকেবলকৃষ্ণজী), শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী (বিপিন কুমার আগরওয়াল), শ্রীবিজয় কুমার শর্ম্মা, শ্রীরোহিণীনন্দন দাসাধিকারী (রাজেশ শর্ম্মা), শ্রীযোগেন্দ্র অরোরা, শ্রীনরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, শ্রীইন্দ্রপাল দাস (মিণ্টু), শ্রীমদনগোপাল কাপুর, পূজারী শ্রীনন্দদুলাল দাস প্রভৃতির সেবাপ্রযত্নে বার্ষিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চণ্ডীগড় ঃ—অবস্থিতি ঃ ২৮ চৈত্র, ১১ এপ্রিল শুক্রবার হইতে ৫ বৈশাখ, ১৮ এপ্রিল শুক্রবার পর্য্যন্ত।

১১ এপ্রিল হইতে ১৫ এপ্রিল পর্য্যন্ত সপ্তবিংশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন চণ্ডীগড়ের ডেপুটী কমিশনার শ্রীকিষণ কুমার খাণ্ডেলওয়াল, চণ্ডীগড় গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডিরেক্টর প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর ভি-কে কক, মেজর জেনার‍্যাল রাজেন্দ্র নাথ (মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার, চণ্ডীগড়), চণ্ডীগড়-পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের চেয়ারম্যান ডক্টর বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়, চণ্ডীগড়ের এম্-পি শ্রীসৎপাল জৈন। পাঞ্জাব রাজ্যসরকারের স্বাস্থ্য ও আঞ্চলিক বিভাগের মন্ত্রী শ্রীবলরাম দাস টেণ্ডন, চণ্ডীগড় সহরের পুলিশ বিভাগের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনার‍্যাল শ্রীসমরবিজয় সিংহ, চণ্ডীগড় মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার শ্রীজ্ঞানচান্দ গুপ্তা যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'দেবতার পূজা ও ভগবানের পূজার পার্থক্য', 'ভগবানের তুষ্টিতে জগতের তুষ্টি', 'সদ্গুরু-ধারণের অত্যাবশ্যকতা', 'চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ' ও 'মর্য্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলার তাৎপর্য্য'। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ।

১২ এপ্রিল শনিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজীউ সুরম্য রথারোহণে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বাহির হইয়া বিভিন্ন সেক্টরে মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় মঠে ফিরিয়া আসেন।

চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং হরিয়াণা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। ৩ বৈশাখ, ১৬ এপ্রিল বুধবার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হয়। বৈষ্ণবগণের নির্দ্দেশে উক্তদিবস শ্রীল আচার্য্যদেব পূর্ব্বাহ্নে গুরুপূজা সম্পন্ন করিলে সমুপস্থিত সহস্রাধিক ভক্ত পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পাদপদ্মে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

১৮ এপ্রিল একাদশী তিথিতে এইবার মায়াপুর-ঈশোদ্যানে মূলমঠে গৌরাবির্ভাবতিথিতে হরিনাম ও মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণে প্রার্থী ভক্তগণের যেরূপ ভীড় হয়, তদ্রূপ চণ্ডীগড় মঠে ভীড় হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্য-

দেবকে উক্ত সেবাকার্য্যে প্রাতঃ ৬ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিয়োজিত থাকিতে হইয়াছিল।

শ্রীমঠের মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত রবীন কুমার কক্করের আহ্বানে ও ব্যবস্থায় সেক্টর ২২-বি তে গৃহের সম্মুখস্থ রাস্তায় নির্ম্মিত সভামণ্ডপে বিশেষ ধর্ম্ম-সভার আয়োজন হইয়াছিল। চণ্ডীগড় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীমতী কমল শর্ম্মা বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সভার প্রারম্ভে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করিলে তিনি তাহা শ্রদ্ধার সহিত শুনিয়াছিলেন। সেক্টর ২০-বি স্থিত শ্রীজগন্নাথ শর্ম্মা, সেক্টর ৩৮এ এডভোকেট শ্রীচন্দ্রপ্রকাশ সাপ্রা এবং পাঁচকুল্লার শ্রীকেবল কৃষ্ণ আগরওয়ালের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব বিভিন্নদিনে তাঁহাদের বাসগৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন।

চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, বিশিষ্ট সদস্য শ্রীঅভয়চরণ দাস, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্ম-চারী (বড়), শ্রীশুকদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীচক্রপাণি ব্রহ্ম-চারী, পূজারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশালগ্রাম বনচারী, শ্রীদ্বারকানাথ দাস বনচারী, শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাক্কা, শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী, শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী (জহরজী), শ্রীঅরুণ মিত্তল ও শ্রীনীল দ্রি দাস প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

রোপড় (পাঞ্জাব) ঃ—অবস্থিতি ঃ—৬ বৈশাখ, ১৯ এপ্রিল শনিবার হইতে ১০ বৈশাখ, ২৩ এপ্রিল বুধবার পর্য্যন্ত।

রূপনগর (রোপড়) নিবাসী ভক্তবৃন্দের ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব ৬৫ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ চণ্ডীগড় হইতে ডিলাক্সবাসে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০টায় রওনা হইয়া বেলা ১১-৪৫ মিঃ-এ রোপড়ে গান্ধীচৌকস্থ শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের কিছুদূরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুল-ভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ভক্তগণ বাদ্য ও সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে শ্রীমন্দিরে উপনীত হইলেন। গান্ধীচৌকস্থ শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে প্রত্যহ রাত্রি সাড়ে ৮টায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ বক্তৃতা করেন। চণ্ডীগড় হইতে মুখ্যভাবে এবং অন্যান্য-স্থান হইতেও বহু ভক্ত আসিয়াছিলেন নগরসংকীর্ত্তনে যোগ দিতে। ১৯ এপ্রিল শনিবার শ্রীকৃষ্ণ মন্দির হইতে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায়, ২১ এপ্রিল সোমবার রোপড় জেলার অন্তর্গত নূরপুর সহরে, ২২ এপ্রিল মঙ্গলবার রোপড় জেলার নূহন কলোনীতে, ২৩ এপ্রিল বুধবার কিরিতপুর সাহেবে নগর সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে শ্রীব্রজভূষণ কপিলা, শ্রীমূলরাজ শর্ম্মা, শ্রী-যশোদানন্দন দাসাধিকারী (শ্রীযোগরাজ সেখড়ী), শ্রীরামগোপাল শুক্লা, শ্রীমদনগোপাল গুপ্তা, শ্রীশশী-কুমার ধাওয়ানের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন। শ্রীযোগরাজ সেখড়ী, শ্রীরামগোপাল শুক্লা, নূরপুরে শ্রীধরমপাল পুরী, কিরিতপুরে শ্রীসুরজিৎ রায় কোরের ব্যবস্থায় উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসা-ধিকারী (কস্তুরীলাল ভরদ্বাজ), শ্রীহরিদাস সেখড়ী, শ্রীপুরুষোত্তম দাস সেখড়ী, শ্রীগৌরাঙ্গদাস সেখড়ী, শ্রীবাবুলাল, শ্রীবেচনপ্রসাদ, শ্রীবিপিন মণ্ডল, শ্রীরাম-কীর্ত্তি, শ্রীমূলরাজ শর্ম্মা, পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা, পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী প্রভৃতির নিষ্কপট প্রযত্নে শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচার ও ধর্ম্মসম্মেলন, মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

লুধিয়ানা (পাঞ্জাব) ঃ—অবস্থিতি ঃ—৯ বৈশাখ ২২ এপ্রিল মঙ্গলবার হইতে ১৫ বৈশাখ, ২৮ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত।

শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য শ্রীমদনমোহন দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীদীন-বন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল দাস সহ লুধিয়ানা নিউমডেল টাউনস্থ শ্রীসনাতনধর্ম্ম-মন্দিরে অগ্রিম পৌঁছিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ৫০ মূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্ত সমভিব্যাহারে ২৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রোপড়

হইতে বেলা ১১টায় যাত্রা করতঃ উক্তদিবস অপরাহ্ন ১-৩০ ঘটিকায় লুধিয়ানায় নিউমডেল টাউনস্থিত শ্রীসনাতনধর্ম্ম-মন্দিরে শুভপদার্পন করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন।

লুধিয়ানার বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। এইবার লুধিয়ানা পুরাতন সহরে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার আয়োজন হয়। ২৬ এপ্রিল শনিবার শোভাযাত্রা টাউনহল-রোডস্থ শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির হইতে অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় বাহির হইয়া মীনাবাজার চৌক, প্রতাপবাজার, সব্জিমণ্ডী চৌক, ঘন্টাঘর চৌক, গিরীজা ঘর চৌক, চৌড়ী সড়ক হইয়া শ্রীহরিদেব মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। সাধুগণের নৃত্যকীর্ত্তন দর্শন করিয়া নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

সনাতনধর্ম্ম মন্দিরে রাত্রির বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। প্রাতঃকালীন অধিবেশনে ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। মডেল টাউনস্থ শ্রীআর-ভারতী ও শ্রীভনীত ভারতীর বাসভবনে, টেগোর নগরস্থ শ্রীরাধামাধব মন্দিরে, মডেল টাউনস্থ শ্রীরাকেশ কাপুরের বাসভবনে, শাস্ত্রীনগরস্থ শ্রীসতীশ কুমার জৈনের গৃহে এবং নিউ মডেল টাউনস্থ শ্রীঅনিল ভাটিয়ার গৃহে, ডুগরী আরবান স্টেটস্থ শ্রীদুর্গামাতা মন্দিরে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীরাকেশ কাপুরের গৃহে প্রাতরাশ উৎসবের এবং শ্রীসতীশ কুমার জৈনের গৃহে মধ্যাহ্নে মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীরাকেশ কাপুরের ইচ্ছায় তাঁহার গৃহ হইতে সকলে গিল রোডস্থ তাঁহাদের সংস্থাপিত 'নীরু হাসপাতাল' দেখিতে গিয়াছিলেন।

শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (শ্রীজায়গীর দাস) শ্রীরাকেশ কাপুর, শ্রীঅনিল অরোরা, শ্রীঅরুণ অরোরা, শ্রীঅনুপ অরোরা, শ্রীমদনামাহন শর্ম্মা, শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী (লুধিয়ানা) প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা প্রযত্নে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ও উৎসবানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

হোশিয়ারপুর (পাঞ্জাব): অবস্থিতি:—১৬ বৈশাখ, ২৯ এপ্রিল মঙ্গলবার হইতে ১৮ বৈশাখ, ১লা মে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব ৪৫ মূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ লুধিয়ানা হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ হোশিয়ারপুর শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে (হরিবাবা মন্দিরে) মধ্যাহ্নে ১২-১০ মিঃ-এ শুভপদার্পণ করিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। হোশিয়ারপুরে প্রচারের প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারীকে সেবকগণসহ দুইদিন পূর্ব্বে ২৭ এপ্রিল তথায় পৌঁছিতে হয়।

২৭ এপ্রিল হইতে ২৯ এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিবাবার মন্দিরে এবং রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীস্বামী অনন্ত আশ্রমে ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা হয়। দুইস্থানে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। স্বামী অনন্ত আশ্রমের অন্যতম ট্রাষ্টী অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণমুরারি সভার প্রারম্ভে ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ১লা মে বৃহস্পতিবার মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত সভায় শেষে যোগদান করিয়া উপসংহারে মহাপ্রসাদের মহিমা বর্ণনমুখে হরিকথা বলেন। ৩০ এপ্রিল বুধবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রম হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। উক্ত দিবস প্রাতে স্বধামগত শ্রীমদনগোপাল আগরওয়ালের পুত্র ডাক্তার শ্রীরাকেশ সিংলার আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন। প্রাতঃকালে বৈষ্ণবগণের প্রাতরাশের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। ১লা মে বালকিষণ রোডস্থ শ্রীরবিকুমার বাগ্গার গৃহে পূর্ব্বাহ্নে এবং সায়ংকালে শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারীর (শ্রীসুশীল কুমার পরাশরের) কৃষ্ণনগরস্থ বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী (শ্রীসুশীল কুমার পরাশর), শ্রীঅশ্বিনী কুমার শর্ম্মা, শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন দাসাধিকারী (শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মা)—মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত পরিজনবর্গসহ এবং ডাক্তার শ্রীরাকেশ সিংলা চৈতন্য-বাণী-প্রচারে, ধর্ম্মসম্মেলনে ও মহোৎসব-অনুষ্ঠানে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ) ঃ—অবস্থিতি ঃ—২০ বৈশাখ, ৩ মে শনিবার হইতে ২৬ বৈশাখ, ৯ মে শুক্রবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘসহ হোশিয়ারপুর হইতে ২ মে চণ্ডীগড় মঠে রিজার্ভ বাসযোগে পেঁছিয়া পরদিন ৩ মে শনিবার পুনঃ রিজার্ভবাসে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় রওনা হইয়া অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় দেরাদুন মঠে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন।

৪ মে হইতে ৬ মে পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব নির্দ্দিষ্ট বক্তব্য বিষয়ের উপর দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'ধর্ম্ম দেশ ও সমাজের পক্ষে আশীর্ব্বাদ অথবা অভিশাপ', 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেম ও যোগের অধিষ্ঠাতা' ও 'প্রেম-ভক্তিই ঈশ্বরপ্রাপ্তির সহজ উপায়'। বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। স্থানীয় মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীজয়ভগবান্ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিয়া ভাষণ প্রদান করেন ভারতবিকাশ পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীতেজপ্রকাশ, নগর-পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীবিনোদ চমোলী, ডক্টর দেবেন্দ্র ভাসীন, ডক্টর গিরিজাশঙ্কর ত্রিবেদী, ডক্টর ইন্দ্ররাজ শর্ম্মা ও ডক্টর শ্রীহরিশ্চন্দ্র। ৫ মে সোমবার অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীমঠে ফিরিয়া আসে। সহরের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া পুরাতন ডালেনওয়ালাস্থিত শ্রীঅনিল শ্রীবাস্তব, সেবক আশ্রম রোডস্থ শ্রীএস-পি মেহেতা, আর্য্যনগরস্থ শ্রী-সত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী (শ্রীসদানন্দ), কল্লাগড় রোডস্থ শ্রীধীরেন্দ্রসিং নেগি, করণপুরস্থ শ্রীমণিলাল শর্ম্মা, সেবক-আশ্রমরোডস্থ শ্রীশ্যামলাল বাট্রার বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণসমভিব্যাহারে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ৬ মে মঙ্গলবার শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাবতিথিতে মহোৎসবে নরনারীগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়-গোবিন্দ ভকত, শ্রীতুলসীদাস প্রভু, শ্রীপ্রেমদাস প্রভু, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ উপাধ্যায় এবং প্রচারপার্টির বনচারী ও ব্রহ্মচারী সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় ধর্ম্মসম্মেলন, নগরসংকীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১১৬ পৃষ্ঠার পর]

সাধুগণ ও ভক্তগণ যখন গুণ্ডিচামন্দিরে প্রবেশ করিবেন ঠিক তন্মুহূর্ত্তে আমাদের পুরুষোত্তমধামে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটস্থ শাখামঠের বিশিষ্ট সেবানুকূল্যকারী সজ্জন শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-পরায়ণ শ্রীবনোয়ারীলাল সিংহানিয়াজী মহোদয় পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্

ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজকে নিজ মটর-কারযানে তথায় লইয়া উপস্থিত হইলে পূজ্যপাদ মহারাজকে দর্শন করিয়া সকলেই পরমোল্লসিত হন। শ্রীল মহারাজের শ্রীচরণরজঃ মস্তকে ধারণ করতঃ তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ লইয়া সাধু ও ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে প্রবেশ-পূর্ব্বক বারচতুষ্টয় শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করেন। তৎপরে নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে সকলে গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন-ধৌত সেবা করেন। শ্রীগুণ্ডিচামন্দির হইতে ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ শ্রীনৃসিংহমন্দিরে যান ও চারিবার পরিক্রমা করতঃ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে গমন করেন। কেহ কেহ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে অবগাহন স্নান, কেহ বা আচমন ও জল মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ, শ্রীসাক্ষীগোপীনাথ ও শ্রীনীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির দর্শনান্তে সকলে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বেলা ১টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সংকীর্ত্তনে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে ১৮ আষাঢ়, ৩ জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে ২০ আষাঢ়, ৫ জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে ওড়িষ্যা বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ সিনিয়র এড্‌ভোকেট শ্রীহরিহর বাহিনীপতি, ত্রিপুরা পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ডক্টর দামোদর পাণ্ডা ও ওড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র। প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন যথাক্রমে পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ভূতপূর্ব্ব প্রশাসক শ্রীশরৎ চন্দ্র মহাপাত্র, পুরী পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সিনিয়র এড্‌ভোকেট শ্রীবামদেব মিশ্র ও ওড়িষ্যার আইনমন্ত্রী শ্রীরঘুনাথ পট্টনায়েক। ৩য় অধিবেশনে মহামান্য অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র এবং বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত হন ওড়িষ্যার এন্‌ডাওমেণ্ট কমিশনার শ্রীগোপীনাথ পাণ্ডা। সভায় বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'সনাতনধর্ম্ম ও শ্রীজগন্নাথদেব', 'সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন' ও 'মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেব'। সভাপতি, প্রধান অতিথি, মহামান্য অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তাগণের ভাষণ ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও বিশিষ্ট সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করেন শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীযোগেশ দাস ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি। প্রত্যহ ধর্ম্মসভায় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগদান করেন।

১ম অধিবেশনে শ্রীহরিহর বাহিনীপতি মহোদয় সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনুই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সনাতনধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম সব-সময় আছে, যাহার বিনাশ নাই তাহাই সনাতনধর্ম্ম।

'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥'

—গীতা ৩।৩৫

'বিদ্যা বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥'

—গীতা ৫।১৮

সনাতনধর্ম্ম—সমস্ত জীবে প্রীতি, কাহারও প্রতি হিংসা আচরণ নহে। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। এইজন্য গীতাতে ভগবান উবাচ লেখা হইয়াছে। জগন্নাথ জগতের নাথ, কেবল মনুষ্যের নাথ এমন নয়, তিনি পশু, পক্ষী আদি সমস্ত প্রাণীর নাথ। জগন্নাথ মন্দিরের চারিদিকে চারিটী দ্বার রয়েছে। পূর্ব্বদিকে সিংহদ্বার, দক্ষিণদিকে অশ্বদ্বার, পশ্চিমদিকে ব্যাঘ্রদার ও উত্তরদিকে হস্তিদ্বার। সিংহদ্বার সর্ব্বসাধারণের প্রবেশ দ্বার, অশ্বদ্বার কেবল রাজগণের জন্য, পশ্চিমদ্বার তান্ত্রিকদের জন্য আর হস্তিদ্বার সন্ধ্যায় বন্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বাদিক্রমে চারিদিকের চারটি দ্বার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দ্বার বলিয়া কথিত হয়। জগন্নাথদেব পতিতপাবন। কেন পতিত পাবন নাম হইল? কারণ মহারাজ ২য় রামচন্দ্রদেব একজন মুসলমান কন্যাকে

বিবাহ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু রাজা শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভক্তবৎসল ভক্তার্ত্তিহর ভগবান শ্রীজগন্নাথদেব মন্দিরের প্রধান সেবায়েতকে বা পাণ্ডাকে স্বপ্নাদেশ করিলেন যে সিংহদ্বারের প্রবেশমুখে আমার মূর্ত্তি স্থাপন কর। ঐ মূর্ত্তি রাজা রামচন্দ্রদেব আসিয়া দর্শন করিবে। পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য এই পতিতপাবন মূর্ত্তি সিংহদ্বারে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সমুদ্রের জলে ভেসে আসা কাষ্ঠ দ্বারা অনন্ত মহারাণা কর্ত্তৃক নিৰ্ম্মিত এই দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি মালবদেশীয় মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বয়ং ব্রহ্মাকে আনিয়া শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় শ্রীজগন্নাথদেবকে সোনা কুয়ার জলে মহাভিষেক করা হয়। তজ্জন্য তিনি অসুস্থলীলাভিনয় করায় ১৫ দিন অদর্শন থাকেন ইহাকে 'অনবসরকাল' বলে। পনর দিন পর 'নবযৌবন দর্শন' বা 'নেত্রোৎসব' হয়। আষাঢ় শুক্লা ২য়া তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা—গুণ্ডিচাযাত্রা—পতিতপাবন-যাত্রা বা নন্দিঘোষযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর সর্ব্বদেশের নরনারী জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এই রথযাত্রা দর্শনের জন্য প্রতি বৎসর এই ধামে আগমন করেন।'

৩য় অধিবেশনে মহামান্য অতিথির অভিভাষণে শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মহোদয় বলেন—'বর্তমান মঠের গুরু মহারাজ আমেরিকায় আছেন। এ বৎসর ভক্ত সংখ্যা কম দেখা যাইতেছে। পতিত পাবন জগন্নাথদেবের রথযাত্রাতেও লোকসংখ্যা কম দেখা যাইতেছে। তথাপি শ্রীজগন্নাথদেব কৃপা করিয়া আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব এই পুরী ধামে ২৪ বৎসর ছিলেন। আমি ১৯৭৫ সনে যখন কটক হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিশ ছিলাম তখন মঠের গুরু মহারাজের সঙ্গে জগন্নাথ মন্দিরে গিয়াছিলাম। তিনি শ্রীমন্দিরভিতরে গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাদ্‌ভাগে দেওয়ালে আমাকে শ্রীচৈতন্যদেবের আঙ্গুলের চিহ্ন দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমভাব জগজ্জীবের মঙ্গলদায়ক। মনুষ্য আজ যে প্রেমরস লাভ করিয়াছে তাহা কেবল তাঁহার অবদান। আমরা যীশুখ্রীষ্টের কথা শুনিয়াছি তিনি মনুষ্যের ভিতরে ভালবাসা প্রকট করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব সংসারের মনুষ্যের ভিতরে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই সূর্য্যের রশ্মি, চন্দ্রের কিরণ, পবনের হাওয়া প্রভৃতির প্রকাশ মনুষ্যের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে আছে। কিন্তু সমাজের আজ দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি প্রতিফলিত হইতেছে, কেন? তাহার কারণ প্রেমের অভাব। মনুষ্যের মধ্যে পশুত্ব ও দেবত্ব দুইপ্রকার ভাবই আছে। দেবত্ব ভাবের প্রাধান্য হইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ পায়, তখন মানুষ সুখী ও সুস্থ হইতে পারে। প্রেমের বিকাশেই আনন্দ। সেই আনন্দ মিলিবে যদি শ্রীচৈতন্যের প্রেমধারায় স্নাত হওয়া যায়। মনুষ্যজাতির সংযম আবশ্যক। সংযম আসিবে প্রেম হইতে। আপনারা সব বৎসরই আসিতেছেন। আমার অনুরোধ যাহাতে সমাজের কল্যাণ হয়, মানুষ সুখ ও শান্তি পায়, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধৰ্ম্মে মানুষ আকৃষ্ট হন, গ্রহণ করেন, শান্তিলাভ করেন, তজ্জন্য আপনারা যত্ন করিবেন। আমি মহারাজকে, ভক্ত সাধুগণকে এবং সকলকে নমস্কার জানাইয়া বক্তব্য শেষ করিতেছি।'

প্রধান অতিথি ওড়িশ্যার আইনমন্ত্রী শ্রীরঘুনাথ পট্টনায়েক মহোদয় তাহার অভিভাষণে বলেন—'আজ আমি এই শুভবাসরে প্রধান অতিথিরূপে আসিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। বক্তব্য বিষয়ঃ 'মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেব' সম্বন্ধে বহু কথা শুনিলাম। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পুরীধামে বহুবৎসর ছিলেন। তিনি সংকীর্ত্তনধৰ্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধৰ্ম্ম আজ সারা বিশ্বে প্রচারিত হইতেছে। ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতেছেন। উচ্চবর্ণ, নীচবর্ণ জাতিধৰ্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলে একত্রিত হইয়া উচ্চ নাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন। চীন, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের মানুষ সংকীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকের সেই সংকীর্ত্তন-ধৰ্ম্মে তত অনুরাগ নাই, ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এই পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে ভক্তগণকে লইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সুদূর বঙ্গদেশ হইতে ভক্তগণ পায়ে

হাটিয়া প্রতি বৎসর এই পুরুষোত্তম ধামে আসিতেন, চারি মাসকাল অবস্থান করতঃ শ্রীজগন্নাথদেবকে ও শ্রীচৈত্যদেবকে দর্শন ও সেবা করিতেন। তাঁহার মহাবদান্যতা অতুলনীয়।'

সভাপতির অভিভাষণে শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র মহোদয় বলেন—'এই সংস্থার বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এখন আমেরিকায় থাকায় এই বৎসর এখানে আসিতে পারেন নাই। আমি তাঁহার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি, তিনি যাহাতে বিদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচার করেন। আপনারা জানেন আমাদের দেশ যখন বিধর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিল সেই সময় মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যদি না আসিতেন তাহা হইলে হিন্দুসমাজের কোথায় গতি হইত তাহা বলা কঠিন। এই স্থানটি শ্রীল মাধব মহারাজের গুরুদেব শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর আবির্ভাবস্থান। এই সংস্থার সঙ্গে আমি বহুদিন হইতে অর্থাৎ শ্রীল মাধব মহারাজের সময় হইতেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেভাবে এই স্থানটির উদ্ধারের জন্য শ্রীল মাধব মহারাজ, শ্রীতীর্থ মহারাজ ও অন্যান্য সেবকগণ বহু কষ্ট ও বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা সবই আমার বিদিত। মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ও এ সম্বন্ধে বিশেষ সুবিদিত আছেন এবং তাঁহার এই সংস্থার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও অবদান রহিয়াছে। আজ মাধব মহারাজ এজগতে নাই, কিন্তু তাঁহার বলবতী ইচ্ছাশক্তিই যে অলক্ষিতভাবে কার্য্য করিতেছে তাহা আমরা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি দর্শন করিয়াই অনুভব করিতে পারিতেছি। শ্রীল মাধব মহারাজ তাঁহার ভাবী ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ যোগ্য ব্যক্তি। তিনি তাঁহার গুরুদেবের ইচ্ছাপূর্ত্তি করিতেছেন, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। এই সংস্থা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচারের সংস্থা। তাই আজ আমরা এখানে আসিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মহাবদান্যতার বিভিন্ন দিক বিভিন্ন বক্তাগণের মুখে শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি।'

শ্রীপুরুষোত্তমধামে উৎসবকালে যাঁহারা ভক্তগণের সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ—

(১) শ্রীগৌরহরি দাস, মেচেদা মেদিনীপুর ; গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন-তিথিতে রাত্রিতে শ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা।

(২) শ্রীমহাবীরপ্রসাদ গুপ্তা, শ্রীরামপ্রসাদ গুপ্তা ও শ্রীকিষণলাল গুপ্তা, নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জ—মিলিতভাবে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথিতে মধ্যাহ্নে।

(৩) শ্রীমতী মীরা রায়, গুয়াহাটী (আসাম) দুইদিন—৭ জুলাই সোমবার মধ্যাহ্নে এবং ৯ জুলাই রাত্রিতে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের দ্বারা।

প্রতি বৎসরের ন্যায় শ্রীবনোয়ারীলাল সিংহানিয়া মহোদয় এবৎসরও রথযাত্রার দিন সর্ব্বসাধারণকে খিচুড়ী প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছেন।

এইবৎসর মঠের সম্মুখে 'শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ দাতব্য স্বাস্থ্য ক্যাম্প', হোমিওপ্যাথিক (Sree Chaitanya Gaudiya Maths Charitable Health Camp, Homoœpathic) বসিয়াছিল ৩ জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণকে বিনামূল্যে সুচিকিৎসার জন্য। পুরীর জেলা-কালেক্টর ৩ জুলাই সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় আসিয়া ক্যাম্পটি উদ্ঘাটন করেন। ডাক্তারগণ প্রত্যহ প্রাতঃ ৬ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঔষধ প্রদান করিয়াছেন।

ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থার জন্য বিশেষভাবে যত্ন করেন শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী ও শ্রীললিতমাধব দাসাধিকারী।

মঠরক্ষক শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদীশ দাস (শ্রীজয়দেব প্রভু), শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীযশোদাজীবন বনচারী, পূজারী শ্রীমুকুন্দবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতমাধব দাসাধিকারী (শ্রীলোকনাথ নায়েক), শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী (মণীন্দ্রবাবু), শ্রীসত্যনারায়ণ দাস, শ্রীমোহিনীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র কাশী, শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্ম

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

এই ব্রহ্মাণ্ড চৌদভুবনে বিভক্ত। চৌদভুবনের মধ্যে পৃথিবী-ভূর্লোক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত যথা—"জম্বু-প্লক্ষ-শালমলি-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাক-পুষ্কর সঞ্জাঃ।"—ভাঃ ৫।১।৩২, অর্থাৎ জম্বু, প্লক্ষ, শালমলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর নামে এই সপ্তদ্বীপ এবং সপ্তদ্বীপে সপ্ত সমুদ্র আছে, ক্রমান্বয়ে তাহাদের নাম—'ক্ষারোদেক্ষুরসোদ সুরোদ ঘৃতোদ ক্ষীরোদ দধিমণ্ডোদ শুদ্ধোদাঃ জলধরঃ।" —ভাঃ ৫।১।৩৩। লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ এবং শুদ্ধজল এই সপ্তসমুদ্র দ্বারা সমভাবে পরিবেষ্টিত।

সপ্তদ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জম্বুদ্বীপও নববর্ষে বিভক্ত, বর্ষগুলির নাম যথা—অজনাভ, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, রম্যক, হিরণ্ময়, উত্তরকুরু, হরি, ইলাবৃত ও কিংপুরুষ। জম্বুদ্বীপেও আটটি দ্বীপ বিরাজমান, ঐ দ্বীপগুলির নাম—স্বর্গপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্ত্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্যক এবং সিংহল বা লঙ্কা।

জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুপুরাণে ভারতবর্ষের মহিমা এইপ্রকার মৈত্রেয়কে শ্রীপরাশর মুনি বলিয়াছেন—

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্‌ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥"

—বিঃ পুঃ ২।৩।১

পরাশর মুনি মৈত্রেয় ঋষিকে বলিলেন—যাহা সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ তাহার নাম ভারতবর্ষ অর্থাৎ যাহার উত্তরে হিমাচল পর্ব্বত এবং দক্ষিণে সমুদ্রসীমা, মধ্যবর্ত্তী স্থানকেই ভারতবর্ষ নামে অভিহিত করা হয়। সেখানে ভরতের সন্তানেরা বাস করেন। ভারতবর্ষের পূর্ব্বনাম ছিল অজনাভবর্ষ। কিন্তু পরে ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতমহারাজের নামানুসারে 'ভারতবর্ষ' নাম হয়।

"নবযোজন সহস্রো বিস্তারোঽস্য মহামুনে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্॥"

—বিঃ পুঃ ২।৩।২

হে মহামুনে! ভারতবর্ষের বিস্তার নবসহস্র যোজন। ইহা স্বর্গগামী এবং মোক্ষগামী পুরুষদিগের কর্ম্মভূমি। এই ভূমি অতীব মহিমান্বিত।

"অতঃ সম্প্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তিমস্মাৎ প্রয়ান্তি বৈ।
তির্য্যক্ত্বং নরকঞ্চাপি যান্ত্যতঃ পুরুষা মুনে॥
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্ম ভূমৌ বিধীয়তে॥"

—ঐ ২।৩।৪-৫

হে মুনে! এই স্থান হইতে স্বর্গপ্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরুষেরা এই স্থান হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হন এবং এখান হইতেই তাঁহারা কর্ম্মানুসারে পশু পক্ষী আদি তির্য্যক্ যোনিতে ও নরকেও গমন করে। এই স্থান হইতে স্বর্গ, মোক্ষ, অন্তরিক্ষলোক এবং পাতালাদিলোকে গমন করা যায়। অন্য কোনও স্থানে মনুষ্যদিগের কর্ম্মের বিধি নাই।

"তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ॥"

—বিঃ পুঃ ২।৩।২০

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে মুনিগণ তপস্যা করেন, যাজ্ঞিকগণ হোম করেন এবং এই স্থানেই লোকে পরলোকের জন্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান প্রদান করিয়া থাকেন।

"অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥"

—ঐ ২।৩।২২

জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহা কর্ম্মভূমি, তদ্ভিন্ন অন্য স্থানগুলি ভোগভূমি।

"বামপাদাম্বুজাঙ্গুষ্ঠ-নখস্রোতো বিনির্গতা।
বিষ্ণোর্বিভর্ত্তি যাং ভক্ত্যা শিরসাহর্নিশং ধ্রুবং॥"

—ঐ ২ ৮।১০৩

এই ভারতবর্ষ মহাপুণ্যভূমি, পবিত্রকারিণী পতিতপাবনী শ্রীগঙ্গা শ্রীবিষ্ণুর বামপাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠনখ হইতে স্রোতঃস্বরূপে নির্গত, ধ্রুবাদি ভগবদ্ভক্তগণ দিবারাত্র তাঁহাকে ভক্তিভাবে মস্তকে ধারণ করিতেন।

সেই গঙ্গা শশিমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মেরু-

পৃষ্ঠে পতিত হন ও জগতের পবিত্রতার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রয়াণ করেন।

"স্নাতস্য সলিলে যস্যাঃ সদ্যঃ পাপং প্রণস্যতি।
অপূর্ব্বপুণ্য প্রাপ্তিশ্চ সদ্যো মৈত্রেয় জায়তে॥"

—বিঃ পুঃ ২।৮।১.১

হে মৈত্রেয়! যাঁহার সলিলে স্নান করিলে তৎ-ক্ষণাৎ সকল পাপ নষ্ট হয় ও অপূর্ব্ব পুণ্য লাভ হইয়া থাকে, শ্রদ্ধাসমন্বিত পুত্রগণ স্বর্গীয় পিতৃগণের উদ্দেশে যাঁহারা প্রবাহে একদিনও জলতর্পণ করিলে পিতৃগণ তিন বৎসর পরিতৃপ্ত থাকেন। ব্রাহ্মণগণ যাঁহার তীরে পুরুষোত্তম যজ্ঞেশ্বরকে মহাযজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া ইহকাল ও পরকালে অতুল সমৃদ্ধি ভোগ করিয়াছেন, যতিগণ যাঁহার জলে স্নানান্তে বিনষ্টপাপ হইয়া কেশব ভগবানে একান্তভাবে মন অর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

"শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা স্পৃষ্টা পীতাবগাহিতা।
যা পাবয়তি ভূতানি কীর্ত্তিতা চ দিনে দিনে॥
গঙ্গা গঙ্গেতি যৈ র্নাম যোজনানাং শতেষ্বপি।
স্থিতৈরুচ্চরিতং হন্তি পাপং জন্মত্রয়াজ্জিতম্॥"

—বিঃ পুঃ ২।৮।১১৫-১৬

প্রতিদিন যাঁহার নাম শ্রবণে, যাঁহার অভিলাষে, দর্শনে, স্পর্শনে, পানে, অবগাহনে বা কীর্ত্তনে প্রাণি-গণের পবিত্র হয়, প্রাণিগণ শতযোজন দূরে থাকিয়া 'গঙ্গা গঙ্গা' এই নাম উচ্চারণ করিলে তিন-জন্মের অর্জ্জিত পাপ হইতে বিমুক্ত হন।

সেই পতিতপাবনী গঙ্গাদেবী ঐ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রবাহিতা এবং সরস্বতী ও যমুনা মহা-পুণ্যবতী শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী নদীদ্বয়ও এই ভারত-বর্ষেই বিরাজমানা। তজ্জন্য অন্যান্য বর্ষ অপেক্ষা মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। তদুপরি গত দ্বাপরে স্বধাম শ্রীগোলোক বৃন্দাবনকে অবতরণ করাইয়া স্বয়ং ভগ-বান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে স্বপার্ষদ বিবিধ লীলা করিয়াছেন। সুতরাং বৃন্দাবনসহিত ভারতকে ধারণ করিতে সৌভাগ্য-লাভ করিয়া পৃথিবীদেবী নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেছেন। নাগলোক, সত্যলোক এমন কি শ্রীবৈকুণ্ঠধাম অপেক্ষা পৃথিবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেননা এই পৃথিবীতেই শ্রীবৃন্দাবনধাম বিরাজ করিয়াছেন। অতএব বৃন্দাবনবাসিনী গোপীগণও শ্রীবৃন্দাবনের মাহাত্ম্য এইপ্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং।
যদ্ দেবকীসুত পদাম্বুজলব্ধ লক্ষ্মী॥
... ...॥"

—ভাঃ ১০।২১।১০

অপর গোপী কহিলেন—হে সখি! এই বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্ত্তি বিশেষরূপে বিস্তার করিতেছে, যেহেতু এই বৃন্দাবন দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের চিহ্ন দ্বারা সকল শোভাসম্পদ লাভ করিয়াছেন। এই বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীমতী রাধারাণীর নিজস্ব বন, "বৃন্দাবন শ্রীরাধা তস্যা বনম্"। বৃন্দাবনের জন্য এই পৃথিবীর পবিত্র মহিমা ও যশ, স্বর্গ, সত্যলোক, এমন কি বৈকুণ্ঠধাম অপেক্ষাও অধিক বিস্তার লাভ করিয়াছেন। "বৃন্দাবনং ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিঃ যশ স্বর্গ দিভ্যোঽপি বিশেষতঃ আধিক্যেন তনোতি বিস্তারয়তি।" শ্রীবৃন্দাবনধাম স্বর্গ, সত্যলোক ও বৈকুণ্ঠাদি ধাম অপেক্ষা কেন মহিমাধিক্য? তদুত্তরে বলিতেছেন—সেইসব ধামে সদাসর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণচরণ-যুগলে সপাদুকা ধারণ করিয়া গমনাগমনহেতু তাঁহার শ্রীচরণযুগলের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশাদি চিহ্নসংযুক্ত পাদ-পদ্ম চিহ্ন ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। "তত্রাপি সাক্ষাৎ পাদাম্বুজৈরেব ন তু পাদুকাভিঃ স্বর্গাদৌ তু।" শ্রীবৃন্দাবনে তো গোচারণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ নিরাবরণ চরণেই সর্ব্বত্র সর্ব্ব-স্থানে বিচরণ করেন, তজ্জন্য সর্ব্বত্রই ধ্বজ বজ্র ও অঙ্কুশাদি সংযুক্ত শ্রীচরণযুগলের চিহ্ন ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

স্বর্গ, সত্যলোক এমনকি বৈকুণ্ঠাদি ধামে তো নিরাবরণ চরণে ভ্রমণ করা সম্ভব নহে, সেখানে ঐশ্বর্য্য প্রধান স্থান, সেইসব স্থানে সপাদুকায় ভ্রমণ করিতে হয়, "পাদুকস্য ভগবতো গমনাগমনাদিকং ভবতীতি"। শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগল অঙ্কিত চিহ্ন শোভা বিরাজমান, তজ্জন্য স্বর্গ, সত্যলোক এবং বৈকুণ্ঠাদি ধাম অপেক্ষা অতিশয় সৌভাগ্যশালী পৃথিবী।

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ এই বৃন্দাবনে নিত্য বাসের জন্য তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীধ্রুব মহারাজ যমুনা তীরে মধুবনে কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত

হন। শ্রীবদরীবন, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য-আদি বনই তপস্যার স্থান। ঐ সবস্থানে কঠোর তপস্যা করার ফল শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যবাস প্রাপ্ত করা। শ্রী-বৃন্দাবন নিত্যসেবা ভূমি; সেবানন্দ-অনুভব করিবার স্থান; পুণ্য অর্জ্জনের কর্ম্মভূমি স্থান নহেন। যাঁহারা বৃন্দাবনে বাস করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সবাই পূর্ব্বজন্মের তপস্যার ফল জানিবেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য (সেবক) হইয়া কৃষ্ণের সেবা সুখানুভব করা ছাড়া বৃন্দাবন বাসি-গণের অন্য কোন লক্ষ্য থাকিতে পারে না।

শ্রীবৃন্দাবন ধাম স্বয়ংই কৃপাপূর্ব্বক এই ভারত-বর্ষে অবতরণ করিয়া অবস্থান করিয়াছেন। এবং ভারতবাসীর প্রতি কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং ধামেশ্বর ভগবান্ গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণও বৃন্দাবনে সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ লীলা অভিনয় করিয়াছেন। তজ্জন্য ভারতবর্ষ মহাপুণ্যভূমি স্থান।

"অত্র জন্ম সহস্রানাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্য সঞ্চয়াৎ॥"

—বিঃ পুঃ ২।৩।২৩

জীবগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর অর্জ্জিত পুণ্য-বলে কদাচিৎ এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে মনুষ্য-জন্ম লাভ করেন। স্বর্গবাসী দেবতাগণও এই পবিত্র ভূমি ভারতবর্ষে মানব জন্ম লাভের জন্য করুণাময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা ভারতবর্ষে মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা-দের মহিমাও এই প্রকার গান করিয়া থাকেন।

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারত ভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গ ভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥"—ঐ ২।৩।২৪

স্বর্গবাসী দেবগণ এইরূপ গীতিগান করিয়া থাকেন—যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষাস্পদের পথস্বরূপ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, সেইসকল মনুষ্য দেবতা অপেক্ষাও অধিক শ্রেষ্ঠ; সুতরাং ধন্য। তাঁহারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের ফলাকাঙ্ক্ষার সংকল্প না করিয়া পরমাত্মাস্বরূপ বিষ্ণুতে অর্পণ করতঃ অমল অর্থাৎ নিষ্পাপ হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হন।

"কর্ম্মাণ্য সঙ্কল্পিত তৎফলানি
সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মভূতে।
অপ্রাপ্য তাং কর্ম্মমহীমনন্তে
তস্মিল্লয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি॥"—ঐ ৫।২৫

অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও এইপ্রকার বলিয়া-ছেন—

"অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং,
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জ্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে,
মুকুন্দ সেবোপয়িকং স্পৃহাহিনঃ॥"

—ভাঃ ৫।১৯।২০

অহো! ইহারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণকারী প্রাণি-গণ এমন কোন মহান্ পুণ্য করিয়াছেন অথবা ইহা-দিগকে স্বয়ং কৃপাময় ভগবানই প্রসন্ন হইয়া এই দুর্ল্লভ সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। এই পরম সৌভাগ্যের জন্য আমরা দেবতা হইয়াও সদা কামনা করিয়া থাকি মাত্র।

"কিং দুষ্করৈর্নঃ ক্রতুভিস্তপোব্রতৈ
র্দানাদিভি র্বা দ্যুজয়েন ফল্গুনা।
ন যত্র নারায়ণ পাদপঙ্কজ স্মৃতিঃ
প্রমুষ্টাতি শয়েন্দ্রিয়োৎসবাৎ॥"

—ভাঃ ৫।১৯।২১

কি অত্যন্ত কঠোর যজ্ঞ, ব্রত, তপ আর দানাদির দ্বারা আমরা যে এই তুচ্ছ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হই-য়াছি, ইহাতে কি বা লাভ? এখানেতো ইন্দ্রিয়সমূহ ভোগের অত্যধিকতার দরুণ পরম করুণাময় ভগ-বানের পাদপদ্ম স্মরণশক্তিও ক্ষীণ হইয়া যায়। অতএব শ্রীভগবানের চরণকমলের চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে পারি না অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে ফলভোগে পর-পর ক্রমনির্দ্দেশ থাকায় দেবতারা ভগবৎ পাদপদ্ম স্মরণে সুযোগ প্রাপ্ত হন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....
....
....
....
Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় : শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা
আশ্বিন, ১৪০৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩৭শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন ১৪০৪
১৬ পদ্মনাভ, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ২ অক্টোবর ১৯৯৭ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১১৮ পৃষ্ঠার পর]

তর্কদ্বারা গুর্ব্ববজ্ঞা হয়—গুরু দর্শন হয় না

মানব যে-কাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সে-কাল পর্য্যন্ত গুরুর দর্শন-লাভ ঘটে না। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের বাণী বা সত্য পার্থক্য লাভ করে অন্য কোন সত্য হ'তে পারে না—এরূপ বাস্তব সত্যের প্রতি নিষ্ঠা পরীক্ষা কর্‌বার জন্য যে বিপরীত মত, সন্দেহ উপস্থিত হয়, তা'ই তর্কপথ। গুরুপাদ-পদ্ম ব্যতীত অন্য কথা থাকতে পারে, গুরুপাদপদ্ম যে-কথা ব'লেছেন, তা'তে সম্পূর্ণ সত্য নেই, কিঞ্চিৎ অসত্যও মিশ্রিত থাক্‌তে পারে, আমি সেগুলি বাজিয়ে নেবো—এরূপ বিচারের নাম তর্ক পথ। যাঁ'রা তর্ক-পন্থী, তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করেন। একমাত্র গুরুপাদপদ্মই সকল সন্দেহ ও বাদ নিরসন ক'র্‌তে সমর্থ। তর্কের প্রতিষ্ঠান নাই। আম্নায়-পথে—শ্রৌতপথে—বেদপথে—বিশুদ্ধপথে যে সত্য আগত হয়, তা' পরিবর্ত্তনীয় নয়। সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের—শব্দের প্রদাতাকে আমরা 'গুরুপাদপদ্ম' বলে থাকি। গুরুদ্রোহীর তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে যে বিচার-প্রণালী, তা'তে গুর্ব্ববজ্ঞা, শাস্ত্রাবজ্ঞা থাকে। সুতরাং ভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত হ'বার জন্য আমাদের বিশেষ-ভাবে বিচার্য্য বিষয়,—

*সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্ ।।

* দশটি নামাপরাধ—[১] সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে ; যে সকল নামপরায়ণ সাধুগণ হইতেই জগতে কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ হন, শ্রীনাম সেই সকল সাধুগণের নিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন ? [২] এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায়

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলম্।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ।।

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন
বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ।।
ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি-সর্ব্বশুভ-
ক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ ।।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেহপ্যশৃন্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ।।
শ্রুতেহপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোহপ্যপরাধকৃৎ ।।

শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবই উদ্ধারকর্ত্তা

শ্রুতি শাস্ত্রের নিন্দা অর্থাৎ গুরু-কথিত বাক্য শ্রবণ কর্বার পর সেই শ্রৌতবাণীর নিন্দা। ঐরূপ নিন্দা-প্রবৃত্তি গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্ছিন্ন করি'য়ে তর্ক-পন্থায় পাতিত করে। বাস্তবরাজ্যে ঐরূপ ধরণের বিপত্তি বা আশঙ্কা থাক্‌তে পারে না। যেখানে নিত্যা-নিত্য বিবেকের পূর্ণ স্থান, সেখানে অজ্ঞান বা নিরা-নন্দের প্রবেশাধিকার নাই। সেই সচ্চিদানন্দরাজ্যে যে-সকল বাণী আছে, সেই বাণী ভূতাকাশ ভেদ ক'রে, জীবের কর্ণবেধ ক'রে কর্ণের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং আমাদের পূর্ব্ব বোধ বা প্রমার দ্বারা সঞ্চিত শব্দ-রাশিকে বিপর্য্যস্ত ক'রে সেখানে শুদ্ধ চেতনের রাজ্য আবিষ্কার করে। এইরূপ শ্রৌতবাণী যিনি কর্ণে প্রদান করেন, সেই শ্রুতির কীর্ত্তনকারীই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি নিরন্তর আমাদের কর্ণে শ্রৌতবাণীর অভিষেক ক'রে আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ করিয়ে দেন এবং সর্ব্বদা আমাদের মুখে বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন প্রকাশিত হ'বার শক্তি সঞ্চার করেন; এমন যে পরমা শক্তি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। যে বহিরঙ্গা শক্তি জগতে নানাবিধ দ্বন্দ সৃষ্টি কর্‌ছে, সেই শক্তির কবল হ'তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে মুক্ত ক'রে দেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্‌বিচার-প্রণালী, অস্থির সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণ-মাত্রায় অভিজ্ঞ। কাজেই আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। যাঁ'র নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কা'রো কথা শুন্‌বার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কা'রো কাছে যেতে হয় না, তিনিই সদ্‌গুরু। সকলের মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ ভগবান আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁ'র করে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁ'র নিকট শতকরা শত পরিমাণ সমর্পণ করি, তা' হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। আর যদি কপটতা, দ্বিহৃদয়তা, লোক-দেখান' মিছাভক্তি বা ভণ্ডামি করি তা' হ'লে তিনিও বঞ্চনা ক'রে থাকেন। তিনি বলেন,—"তুমি শিষ্য হও নাই, তুমি শাসন নিবে না, তোমার হৃদয়ে পাপ আছে, কপট লোকের বিচারের কথা শোনার দরুণ বর্ত্তমানে আমার কথা শুন্‌বার মত কাণ তোমার প্রস্তুত হয় নি, সুতরাং তুমি বঞ্চিত হ'লে।" তিনি আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশীরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য,—এটা হচ্ছে শরণাগতের লক্ষণ।

শ্রীগুরুদেব বলেন,—সর্ব্বক্ষণ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবৎসেবা কর, হরিকীর্ত্তন কর, তা' হ'লেই তৃণাদপি সুনীচ হ'তে পার্‌বে। যদি অহঙ্কা-

শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-নামি শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন এইরূপ মনে করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা সমান জ্ঞান করে, তাহার সেই হরিনাম (নামাপরাধ) নিশ্চয়ই অহিতকর; [৩] যে ব্যক্তি নামতত্ত্ববিদ্ গুরুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি, [৪] বেদ ও সাত্বত পুরাণাদির নিন্দা, [৫] হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি, [৬] ভগবন্নামসকলকে কল্পিত মনে করে, সে নামাপরাধী এবং [৭] যাহার নাম-বলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, বহু যম, নিয়ম, ধ্যান-ধারণাদি কৃত্রিম যোগপ্রক্রিয়া-দ্বারাও তাহার নিশ্চয়ই শুদ্ধি ঘটে না; [৮] ধর্ম্ম, ব্রত, হোমাদি—এই সকল প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামকে সমান জ্ঞান করাও অনবধানতা; [৯] শ্রদ্ধাহীন, নাম-শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ প্রদান—তাহাও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য; [১০] যে ব্যক্তি নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবোধযুক্ত হইয়া তাহাতে প্রীতি বা অনুরাগ প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তিও নামাপরাধী।

রীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর, তা' হ'লে * প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' শ্লোকানুসারে তোমার সর্ব্বনাশ হ'বে।

অনেকে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম বাজিয়ে নিতে চান। এ-সকল কর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি সদ্‌গুরুর সন্ধান পান না। সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম—স্বপ্রকাশ-বস্তু।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি॥

—যখন এরূপ বিচার উপস্থিত হয়, তখনই বাস্তব সত্য, শ্রেষ্ঠ কল্যাণের আকর গুরুপাদপদ্ম আমাদের আর্ত্ত আত্মার নিকট এসে উপস্থিত হন, আমরা তখনই সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে পারি। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা—যা' আমাদের নিজের কাজে লাগে, সেই অপস্বার্থপরতা যদি আমাদের অন্তরের আরাধ্য ব্যাপার হয়, তা' হ'লে আমরা গুরুপাদপদ্মের নিকট যে'তে পার্‌ব না—যিনি গুরু নন তাঁকে গুরু মনে ক'রে কেবল নিজের অনর্থ সংবর্দ্ধন করবো।

মনন ধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ কর্‌তে পারে যে বস্তু, সেইরূপ মন্ত্রই গ্রহণ কর্‌তে হ'বে। কাণ থাকলেও যদি হরিকীর্ত্তন শ্রবণ না হয়, যদি মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম প্রবল হয়, যদি আমরা চক্ষুকে নিযুক্ত করি—দৃশ্য-বস্তু মেপে নেবার জন্য, কর্ণকে নিযুক্ত করি—শব্দের যাথার্থ্য নিরূপণের জন্য, নাসিকাকে নিযুক্ত করি—গন্ধকে ভোগ কর্‌বার জন্য, জিহ্বাকে নিযুক্ত করি—আস্বাদনীয় বস্তুর উপর প্রভুত্ব করবার জন্য, ত্বক্‌কে নিযুক্ত করি—স্পর্শের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য তা' হ'লে গুরুসেবার উপকরণে আমাদের ভোগবুদ্ধির উদয় হলো, সেব্য-বস্তুতে—গুরুতে লঘুজ্ঞান হলো, আমরা মঙ্গল পেলাম না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

অভিধেয় তত্ত্বম্—সাধন প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ॥ ভাগ্যবতাং সৎপ্রসঙ্গাদনন্য ভক্তৌ শ্রদ্ধা॥ হরিঃ ওঁ॥ ৫৬॥

ছান্দোগ্যে। অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ ততস্ত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামীতি। যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্দধন্মনুতে শ্রদ্দধদেব মনুতে শ্রদ্ধাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥ ভাগবতে। সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ চরিতামৃতে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তি ফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥ শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী॥ ৫৬॥

ভাগ্যবান পুরুষদিগের সাধুসঙ্গে অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়॥ ৫৬॥

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন,—নারদ সনৎ কুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে ভগবন্ অধ্যাপন করুন। সনৎকুমার বলিলেন, আপনি যাহা অবগত আছেন, তাহা লইয়াই শিষ্যত্ব গ্রহণ করুন। তারপর যাহা আছে, আমি তাহা বলিব॥ যখন কেহ শ্রদ্ধ্য বা আস্তিক্য বুদ্ধিবিশিষ্ট হন, তখন তিনি মনন করেন, শ্রদ্ধাবান্ না হইলে কেহ মনন করেন না, শ্রদ্ধাবান্ হইয়াই মনন করেন। শ্রদ্ধাকে জানিবার জন্য কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক। হে ভগবন্, আমি শ্রদ্ধাকে জানিতে চাই॥ ভাগবতে কপিলদেব

* প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ (গীঃ ৩।২৭)
দেহাদিতে অহং-বুদ্ধিবিশিষ্ট বিমূঢ়-চিত্ত ব্যক্তি প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহকে আমিই করি ঐরূপ মনে করে।

বলেন,—সাধুগণের সহিত আমার বিক্রম বিষয়ক কথা উদয় হয়। তাহাতে হৃদয় ও কর্ণকে রসিত করে। তাহা শুনিতে শুনিতে অল্পদিনের মধ্যে আপবর্গ্যপথ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে প্রথমে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধার সহিত ভজন করিতে করিতে যত অনর্থ নিবৃত্ত হয়, ততই শ্রদ্ধার ক্রমোন্নতিতে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিক্রমে রতি হয়। রতির নামান্তর ভাব। রতি ক্রমে প্রেমভক্তি হয়। পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতির ফলে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা যখন উদিত হয়, সাধুসঙ্গ ভজনক্রিয়া ইত্যাদি ক্রমপরম্পরায় ভাগ্যবান্ জীব চরমে কৃষ্ণপ্রেম পর্য্যন্ত লাভ করেন। শ্রদ্ধাবান্ জনই কেবল ভক্তির অধিকারী হন। [৫৬]

ওঁ হরিঃ ॥ সাত্বন্যোপায়বর্জ্জং ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি বিশেষঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৭ ॥

কঠে। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ ভাগবতে। আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ চরিতামৃতে। পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ কর্ম্ম ধর্ম্ম যোগ জ্ঞান। সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান্। এই আজ্ঞা বলে ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥ শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ॥৫৭॥

সেই শ্রদ্ধা কর্ম্ম জ্ঞানাদি অন্যোপায় পরিত্যাগশীল ভক্তি উন্মুখী চিত্তবৃত্তি বিশেষ ॥ ৫৭ ॥

কঠোপনিষদ্ বলেন,—এই পরমাত্মা শাস্ত্রব্যাখ্যারূপ বাগেশ্বরী দ্বারা লভ্য নহেন, বুদ্ধিকুশলতা দ্বারা প্রাপ্য নহেন, বহুশাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা অথবা বহুবিষয় বহুবার শ্রবণ করিয়াও তিনি লভ্য নহেন, তবে এই ভগবান্ ভক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁহার দর্শন লাভ করেন। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, অতএব হরিভজনই একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির নিশ্চিত উপায়। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন,—আমার আদিষ্ট ধর্মশাস্ত্র স্বধর্মে গুণ-দোষসমূহ জ্ঞাত হইয়া সেই সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে যিনি ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম। চৈতন্য চরিতামৃতের সিদ্ধান্ত সহজে বোধগম্য। [৫৭]

ওঁ হরিঃ ॥ সা চ শরণাপত্তি লক্ষণা ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৮ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হি বেদং আত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ গীতায়াং সর্ব্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ বৈষ্ণবতন্ত্রে। আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ। চরিতামৃতে। শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তাঁর করে তৎকালে আত্মসম ॥ ৫৮ ॥

সেই শ্রদ্ধা শরণাপত্তি লক্ষণবিশিষ্টা ॥ ৫৮ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে,—যিনি সৃষ্টির আদিতে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বেদশাস্ত্রাদি তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়াছেন, আত্মবুদ্ধির প্রকাশক সেই পরমেশ্বরকে আমি সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য শরণ লইতেছি ॥ গীতায় ভগবান্ বলেন,—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমি যে ভগবান্—আমার শরণাপন্ন হও ; তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না। বৈষ্ণবতন্ত্র বাক্যে—প্রেমভক্তির যাহা অনুকূল হয়, তাহাই মাত্র একান্ত শরণাগতের স্বীকার্য্য। যাহাই প্রতিকূল হয়, তাহাই ভক্তের বর্জ্জনীয়। কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা এইরূপ একান্ত বিশ্বাস, কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র পালনকর্ত্তা এরূপ দৃঢ় শ্রদ্ধা, আত্মনিবেদন এবং দৈন্যভাব—এইপ্রকার শরণাগতির ষড়ঙ্গ গ্রহণ করিলেই ভাবভক্তি এবং প্রেমভক্তি উদিত হয়। শরণাগতি বিহীনে ভগবান্ স্বীকার করেন না। [৫৮]

ওঁ হরিঃ ॥ তয়া দেশিক পাদাশ্রয়ঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৫৯ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্। না প্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ভাগবতে। নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং

সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ চরিতামৃতে। কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়। গুরুপাদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। সদ্ধর্ম্ম পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন ॥ ৫৯ ॥

সেই শ্রদ্ধা হইলে গুরুপাদাশ্রয় ঘটে ॥ ৫৯ ॥

এই ভগবদুপাসনাতত্ত্ব সকল বেদান্তের সার, পরম নিগূঢ়। পুরাকালে শ্বেতাশ্বতর ঋষির আরাধনায় তৃপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে ভগবান্ এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। শমদমাদিরহিত এবং রাগদ্বেষাদিযুক্ত অশান্তচিত্ত ব্যক্তিকে ইহা উপদেশ করিতে নাই। নিজের পুত্র অথবা শিষ্য যদি প্রশান্তচিত্ত ভগবদ্ভক্ত হয়, তবে তাঁহাদিগকে ইহার উপদেশ প্রদান করা যায়। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীহরিতে যাঁহার পরাভক্তি এবং তদ্রূপ গুরুদেবেও পরমভক্তি বর্তমান, সেই মহাত্মার নিকটেই এই উপনিষদে বর্ণিত গূঢ় বিষয় সমূহ প্রতিভাত হইবে, অন্য কাহারও নিকট নহে। ভাগবতে, এই নর দেহটী সকল ফলের মূল, অতএব আদ্য। সুলভে লব্ধ হইয়াছে কিন্তু সুদুর্লভ। ইহা সংসার সাগর তরণের পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। ভগবৎ কৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা পরিচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়া যিনি এই সংসার সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী। গুরুমুখে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিষয়ে শ্রবণের নিতান্ত আবশ্যকতা। তত্ত্বদর্শি গুরুর আশ্রয় বিনা পরমার্থ প্রাপ্তি হয় না [৫৯]

ওঁ হরিঃ ॥ ততঃ সাধনভক্তির্নবধা ॥
হরিঃ ওঁ ॥ ৬০ ॥

বৃহদারণ্যকে। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো। ভাগবতে। শ্রবণং কীর্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ। সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্ম সমর্পণম্॥ চরিতামৃতে। শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন। পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন ॥ ৬০ ॥

গুরুপাদাশ্রয় হইতে নয় প্রকার সাধনভক্তি হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে মৈত্রেয়ী, পরমাত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। ভাগবতে শ্রীনারদের উক্তি,—ভগবানের গুণ-কর্ম্ম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, অবনতি, দাস্য, সখ্য, আত্মসমর্পণ এইসকল মনুষ্য মাত্রেরই পরমধর্ম্ম। এই নবধাভক্তি শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ ইতিহাসাদিতে প্রসিদ্ধ। [৬০]

(ক্রমশঃ)

গুরুতত্ত্ব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

" গুরু (পুং) গৃণাতি উপদিশতি ধর্ম্মং গিরত্যজ্ঞানং বা গৃ-কু উচ্চ (কৃগ্রোরুচ্চ, উণ্ ১।২৫) যদ্বা গীর্য্যতে স্তুয়তে দেবগন্ধর্বাদিভিঃ গৃ-কু উচ্চ। ১ বৃহস্পতি, দেবগুরু।

'নিষেকাদীনি কর্ম্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে ॥'

(মনু ২।১৪২)

'যিনি যথাবিধি সমস্ত নিষেকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং অন্নদান করিয়া প্রতিপালন করেন, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া জানিবে।'

'অল্পং বা বহুবা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ।
তমপীহ গুরুং বিদ্যাচ্ছ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া ॥'

(মনু ২।১৪৯)

'অল্পই হউক আর অনেকই হউক, যিনি বেদজ্ঞান প্রদান করিয়া উপকার করেন, সেই উপকারের জন্য শাস্ত্রমতে তাঁহাকেই গুরু জানিবে।'

শাস্ত্রোপদেষ্টা, আচার্য্য

সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক, ধর্ম্মোপদেশক ; গুরুত্ববিশিষ্ট (ভারী)।"—বিশ্বকোষ।

"আচার্য্য ; অধ্যাপক ; উপদেশক, শিক্ষাদাতা ;

মন্ত্রোপদেষ্টা ; ধর্ম্মোপদেষ্টা ; (জ্যোতিষ) বৃহস্পতি ; (মহাভারত) দ্রোণাচার্য্য ; ভারী।"

—(আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধান)।

ভারতবর্ষে একটি সম্প্রদায়ের কথা শুনা যায়, যাঁহারা মহান্তগুরুর কথা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ভগবানই একমাত্র গুরু, আর সকলেই গুরুভ্রাতা। ভ্রাতাগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি দাদাগুরু নামে প্রসিদ্ধ। উক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মত ও শাস্ত্র-সম্মত নহে। দেখা যাইতেছে জগতে প্রত্যক্ষ সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভে আমরা অভিজ্ঞ ব্যাক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। সর্ব্বক্ষেত্রেই আমরা গুরু গ্রহণ করি, প্রকৃতির অতীত ভগদ্বিষয়কজ্ঞানলাভে গুরুর আবশ্যকতা নাই, ইহা নিতান্ত নির্ব্বোধের প্রলাপ উক্তি। যাঁহারা ভগবজ্জ্ঞানে মহান্তগুরুর আবশ্যকতা নাই এইরূপ বলেন, তাঁহারা বস্তুতঃ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষিত নহেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।' —'আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ গুরুভক্তিমান্ ব্যক্তিই সেই পর-ব্রহ্মকে জানেন।' এমনকি গুরু গ্রহণের অত্যা-বশ্যকতা শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি এবং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ভগবতত্ত্ব হইয়াও গুরু গ্রহণের লীলা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসান্দীপনি মুনিকে, শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে, ভগ-বান্ শ্রীরামচন্দ্র শ্রীবশিষ্ঠমুনিকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন।

বিশ্বসার-তন্ত্র*বচন ঃ—

'গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্ রুকারস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকার নিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যাভিধীয়তে॥'

' 'গুরু' শব্দের 'গু' কারের অর্থ অন্ধকার এবং 'রু' কারের অর্থ সেই অন্ধকারের নিবারক ; তাই শ্রীগুরুদেব অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের নিবারকহেতু 'গুরু' নামে কথিত হন।'

'গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্ রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞান নাশকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥'

' 'গু' অক্ষরের অর্থ অন্ধকার এবং 'রু' এর অর্থ তেজ। অতএব অজ্ঞাননাশক তেজোময় পরব্রহ্মই 'গুরু'—ইহাতে সন্দেহ নাই।'

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে উত্থানৈকাদশী-তিথিতে তাঁহার শুভাবির্ভাববাসরে কলিকাতা মঠে (৩৫,সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে) তদাশ্রিত শিষ্যগণের প্রতি উপদেশ-প্রদানমুখে এইরূপ বলিয়াছিলেন ঃ—

আমার নিকট গুরু চার প্রকার—(১) গু+রু — অজ্ঞান+নাশকারী। অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানের আবির্ভাবে অজ্ঞান দূরীভূত হয়। সুতরাং মূল গুরু শ্রীভগবান্। (২) যিনি আমাকে সাক্ষাৎভাবে আকর্ষণ ক'রে ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করেছেন, যিনি ভগবানের দ্বিতীয় মূর্ত্তি, তিনি আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। (৩) তৃতীয় গুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণবগণ। তাঁরা কি করেন? গুরু-দেব যেমন শিষ্যকে সর্ব্বদা সেব্যের সেবাতে নিয়োজিত রাখেন, বৈষ্ণবগণও তদ্রূপ আমাদিগকে আরাধ্যের সেবাতে নিযুক্ত রাখেন। (৪) শিষ্যগণ আর এক-প্রকার গুরু, তাঁরা শিষ্যরূপে থেকে প্রকৃতপক্ষে গুরুর কার্য্য করেন অর্থাৎ আমাকে সর্ব্বদা গুরুসেবায় নিয়োজিত রাখেন। কোন কিছু ব্যতিক্রম করার উপায় নাই, এদিক ওদিক হলেই ধরবে। সুতরাং শিষ্যগণ আমার গুরুবর্গ। শিষ্যগণ কীর্ত্তন করে পূজা করলো, আমি শুনে পূজা করলাম। শুনে পকেটিফাই কর-বার দুষ্প্রবৃত্তি হলে আর পূজা হবে না। কীর্ত্তন যেমন ভক্তি, শ্রবণও তদ্রূপ ভক্তি। যে যে-ভাষাই ব্যবহার করুন, তাঁরা সকলেই আমার সেব্য।

কলিকাতা উল্টাডিঙ্গি রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমীতিথিতে পঞ্চাশতম শুভাবির্ভাববাসরে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উপদেশবাণীঃ—

"বিপদুদ্ধারণ বান্ধবগণ,

* বিশ্বসার তন্ত্র ঃ—'একখানি প্রাচীন তন্ত্র। তন্ত্রসারে ও শক্তিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ আছে।—বিশ্বকোষ।

আমার শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ-লীলার প্রকটকারী। তিনি ভগবৎপ্রিয়তম বিষ্ণু-বিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণবরূপে মাদৃশ পতিতকে উত্তোলন করিবার জন্য প্রপঞ্চে সর্ব্বপ্রাণীতে অধিষ্ঠিত।

তিনি প্রাণিরাজ নররূপে আমার একমাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি নরোত্তমরূপে বৈষ্ণবগণের পরম বরণীয় বস্তুর সেবকসূত্রে বৈষ্ণব হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব। অভেদ-বিচারে তিনি উপাস্য-পরাকাষ্ঠা-তনু। পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহার সেবায় ব্যস্ত, তবে মাদৃশ সেবাবিমুখ নর তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়াই নিরস্ত।

সেই নরোত্তমের ভক্ত নরগণ বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহুমূর্ত্তিতে প্রকটমান। অন্বয়ভাবে তাঁহারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যতিরেকভাবে তাঁহারাই তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময়ে মাদৃশ নরাধমের প্রলপিত-বাক্য-শ্রবণে ব্যস্ত। তাঁহাদের সহিতই আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রুতবাণী একযোগে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছি। জগৎকে কিছু শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা আমার নাই, কেননা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-তত্ত্ব নিত্যবৈশিষ্ট্য-ময় বা নিত্যভেদযুক্ত হইয়াও অচিন্ত্যভাবে অভিন্ন।

আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি যে, অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনে সমস্ত উপাস্য, সকল শ্রেণীর উপা-সকবৃন্দ ও সকল-প্রকার উপাসনা নিত্য-সংশ্লিষ্ট, নিত্যসংশ্লিষ্ট হইলেও নিত্য প্রাকট্যময় বিচিত্র বিলাসযুক্ত। এই বিচিত্র বিলাসযুক্ত নিত্যলীলা আমি ও মৎসদৃশ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিমুখ জীব বিস্মৃত হওয়ায় নিত্যসত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, আবার আমি কি প্রকারে ভ্রষ্ট তাহাও সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার নিত্যবোধে আমি কৃষ্ণদাস। আমি নিত্যদাস্য বিস্মৃত হইয়া নিজের স্বরূপানুভূতি লাভে বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত। তাদৃশ পতনে আমার তটস্থশক্ত্যুপলব্ধি সুপ্ত হওয়ায় সর্ব্ব-শক্তিমান্ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-বৈমুখ্যকেই আমার পরম নির্বৃতি বলিয়া যে উপলব্ধি করি, তাহা নিত্যচিন্ময়বিলাসবিচিত্রতার বিরোধী হওয়ায় আমি মায়াবাদকে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া ভ্রান্ত হই। তাদৃশ দর্শন আমাকে বিপথগামী করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিত্যদাস্য হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত করিতেছে। সেইজন্য আমার অস্তিত্বে ভেদাভেদ-প্রকাশ বুঝিতে পারিতে-ছিনা ;—'দ্বা সুপর্ণা' শ্রুতিমন্ত্রত্রয় আমার কীর্ত্তনের বিষয় হইতেছে না। যেখানে আমার স্বরূপ বিস্মৃতি-তে ভেদাভেদপ্রকাশ অপ্রকটিত সেখানে আমি ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীবিষ্ণুস্বামীপাদের অভিন্নতনু শ্রীধর-স্বামিপাদের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া বসিতেছি ; শুদ্ধাদ্বৈতবিচারকে কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত ভ্রম করিয়া আমি আমার প্রাণবল্লভের প্রিয় সেবনকার্য্যে বঞ্চিত হইতেছি,—শ্রীব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তিসিদ্ধান্তরহিত হইয়া অবিদ্যার আবাহনে অহঙ্কারবিমূঢ় প্রাকৃত ভোক্তা বা বিচারকসূত্রে শ্রৌত-পথ পরিহার করিতেছি। তজ্জন্যই অবৈদিক হইয়া কর্ম্মবিচারকে বহুমানন করিতে গিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিতেছি ; শ্রীনারায়ণ-কথিত পঞ্চরাত্র পদ্ধতিকে শ্রৌতপদ্ধতির বিরোধী জানিতেছি, উপাস্য-বস্তু সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধবস্তুত্রয়কে বাসুদেব তত্ত্ব হইতে ভেদদর্শনে নিজের অমঙ্গল সাধন করিতেছি এবং শাণ্ডিল্যের চরণে অপরাধ করায় আমার কেবলা-দ্বৈত প্রতীতি প্রবল হইতেছে।

এই দুর্দ্দিনে শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি স্বীয় ব্যাসদাস্য প্রকটিত করিয়া আমার যে উপকার করিতেছেন, তাহা আমি আমার প্রাপঞ্চিক ভাষায় বর্ণন করিতে অসমর্থ। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ সেই উপাস্য বস্তুর যে ভজনচেষ্টা শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়ে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজজনকে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। সেই প্রেমবিস্তারকারী শ্রীরূপের আনুগত্যে ভজনরতি-বিগ্রহ শ্রীদাসগোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মসেবাবিমুখ হইয়া আমি হরিবিমুখ হইতেছিলাম। শ্রীসনাতন গোস্বামীর অনুগমনে শ্রীজীবপাদ, আমার কেশ আকর্ষণ করিয়া শ্রীরঘুনাথ-স্বরূপ-পাদপদ্মে নিত্যদাসরূপে আমাকে স্থাপন করিয়াছেন। আমি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীকরনিঃসৃতা বাণী শুনিবার সুযোগ পাইয়া আমার শ্রীগুরুদেবকে শ্রীনরোত্তম পাদপদ্মরূপে দর্শন করিবার সুযোগ পাই। আমি এই বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র জীব। সেই বিশ্বনাথ প্রভু আমাকে বিপথগমন হইতে প্রত্যা-বৃত্ত করিবার মানসে কতই না ব্যাসপূজার আবাহন

করিয়াছেন। বিপৎকালে শ্রীগুরুরূপে প্রাকট্যলাভ করিয়া শ্রীমধুসূদন দাস ও শ্রীউদ্ধবদাসে বল-সঞ্চারকারী বেদান্তাচার্য্য আমাকে তর্কপথের সঙ্কট হইতে শ্রৌতন্যায় প্রদর্শন করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। পরিদৃশ্যমান জগতের নাথ অভিন্ন-আশ্রয় মূর্ত্তিতে আমার অক্ষজ চেষ্টায় বাধা দিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন। সেই আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীভক্তিবিনোদ লেখনী ও আচরণ প্রভৃতি বিষ্ণুদাস্যদ্বারা আমাকে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের মূর্ত্তিমদ্বিগ্রহরূপে অভিন্ন ব্রজভূমি নবদ্বীপে অন্তঃস্থলী শ্রীব্রজপত্তনে আশ্রয় দিয়াছেন।"—শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আরও বলেন—"গুরুবর্গের অবমাননাহেতুই আজ-কাল কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। আজকালের কীর্ত্তন—জড়ের কীর্ত্তন, ব্যবসার খাতিরে কীর্ত্তন, কনক-কামিণী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য কীর্ত্তন, জড়ে-ন্দ্রিয় তোষণের জন্য কীর্ত্তন ; কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা বা হরিতোষণের জন্য নহে। মহাপ্রভু তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্য—ইহাদিগকে ব্যসন বলি-য়াছেন ; কিন্তু শ্রীহরিসেবানুকূল হইলে ইহারাই আবার শ্রেষ্ঠ ভজন। আজকালের কীর্ত্তন ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে।"—শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা।

যে বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অথবা যাহার মহিমা আমাদের অনুভবের বিষয় হয়, সেই বিষয়ের জন্য আমরা প্রচেষ্টা করিয়া থাকি। তদ্রূপ গুরু-গ্রহণের আবশ্যকতা উপলব্ধির বিষয় হইলে আমরা তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য স্বাভাবিকভাবেই যত্ন করিব। প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র হইতে একটি প্রসঙ্গ এতৎসম্পর্কে আলোচিত হইতেছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে প্রসঙ্গটি বর্ণন করিয়াছেন—'বিদেহরাজ নিমির যজ্ঞ-স্থলীতে ঋষভদেবের কনিষ্ঠ নয় পুত্র নবযোগেন্দ্রনামে* প্রসিদ্ধ, শুভপদার্পণ করিলে বিদেহরাজ নিমি তাঁহা-দের যথোচিত পূজা বিধান করতঃ নয়টি প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন—

'যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ।,
তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষ ইদমুচ্যতাম্ ॥'

—ভাঃ ২১।৩।১৭

'হে মহর্ষে! এই স্থূলদেহে অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবগণ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের দুরতিক্রমণীয়া এই জন্ম-স্থিতি-মৃত্যুরূপত্রিগুণাত্মিকা বিষ্ণুমায়াকে জন্ম-মৃত্যুরূপ-ত্রিতাপজ্বালা হইতে কিরূপে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা বর্ণন করুন।'

নবযোগেন্দ্রের অন্যতম 'প্রবুদ্ধ মুনি' তদুত্তরে বলিলেন—

কর্ম্মাণ্যারভমানানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥

—ভাঃ ১১।৩।১৮

জগতে মানবগণ কর্ম্ম আরম্ভ করেন দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ লাভের জন্য, যৌথভাবে প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু বিপরীত ফল হয়—দুঃখও নিবৃত্তি হয় না, সুখও লাভহয় না। এককভাবে প্রচেষ্টা করিয়া দুঃখ দূর ও সুখ লাভে অসমর্থ হইয়া বিবাহ করিয়া স্ত্রীর সহিতযৌথভাবে প্রচেষ্টা করেন, তাহাতেও অসফল হইয়া পুত্র-কন্যাদি উৎপন্ন করতঃ সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা করিয়াও দুঃখ দূর ও সুখ লাভ করিতে পারেন না। ইহার কারণ কি ? ভগবদ্বিমুখ মানব ত্রিগুণাত্মিকা দৈবীমায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া নিজেকে কর্ত্তা ও ভোক্তা এইরূপ মিথ্যা অভিমান করিয়া থাকেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

—গীতা-৩।২৭

'বিদ্বান ও অবিদ্বান্ ভেদ বলি শ্রবণ কর। অবিদ্যা দ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্য মনে করিয়া 'আমি কর্ত্তা'-এইরূপ অভিমান করেন। ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ।'—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ। জড়া প্রকৃতির তিনটী গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। অভিমান মুখ্যতঃ ত্রিবিধ —সত্ত্বগুণপ্রধান-সাত্ত্বিক, রজোগুণপ্রধান-

* নবযোগেন্দ্র—কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস, করভাজন।

রাজসিক, তমোগুণ প্রধান তামসিক। ভগবন্মায়া-মোহিত জীব কর্ত্তা ও ভোক্তা অভিমানে কর্ত্তৃত্ব ও ভোগের জন্য লালায়িত হয়। সংসারে বড় পদবী ও ভোগের বস্তু প্রাপ্তিতে তাঁহারা নিজদিগকে সুখী ও সৌভাগ্যবান্ মনে করেন। প্রচুর ধন প্রাপ্তিতে সমাজে মর্য্যাদা ও ভোগসুখ উভয়ই লাভ হয়। এইরূপ ধারণা হইতে তাঁহারা বলেন—'পৃথিবীটা কার বশ ?' 'পৃথিবী টাকার বশ।' এতন্নিবন্ধন তাঁহারা ন্যায়-অন্যায়-উপায়ে-অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন।

অজ্ঞান মোহগ্রস্ত মানবের উক্ত প্রকার ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন 'প্রবুদ্ধ মুনি' ইহা বুঝাইবার জন্য পুনঃ বলিতেছেন—

'নিত্যাত্তিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ ॥

—ভাঃ ১১।৩।১৯

যে বিত্তের জন্য মায়ামোহিত মানব লালায়িত সেই বিত্ত সর্ব্বাবস্থায় দুঃখপ্রদ, বিত্ত না থাকিলে দুঃখ—অভাব দূরীভূত হয় না অথবা কামনা পূর্ত্তি হয় না, বিত্ত উপার্জ্জনে ক্লেশ, সংরক্ষণে ক্লেশ (চোর-দস্যু প্রভৃতি হইতে অপহরণের ভয়, বিক্রয়কর ও আয়কর আদায়কারী হইতে ভয়), বিত্তনাশ হইলে শোক। তদুপরি বিত্ত অতিদুঃখে লভ্য, এমন কি প্রাণরূপ মূল্যের দ্বারা বিত্ত উপার্জ্জন করিতে হয়।

কো ন্বর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি য ঈপ্সিতঃ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক্ ॥

—ভাঃ ৭।৬।১০

'যে অর্থ প্রাণাপেক্ষাও অভীষ্টতর, সেই অর্থের তৃষ্ণা কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় ? তস্কর, নীচসেবক বা বণিক্—ইহারা নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন করিয়াও অর্থোপার্জনের জন্য যত্ন করে।'

['তস্করো দ্রব্যার্থং রাত্রৌ ধনিনাং গৃহং প্রবিশতি, সেবকো রাজকীয়ো যুদ্ধাভিমুখং চলতি, বণিক্ সমুদ্রাদি দুর্গগামী।' —বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী- টীকা]

বিত্ত স্বরূপতঃ দুঃখপ্রদ; পুনঃ বিত্ত যেজন্য উপার্জ্জিত হয়—সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিব, স্ত্রী-পুত্র-স্বজন-গৃহপালিতপশু প্রভৃতির পালন পোষণ করিব—সমস্তই চলনধর্ম্মশীল অনিত্য। নিজের জীবদ্দশাতেই ঐসকল বস্তু হইতে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে অথবা দেহ-পতনে সবই পরিত্যক্ত হইবে, কিছুই সঙ্গে যাইবে না। জগতের সকল বস্তুই অনিত্য হওয়ায় ইহাতে মানবগণের কি সুখ লাভ হইবে ? অর্থাৎ কোনই সুখ লাভ হইবে না।

[বিত্ত বা অর্থের অধিষ্ঠাত্রীদেবী লক্ষ্মীদেবী, তাঁহার ভোক্তা — শ্রীনারায়ণ। শ্রীনারায়ণের সেবায় বিত্ত নিয়োজিত হইলে তাহা দুঃখপ্রদ হয় না, মঙ্গলপ্রদ হয়। কিন্তু জগতে এইরূপ ব্যক্তি বিরল—যিনি নারায়ণের সেবার জন্য বিত্ত উপার্জ্জন করেন। এই হেতু উহা দৃষ্টান্তের মধ্যে ধরা হয় নাই]

যদি কেহ বলেন এই পৃথিবীতে সুখ হইবে না, ঠিক, কিন্তু ঊর্দ্ধলোকে—স্বর্গাদি লোকে গেলে সুখ হইবে,তদুত্তরে বলিতেছেন—

'এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্ ॥'

—ভাঃ ১১।৩।২০

এই জগতে যেমন দেখা যায় এক মণ্ডলেশ্বরের সহিত অপর মণ্ডলেশ্বরের সমানে-সমানে কক্ষা এবং শ্রেষ্ঠের প্রতি অসূয়া (হিংসা), তদ্রূপ কর্ম্মনির্ম্মিত ঊর্দ্ধলোকেও ঐরূপ অশান্তি আছে। ইহলোকের ন্যায় জড়ীয় ব্রহ্মাণ্ডে ঊর্দ্ধলোকেও ভোগের দ্বারা ভোগ্যবস্তু ক্ষীয়মাণ হয়।

অতএব, হে কর্ত্তাভিমানী ও ভোক্তাভিমানী মানব ! তুমি তোমার নিত্যমঙ্গল জান—এই মিথ্যা অহঙ্কার পরিত্যাগ করতঃ অভিজ্ঞ মহদ্ পুরুষের চরণাশ্রয় কর।

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং
পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥—কঠোপনিষদ্ ১।৩।১৪

'উঠ (নানাবিধ বিষয় চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হও) জাগ (অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও), মহদ্‌ব্যক্তিগণের কৃপা লাভ করিয়া ভগবান্‌কে জানিতে সচেষ্ট হও। ক্ষুরের ধারার ন্যায় সংসার অতীব তীক্ষ্ণ ও দুরত্যয়া। দিব্যসূরিগণ বলেন সদ্-গুরুচরণাশ্রয়ে ভগবদনুশীলন ব্যতীত সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার অন্য উপায় নাই। যেরূপ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের চিকিৎসা নিজে করিতে পারেন না,

অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করেন। চিকিৎসক পরীক্ষার দ্বারা রোগ নির্ণয় করতঃ ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দেন। রোগের কারণ নির্ণয় সঠিক হইলে রোগ নিরাময় হয়। তদ্রূপ জন্ম-মৃত্যু ত্রিতাপ-জ্বালারূপ ভবব্যাধিগ্রস্ত মানব নিজের প্রচেষ্টায় উক্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। ভবব্যাধির চিকিৎসক সাধু-বৈদ্য বা সদগুরুর চরণাশ্রয় অত্যাবশ্যক। চিকিৎসা বিষয়ে পারঙ্গত ব্যক্তিই সঠিক চিকিৎসা করিতে পারেন, চিকিৎসক-নামধারী পারেন না। তদ্রূপ গুরুনামধারী ও সাধুনামধারী হইলেই ভবব্যাধির চিকিৎসক হইবেন, এমন নয়।

'গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভঃ সদগুরুর্দেবি, শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥'

(পুরাণ বাক্য)

পার্ব্বতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি ঃ—শিষ্যের বিত্তহরণ করেন এইরূপ তথাকথিত গুরু জগতে বহু আছেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ হরণ করিতে পারেন এইরূপ সদ্‌গুরু জগতে দুর্ল্লভ। গুণ চাহিলে সংখ্যা গরিষ্ঠতা ত্যাগ করিতে হইবে, সংখ্যা গরিষ্ঠতা চাহিলে গুণ ত্যাগ করিতে হইবে। সদ্‌গুরু কে ? গুরুর লক্ষণ কি ? প্রবুদ্ধ মুনি তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছেন—

'তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥'

—ভাঃ ১১।৩।২১

'অতএব শব্দব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত সদগুরুতে প্রপন্ন হইয়া উত্তম মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা কর।'

'শব্দে ব্রহ্মণি বেদে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞাপকে শাস্ত্রান্তরে চ নিষ্ণাতং নিপুণম্, অন্যথা শিষ্যস্য সংশয়চ্ছেদাভাবে বৈমনস্যে চ সতি কস্যচিৎ শ্রদ্ধাশৈথিল্যমপি সম্ভবেৎ। পরে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতম্ অপরোক্ষানুভবসমর্থম্, অন্যথা তৎকৃপা সম্যক্ ফলবতী ন স্যাৎ। পরব্রহ্মনিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ,— উপশমাশ্রয়ং ক্রোধলোভাদ্যবশীভূতম্'। —বিশ্বনাথ

উপরিউক্তটীকাতে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সদ্‌গুরুর দুইটী লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন—গুরুদেব বেদশাস্ত্রে এবং বেদতাৎপর্য্যপ্রকাশক শাস্ত্রান্তরে পারঙ্গত হইবেন। যদি গুরুদেব শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা যুক্তিসঙ্গতভাবে বুঝাইতে অসমর্থ হন ও শিষ্যের সংশয় দূর করিতে না পারেন শিষ্য তদ্রূপ গুরুর চরণাশ্রয় করতঃ ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারেন না। এমন কি কোন ক্ষেত্রে শিষ্যের হৃদয়ে গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধার শৈথিল্যও আসিতে পারে। গুরুদেবের দ্বিতীয় লক্ষণ পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, উহার তাৎপর্য্য 'অপরোক্ষানুভূতি'-সামর্থ্য। ভগবদনুভূতিরহিত কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা গুরুদেব শিষ্যের অধিকার ও যোগ্যতানুযায়ী উপদেশ দিতে ও তদনুরূপ ব্যবস্থা প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন না—শিষ্যের নিত্য কল্যাণ সাধিত হইবে না। এতৎ সম্পর্কে বিচার্য্য-বিষয় এই—গুরুদেবের শাস্ত্রজ্ঞান আছে, কি না, তাহা তাঁহার নিকট শ্রবণ-দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারে। কিন্তু গুরুদেবের অপরক্ষোনুভূতি বা ভগবদ্‌-অনুভূতি আছে কি না বুঝিবার উপায় কি ? ভগবান অপ্রাকৃত হওয়ায় ভগবদনুভূতি প্রাপ্ত গুরুদেবও অপ্রাকৃত হইবেন। অতএব আরোহ-পন্থায় নিজ চেষ্টায় অনর্থযুক্ত সাধক গুরুদেবের অপ্রাকৃত ভগবদনুভূতি অবধারণ করিতে পারেন না। শরণাগত শিষ্যের হৃদয়েই গুরুদেবের অপ্রাকৃত মহিমা প্রকাশিত হইতে পারে। তথাপি স্থূলভাবে বাহ্য লক্ষণের দ্বারা গুরুদেবের গুরুত্ব বুঝিবার উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ। সদ্‌গুরুর বাহ্য লক্ষণ—তিনি ক্রোধ-লোভাদির বশীভূত হইবেন না। ভক্ত ও ভগবানের সেবার জন্য রিপুগুলি নিয়োজিত হইতে পারে, কিন্তু গুরুদেব কখনও সেই সব রিপুর অধীন নহেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রিপুসমূহের প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়াছেন—'কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা, মোহ ইষ্টলাভবিনে, মদ্ কৃষ্ণগুণগানে নিযুক্ত করিব যথা তথা॥' মাৎসর্য্যের প্রয়োগ দেন নাই। প্রকৃত সদ্‌গুরুতে বা শুদ্ধভক্তে কামোত্থ ক্রোধ নাই। তাঁহাদের স্নেহাতিশয্যবশতঃ ক্রোধের প্রয়োগে জীবের কল্যাণ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নারদের অভিশাপে মদগর্ব্বে-গর্ব্বিত কুবেরের পুত্রদ্বয়ের—নলকুবর ও মণিগ্রীবের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, তাঁহারা কৃষ্ণের স্পর্শ ও দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবান্‌কে অনুভূতির সহিত জানিবার জন্য গুরুদেবেতে অভিগমন অত্যাবশ্যক 'মুণ্ডক' শ্রুতির বচনে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ (১।২।১২)

'ব্রাহ্মণ কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্য ফলসমূহের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াও কর্ম্মাতীত নিত্যসত্যবস্তু কর্ম্মের দ্বারা লাভ হয় না জানিয়া, কর্ম্মের প্রতি নির্ব্বেদগ্রস্ত হইবেন এবং সেই ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি-সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধহস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।'

'মুণ্ডক' শ্রুতিতে সদ্‌গুরুর দুইটী লক্ষণ—'শ্রোত্রিয়ম্' ও 'ব্রহ্মনিষ্ঠম্' নির্দ্দেশিত হইয়াছে॥ 'শ্রোত্রিয়' শব্দের দুই প্রকার অর্থ নিরূপিত হইয়াছে—(১) শ্রুতিশাস্ত্রে—বেদে এবং বেদতাৎপর্যজ্ঞাপক শাস্ত্রান্তরে পারঙ্গতি (২) শ্রৌত পারম্পর্য্যে প্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞান-সদগুরু-পরম্পরা শ্রুতি (শ্রবণ) দ্বারা প্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞান। ভগবদ্বস্তু প্রকৃতির অতীত অধোক্ষজ এবং অসমোর্দ্ধ যিনি অসমোর্দ্ধ তাঁহাকে পাইবার তিনি ছাড়া অন্য কোন উপায় স্বীকৃত হইতে পারে না। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে স্বীয়-জ্ঞান প্রদান করেন—

'জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
—ভাগবত ২।৯।৩০

'বিজ্ঞানসমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত আমার পরমগুহ্যজ্ঞান তোমাকে কৃপা করিয়া আমি বলিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর।' ব্রহ্মা উক্ত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নারদগোস্বামীতে উহা সঞ্চারিত করেন। নারদ হইতে ব্যাসদেব—এইভাবে ভগবজ্জ্ঞান সদ্‌গুরু ও সচ্ছিষ্য পরম্পরায় জগতে বিস্তৃত হইয়াছে। অমরার্থ চান্দ্রিকায় 'আম্নায়' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'সম্প্রদায়'। সম্প্রদায়-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্যক্ প্রদত্ত হইয়াছে জ্ঞান যে ধারায় অর্থাৎ যে ধারায় জ্ঞানের শুদ্ধিতা সংরক্ষিত হইয়াছে। অধুনা 'সম্প্রদায়'-শব্দ 'সংকীর্ণতা' অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, উহা শব্দের কদর্থ।

'সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥'
—পদ্মপুরাণ

'সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রসকল বিফল, বহু বহু সাধনাদ্বারা শতকোটিকল্পকালেও সেই সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। অতএব কলিকালে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র ও সনক এই চারিটী ভুবনপাবন-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়।'

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত 'প্রমেয় রত্নাবলী' গ্রন্থপাঠে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়—'শ্রী' অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী রামানুজকে (রামানন্দী বা রামাৎ), 'ব্রহ্মা' মধ্বাচার্য্যকে (মাধ্বী), 'রুদ্র' বিষ্ণুস্বামীকে (বল্লভাচার্য্যকে, বল্লভী) এবং চতুঃসন অর্থাৎ সনকাদি নিম্বাদিত্যকে (নিমাৎ বা নিম্বার্ক বা নিমানন্দী) স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের গুরুরূপে অঙ্গীকার করিলেন।

"শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাসদিগের গুরু-প্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী এই অনুসারেই দৃঢ় করিয়া স্বীয়কৃত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় গুরু-প্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির করিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু।

সম্প্রদায়-ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব আদিকাল হইতে সাধুলোকদিগের মধ্যে সৎসম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।

যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতাবাণী প্রকৃত অনুব্যাখ্যানাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধমত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ডমতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।"—শ্রীভক্তিবিনোদবাণী বৈভব।

কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় এইভাবে গুরু-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

তত্র মাধ্বীসম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে।
পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
....ইত্যাদি

পরম্পরা ঃ—পরব্যোমেশ্বরের শিষ্য ব্রহ্মা। ব্রহ্মা

হইতে নারদ-ব্যাসদেব-মধ্বাচার্য্য-পদ্মনাভাচার্য্য-নরহরি-মাধব-অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-জ্ঞানসিন্ধু-মহানিধি-বিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্ম-পুরুষোত্তম-ব্যাসতীর্থ-লক্ষ্মীপতি-মাধবেন্দ্রপুরী-ঈশ্বরপুরী-শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার লিখিত অনুভাষ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে গুরু-পরম্পরা এইভাবে স্মরণ করিয়া কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন—

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ-জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর-প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর,
তাঁর মিত্র রূপ-সনাতন ॥
রূপপ্রিয় মহাজন, রঘুনাথ ভক্তধন
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ ॥
ভক্তরাজ বিশ্বনাথ, তাঁহে শ্রদ্ধ জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় ভকতিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ॥
এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজজন
তাঁদের উচ্ছিষ্টে যার কাম।
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদাসেব্যসেবাপরা,
তাঁহার দয়িত-দাস নাম ॥
হরিজন-সেবা-আশে, ভক্তিবৃদ্ধি-অভিলাষে,
প্রবাহভাষ্যের অনুগত।
গৌরজন-শাস্ত্র দেখি', সেই অনুসারে লিখি,
'অনুভাষ্য' রূপানুগমত ॥

শ্রোত্রীয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাভাগবত বৈষ্ণবগণ সর্ব্বকালের জন্য জগৎগুরু। তাঁহাদের স্মরণে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।

(ক্রমশঃ)

বিদেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সমাচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১১৩ পৃষ্ঠার পর]

[৩]

১৯ জ্যৈষ্ঠ (১৪০৪), ২ জুন (১৯৯৭) সোমবার শ্রীঅকিঞ্চন দাসাধিকারী ফিনিক্স সহরে তাঁহার গৃহে রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় বিশেষ সভার আয়োজন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ইংরাজী ভাষায় শ্রীগীতার শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘ একঘণ্টা ভাষণ দেন। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। সভার আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হয়। পাশ্চাত্যদেশের প্রথানুসারে শ্রোতাগণ বহুপ্রকার প্রশ্ন করেন, উত্তর শুনিয়া তাঁহারা সুখী হন। Movie-র দ্বারা সবকিছু record করা হইয়াছিল। গীতার শিক্ষার শুদ্ধভক্তিপর সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ খুবই প্রভাবান্বিত হন। ভাষণের পরে সমুপস্থিত ভক্তগণকে বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রদত্ত ভাষণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

Opening Obeisances

sakshaddharitvena samastashastrair-
uktastatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhoryah priya eva tasya
vande guroh sricharanaravindam

"The Spiritual Master is to be honored as much as the Supreme Lord because He is the most Confidential Servitor of the Lord. This is acknowledged in all revealed scriptures and followed by all authorities. I offer my respectful obeisances unto the Lotus Feet of such a Spiritual Master, Who is a bonafide representative of Sri Hari."

vanchha-kalpatarubhyashcha
kripa-sindubhya eva cha
patitanam pavanebhyo
vaishnavebhyo namo namah

"I repeatedly make obeisances to the Vaishnavas Who fulfill all desires like a wish-yielding tree and who are gracious to all like an ocean and who are redeemers of the fallen souls."

sankarshana karanatoyashayee
garbhodashayee cha payobdhishayee
sheshascha yasyangshakalah sa
nityanandakhyaramah sharanam mamastu

"I take absolute shelter to Sriman Nityananda Prabhu, Who is Baladev Himself and Whose Partial Manifestations and Parts of the Partial Manifestations are 'Sankarshan', 'Karanabdhi-shayee', 'Garbhodashayee', 'Kshirodashayee' and 'Shesha'."

['**Karanabdhishayee**' ('Karanatoyashayee') —'First Purushavatar'—First Manifestation of Supreme Being in respect of creation of infinite Brahmandas (Universes) lying on the Causal Ocean.

'**Garbhodashayee**'—'Second Purushavatar' —Second Manifestation of Supreme Being lying on the ocean produced by His sweat. He is Indwelling Oversoul and Sustainer of Infinite Brahmandas, created by first Purushavatar.

'**Payobdhishayee**' ('Kshirodakashayee')—'Third Purushavatar'—Third Manifestation of Supreme Being lying on the Milk Ocean, to Whom Demigods approach for Their rescue from the oppressions of demons. He is Indwelling Monitor and Sustainer of each Brahmanda and of every spirit soul

'**Shesha**'—Last Manifestation of Supreme Being Who, in the Form of a Huge Serpent, hold all worlds on His head like mustard seeds.]

namo mahavadanyaya
krishna-premapradaya te
krishnaya krishnachaitanya-
namne gauratvise namah

"I pay my innumerable prostrated obeisances to the Lotus Feet of the Supreme Lord, Who is Krishna Himself, Whose Name is Krishna-Chaitanya, Whose complexion is Golden, Who is Most Munificent and Who is Bestower of Krishna-Prema.

taptakanchanagaurangi
radhe vrindavaneshvari
vrishabhanusute devi
pranamami haripriye

"O Goddess Sri Radhe ! O daughter of sri Vrishabhanu ! You are the beloved consort of Sri Hari, Your complexion is like molten gold, you are the Presiding Deity of Vrindavan. I pay my innumerable Prostrated obeisances to Thy Lotus Feet."

he krishna karunasindho
dinabandho jagatpate
gopesha gopikakanta
radhakanta namostu te

"O Supreme Lord Sri Krishna, You are an ocean of kindness, You are the Friend to the submissive, Lord of the World, Lord of the Gopas (cowherdmen of Vrindavan), Beloved Consort of Gopies and Most Beloved Consort of Radha. I pay my innumerable prostrated obeisances to Thy Lotus Feet."

vande nandavrajastreenam
padarenumabheekshnashah
yasham harikathodgeetam
punati bhubanatrayam

I always sing in adoration the glories of the dust of the Lotus feet of the Gopees of Nonda-Vrajadham (Transcendental Realm of Sweet Pastimes of Nandanandan Sri krishna), whose krishnakatha—narration of the glories of Lord Krishna (glories of the Name, Form, Attributes, Entourage and Pastimes of Sri Krishna) sanctify the three worlds—heaven, earth and underworld, i.e. the whole universe.

bhaktya viheena aparadhalakshmaih
kshiptashcha kamadi tarangamadhye
kripamayee tvam sharanam prapannya
vrinde numaste charanaravindam

I am devoid of devotion, I am replete with millions of offences, distracted by waves of evil desires. O Compassionate Vrinda Devi, I take absolute shelter to You and I pay my innumerable prostrated obeisances to Your Lotus Feet, kindly rescue me.

AT first, I pay my innumerable prostrated obeisances to the Lotus Feet of my Most Revered Gurudeva, Om Vishnupad 108 Sri Srimad Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaj, and pray for His causeless mercy to give me strength, to sing the glories of the Supreme Lord Sri Krishna, to purify my mind and to get one-pointed exclusive devotion to Sri Krishna. I also pay my innumerable prostrated humble obeisances to the Lotus Feet of my Shiksha Gurus and pray for Their causeless mercy, to give me strength, to sing the glories of the Supreme Lord Sri Krishna, to purify my mind and to get exclusive devotion to Sri Krishna. I pay my due respects to all who are present here.

* * *

Today's subject is "Teachings of the Gita". You have heard the name of the "Gita". It is universally adored. Everybody knows it. But the difficulty is this: there are thousands of commentaries, and in these commentaries commentators expressed their views on the Gita. They have different views. Ordinary people are confused to know the actual teaching of Srimad Bhagavad-Gita.

The speaker of the Gita is Supreme Lord Sri Krishna. Those who, have got entrance into the Heart of Sri Kriahna, can know the real implication and significance of the sayings of Sri Krishna, for what purpose Sri Krishna has said and advised. Outside people cannot understand.

But in India and also outside India you will find many people say: "We do not believe Krishna as Supreme Lord, because He was born. He is a human being. He may have many powers, may be even superhuman, may be a great politician, a great diplomat".

Those who go through the Gita, they also say like this. It is very astounding. When I ask: "Have you gone through the Gita?"
The reply is—"Oh, Yes".
I tell him: "How? If you have gone through the Gita, you should accept the teachings of the Gita."

Supreme Lord Sri Krishna says in the Gita:

mattah parataram nanyat
kinchidasti dhananjaya
mayi sarvamidam protam
sutre mani-gana iva (7·7)

"There is nothing superior to Me." With emphasis Sri Krishna says. He is the Supreme Lord. We read the Gita, but we do not believe the teachings of the Supreme Lord Sri Krishna? How is it? Nothing is separable from Him. Everything inseparably exists within Him. As a thread, when it is strung through the gems, all the gems are inseparable.

aham hi sarvayajnanam
bhokta cha prabhureva cha
na tu mamabhijananti
tattvenatashchyavanti te (9.24)

"I am the only Master and the Enjoyer of all yajnas (sacrifices)". "I" denotes a Person.

Na tu mam abhijananti tattvenatashchyavanti te: "Those, who do not believe this, are detached from Reality."

There are many other shlokas in the Gita, substantiating Sri Krishna as Supreme Lord.

aham sarvasya prabhavo
mattah sarvam pravartate
iti matva bhajante mam
budha bhavasamanvitah (10.8)

'I am the cause of all creation, all origination.' "Aham"—I, "mattah"—from Me do not signify Impersonal God.

He is speaking to Arjuna :

sarvam pravartate

'Through My initiative and imparted power all set to action'.

brahmano hi pratishthamah
amritasyavyayasya cha
shashavatasya cha dharmasya
shukhasyaikantikasya cha (14.27)

'I am the cause of the Impersonal Formless God'. That Impersonal Formless God is the halo of Sri Krishna. Sri Krishna is the foundation of Brahman. He is the foundation of amrita—Ambrosia, the foundation of Imperishability—avyaya, and the foundation of Eternity. He is also the object of Vraja Prem (exclusive pure love and devotion).

Krishna is Supreme Lord. How can we know Supreme Lord ? Without His Grace, nobody can know Him. If anybody says : "Yes, I can know Him", he will be equal to Supreme Lord, or above Supreme Lord. But Supreme Lord—Infinite-Absolute is One. Nothing can be outside Infinite. If you say : "this flower is outside Infinite", Infinite will become finite. Even a particle of dust cannot be outside Infinite. Absolute is one. His forms and pastimes may be many. But according to Lord Chaitanya Mahaprabhu, the highest Form of God is Nandanandana Sri Krishna. You can get all kinds of bliss—ananda in the worship of Nandanandana Sri Krishna. This is the teaching of Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu.

Now, as there is no equal and no one greater than Sri Krishna, without His Grace—without the will of Sri Krishna, nobody can know Him. If anybody goes to see the President of the USA at Washington, can he go straight to him ? There are many security guards. He has to take permission. He will have to submit his request to the lower officer, from there it will go to higher officers, ultimately it may reach the President or may not. After receipt of the petition, he may say : "No, I've got no time". Or he may fix one date and time to see him. Without his consent, you cannot see the President.

Supreme Lord is the Lord of all Lords, Lord of infinite Brahmandas (material universes), infinite vaikunthas (spiritual universes). Without His will, nobody can go to Him or see Him.

If I can grasp Him, if I can get Him by my own will-power, I become predominant, his position becomes subordinate. But, if by His will I can get Him i.e. if I act according to the will of Supreme Lord, Supreme Lord will be pleased, and if by that I get Him, He will not lose His absolute position. The only way to get Him is to take absolute shelter at the Lotus Feet of Supreme Lord and to act according to His will. There is no other way to get Him, except exclusive pure devotion.

Therefore, those who have surrendered to Sri Krishna, who have got entrance into the Heart of Sri Krishna, can understand the implication and significance of the teachings of Sri Krishna. Those, who have no knowledge of Sri Krishna, who have not submitted to Him —how can they know ? They may write many commentaries, but they cannot comprehend the actual significance of the teachings of Sri Krishna.

Seeing the sad plight of the conditioned souls of the world, Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu, out of compassion, sent His own men—Srila Bhaktivinod Thakur* and

* Srila Bhaktivinod Thakur (1838-1914) of Bengal, India wrote more than one hundred books in Bengali, Sanskrit, English etc. on the topic of devotion to the Supreme Lord.

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur in this world to rescue the fallen souls. Srila Saraswati Goswami Thakur extended His grace through His Entourage all over the world. They were most powerful spiritual personalities. They refuted all antidevotional contentions by reasoning and by scriptural evidences. Bhaktivinod Thakur has written the significance of the teachings of the Gita. If we go through His writing, we shall be able to know the real implication of the teachings of the Gita.

Evidence from 'Kathopanishad' :

nayamatma pravachanena labhyo
na medhaya na bahuna shrutena
yamevaisa vrinute tena labhyas-
tasyaisa atma vivrinute tanum svam (2.23)

"God cannot be attained, realized by delivering lectures, by intellect, by becoming a great erudite scholar. Supreme Lord will reveal His own Eternal Form only to a bonafide surrendered soul.

As I have been ordered by my Divine Master, whatever I have heard from Him and from superiors—Guruvargas (the line of teachers in the preceptorial channel), I should speak that. That recitation will purify my mind and will take me to the Transcendental Realm. I should not speak to please the worldly people. If I do so, my spiritual life will be spoiled.

At young age I renounced the world and I took shelter at the Lotus Feet of Gurudev. I try to carry out the orders of my Divine Master to speak what I have heard so far from my Divine Master, from other Shiksha Gurus and from authentic scriptures. That recitation after hearing will purify my mind. Wherever I go, although I've got my drawbacks, I've got no hold over English or over other languages, I try to carry out the orders of my Divine Master. If I go on speaking about worldly things, my mind will become attached to worldly things. If I speak about Krishna, my mind will go there. Chanting is one form of devotion. Hearing is also another form of devotion. Parikshit Maharaj †, by hearing only, got the ultimate goal of life. If we speak about worldly things, worldly temporary things will come to our mind, ultimately, we shall have frustration in our life.

You will find at the end of Gita its glorification.

gita sugeeta kartavya
kimanyaih shastravistaraih
ya svayam padmanabhasya
mukhapadmadvinihsrita

Gita should be rightly read, with one-pointed devotion for the satisfaction of Sri Krishna. No other scripture is needed if one

---

Bhaktivinod Thakur was dedicated to the spreading of the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu worldwide. His son and spiritual successor, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati instructed His disciples to preach throughout the world, which has resulted in the founding of many great spiritual institutions such as Sri Chaitanya Math and Gaudiya Maths, Sri Chaitanya Saraswat Math, Sri Chaitanya Gaudiya Math, ISKCON etc. His Divine Grace Bhakti Ballabh Tirtha Goswami Maharaj is the disciple of one of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's intimate associates, namely, Srila Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaj. Founder-Acharyya of Sri Chaitanya Gaudiya Math.

† Parikshit Maharaj was Arjuna's grandson and the last of the Pandava Dynasty. He was cursed by the young son of a Brahman to die in seven days. He spent these last days listening to the recitation of Srimad Bhagavatam by Sukadev Goswami and thus attained pure love for Krishna.

takes shelter to Gita. Gita emerges from the Holy Lips of Sri Krishna and is one with Him. It is not material sound. In material sound, you will find the thing referred to by a sound is different from the sound. If you utter the word "water, water, water", the water—word is not the water—thing. The word "water" refers to a thing understood to be water. Here you will find a difference between the water—word and the thing referred to by the word 'water'. But Krishna and the Name of Krishna are One and the Same. Gita and Krishna are identical. So, by taking shelter to Gita we can have contact with Krishna. We have gone through the Gita, we have read Gita, but we have no devotion. This is not actual reading. If we read Gita actually, we will have devotion to Sri Krishna.

I've said earlier, without the grace of Sri Krishna, we cannot know the significance of the teachings of the Gita.

Lord Chaitanya Mahaprabhu* has taught us in regard to this. When He had been to South India, one brahman used to read Gita daily with great devotion at Ranganath Temple. He had no knowledge of Sanskrit. As such, he committed mistakes in pronunciation. Many pundits also used go to visit the temple. When they heard brahman reading Gita and committing mistakes, they objected :

"Why are you reading Gita ? First you should learn Sanskrit. You pronounce it correctly, then read."

But without heeding to any remarks of the people, with rapt attention he used to read Gita from beginning to end. Lord Chaitanya Mahaprabhu came to visit the temple. He saw a brahman reading Gita with rapt attention and great devotion, Lord Chaitanya Mahaprabhu was very much attracted. He stood at the back and was hearing. After the completion of the reading of the Gita, the brahman stood and he saw Chaitanya Mahaprabhu—Extraordinary Divine Personality, Golden Complexion, Tall and Arms down to knees.

Lord Chaitanya Mahaprabhu expressed His satisfaction : "I am very glad to hear your recitation of the Gita."

The brahman said, "I've got no right to read the Gita, but it is the order of my Divine Master—'You should read Gita from beginning to end completely and after that you take food.' I do not understand any verse. I've got no knowledge of Sanskrit."

Lord Chaitanya Mahaprabhu said, "Yes, you say you do not understand Gita, but while reading Gita you were weeping, tears were flowing down from your eyes...Why ? If you do not understand Gita, why were you weeping ?"

The brahman replied, "I did not divulge my heart to anybody. You are a Divine Personality. It is not good to conceal my heart before you. It is true—I do not understand Gita, but as long as I read Gita I see before me Supreme Lord Sri Krishna working as a servant being subdued by the devotion of Arjuna. He is Supreme Lord, Lord of all lords, Lord of infinite Brahmandas (material cosmos), infinite Vaikunthas (transcendental realms). Seeing His Bhakta-Vatsalya-Murti —His profound affection to His devotee I could not control flow of tears from my eyes. It is very surprising Supreme Lord is working

* Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in Bengal in 1486 AD and is understood by Vaishnavas to be an appearance of the Supreme Lord Krishna Himself in the guise of the devotee. He propagated and prescribed the method of worship for the era, which is to chant the Names, Pastimes, etc. of the Supreme Lord with great devotion. This particular story of Sri Chaitanya Mahaprabhu is related in the Chaitanya Charitamrita by Krishna Das Kaviraj Goswami (Madhya-Lila, 9. 93-107).

as a driver and His devotee is ordering Him''.

senayorubhayormadhye ratham
sthapaya me achyuta (1.21)

Arjuna said to Krishna : "O Achyuta, place my chariot in front of the armed forces of the rival warring groups."

Lord Chaitanya Mahaprabhu said to brahman with assertion, "Your reading of the Gita is crowned with success, as you have devotion to Sri Krishna".

Many people distorted teachings of the Gita to fulfill vile mentality. Once, a younger godbrother of our Guru Maharaj, Pujyapad Santa Goswami Maharaj had been to Kashmir during British administration. At that time, Maharaj of Kashmir was Hari Singh. He arranged one meeting. Swamiji was a royal guest. Invitees were all dignitaries, rich people, many of them have got tea-gardens. Maharaj of Kashmir also had tea-gardens. Our Shiksha Guru, Pujyapad Santa Maharaj is a very spirited person. He did not hesitate to tell the truth. In his speech He said emphatically, "Those who are virtuous should not commit sins. They should not gamble, should not have illicit connection with women, should not slaughter animals and should not take intoxication and even tea".

The tea-gardenowners were thunderstruck to hear this : They thought that they had committed a mistake by inviting Swamiji and said : 'We advertise tea and Swamiji has come to destroy our business...'

One of the tea-gardenowners came to Swamiji and said, "Swamiji ! You have spoken against tea, but it is glorified in the Gita".

Swamiji said, "I have gone through the Gita several times. I have not seen it."

"Yes, it is there".

In India the word "tea" is "cha"*. The tea-gardenowner showed that verse from the Gita :

sarvasya chaham hridi sannivishto
mattah smritirjnanamapohanamcha
vedaishcha sarvairahameva vedyo
vedantakridvedavideva CHAHAM (15.15)

In the form of 'cha', 'tea', I have entered into the hearts of all jivas (living entities). And lastly Krishna himself says : 'I am cha'.

This not the meaning. The meaning is twisted here to serve one's ulterior motive. This sort of commentary will misguide reader and be of no benefit.

Real significance—'I reside in the hearts of all living beings as Indwelling God. It is from Me living beings have got memory and knowledge, previous percepts and concepts and elimination of the same. All the Vedas substantiate Me as the only object to be known. I am the author of the Vedanta and versed in the Vedas'.

Gita is a part of Mahabharata.

Vaishampayan Rishi has narrated the infatuation and mourning of Arjuna to Janmejaya in 'Bhishma-Parva' (Bhishma-canto of Mahabharata). Sanjaya got a boon from Vedavyas Muni that he would be able to see the happenings in Kurukshetra and narrate the same to Dhritarashtra :

dharma-kshetre kuru-kshetre
samaveta yuyutsavah
mamakah pandavashchaiva
kim akurvata sanjaya (1.1)

Dhritarashtra said to Sanjaya : "My sons Duryodhana and others, and the Pandavas—Yudhishthir Maharaj and others by assembling in the holy place of Kurukshetra with the desire of waging war, what did they do ?"

Vishvanath Chakravarti † in his commentary said : "They have come with the desire

* But, in Sanskrit, the word 'cha' means 'and', not 'tea'.

† Vishvanath Chakravarty is the fifth principal Acharyya in the preceptorial channel from Sri Chaitanya Mahaprabhu.

to fight—they will fight. Where is the scope of questioning it". But Dhritarashtra had doubt in it : 'Kurukshetra is a holy place, Pandavas are naturally religious-minded. They will accept an agreement or treaty. But my sons may not accept. But by the influence of Kurukshetra their minds may be changed. So there may be an agreement, peace.' That doubt was there in Dhritarashtra, so he asked what they did. But inwardly, he was thinking : 'If there will be no war, always our sons will be in danger from the Pandavas throughout their life. So it is better that there should be fight'.

As per desire of Arjuna, Krishna placed the chariot before the Kauravas. Arjuna was bewildered to see all relatives before him and was shivering. He saw in front of him : Paternal Grandfather Bhishma, Guru Dronacharya as well as paternal uncles, brothers-in-law, kith and kin. He became perplexed : "All have come to sacrifice their lives. If I get kingdom by killing them, I shall not be happy. Let them kill me, yet I shall not fight."

Arjuna gave up his powerful mythological bow-Gandiva.

On seeing the infatuation of Arjuna and his reluctance to fight, Sri Krishna reproached him and said :

kutastva kashmalamidam
vishame samupasthitam
anaryajushtamasvargyam-
akirtikaramarjuna (2.2)

"O Arjuna ! How have you got this infatuation in this most critical juncture in front of hostile opponent in the battlefield ? This may be befitting to a non-aryan. This sort of your deliberation at this stage is unwarranted. This will deter you in getting celestial prosperity and destroy your name and fame."

klaibyam masma gamah partha
naitattvayyupapadyate
kshudram hridayadaurbalyam
tyaktvottishtha parantapa (2.3)

"O Partha ! You should not become impotent. It is not befitting to you. Shake off your weakness of heart, rise up and be ready to fight. You are capable of crushing the enemy."

ashochyananvashochastvam
prajnavadamshcha bhashase
gatasunagatasumshcha
nanushochanti panditah (2.11)

"You are speaking to Me like a very learned person, but you are mourning for the undeserved. But the wise do not mourn either for the born, or for the dead, because atma (the real self) is eternal and has no birth, no death."

dehinosmin yatha dehe
kaumaram yauvanam jara
tatha dehantarapraptir-
dhirastatra na muhyati (2.13)

"A corporeal living entity has got transformation in his body—childhood, youth and infirmity. Death is a kind of transformation. The wise do not become deluded by this."

na jayate mriyate va kadachin-
nayam bhutva bhavita va na bhuyah
ajo nityah shashvatoyam purano
na hanyae hanyamane sharire (2 20)

"Jivatma (individual soul) has got no birth no death. It is not born again and again and it has got no growth, it is unborn, eternal —always existing (past, present and future), old but always fresh, with the killing of the body, atma is nor slain."

mayaivete nihatah purvameva
nimittamatram bhava savyasachin (11.33)

"O Savyashachin (Ambidexter-expert in shooting arrows by the left hand). I have already killed all, you become only instrument to it, shake off your false ego that you are the killer."

Then Arjuna thought, 'I spoke about virtue but Sri Krishna is dissatisfied. He reproached me. Perhaps I am wrong in ascertaining righteousness and unrighteousness.'

karpanyadoshopahatasvabhavah
pricchami tvam dharmasammudhachetah
yachchhreyah syannishchitam bruhi tan me
shishyasteham shadhi mam tvam prapannam
(2.7)

Arjuna said : "I have lost my natural valor, I am bewildered to ascertain what is right and what is wrong. I submit to you. I am your disciple. Please advise me about my eternal welfare."

When Arjuna took absolute shelter at the Lotus Feet of Sri Krishna, Sri Krishna as Guru started advising Arjuna and through Arjuna all conditioned souls of the world.

Sri Krishna gave various instructions in the Gita befitting to the competency or ability of individual souls. He advised about karma, jnana, yoga and bhakti. But if we go through Gita thoroughly and carefully we will find ultimately Krishna takes all to bhakti (devotion),

Sri Krishna at first speaks highly about karma and inspires all to do karma.

na hi kaschit kshanamapi
yatu tishtyakarmakrit (3.5)

"Nobody can remain without karma (action) for a moment."

niyatam kuru karma tvam
karma jyao hyakarmanah
sharirayatrapi cha te
na prasidhyedakarmanah (3.8)

Always do karma (nitya karma as enjoined by scriptures). Doing karma is better than non-doing karma as nobody can sustain body without karma. There are three kinds of karma : karma, akarma and vikarma. Karma—action enjoined by the Vedas. Akarma—abstaining from doing duties enjoined by the Vedas. Vikarma—doing of action prohibited by the Vedas. Doers of karma in the world are very rare. Krishna recommended karma, but ultimately, by praising karma, He is taking us to bhakti.

yajnarthat karmano 'nyatra
lokoyam karma-bandhanah
tadartham karma kaunteya
muktasangah samachara (3.9)

Do karma for 'Yajna'.

yajna vai vishnuriti srute

'In Sruti Shastra Vishnu is stated as Yajna. Also His one name is Yajna'.

ya idam vishvam vyapnotiti vishnuh

'Vishnu is All-pervading Supreme Lord—Complete Reality'. If we do any action for Supreme Lord—Complete Reality-Purna, we will not be in bondage. If we do action for any part, we will be in bondage.

om tat sat

'Supreme Lord is tat—transcendental, which cannot be comprehended by gross and subtle material senses'.

We should perform karma for Supreme Lord without any desire for fruit. To do any action for Supreme Lord is bhakti (devotion). By inspiring to do karma Krishna takes karmi (doer) to bhakti.

When Sri Krishna speaks about jnana, he extols jnana :

na hi jnanena sadrisham
pavitram iha vidyate (4.38)

There is nothing so sanctified as jnana.

yathaidhamsi samiddhognir-
bhasmasat kurute 'rjuna
jnanagnih sarvakarmani
bhasmasat kurute tatha (4.37)

As blazing fire burns the wood and reduces it to ashes, so jnana destroys all kinds of karma and reduces them to ashes. Karma is initiated by the false ego of doer.

prakriteh kriyamanani
gunaih karmani sarvashah
ahankaravimurhatma
kartahamiti manyate (3.27)

Jivas (individual souls) being enveloped by illusory energy consisting of three primal qualities—sattva*, rajah and tamah of Supreme Lord misconceived them as body and wrongly think themselves to be the doers. When sattva guna predominates we become sattvik, rajah guna predominates—rajasik, tamah guna predominates—tamasik. As per color of false ego, karma also is of three colors.

The jnanis strive for self-realization. So all karmas emerging from material ego are destroyed by jnana. But by commending jnana Krishna is ultimately taking us to bhakti.

bahunam janmanamante
jnanavan mam prapadyate
vasudevah sarvamiti
sa mahatma sudurlabhah (7.19)

'After many births, proponents of jnana marga take absolute shelter to Me. Such a saint who sees everything in relation to Vasudeva is rarely to be found'. When knowledge is matured, jnanis can understand that without the grace of God nobody can know Him.

As there is no equal to Sri Krishna and more than Him nobody can get Him without His Grace.

Sri Krishna Himself has pronounced comparative judgment in regard to this in the Gita.

tapsvibhyodhiko yogi
jnanibhyopi matodhikah
karmibhyashchadhiko yogi
tasmatyogi bhavarjuna
yoginamapi sarvesham
madgatenantaratmana
shraddhavan bhajate yo mam
sa me yuktatamo matah (6.46-47)

'O Arjuna ! You become yogi, as yogi is superior to hermit practising severe austerities. Yogi (worshipper of Paramatama †) is superior to Jnani (worshipper of Formless Brahman), naturally yogi is supremely superior to karmi (who does actions enjoined by the scriptures for mundane benefit). Amongst all kinds of yogi one, who concentrating his mind to Me, worships Me (Eternal Transcendental Form) with firm faith and devotion is the highest yogi. Hence, bhakti-yogi is the highest.

yasmat ksharamatitoham-
aksharadapi chottamah
atosmi lokevede cha
prathitah purushottamah (15.18)

'As I am beyond 'kshar' (individual soul) and supremely superior to 'akshar' (Brahma and Paramatma) I am renowned as Purushottam in this world and this is corroborated by the Vedas.

Most confidential supreme commandment

Arjuna was hearing Krishna's instructions, yet Krishna said: 'Hear Me'. Sri Krishna wanted to draw his special attention. Sri Krishna's pronouncement—

sarvaguhyatamam bhuyah
shrinu me paramam vachah
isshtoshi me drirahamita
tato vakshyami te titam (18.64)

'O Arjuna, you might have been unmindful

* i.e. if the mode of goodness is predominant, we become good, passion produces a passionate disposition. etc.

† Paramatma means "the Supreme Atma", or "Supreme Spirit Soul" Who is one aspect of Krishna Himself. The yogi meditates on the Paramatma as He personally dwells within the heart of every living entity.

to my previous instructions. It will not be so much detrimental to you, but you should very carefully and attentively hear me now. As you are my most beloved, I am speaking topmost secret of all secrets, my supreme commandment for your eternal welfare'.

This is Sri Krishna's highest instruction to all conditioned souls of the world for their eternal welfare through Arjuna.

manmana bhava madbhakto
madyaji mam namaskuru
mamevaishyasi satyam te
pratijane priyosi me (18.65)

'Devote your mind to Me, if it is difficult te devote your mind to Me, serve Me, engage your senses to my service. If it is not also possible, worship Me. Even if that be not possible, take absolute shelter to Me. I promise you, surely you will get Me."

In spite of that Arjuna was oscillating, could not decide what to do.

Lastly Krishna directed :

sarva-dharman parityajya
mam ekam sharanam vraja
aham tvam sarva-papebhyo
mokshayishyami ma shuchah (18.66)

'Relinquish My all previous instructions and relative duties (duties of varna and ashram as enjoined by the Vedas). Take absolute shelter to Me. I shall rescue you from all sins. Don't be overwhelmed with grief.'

According to Gita (7.4-5) : Pnysical gross body composed of earth, water, fire, air and sky and subtle body composed of mind, intelligence and perverted ego are the outcome of Apara potency (inferior material potency of Supreme Lord Sri Krishna) and the real self —atma is the outcome of Para potency (superior spiritual energy of Supreme Lord).

Body, mind, atma—all belong to Supreme Lord Sri Krishna. It is the duty of all individual spirit souls to serve Krishna.

Arjuna said :

nashto mohah smritirlabdha
tvat-prasadanmayachyuta
sthitosmi gatasandehah
karishye vachanam tava (18.73)

'O Achyuta, by Your Grace my bewilderment is removed, it has come to my memory that I am your servant, all doubts have been dispelled. I have come to learn submission to You is the highest eternal function of every individual soul. I shall do whatever you will order me to do'.

ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্ম

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৩৬ পৃষ্ঠার পর]

"কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ,
ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো বরম্।
ক্ষণেন মর্ত্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ
সংন্যস্য সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ ॥"

—ভাঃ ৫।১৯।২২

যেখানে কল্পকাল পর্য্যন্ত আয়ুর উপভোগ করিয়াও পুনঃ সংসার চক্রেই পতিত হইতে হয়, সেই স্বর্গের কি বিশেষতা আছে ? আমাদের বিচারে ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তির অপেক্ষা, ভারত ভূমিতে অল্পায়ু হইয়া জন্ম লাভও শ্রেষ্ঠ, কেননা সেখানে ধীরপুরুষ ক্ষণকালেই এই মর্ত্তশরীর ধারণ করিয়া সম্পূর্ণ কর্ম্ম শ্রীভগবানকে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার অভয় চরণ যুগল প্রাপ্ত হইতে পারে। অর্থাৎ যোগী-জ্ঞানিগণের চরম পরম কাম্য সিদ্ধলোক বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি

অপেক্ষা, মহাপুণ্যভূমি ভারতে ক্ষণায়ু হইয়া জন্মলাভও শ্রেষ্ঠ। কেননা ক্ষণকালের মধ্যেই বুদ্ধিমানগণ এই মনুষ্য শরীর লাভ করিয়া একান্তভাবে শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহার অভয় শ্রীচরণের নিত্য সেবা লাভ করিতে পারেন। যেমন-বলি, খট্টাঙ্গ মহারাজাদি ক্ষণকালেই ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এইপ্রকার বর্ণিত আছে যে—

"সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হতাঃ ॥"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

নির্ব্বিশেষ স্বরূপে অনুভব মুক্তিপদ ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক। বৈকুণ্ঠলোক শব্দে কৃষ্ণধাম ও 'পরব্যোম' বুঝিতে হয়। সেই পরব্যোমের বহির্ভাগে কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা বিস্তীর্ণ হইয়া একটি জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল করিয়াছে। তাহাকে সিদ্ধলোক বা ব্রহ্মলোক ইত্যাদি বলে। ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তির তাহাই একমাত্র স্থান। ঐ ধাম চিৎ স্বরূপ বটে, কিন্তু তাহাতে চিচ্ছক্তিগত-বিকার অর্থাৎ বিচিত্রতা নাই। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অনুভাষ্য)

"বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল ॥
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎ স্বরূপ, তাহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার ॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৫।৩২-৩

নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ ধাম। শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহিত, দৈত্য ও নির্ব্বিশেষ জ্ঞান মার্গের সিদ্ধগণের অবস্থিতি। মুক্তি শক্তির অভিব্যক্তিহীন কেবল নির্ব্বিশেষ প্রকাশময় পরতত্ত্বের নাম ব্রহ্ম।

ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বিষয়ে, শ্রীল সনাতন গোস্বামী "বৃহদ্ভাগবতামৃতে" গোলোক মাহাত্ম্যে-২।৩০-৩১, এই প্রকার বলিয়াছেন—

অহো শ্লাঘ্যঃ কথং মোক্ষো দৈত্যনামপি দৃশ্যতে।
তৈরেব শাস্ত্রৈর্নিন্দ্যন্তে যে গো-বিপ্রাদি ঘাতিনঃ ॥

যে সকল দৈত্যগণকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিতেছে, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য মোক্ষলাভ করিয়াছে, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায়? অর্থাৎ কিরূপে চতুর্বর্গ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়? মুক্তি ত ভগবদ্‌বিমুখ লোকের জন্য, কেবল একদণ্ড বিশেষ। যে লোকে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে সত্য মানে না, আর ভগবানকে নিন্দা করে, বা তাহার সঙ্গে যুদ্ধাদি করে সেই দুইপ্রকার লোকের জন্য দণ্ড-রূপে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে ভক্তি করে তাহার ফল, তাহাকে মুক্তি দেয় না।

যে ব্যক্তি ভগবানকে ভক্তি করে না—তাহাকে দণ্ডরূপে ভগবান মুক্তি প্রদান করেন—মুক্তি প্রদানকারী ভগবানের বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দঘন মানে না, তাহাকে মায়ার সত্ত্বগুণ বিকার বলে, আর শিশুপালাদির ন্যায় ভগবানের নিন্দাকারী, সেই দুইপ্রকার লোককে ভগবান্ ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি দেন। ইহা এক শাস্তি বিশেষ, সাযুজ্য মুক্তির নাম শুনিলেই ভক্তের ঘৃণা এবং ভয় হয়।

কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম-পুরুষার্থ-প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম ॥

—চৈঃ চাঃ আঃ ৭।৮৪-৮৬

মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক 'কণ'।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১৯৪

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৬।৪৩

মোক্ষেও পরম পুরুষার্থতা নাই, কেননা মোক্ষপ্রাপ্ত জীবগণেরও ভগবদ্ভজনের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, এবম্প্রকার কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। ভগবদ্ভজনের প্রাপ্তির একমাত্র উপায় প্রেম অর্থাৎ প্রীতি। প্রেমের জন্য অর্থাৎ ভগবৎসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার জন্য শ্রীশুক-চতুঃসনাদি-নারদ প্রভৃতি মুক্তপুরুষও লালায়িত হন। তজ্জন্য দেবতাগণও শুদ্ধভক্তি পীঠস্বরূপ ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্মের জন্য লালায়িত।

"জানাম নৈতৎ ক্ব বয়ং বিলীনে
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্ ।
প্রাপ্স্যামঃ ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা
যে ভারতে নেন্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ ॥"

—বিঃ পুঃ ২।৩।২৬

স্বর্গপ্রদ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেলে, আমরা কোথায় জন্মগ্রহণ করিব, ইহা জানি না। সেই সকল মনুষ্যই ধন্য, যাঁহারা নিতান্ত ইন্দ্রিয় বিহীন না হইয়া ভারতে জন্ম লাভ করিয়াছেন। তাঁহারাই ধন্য।

"ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোহপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥"

—ভাঃ ৫।১৯।২৩

যেখানে ভগবৎ কথারূপ সুধা-সরিত প্রবাহিত হয় না, আর যে স্থানে ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব সাধুগণ সমাগম করেন না, বা বাস করেন না, সেই স্থান যদি ব্রহ্মলোকও হয়, তথাপি সেবন করা উচিৎ নহে, অর্থাৎ সেইপ্রকার স্থান বাসযোগ্য নহে। এই শ্লোকের, জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, এই-প্রকার তথ্য দিয়াছেন—

যেখানে তোমার নাই যশের প্রচার।
যথা নাই বৈষ্ণবগণের অবতার ॥
যেখানে তোমার মহা-মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥
গর্ভবাস-দুঃখ, প্রভু, এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল ॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর, প্রভু, না ফেলিবা তথা ॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১।২২২-৫

"প্রাপ্তা নৃজাতিস্ত্বিহ যে চ জন্তবো
জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যকলাপসম্ভৃতাম্।
ন চেদ্ যতেরন্নপুনর্ভবায় তে।
ভূয়ো বনৌকা ইব যান্তি বন্ধনম্ ॥"

—ভাঃ ৫।১৯।২৪

এই ভারতবর্ষে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ক্ষিত্যাদি দ্রব্যসম্পৎপরিপূর্ণ, ভগবদ্ভজনোপ-যোগী মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াও যে সকল মানব জ্ঞান-কর্ম্মাদি বন্ধনমুক্ত হইয়া ভক্তিযোগাশ্রয়ে যত্নবান না হয়, তাহারা বনচর বিহঙ্গের ন্যায় পুনরায় বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পাশবদ্ধ পক্ষিগণ যেমন কোন প্রকারে ব্যাধ কর্তৃক একবার পাশমুক্ত হইয়াও, তাহাদেরই নিজকৃত অনবধানতা দোষে সেই বৃক্ষে বিহার করিতে যাইয়া আবার বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঐসকল ব্যক্তি ভারতভূমিতে ভগবদ্ভক্তি লক্ষণরূপ মোক্ষপ্রাপক মনুষ্যযোনি লাভ করিয়াও নিজ-নিজ-কর্ম্মদোষে পুনর্ব্বার বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়।

"যদ্যত্র নঃ স্বর্গসুখাবশেষিতং
স্বিষ্টস্য সুক্তস্য কৃতস্য শোভনম্।
তেনাজনাভে স্মৃতিমজ্জন্ম নঃ স্যাদ্
বর্ষে হরির্যদ্ভজতাং শং তনোতি ॥"

—ভাঃ ৫।১৯।২৭

দেবতারা বলিতেছেন—আমরা সম্যক্ প্রকারে যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য সৎকর্ম্মানুষ্ঠান জনিত পুণ্য-ফলে অধুনা যে স্বর্গসুখাদি উপভোগ করিতেছি, যদি সেই পুণ্যের (সুকৃতির), কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অজানভবর্ষে (ভারতবর্ষে) আমাদের শ্রীহরি-স্মরণোপযোগিমানব জন্ম হউক —ইহাই প্রার্থনা; কারণ, ভগবান্ শ্রীহরি এই বর্ষে তদ্ভক্তগণের কল্যাণ বিস্তার করিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে দেবতাগণ দেবজন্ম লাভ-অপেক্ষা মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া, তথায় মনুষ্য জন্ম লাভের জন্য লালায়িত হন। কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও জীবের প্রতি কৃপা বাণী প্রদান করিয়াছেন—

"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি, কর পর-উপকার ॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১

পবিত্র ভারতবর্ষে নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের প্রকৃত নিত্য উপকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র দেশে ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণিমধ্যে শরীর ধারণ করার সফলতা। অনুভাষ্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু " " "
(৪) গীতাবলী " " "
(৫) গীতমালা " " "
(৬) জৈবধর্ম্ম " " "
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত " " "
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি " " "
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য " " "
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা " " " "
(২৫) দশাবতার " " " "
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৪০৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্‌।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্‌ ।।"

৩৭শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক ১৪০৪
১৬ দামোদর, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, শনিবার, ১ নভেম্বর ১৯৯৭ { ৯ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৩৯ পৃষ্ঠার পর]

আমাদের গুরুপাদপদ্ম—যাঁ'র আলেখ্য আপনারা দর্শন ক'র্‌ছেন, তিনি ইহ জগতের কোন ভোগ্য বিষয়ের উপদেশক ন'ন। আবার ইহ জগতের সকল কথার একমাত্র অভ্রান্ত মীমাংসক তিনিই। কিন্তু আমি বঞ্চিত, পতিত, আমার দুর্ব্বলতা-ক্রমে গুরুপাদপদ্মের সকল কথা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না। গুরুপাদপদ্মের কৃপায় যে-সকল কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হ'য়েছে, সে সকল কথা বলবার জন্য আমার কোটি কোটি জিহ্বা হউক—কোটি কোটি মুণ্ড হউক—কোটি কোটি বৎসর পরমায়ু হউক—আমি যেন সেই কোটি কোটি জিহ্বায় কোটি কোটি মস্তকে, কোটি কোটি বৎসরে অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমার গুরুপাদপদ্মের অতুলনীয়া অমন্দোদয়-দয়ার কথা কীর্ত্তন ক'র্‌তে পারি; তা'হ'লে আমার গুরুপূজা হ'বে—তিনি সন্তুষ্ট হবেন—প্রসন্ন হ'য়ে আমার প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ ক'র্‌বেন, যাঁ'তে-ক'রে আমি তাঁ'র দয়ার কথা আরও কোটি জিহ্বায় কীর্ত্তন ক'র্‌তে পার্‌ব। সেইদিন আমার সকল নশ্বর মায়ার কথা-কীর্ত্তন হ'তে ছুটি হ'বে—জগতের সকল লৌকিক-শিক্ষা হ'তে ছুটি হ'বে।

জগতের প্রিয় কথাকে আমরা গুরুকথা ব'লে গ্রহণ করি—আমরা অচৈতন্য কথায় সর্ব্বদা প্রমত্ত, কিন্তু আমার গুরুদেব,—

"শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্‌ ।।"

শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদ্‌গত অভিলাষ যিনি জগতে বিস্তার ও স্থাপন ক'রেছেন, সেই রূপ প্রভু স্বয়ং কবে আমাকে তাঁ'র নিজ-পাদপদ্ম দান ক'র্‌বেন? কবে আমি গুরুপাদপদ্মের অসামান্য, অতিমর্ত্ত্য সৌন্দর্য্য দর্শন ক'রে তাঁ'র চরণ একান্তভাবে আশ্রয় কর্‌ব? এমন দিন আমার কবে হ'বে?

যাঁ'রা এইরূপ বিচার অবলম্বন করেন, গুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ ক'রেছি, তাঁরা রূপানুগ—তাঁ'রা শ্রীগৌরসুন্দরের অতিপ্রিয়। যাঁ'রা রূপানুগ হ'বার জন্য যত্ন করেন' তাঁ'দের মঙ্গলের কথা ব্রহ্মা তাঁ'র সমগ্র জীবনে ব'লেও শেষ ক'র্তে পারেন না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগের সকল সন্দেহের নিরাস ক'রে ভগবানের যে নাম-ভজনের কথা ব'লেছেন, তা'তে জানি, গুরুর অবজ্ঞা করতে নাই—শ্রৌতবাণীর নিন্দা ক'র্তে নাই—গুরুবন্ধুবগণকে পূজ্যজ্ঞানে গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করতে নাই—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গল নাই।

আমার গুরুদেব! আমি ধৃষ্টতা ক'র্ছি, 'আমার গুরুদেব' এই কথাটি বল্বার মত আমার হৃদয় কোথায়? কোথায় কত উচ্চে গুরুপাদনখচন্দ্র, আর কোথায় আমি নিম্নতম স্তরে স্থিত বামন! আমি গুরুপাদপদ্মের সেবা করাত পারি কই? আমি নিদ্রাকালে গুরুপাদপদ্মসেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে আত্মসুখে মগ্ন থাকি—আমি নিজের খাওয়াদাওয়া-ব্যাপারে নিযুক্ত থাকি। গুরুপাদপদ্মসেবা-বঞ্চিত এরূপ অযোগ্য আমি, পতিত আমি, দুর্ব্বল আমি, আমাকে প্রচুর পরিমাণে দয়া না ক'র্লে আমি তাঁ'র দয়ার প্রতি আরও অধিকতর আক্রমণ কর্তাম। আমার গুরুপাদপদ্ম—দয়ার সাগর, তাঁ'র দয়া-সিন্ধুর এক বিন্দু আমাকে আনন্দ-সাগরে মগ্ন ক'র্তে পারে।

তিনি কতই না দয়া ক'রে আমাকে ব'ল্তেন—তোমার পাণ্ডিত্য, তোমার পবিত্রতা, আভিজাত্য প্রভৃতি সব পরিত্যাগ ক'রে আমার কাছে এস, আর কোথাও যে'তে হ'বে না; তোমার যত ঘর, বাড়ী, প্রাসাদ, সৌধ দরকার আছে—যত পাণ্ডিত্য, প্রতিভার দরকার আছে—যত সংযম, সন্ন্যাসের দরকার আছে, সব পা'বে, তুমি কেবল আমার কাছে এস। 'ঘর হউক, দোর হউক, পাণ্ডিত্য হউক,' এরূপ বুদ্ধিতে দৌড়িও না—সাধারণ লোক যা'কে 'প্রয়োজন' মনে ক'র্ছে, তা'কে 'প্রয়োজন' মনে করো না।

আমরা ভয়ানক তার্কিক ছিলাম। কিন্তু সেই তর্কের দর্পকে অতি দয়ার সহিত পদাঘাত ক'রে যিনি কৃপা ক'রেছিলেন, তাঁ'র দয়ার কথার সীমা ক'র্তে আমি অনন্ত কোটি জীবনেও পার্ব না, বা কেহ কোন দিন পার্বে না। তাঁর ভৃত্য ব'লে পরিচয় দিবার যোগ্যতা যদিও আমার নাই, তথাপি তিনি সেরূপ পরিচয় দিবার যে আশাবন্ধ করিয়ে দিয়েছেন, আমরা তা'তে নিত্যকাল জীবিত থাক্তে পারি। আমরা নিরানন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট আছি—প্রচুর পরিমাণ অনিত্য কার্য্যে নিবিষ্ট আছি। আমার দুর্ব্বল ব'লে মনে হ'য়েছিল, গুরুদেবের অপ্রকটে বিপথগামী হ'য়ে যা'ব, তাঁর কথা শুন্তে পা'ব না; কিন্তু আজ গুরুপাদপদ্মের বহু বহু অবতার কৃপা ক'রে আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছেন। তাঁরা আমার নিকট কীর্ত্তন করেন, ভাগবত প'ড়ে অর্থ জানিয়ে দেন। তাঁরা যখন আমার গুরুপাদপদ্মের অভিমত নবনবায়মান ব্যাখ্যা সমূহের দ্বারা আমার মৃত শরীরকে সঞ্জীবিত করেন, তখন আমি সংজ্ঞা লাভ করি—আমার প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন কর্বার সৌভাগ্য হয়।

যে পরিমাণে হরিবিস্মৃতি হ'বে, সেই পরিমাণে এক চক্ষুর দ্বারা দেখ্বার চেষ্টা হ'বে, এই নাসা-দ্বারা জগতের গন্ধ গ্রহণ ক'র্বার স্পৃহা হবে, গ্রীষ্মকালে পাখার বাতাস খাব, শীতকালে লেপ মুড়ি দিয়ে স্পর্শ-সুখানুভব কর্বো—এরূপ লালসা হৃদয়ে স্থান পা'বে।

গীতায় যখন শ্রীভগবান্,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

—বাক্য ব'লেছিলেন, তখন অর্জ্জুন ভগবানের সেই বাণী শুন্লেন, আর বাদ বাকি লোক মনে কর্ল সকল লোকই—স্বার্থপর, কৃষ্ণও তদ্রূপ, তিনি ত' ব'লবেনই—'সকল ছেড়ে আমার সেবা কর'। কিন্তু যে সেবা করবে' তা'র দুঃখের দিকে ত' তিনি আর দেখ্লেন না।

"My doxy is orthodoxy, yours is heterodoxy. আমি যা' বুঝি, এ'টাই খুব ঠিক,—এ'কথা না বল্লে আত্মপক্ষ সমর্থন হয় না; কৃষ্ণচন্দ্র সেই ভাবেরই উপদেশ দিয়েছিলেন।" জীবের এইরূপ কুতর্কের সমাধান করবে কে? কৃষ্ণের সেবার কথা কৃষ্ণ যখন বলেন, তখন কলিহত লোকের

এরূপ তর্ক উপস্থিত হ'তে পারে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র যখন সেবকমূর্ত্তিতে বলেন,—আমার আচরণ এই, তোমার যদি এই আচরণ ভাল বোধ হয়, তা'হলে এরূপ আচরণ কর। নিজে আচরণ ক'রে যিনি অগ্রসর হন, অপরের পক্ষে তাঁ'র অনুসরণ কর্‌বার পরম সুযোগ হয়। যেমন একজন প্রধান গায়ক ও তাঁ'র অনেকগুলি দোহার। যিনি সর্ব্বপ্রধান গায়ক, তিনি আগে গানটা গেয়ে দেন অন্যে যদি তাঁ'র দোহারগিরি করেন, তবে তাঁ'দেরও গান গাওয়া হয়। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূল গায়করূপে কৃষ্ণের গান গেয়ে দিয়েছিলেন; যাঁ'রা যাঁ'রা নিষ্কপটভাবে সেই গানের দোহারগিরি করবেন, তাঁ'দেরও গান গাওয়া হবে—মঙ্গল হ'বে।

'অমঙ্গল' আর 'মঙ্গল' যদি এক হ'য়ে যায়, তা'হ'লে অনুভূতি বলে জিনিষ থাকে না। অনুভূতি-বিরহিত জিনিষ—পাথর। সুখের অনুভূতি যাঁ'রা পেয়েছেন, তাঁ'দের আর পাথর হ'বার ইচ্ছা হয় না। যাঁ'রা অজ্ঞানের অনুসরণ করাটাকেই 'জ্ঞান' ব'লে মনে করেন, আনন্দ পেতে গিয়ে নিরানন্দ-সাগরে ডুবে যান, তাঁ'দের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্
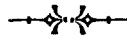
অভিধেয় তত্ত্বম্—সাধন প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৪১ পৃষ্ঠার পর]

ওঁ হরিঃ ভগবন্নাম রূপ গুণলীলা শ্রবণম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬১ ॥

বৃহদারণ্যকে। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ভবত্যেতদ্ব্যখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ভাগবতে। পিবন্তি যে ভাগবত আত্মনং সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্। পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥ শ্রীজীবঃ। অথ ক্রম-প্রাপ্তং শ্রবণং। তচ্চনামরূপগুণলীলাময় শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তকরণ শুদ্ধ্যর্থমপেক্ষং। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ শ্রবণেন তদুভয় যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পাদ্যতে। নামরূপগুণেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্যসাধনক্রম্যো লিখিতম্ ॥ ৬১ ॥

ভগবানের নাম রূপ-গুণ লীলা শ্রবণই শ্রবণ নামক ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬১ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তোমার নিকট ইহা ব্যাখ্যা করিব; কিন্তু আমি যখন ব্যাখ্যা করিতে থাকিব, তখন তুমি উহার অর্থ নিশ্চিতরূপে ধ্যান করিতে যত্ন করিও। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেবের উক্তি,—যাঁহারা আত্মস্বরূপ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাঁহারা শ্রবণদ্বারা কৃষ্ণকথামৃত পান করেন। বিষয়-বিদূষিত আশয়কে তাঁহারা এইভাবে পবিত্র করেন। তাঁহার চরণকমলের দিকে ভক্তরা ক্রমশঃ অগ্রসর হন॥ শ্রীজীবগোস্বামী বলেন, ক্রমপ্রাপ্ত শ্রবণের প্রণালী এই প্রকার হয়,—ভগবানের দিব্য সচ্চিদানন্দ নাম, রূপ, গুণলীলাদির কথাযুক্ত শব্দ সমূহের শ্রবণেন্দ্রিয় স্পর্শই শ্রবণ নামক প্রথম ভক্ত্যঙ্গ। প্রথমে শ্রীনাম শ্রবণ দ্বারা চিত্তের শুদ্ধতা সাধন করিতে হয়। এইভাবে শুদ্ধীভূত অন্তঃকরণে ভগবানে রূপ সম্বন্ধে শ্রবণ দ্বারা এই নাম-রূপ উভয় শ্রবণের যোগ্যতা উদয় হয়। ভগবানের রূপ অন্তঃকরণে সুষ্ঠুভাবে উদয় হইলে ভগবদ্‌গুণ সমূহের স্ফুর্তি সম্পাদিত হয়। নাম রূপ-গুণ এই সকলের সম্যক্ স্ফুর্তি দ্বারা লীলা স্ফুরণ উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। ইহাই শ্রবণ নামক ভক্ত্যঙ্গ সাধন প্রণালী [৬১]

ওঁ হরিঃ ॥ তত্তৎ কীর্ত্তনম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬২ ॥

তৈত্তিরীয়ে। সাম গায়ন্নাস্তে ॥ ছান্দোগ্যে। বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ॥ ভাগবতে। এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনা নৃপ নির্ণীতং

হরের্নামানুকীর্তনম্ ।। ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ। অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতং যদুত্তমঃ শ্লোক গুণানু বর্ণনম্। শ্রীজীবঃ। যদি সাক্ষাদেব মহৎকৃতস্য কীর্ত্তনস্য ভাগ্যং ন সম্পদ্যাতে তদৈব স্বয়ং পৃথক্ কীর্ত্তনমিতি। গান শক্ত্যাভাবে তংশৃণোতি, তদনুমোদনং। বহুভির্মিলিত্বা কীর্তনং সংকীর্ত্তনম্ ॥ ৬২ ॥

সেই নামরূপগুণলীলা কীর্ত্তনই কীর্ত্তন লক্ষণ ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬২ ॥

তৈত্তিরীয় বলেল,—ভগবদনুভূতিলব্ধ সেই ভক্ত পুরুষ ভূরাদিলোক-সঞ্চার করেন এবং ঈশ্বরের মাহাত্ম্যসূচক এই সামমন্ত্র গাহিয়া জীবে অনুগ্রহ বিতরণ করেন।। ছান্দোগ্যে সনৎকুমার বলেন,—যিনি বাক্‌কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন ইত্যাদি।। ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলেন, হে নৃপ, শ্রুতিস্মৃতি শাস্ত্রাদিতে এইটি অভিধেয়রূপে নির্ণয় করিয়াছেন যে নির্ব্বেদযুক্ত যোগীপুরুষগণ অকুতোভয় পাইবার আশা থাকিলে নিরন্তর হরিনামানুকীর্তন করিবেন। শ্রী-নারদ বলেন, কবিগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, বদ্ধ-জীবের তপস্যা, শ্রুত, উত্তম ইষ্ট, বেদপাঠ, জ্ঞান ও দান—এইসকল শুভকর্ম্মের অবিচ্যুত অর্থই কৃষ্ণ-গুণানুবর্ণন ।। শ্রীজীবগোস্বামী কীর্তন প্রণালী সম্বন্ধে বলেন,—মহতের দ্বারা কীর্তিত ভগবৎ কীর্তন শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য যদি না হয়, তবে নিজে এই সকলের পৃথক কীর্ত্তন করিবে। গান করিবার যদি ক্ষমতা না থাকে, অপরের কীর্তিত নামরূপগুণগান-সমূহ শ্রবণ করিবে এবং তাহা অনুমোদন করিবে। বহু ভক্ত সম্মিলিতভাবে যে কীর্ত্তন করেন, তাহার নাম সংকীর্ত্তন। [৬২]

ও হরিঃ ।। ততৎ স্মরণম্ ।। হরিঃ ওঁ ।। ৬৩ ।।

ছান্দোগ্যে। স্মরেণ বৈ বিজানাতি স্মরমুপাস্বেতি স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ।। বৃহন্নারদীয়ে। বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে।। শ্রীজীবঃ। তদিদং স্মরণং পঞ্চবিধম্। যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং। স্মরণং পূর্ব্বত-শ্চিত্তমাকৃষ্য সাম্যাকারেণ মনোধারণং ধারণা। বিশেষতো রূপাদি চিন্তনং ধ্যানং। অমৃতধারাবদন-বচ্ছিন্নং তৎ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ ধ্যেয়মাত্র স্ফুরণং সমাধিরিতি ।। ৬৩ ।।

সেই নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্মরণই স্মরণ লক্ষণ ভক্ত্যঙ্গ ।। ৬৩ ।।

ছান্দোগ্যোপনিষদে,—স্মৃতির সাহায্যেই সকলকে চিনিতে পারা যায়, স্মৃতিকে উপাসনা কর। স্মৃতিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন ইত্যাদি।। বৃহন্নারদীয়ে ভগবান্ বলেন,—বিষয়সকলের ধ্যান দ্বারা চিত্ত বিষয়েতে মগ্ন হয়, সেই চিত্ত আমার ধ্যানদ্বারা আমা-তেই ঐক্যলাভ করে। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—এই স্মরণাখ্য অঙ্গ পঞ্চপ্রকার। কোনকিছুর অনু-সন্ধানই স্মরণ, চিত্তকে অন্যবস্তু হইতে নিবৃত্ত করিয়া সাম্যভাবদ্বারা স্মৃত বিষয়কে মনে ধারণ করিবার নাম ধারণা, ভগবানের রূপাদি বিশেষভাবে চিত্তে চিন্তিত হইবার নাম ধ্যান, অমৃতের ধারের ন্যায় অনবচ্ছিন্ন স্মরণই ধ্রুবানুস্মৃতি, ধ্যান করিবামাত্রে যখন ধ্যাত বস্তুর স্মরণ হয়, তাহাকে সমাধি বলিয়া জানিবে। [৬৩]

ওঁ হরিঃ ।। পাদসেবনম্ ।। হরিঃ ওঁ ।। ৬৪ ।।

কঠে। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে।। ভাগবতে। যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষ জন্মোপ-চিতং মলং ধিয়ঃ। সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী। যথা পদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃতা সরিৎ ।। শ্রীজীবঃ। সেবা চ কালদেশাদ্যুচিতা পরিচর্য্যাদি পর্য্যায়া। সেব্যপাদত্বেনৈব প্রাপস্য তস্য শ্রীপুরুষোত্ত-মস্য সচ্চিদানন্দঘনত্ব মেবাভিপ্রেতং। অত্র পাদ-সেবায়াং শ্রীমূর্তিদর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমানুব্রজন ভগ-বন্মন্দির গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা মথুরাদি তদীয় তীর্থস্থান গমনাদয়োপ্যন্তর্ভাব্যাঃ ।। ৬৪ ।।

পাদসেবনই চতুর্থ ভক্ত্যঙ্গ ।। ৬৪ ।।

কঠোপনিষদে,—হৃদয় মধ্যে আসীন বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত সেই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সমস্ত ইন্দিয়া-ধিষ্ঠাতৃ দেবতা নানাবিধ উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। ভাগবতে শ্রীপৃথু মহা-রাজের উক্তি,—যাঁহার চরণসেবাভিরুচি বিষ্ণুপদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা গঙ্গার ন্যায় বর্ধিত হইয়া প্রতিদিন সংসার তাপ দগ্ধ জীববৃন্দের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত বুদ্ধিমল সদ্য বিনষ্ট করিয়া দেয়, ইত্যাদি। শ্রীজীব গোস্বামী

বলেন,—সেবা অর্থাৎ বিভিন্ন দেশ ও কালভেদ অনুসারে কৃত পরিচর্য্যার ব্যবস্থা। সেবার অভিপ্রায় এই যে পদসেবা দ্বারাই প্রাপ্য ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হওয়া। এই পদসেবায় ভগবানের শ্রীবিগ্রহের দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুব্রজ্যা; ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা, মথুরা ইত্যাদি তদীয় তীর্থস্থানসমূহে গমন ইত্যাদি অঙ্গসমূহ অন্তর্গত বলিয়া জানিবেন। [৬৪]

ওঁ হরিঃ ॥ অর্চনম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৫ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। যো দেবনামধিপো যাস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ। য ঈশে অস্য দ্বিপদ চতুষ্পদস্তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ বিষ্ণুধর্ম্মে দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে তথা মন্ত্রপ্রদেগুরৌ। ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ গীতায়াং পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতং অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ শ্রীজীবঃ। শ্রীনারদাদি বর্ত্মানুসারিভিঃ শ্রীভগবতাসহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষা বিধানেন শ্রীগুরুচরণ সম্পাদিতং বিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়াং অর্চনমবশ্যং ক্রিয়তে এব। যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাং ত্বর্চনমার্গ এব মুখ্যঃ। তদকৃত্বা হি নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবল স্মরণাদি নিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্য প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। তথা গার্হস্থ্য ধর্মস্য দেবতাযাগস্য শাখা পল্লবাদি সেকস্থানীয়স্য মূলসেকরূপং তদর্চনমিত্যপি তদকরণে মহান্ দোষঃ। কুচিদত্র মানসপূজা চ বিহিতাস্তি। অর্চনমপি দ্বিবিধং। কেবলং, কর্ম্মমিশ্রঞ্চ। তয়োঃ পূর্ব্বং নিরপেক্ষাণাং শ্রদ্ধাবতাং, উত্তরং ব্যবহার চেষ্টাতিশয়বত্তায়াদৃচ্ছিক ভক্ত্যানুষ্ঠানবত্তাদি লক্ষণ লক্ষিত শ্রদ্ধানাং। আবাহনঞ্চাদরেণ সম্মুখীকরণং প্রভোঃ। ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপন মুদাহৃতম্ ॥ তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনম্। ক্রিয়াসমাপ্তি পর্যান্ত স্থাপনং সন্নিরোধনম্ ॥ সকলীকরণং প্রোক্তং তৎসর্ব্বাঙ্গ প্রকাশনম্ ॥ অত্র শূদ্রাদি পূজিতার্চা পূজা নিষেধ বচনমবৈষ্ণবশূদ্রাদি পরমেব ॥ ৬৫ ॥

অর্চনই পঞ্চম ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬৫ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ বলেন, যাজ্ঞিক পুরুষগণ যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতাকে ঘৃতাদি আহুতি দ্বারা তৃপ্ত করিয়া স্বর্গাদিলোক গমন করে, কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, পরমেশ্বর সেই ইন্দ্রাদিরও অধিপতি, স্বর্গাদি লোকও তাঁহার চরণাশ্রিত, তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সকল প্রাণীর অন্তর্যামী ও নিয়ামক, সেই স্বপ্রকাশ-স্বরূপ, স্বতঃ আনন্দময় পরমেশ্বরকে, আমরা পূজোপহার দ্বারা পরিচর্য্যা করিব ॥ বিষ্ণুধর্ম্ম শাস্ত্রে, মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতায়, মন্ত্রেতে, মন্ত্রদাতা গুরুতে ইত্যাদি এই অষ্ট প্রকার বস্তুতে যাঁহার অচলা ভক্তি বর্তমান তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন ॥ গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন, প্রযতাত্মা ভক্তসকল আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, যাহা যাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি। শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে বলেন, শ্রীনারদাদি মহাজনগণের মার্গানুসরণীয় যে সকল পুরুষ ভগবানের সহিত শ্রীগুরুকর্তৃক দীক্ষা বিধান দ্বারা সম্পাদিত সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীক্ষানুষ্ঠানের পর অবশ্যই অর্চন করিবেন। যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ, তাঁহাদের পক্ষে অর্চনমার্গই মুখ্য। তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চন পুরুষের ন্যায় কেবল স্মরণাদিনিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্যাপরাধ উপস্থিত হয়। এইরূপ ভগবদর্চন গৃহস্থধর্ম্মোচিত শাখাপল্লবাদি সেচন স্থানীয় দেবতাযাগের মূলসেচনস্বরূপ বলিয়াও তাহার অননুষ্ঠানে মহাদোষ ঘটে। অর্চন বিষয়ে কোনস্থলে মানস-পূজাও বিহিত হইয়া থাকে। এই অর্চন দ্বিবিধ, অর্থাৎ কেবল ও কর্ম্মমিশ্র। নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাশীলগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্চন প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহাদের শ্রদ্ধায় ব্যবহার-চেষ্টাতিশয্য এবং যাদৃচ্ছিক ভক্ত্যনুষ্ঠান লক্ষিত হয়, এইরূপ গৃহস্থগণের এবং তদ্বৈপরীত্যরূপেও যাঁহাদের শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, তাদৃশ প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থগণেরও সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্র অর্চন দর্শিত হইয়াছে। আগমশাস্ত্রে অর্চার আবাহনাদিরীতি এই প্রকারে উক্ত হইয়াছে,—আদর সহকারে তাঁহার সম্মুখীকরণই আবাহন, ভক্তি সহকারে তাঁহার নিবেশনই সংস্থাপন, আমি আপনারই হইয়া থাকি এই তদীয়ত্ব ভাব প্রদর্শনই সন্নিধাপন, ক্রিয়া সমাপ্তি পর্য্যন্ত স্থাপনই সন্নিরোধন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশনই সকলীকরণ নামে কথিত হইয়া থাকে। এ স্থলে শূদ্রাদিপূজিত প্রতিমার যে পূজা-নিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহা অবৈষ্ণব শূদ্রাদি সম্বন্ধেই জ্ঞাতব্য [৬৫]

(ক্রমশঃ)

গুরুতত্ত্ব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৪৮ পৃষ্ঠার পর]

গুরুর দ্বিতীয় বিশেষ লক্ষণ 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'। ব্রহ্ম শব্দে পরব্রহ্ম—ভগবৎস্বরূপ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবানে যাঁহার চিত্ত নিশ্চিতরূপে স্থিত হইয়াছে তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু। শুক্রাচার্য্যের পুত্রদ্বয় ষণ্ডামর্কের বাহ্যবিচারে শ্রোত্রিয়ত্ব থাকিলেও ব্রহ্মনিষ্ঠা না থাকায় প্রহলাদ মহারাজ তাঁহাদিগকে সদ্গুরুরূপে স্বীকার করেন নাই। কুলগুরুদ্বয় ষণ্ডামর্ক প্রহলাদকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দেন নাই। প্রহলাদ মাতৃগর্ভে থাকাকালে নারদ গোস্বামী তাঁহার জননীকে হরিভক্তি অনুশীলনের জন্য উপদেশ করিয়াছিলেন। প্রহলাদ-জননী কয়াধূর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া নারদ বর দিতে চাহিলে তিনি এই বর প্রার্থনা করিলেন, যে সকল অমূল্য উপদেশ তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা যেন তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। নারদ গোস্বামী 'তথাস্তু' বলিয়া বর প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রহলাদ মহারাজ গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় মহাভাগবত হইলেন। দীক্ষা গ্রহণের প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া দৃষ্ট না হইলেও ভগবানের নিজজনের কৃপায় প্রহলাদ জন্ম হইতেই মহাজ্ঞানী হইলেন। তিনি দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম। ভগবদনুভূতি প্রাপ্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কৃপাতেই শিষ্যের সর্ব্বোত্তম মঙ্গল ও সর্ব্বাভীষ্ট বস্তু লাভ হয়। 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' গুরু জগতে অত্যন্ত দুর্ল্লভ। মুণ্ডকশ্রুতিবচন—শ্রীল গুরুদেবের নিকট যাইবে 'সমিধ হস্তে' অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ লইয়া। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—যজ্ঞকাষ্ঠ লইয়া যাইবার প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

গুরুর দুইটী লক্ষণ—জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী। কেবলমাত্র বুদ্ধিদ্বারা বুঝাইবার পারঙ্গতি (Theoretical Knowledge) থাকিলেই হইবে না, তত্ত্বানুভূতি (Practical Knowledge) থাকা অত্যাবশ্যক নতুবা শিষ্যের অধিকার ও অবস্থাভেদে ব্যবস্থা দিতে গুরু অসমর্থ হইবেন।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

—গীতা ৪।৩৪

'যদি বল, এই দ্রব্যময় ও জ্ঞানময় যজ্ঞের ভেদ বিচার তোমার পক্ষে কঠিন, অতএব আমার উপদেশ এই যে, তুমি এই ভেদ বিচারপূর্ব্বক জ্ঞানলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর—তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর ; তিনি তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিবেন।'—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। শিষ্য গুরুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া যাইবেন—উহাই যজ্ঞকাষ্ঠ।

"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য। ইহ জগতের কথা অথবা যেসকল কথা আমরা সচরাচর শুনিতে পাই সে সকল কথা শুনিবার পর কর্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই সকল কথা 'সত্য' কিনা, আমরা বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু আমার শ্রীগুরুদেব আমাকে যে সকল কথা বলেন, শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সকল কথা বুঝিয়া লওয়ার ক্ষমতা আমার নাই। বিষয়টী ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত বলিয়া সেরূপ চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যেমন ছয় হস্ত পরিমিত রজ্জুতে নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্দের শত-সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত তৃণাঙ্কুর লভ্য হয় না, যেমন বামনের চন্দ্র-স্পর্শ করার চেষ্টা নিষ্ফল, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠবস্তুকে কুণ্ঠধর্ম্মে আবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইবার চেষ্টা বৃথা। যে বস্তু আমি গ্রহণ করিতে পারি না, সে বস্তু-বিষয়ে যদি কোন কথা হয়, বর্ত্তমান অযোগ্যতার জন্য আমার সেই স্থান পর্য্যন্ত যাইবার অধিকার হয় না। যদি সেই বস্তু অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইত, তবে আমার পক্ষে তদ্বিষয়েই যত্ন করা প্রয়োজনীয় ছিল। ঐ প্রকার অনর্থক চেষ্টা-দ্বারা সময় নষ্ট করা অন্যায়। তর্কপথ অবলম্বন করিয়া সেই বিষয়ে কোনও সন্ধান

করিতে পারিব না। তবে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত যে সকল কথা আমার গুরুদেবের মুখ হইতে কাণ দিয়া শুনিয়া থাকি, সেই সকল কথা আমাকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা জানিয়া লইতে হইবে।

প্রণিপাত ঃ—'প্রণিপাত' মানে শ্রবণ-বিষয়ে কোনও প্রকারে অমনোযোগী না হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ-ভাবে কাণ দিয়া শুনা। পূর্ব্বে যে বিষয় আমার ইন্দ্রিয়দ্বারা বোধগম্য ছিল না, সেই বিষয়টী আমি কর্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ করিতে পারি না। যে বিষয়টী গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা সম্ভব হইত না। 'প্রণিপাত' ব্যতীত অন্য উপায়ে জানিবার উপায় নাই।

'পরিপ্রশ্ন'—যে শব্দ আমার গুরুপাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে, এমন শব্দ দ্বারা যে আমার বিজ্ঞাপ্য-বিষয়, তাহাই—'পরিপ্রশ্ন'। যখন আমি প্রশ্ন করি, তখন আমার এইরূপ অন্তর্নিহিত দুর্ব্বুদ্ধি থাকা উচিত নয় যে, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর শুনিতে প্রস্তুত হইব না। সন্দেহবাদী (sceptic) হইয়া যে প্রশ্নের চেষ্টা, তাহা পরিপ্রশ্ন নয়। যাবতীয় বস্তুর মীমাংসক-সূত্রে আমার যে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল যে প্রশ্নের ছলনা, তাহাও পরি-প্রশ্ন নয়। আর কেবল শ্রবণকার্য্যটীই অবলম্বন করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া যে প্রশ্ন করি, তাহা হইলেও তাহাকে (আমার প্রশ্নের প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত) আপত্তিজনক জ্ঞানে আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যে প্রশ্নের সঞ্চার করাইবে সেইটীও 'পরিপ্রশ্ন' নয়।

যে শব্দ কৃষ্ণ ব্রহ্মার হৃদ্দেশে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন এবং যে শব্দ শ্রবণ করিয়া সেই শব্দের অনু-কীর্ত্তন বা গানের দ্বারা ত্রাণলাভ করা যায়, সেই শব্দটী আমি গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। সেই শ্রবণটীর বিষয় পরিপ্রশ্ন মাত্র করিতে হইবে। তদ্বিষয়ে আর কিছু অধিক করিবার সামর্থ্য আমার নাই। প্রণিপাত-ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে সেই শ্রুতবিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রবণ অর্থাৎ সেবা-প্রবৃত্তি ব্যতীত সেই বস্তুর অভিজ্ঞান কোনদিনই হইতে পারে না। প্রণিপাত দ্বারা শ্রবণাধিকার লাভ হয়—শ্রদ্ধা-বৃত্তি দ্বারাই শ্রবণে অধিকার। কেবল আমার পরিপ্রশ্ন করিবার অধিকার মাত্র আছে—কি করিয়া অদ্বয়জ্ঞান সিদ্ধ হয়।" —শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ (বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড)

'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সদ্গুরুর লক্ষণ ও শিষ্য-লক্ষণ বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন। মূল কথা এই যে, শুদ্ধচরিত্র, শ্রদ্ধাবান্ পুরুষই শিষ্য হইবার যোগ্য এবং শুদ্ধভক্তিবিশিষ্ট, ভক্তিতত্ত্ব-অবগত, সাধুচরিত্র, সরল, নির্লোভ, মায়াবাদশূন্য ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিই সদ্গুরু; এবম্বিধ গুণবিশিষ্ট সর্ব্বসমাজমান্য ব্রাহ্মণ হইলে অন্য বর্ণদিগের গুরু হইতে পারেন। ব্রাহ্মণাভাবে শিষ্য হইতে অন্যবর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও গুরু হইতে পারেন। এই সমস্ত বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, বর্ণাশ্রম বিচার পৃথক রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা* পাওয়া যায় তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণমধ্যে সেরূপ পাইলে আর্য্যবংশ-জাত বর্ণাভিমানী সংসারে কিছু সুবিধা হয় এই মাত্র; বস্তুতঃ উপযুক্ত ভক্তই গুরু। শাস্ত্রে গুরুশিষ্য-পরীক্ষা নিয়ম ও কাল নির্ণয় করিয়াছেন; তাহার তাৎপর্য্য এই যে গুরু যখন শিষ্যকে অধিকারী বলিয়া জানিবেন এবং শিষ্যও যখন গুরুকে শুদ্ধভক্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন, তখনই গুরু শিষ্যকে কৃপা করিবেন।

গুরু দুইপ্রকার,—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ও অর্চ্চনপ্রণালী শিক্ষা করিবেন। দীক্ষাগুরু এক মাত্র, শিক্ষাগুরু অনেক হইতে পারেন; দীক্ষাগুরুও শিক্ষাগুরুরূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ।

গুরুবরণকালে গুরুকে শব্দোক্ততত্ত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয়; সেইরূপ গুরু অবশ্য সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। দীক্ষাগুরু

* 'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥'—চৈঃ চঃ ম ৮।১২৭
'কিবা বর্ণী, কিবা শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রমহীন। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য্যপ্রবীণ॥
আসল কথা ছাড়ি' ভাই বর্ণে যে করে আদর। অসদ্গুরু করি' তাঁর বিনষ্ট পূর্ব্বাপর॥' —প্রেমবিবর্ত্ত

অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটী কারণে তিনি পরিত্যাজ্য হইতে পারেন—শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরুর পরীক্ষা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্রপ্রমাণ আছে—

'যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ ॥'

—নারদ পঞ্চরাত্র

[যিনি (আচার্য্যবেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাত্বত-শাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।]

'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥'

(মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)

[ভোগ্য-বিষয়লিপ্ত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং ভক্তি ব্যতীত ইতর পন্থানুগামী ব্যক্তি গুরু হইলেও পরিত্যাগ করিবে।]

'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥'

(হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪)

[স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক গমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।]

দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদ্বেষী হইয়া যান; এইরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, গৃহীত গুরু যদি মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদ্বেষী বা পাপাসক্ত না হন, তবে তাঁহাকে অল্পজ্ঞানপ্রযুক্ত পরিত্যাগ করা উচিত নয়, সেস্থলে তাঁহাকে গুরু-সম্মানের সহিত তাঁহার অনুমতি লইয়া অন্য ভগবজ্জনের যথাযথ সেবাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্বশিক্ষা করিবে।' —শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (জৈবধর্ম্ম বিংশ অধ্যায়)

মন্ত্রের উপদেশমাত্র দীক্ষা নয়; যাহাতে দিব্যজ্ঞান হয় তাহার নামই দীক্ষা। সম্বন্ধজ্ঞানের অপর নামই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা। গুরুপদাশ্রয় হইতেই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

'দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥'

—হঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুযামল বাক্য

'যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান) প্রদান করেন এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে দীক্ষা নামে অভিহিত করেন।'

—ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সদ্গুরুর সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবকেও গুরু করা যায়, আবার অবৈষ্ণবকেও গুরু বলা যায়। আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিব,—যিনি শতকরা শতভাগই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমি ত' তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ হরিসেবায় রত হইব না। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায় ॥'—চৈঃ চঃ। যে গুরুদেব সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন, আমি সৌভাগ্যবান হইলে সেই গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিতাম।

অনাচারী বাক্যসার বক্তা (Platform Speaker) অথবা পেশাদার পুরোহিত (Professional Priest) গুরু হইতে পারে না। আমি বিজ্ঞাপনে পড়িলাম, ঝাড়ুদারের কার্য্যে আমার ভাগবতপাঠ অপেক্ষা বেশী টাকা পাওয়া যায়, অমনি আমি ভাগবত পাঠকের কার্য্য ছাড়িয়া ঝাড়ুদারের কার্য্যের জন্য আবেদন-পত্র পেশ করিব। মানুষ সর্ব্বক্ষণ যদি হরিভজন না করেন, তাহা হইলে ত' তিনি ভগবানের নামবলে ইতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার যত্ন করিতেছেন। 'এই নামবলে পাপবুদ্ধি' একটি মহাপরাধ। তাহার যেমন দশটা কাজ আছে, দশ মিনিট দাঁড়াইতে হয়, পনর মিনিট খাইতে হয়, বিশ মিনিট লোকের সহিত আলাপ-ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ ভাগবতপড়াও দশটা কাজের ভিতরে একটা কাজ। ভাগবতসেবাই যদি তাঁহার কার্য্য হয় তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক গ্রাসে, প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত হরিসেবা করিবেন। বেতনভোগী বা চুক্তিকারক কখনই ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে

পারে না। পেশাদার গুরুব্রুবের নিকট হইতে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে দূরে রাখ। দেখিও, ভাগবত ব্যাখ্যাতা তাঁহার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা নিষ্কপট ভাগবত-সেবায় নিয়োগ করেন অথবা অন্য কার্য্য করেন। (A stipend holder or a contractor cannot explain Bhagabat. First of all refrain from approaching the professional priest. See whether he devotes his time fully to the Bhagabat or not.)

'পুরাণতীর্থ হইলেই যে তিনি ভাগবতের আদর্শ অনুসারে তাঁহার জীবন পরিচালিত করিতে পারিয়াছেন, এমন নহে। স্কুল-কলেজের শিক্ষক বা অধ্যাপকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, ভাগবত-ব্যাখ্যাতার সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ নহে। যে অধ্যাপক ছাত্রদিগকে মনোরমভাবে পড়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনি উত্তম অধ্যাপক বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার জীবন বা চরিত্র যাহাই থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভাগবত-ব্যাখ্যাতার প্রতি সেরূপ দৃষ্টান্ত খাটিবে না। যিনি 'ভাগবত-ব্যাখ্যাতা' হইবেন, তাঁহার নিজের 'ভাগবত' হওয়া চাই। অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ পশ্চাৎটান থাকিলে তিনি লোকচিত্ত-রঞ্জক ভাগবত-পাঠক হইয়াও তিনি 'ভাগবত' হইতে বহুদূর। তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের বাস্তব-সত্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না।' —শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ (বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড)।

'আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥'

—বায়ুপুরাণ

'শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যকরূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ 'আচার্য্য' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥'

'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥'

—গীতা ৩।২১

'শ্রেষ্ঠলোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতে অনুবর্ত্তী হয়।'

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য ॥

—চৈঃ চঃ অ ৪।১০২-৩

'আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।'

—চৈঃ চঃ আ ৩।২১

যাঁহারা স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ করেন না, কলির স্থান-পঞ্চক অধর্ম্মে লিপ্ত থাকেন তাঁহারা কখনও আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন না। ইহা স্পষ্টভাবে শ্রীমদ্-ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

সূত উবাচ—
'অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রীয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্বিধঃ ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চপঞ্চমম্ ॥
অমূনি পঞ্চস্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ ॥
অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ ॥'

—ভাগবত ১।১৭।৩৮-৪১

'সূত কহিলেন,—রাজা পরীক্ষিৎ কলির এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বাসোপযোগী যে যে স্থানে দ্যূত (অর্থাৎ অবৈধ ক্রিয়া), পান (মদ্যাদি সেবন), স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি), সূনা (জীবহিংসা)—এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম আছে, সেই চারি প্রকার স্থান প্রদান করিলেন। (উক্ত চতুর্ব্বিধ স্থান পাইয়াও) পুনরায় স্থানপ্রার্থী হইলে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ পরীক্ষিৎ কলিকে সুবর্ণ প্রদান করিলেন। সেই সুবর্ণদানেই কলিকে মিথ্যা, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গজনিত কাম, রজোমূলা হিংসা এই চারিটি স্থান ও পঞ্চম শত্রুতারূপ স্থানটি প্রদত্ত হইল। অধর্ম্ম উৎপাদক কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎপ্রদত্ত ঐ পাঁচটি স্থানে বাস করিতে লাগিল। অতএব যে পুরুষ আপনার উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ঐসকলের সেবা করা কখনও উচিত নহে, বিশেষতঃ 'ধার্ম্মিক ব্যক্তি', 'রাজা',

'লোকনেতা' 'গুরু'র পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা সর্ব্বথা অনুচিত।'

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 'বিবৃতি'তে লিখিয়াছেন—'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।' শক্তিশালী ব্যক্তির কোনও বিষয়ে দোষ স্পর্শ করে না যেমন অগ্নি যাবতীয় বস্তুকেই গ্রাস করিতে পারে তদ্রূপ। শ্রীভগবান্ একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা। সুতরাং যাবতীয় ভোগ্য সামগ্রী তাঁহারই ভোগোপকরণ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি পরমহংসকুলের আচরণ বদ্ধজীবের অনুকরণীয় কখনই নহে। সুধী-ভক্তগণ তাম্বুলাদি ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণে নিজদিগকে অযোগ্য মনে করিয়া দূর হইতে সম্মান করিবেন। শুদ্ধভক্তগণ বিপ্রলম্ভতনু শ্রীগৌরসুন্দরের ভৃত্যানুভৃত্যজ্ঞানে—শ্রীল রূপপাদের "যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহ স্বীকুর্য্যাৎ তদ্বদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতয়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥' এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করতঃ যাবতীয় বিলাসেচ্ছা বা উপাধি পরিত্যাগ করিবেন।

স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও নিজ স্ত্রীতে অত্যাসক্তি। উভয়ই কলির স্থান। যে সকল অপসম্প্রদায়ে অবৈধ স্ত্রী লইয়া ব্যবহার চলিতেছে সেখানে ধর্ম্ম নাই, নিত্যকলি বিরাজ করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া ইহা জগতে শিক্ষা দিয়াছেন।

সূনা (প্রাণিহিংসা)—কেবল নিজহস্তে হত্যা করিলেই পশুবধ হয় না, পশুবধ বহু প্রকারে হইতে পারে।

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥

—মনু ৫।৫১

পশুহননে অনুমোদনকারী, হতপশুর মাংসবিভাগকারী, স্বয়ং হন্তা মাংসক্রয়বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেশক এবং ভক্ষক এই কয়জনই ঘাতকশ্রেণীভুক্ত।

'Guru' in Hinduism, a personal spiritual teacher or guide who has himself attained spiritual insight. From at least the time of the Upanisads (ancient commentaries on the sacred scriptures), India has stressed the importance of the tutorial method in religious instruction In the educational system of ancient India, knowledge of the Vedas (sacred scriptures) was personally transmitted through oral teachings from the Guru to his pupil. Classically, the pupil lived at the home of his Guru and seived him with obedience and devotion.

Later, with the rise of the Bhakti movement, which stressed devotion to a personalized Deity, the Guru became an even more important figure. He was not only venerated as the leader or founder of the sect but was also considered to be the living embodiment of the spiritual truth and thus, identified with the Deity. In at least one sect, the Vallabhacharya, the devotee was instructed to offer his mind, body and property to the Guru. The tradition of willing service and obedience to the Guru has continued down to the present day. The Guru is frequently treated with the same respect paid to the Deity during worship and his birthdays are celebrated as festival days.

Religious self-instruction is considered dubious, It is the Guru who prescribes spiritual disciplines and who, at the time of initiation, instructs the student in the use of the mantra (sacred formula) to assist in his meditation. The example of the Guru who, though human, has achieved spiritual enlightenment leads the devotee to discover the same potentialities within himself.

Encyclopaedia Britannica
volume 5 page 576

এইরূপ সম্প্রদায় আছে যাঁহারা গুরুকেই সাক্ষাৎ ভোক্তাস্বরূপ ভগবান্ বিচার করিয়া গুরুরই একমাত্র সেবা করেন, ভগবানের সেবা করেন না, ইহাদের সিদ্ধান্ত সৎশাস্ত্রসম্মত নহে, অত্যন্ত গর্হিত। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে গুরুকে—আচার্য্যকে সাক্ষাৎ ভগবদ্স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য—

'আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥'

—ভাঃ ১১।১৭।২৭

'ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব, গুরু-দেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্য নর-বুদ্ধিতে অসূয়া অর্থাৎ অনাদর করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।'

"শ্রীভগবানই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। শ্রীমদাচার্য্যের আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ নাই। তিনি সাক্ষাৎ আশ্রয়বিগ্রহ। যদি কেহ হরিসেবাবিমুখ হইয়া আচার্য্যাভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সুদুরাচারকে কেহই সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন না। আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচয়। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষ্যা করেন। আচার্য্যদেব সেব্য ভগবানের অভিন্নাঙ্গ, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে ভগবান ও তৎপরিকর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের দুর্গতি হয়।

গুরুদেব বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস হইলেও শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-বিশেষ জানিবেন*। গুরুকৃষ্ণসহ প্রকৃতপক্ষে নিত্য সেব্য-সেবকভাবরহিত হইয়া কোন অংশেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সহিত ভিন্ন নন, এরূপ নহে। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণের মতে অপ্রাকৃতানুভূতিতে স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় বিশেষত্ব না থাকায় তাঁহাদের দৃষ্টির অনুগমনে কোন ভক্তিমান্ বৈষ্ণবাচার্য্যই গুরু ও কৃষ্ণের কোন অংশে ভেদ নাই বলেন না, পরন্তু অচিন্ত্যভেদা-ভেদতত্ত্বই উপদেশ করেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু গুরুদেব সম্বন্ধে 'মুকুন্দ প্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং স্মর' এইরূপ বলেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২১৩ সংখ্যা) লিখিয়াছেন—'শুদ্ধ ভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বে-নৈব মন্বন্তে।' তদনুগ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগুরুদেব স্তোত্রে বলিয়াছেন—'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥' অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব 'হরি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন; কিন্তু যিনি সদ্য প্রকাশস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের প্রিয় সেবাধিকারী, সেই গুরুদেবের চরণপদ্ম গুরুর নিত্যদাস আমি বন্দনা করি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 'তদীয়' জানিয়া গুরুর ধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতিসমূহে ও শুদ্ধ ভজন-গীতিগুলিতে শ্রীগুরু-দেবকে শ্রীরাধাপ্রিয় সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ-প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

যিনি ভজন শিক্ষা দেন—তিনি শিক্ষাগুরু। ভজনহীন দুরাচারী গুরু বা আচার্য্য নহেন। ভজনানন্দী মহান্তগুরু ও ভজনানুকূল বিবেকদাতা চৈত্ত্য-গুরুভেদে শিক্ষক দ্বিবিধ। সাধ্যসাধনভেদে ভজন-শিক্ষা-ভেদ। কৃষ্ণপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে সম্বন্ধ-জ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তাঁহাতে স্বীয় সেবানুভূতি উন্মেষিত করেন। সেই দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার সুষ্ঠুভাবে বিষ্ণুসেবন শিক্ষা 'অভিধেয়' নামে কথিত। আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষা-গুরু—অভিধেয়বিগ্রহ, সুতরাং ঐ আশ্রয়বিগ্রহ সম্বন্ধ-জ্ঞান-দাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচভাব প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করেন।‡

---

* যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥—চৈঃ চঃ আ ১।৪৪

‡ শিক্ষাগুরু—চৈত্ত্যগুরু ও মহান্তগুরু—

'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে ॥'

—চৈঃ চঃ আ ১।৪৫ ও ৪৭, ৫৮

কৃষ্ণের রূপ ও স্বরূপে ভাষাগত বৈষম্য নাই। দীক্ষা-গুরু শ্রীসনাতন মদনমোহন-পাদপদ্মদাতা। ব্রজে বিচরণে অসমর্থ ভগবদ্বিস্মৃত জীবকে তিনি ভগবৎ পাদসর্ব্বস্বানুভূতি প্রদান করেন। শিক্ষাগুরু শ্রীরূপ শ্রীগোবিন্দ ও তৎপ্রেষ্ঠ-পাদসেবাধিকারদাতা।"—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। (চৈঃ চঃ আ ১ম পরিচ্ছেদ অনুভাষ্য)

গুরুদেব শ্রীহরির প্রিয়তম এই বিচারে 'হরি' হইতে অভেদ বলা হইয়াছে। তিনি হরির সর্ব্বোত্তম সেবক। গুরুদেব সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবা করেন এবং অপরকেও কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করেন। তিনি কখনও ভোক্তার আসনে বসিয়া ভোগ করেন না। যাঁহারা গুরুদেবকে ভগবান্ হইতে অভেদ 'ভোক্তা ভগবান্' বিচার করিয়া তাঁহার চরণে তুলসী অর্পণ করেন, তাঁহাদের উক্তপ্রকার আচরণ অশাস্ত্রীয় ও গর্হিত। এমনকি যিনি কৃষ্ণের পূর্ণাশক্তি, গুরুতত্ত্বের আকরস্বরূপ শ্রীরাধারাণীর পাদপদ্মেও তুলসী অর্পিত হয় না, তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়।

কৃষ্ণশক্তি বিনা কৃষ্ণভক্তি প্রচারিত হয় না।

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥
প্রেমপ্রকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রপ্রমাণে ॥

—চৈঃ চঃ অ ৭।১১, ১৪

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, যাঁহার দ্বিপরার্দ্ধকাল পরমায়ু, তিনিও স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে নিজ যোগ্যতায় চিনিতে পারেন নাই, সাধারণ গোয়ালার পুত্র মনুষ্য মনে করিয়াছিলেন, অন্যের কা কথা। ব্রহ্মমোহনলীলা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে শ্রীবেদব্যাস মুনি বর্ণন করিয়াছেন। আরোহপন্থায় নিজপ্রচেষ্টায় জগতের কোনও জীব ভগবানকে জানিতে এবং তাঁহার মহিমা প্রচার করিতে সমর্থ নহে শিক্ষা প্রদানের জন্য ব্রহ্মমোহনলীলা। ব্রহ্মা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন হইলে পর শ্রীকৃষ্ণকৃপায় তাঁহার তত্ত্ব ও মহিমা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন।

ব্রহ্মার উক্তি ঃ—

'জানন্ত এব জানন্তু কিং বহুক্ত্যা ন মে প্রভো
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ।'

—ভাঃ ১০।১৪।৩৮

'হে প্রভো! আমার আর বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন কি? যে সকল পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি আপনার মহিমা অবগত আছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভবদীয় মহিমা জানুন, কিন্তু আপনার বৈভব আমার কায়মনোবাক্যের গোচরীভূত নহে।'

হরির্হিনির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

—ভাঃ ১০।৮৮-৫

হরি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ। হরিভক্তগণও নির্গুণ অপ্রাকৃত। শরণাগত ব্যক্তিই তাহাদের কৃপায় তাঁহাদের মহিমা জানিতে পারেন, অশরণাগত মূঢ় ব্যক্তি জানিতে পারে না। 'প্রণাতাভিগম্যং মূঢ়ৈরবেদ্যম্।' শরণাগতির তারতম্যানুসারে ভক্ত ও ভগবানের মহিমাবোধেও তারতম্য হয়। পরতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও অভিজ্ঞান আছে, তাঁহারা কেহই বলিবেন না তাঁহাদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ ও চরম। ভগবানই একমাত্র 'জ্ঞ', ইতর ব্যক্তি অজ্ঞ। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহা কিছু ভগবানের মহিমা বলেন তাহাতে ভগবানের মহিমা বর্ণিত না হইয়া অমহিমাই অভিব্যক্ত হয়। বর্ণনকারীর হৃদয়ে দৈন্য থাকিলে কৃপাময় ভগবান্ উক্ত বর্ণনা স্বীকার করেন। অশরণাগত দাম্ভিকের কোনরূপ বর্ণনাই তিনি গ্রহণ করেন না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার রচিত শরণাগতি গীতিতে প্রথমেই লিখিয়াছেন ঃ—

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি।
সপার্ষদ স্বীয়ধামসহ অবতরি ॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভপ্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ ॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইয়াছে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, তাঁহার পার্ষদগণ, ষড়্-গোস্বামী, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্যামানন্দ প্রভু, নরোত্তম ঠাকুর অন্তর্ধান করিলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের যোগ্য প্রচারকের অভাবহেতু গৌড়ীয় গগন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে বহু অপসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয়। নবদ্বীপ সহরের তৎকালীন প্রসিদ্ধ বাবাজী —শ্রীতোতারাম দাস বাবাজী তেরটি অসম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—

'আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই ।
সহজিয়া, সখীভেকী. স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঞি ॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ নাগরী ।
তোতা কহে, এ তেরর সঙ্গ নাহি করি ॥'

অপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই দাবি করিতে থাকেন, তাঁহাদের শিক্ষাই প্রকৃত মহাপ্রভুর শিক্ষা। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া দাবীদারগণের গহিত অসদাচার দেখিয়া বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজ মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন মহাপ্রভুর ধর্ম্ম অশিক্ষিতের ধর্ম্ম, জাত হারাইলে বৈষ্ণব হয়—অজাতের ধর্ম্ম, বাবাজী হইয়া মাতাজীর সহিত ঘুরিয়া বেড়ায়—চরিত্রহীনের ধর্ম্ম, নেড়া-নেড়ীর ধর্ম্ম। ভগবন্মায়ামোহিত মনুষ্যগণ শুদ্ধভক্তি ধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া 'কামকে'ই প্রেম বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, তাহার দ্বারা বহু অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। মায়ামোহিত জীবগণের কোন ক্ষমতাই নাই এই দূরবস্থা হইতে নিজেকে অথবা অপরকে রক্ষা করি'তে পারে। করুণাময় শ্রীগৌরহরি জীবের এই দুর্গতি দেখিয়া কৃপাতিশয্যবশতঃ তাঁহার নিজজন—দুই মহাপুরুষকে এই জগতে প্রেরণ করিলেন। ঐ দুই মহাপুরুষ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলাগ্রামে (বীরনগরে) ৩৫২ শ্রীগৌরাব্দে, ১২৪৫ বঙ্গাব্দে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর রবিবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিবাসরে আবির্ভূত হন এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর পুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হরিকীর্ত্তনমুখরিত বাসভবনে ৩৮৭ গৌরাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ ২৫ মাঘ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে আবির্ভূত হন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত গীতমালা গীতিগ্রন্থ-পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় ঠাকুরের নিজ সিদ্ধ পরিচয় শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগত 'কমলমঞ্জরী'। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ লিখিয়া ভক্তিপ্রতিকূল অপসিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডন করতঃ চৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের অসমোর্দ্ধত্ব সংস্থাপন করেন। এইরূপ অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি ভগবানের নিজজন ব্যতীত কখনও সম্ভব নয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আরব্ধকার্য্য তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সমগ্র পৃথিবীতে চৌষট্টিটী কেন্দ্র সংস্থাপন করতঃ বিপুলভাবে প্রচার করেন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে 'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' অর্থাৎ উৎকল হইতে সমগ্র পৃথিবীতে কৃষ্ণভক্তি প্রচারিত হইবে। উৎকলে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবের পরেই দেখা যাইতেছে সমগ্র পৃথিবীতে কৃষ্ণভক্তি ব্যাপকভাবে প্রসারতা লাভ করিল। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অলৌকিক শক্তির দ্বারা তাঁহার পার্ষদগণের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করতঃ এই অসম্ভব কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ইহার মধ্যে কোনও অতিশয়োক্তি নাই। বিশ্বের মানবগণ সকলেই ইহা অবগত আছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পার্ষদ নিজজনগণ তাহাদের গুরুদেবের সিদ্ধপরিচয় 'শ্রীবার্ষভানবীদয়িত দাস' এবং শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগত 'নয়নমণিমঞ্জরী'রূপে জানেন। শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবকালে শিশু অবস্থায় শ্রীঅঙ্গে স্বাভাবিক উপবীত বিজড়িত দেখিয়া এবং রথযাত্রাকালে গৃহের দ্বারে শ্রীজগন্নাথদেবের ৩ দিন অবস্থান, ৬ মাসের শিশুকে প্রসাদীমাল্য প্রদান অলৌকিক ঘটনাসমূহ দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীমায়াপুরধামে তিনি শতকোটী মহামন্ত্র কীর্ত্তনব্রত উৎযাপন করিয়াছিলেন। উক্ত শ্রীমায়াপুরধামেই অবস্থানকালে তিনি পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অলৌকিক আবির্ভাব দর্শন এবং তাঁহাদের দ্বারা চৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধপ্রেমভক্তির বাণী প্রচারে আদিষ্ট হন। তাঁহারা আশ্বাস দিয়া বলেন—'তোমার ভয় নাই তোমার পশ্চাতে বহু জনবল অপেক্ষা করিতেছে'।

শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে উপোদ্ঘাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন—'শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়জন। কালপ্রভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্টের প্রচারকবৃন্দ প্রপঞ্চ হইতে নিত্যলীলায়

প্রবেশ করিলে পর গৌড়গগন ভোগ ও ত্যাগের নিবিড় অন্ধকারের ঘনঘটায় গৌরবিহিত কীর্ত্তনকিরণ বঞ্চিত হইয়া আবৃত হয়। গৌড়গগনের সূর্য্য, চন্দ্র ও উজ্জ্বল তারকারাশি একে একে লোকলোচনের অন্তরালে স্ব স্ব জ্যোতির্বিম্ব প্রদর্শনে বিরত হইলে মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুতালোক ব্যতীত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবার আর অন্য উপায় ছিল না। কালব্যবধানে গৌর-পঞ্চবর্ষাধিক ত্রিশত বর্ষান্তে নদীয়াজেলান্তর্গত বীর-নগর গ্রামে এই গৌরনিজজনের আবির্ভাবকাল গৌড়ীয় গগনতল প্রোদ্ভাসিত করিয়াছিল।' অমৃত-বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের পিতৃদেব শ্রীশিশির ঘোষ মহোদয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে 'সপ্তম গোস্বামী' রূপে ঘোষণা করেন। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া এবং শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা প্রবর্ত্তনের দ্বারা উক্ত ধামের মহিমা তাঁহার পার্ষদগণের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করিয়া 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবেক মোর নাম ॥' এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম। সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥'

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে যে অসমোর্দ্ধ অবদান তাহার জন্য পৃথিবীর গৌরানুগত ভক্তমাত্রই অশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ভারতবাসীমাত্রেই ভারতের গৌরব সর্ব্বত্র বিস্তৃত হওয়ায় নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রারম্ভে যাঁহারা ভুলবশতঃ ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধিতে বাধা হওয়ায় প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন অনুতপ্ত হইয়া তার-স্বরে ঘোষণা করিতেছেন—যদি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রকট না হইতেন পৃথিবীতে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অস-মোর্দ্ধ মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইত না।

মহাসৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিরই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম নিজজনের সান্নিধ্য লাভ, তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অনুভূতি, তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস, তাঁহার প্রদর্শিত পন্থায় চলিবার প্রবৃত্তি হয়।

ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্ম

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৬০ পৃষ্ঠার পর]

"প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান ভজেৎ ॥
—বিঃ পুঃ ৩।১২।৪৫

কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে প্রাণিদিগের যাহা নিত্যুপকারার্থ হয়, তাহাই বুদ্ধি-মান লোক আচরণ করেন। অর্থাৎ যে কার্য্য ইহলোক পরলোকে প্রাণিগণের নিত্য উপকার বা মঙ্গলকারী হয়, মতিমান সেই কার্য্যই কায়মনোবাক্যে আচরণ করেন।

"এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥
—ভাঃ ১০।২২।৩৫

প্রাণ, ধন-সম্পত্তি, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করাই ভারতবর্ষে দেহ-ধারী মানবগণের পক্ষে জন্ম সাফল্য। বনবিহার কালে গোপবালকগণকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—বৃক্ষ-সমূহের জন্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ এই বৃক্ষজন্ম সমস্ত প্রাণীর জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। দয়ালু ব্যক্তির নিকট হইতে যাচক ব্যক্তি যেমন বিমুখ হয় না, সেইরূপ ইহাদের নিকট হইতে প্রার্থী প্রাণিগণ কখনই বিমুখ হয় না। পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, কাষ্ঠ, বল্কল, গন্ধ, নির্য্যাস, ভস্ম, অঙ্গার এবং পল্লবাদির অঙ্কুরের দ্বারা সতত প্রাণিগণের কামনা

পূরণ করিয়া থাকে। সেইরূপ মহাপূণ্যভূমি ভারত-বর্ষে যাঁহারা বহু-বহু পুণ্যের ফলস্বরূপ দুর্ল্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়াছেন, অপরের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবেন।

'যেষাং ন বিদ্যা ন তপো ন দানং
জ্ঞানং ন শীলং ন গুণো ন ধর্ম্মঃ।
তে মৃত্যুলোকে ভুবি ভারভূতা
মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি ॥'

ভর্তৃহরি পণ্ডিত বলিয়াছেন—যাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া, বিদ্যা, তপস্যা, দান, দয়া, জ্ঞান, ধর্ম্মাদি গুণ-অর্জ্জন করিল না, তাঁহারা মৃত্যু-লোকে পৃথিবীর ভারস্বরূপ মনুষ্যরূপে পশুর ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকে। এই প্রকার, চাণক্য পণ্ডিতও বলিয়াছেন—

"হস্তৌ দানবিবর্জ্জিতৌ শ্রুতিপুটৌ সারস্বত দ্রোহিণৌ
নেত্রে সাধুবিলোকনেন রহিতে পাদৌ ন তীর্থ গতৌ।
অন্যায়ার্জ্জিত বিত্তপূর্ণমুদরং গর্ব্বেন তুঙ্গং শিরো
রে রে জম্বুক মুঞ্চ মুঞ্চ সহসা নীচং সুনিন্দ্য বপুঃ ॥"

যাঁহারা দুর্ল্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া, হস্তদ্বয়ে দানবিবর্জ্জিত, কর্ণযুগলে সৎকথা, বিদ্যা শ্রবণবর্জ্জিত, নেত্রদ্বয় সাধুদর্শনে এবং তীর্থক্ষেত্র গমনে পদযুগলকে নিযুক্ত করিল না। কেবল অন্যায়ার্জ্জিত অর্থের দ্বারা স্বোদরপূর্ণ করিয়া, গর্ব্বে ভগবদ্ভক্ত বা ভগ-বানের সন্নিকটে শির নত করে না। জম্বুক সদৃশ সহসা নীচ, অত্যন্ত নিন্দনীয় শরীরকে পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর; অর্থাৎ দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া স্বোপার্জ্জিত ধন তীর্থক্ষেত্রে সৎস্থানে—সৎপাত্রে দান করিল না। সৎ প্রতিষ্ঠানে গমন করিয়া ভগবদ্ভক্ত সাধু ও ভগবানকে দর্শন করিল না; বা তাহাদের মুখবিগলিত ভগবানের মহিমার কথা শ্রবণ করিল না। কেবল ন্যায়-অন্যায়ে অর্জ্জিত ধনদ্বারা নিজের উদর পূরণের জন্য ব্যয়িত করিয়া থাকে, তাহারা পশু সদৃশ, পশুরাও ত স্ব-আহার উপার্জ্জন করিয়া (স্বোদর-পূরণ করিয়া) জীবন ধারণ করিয়া থাকে। তাঁহাদের সঙ্গে কোন মানবের ভেদ থাকে কি ?

রোগার্ত্তব্যক্তিকে ঔষধ-দান, দারিদ্রকে বস্ত্র-অর্থাদি দান, কন্যাদান, স্বর্ণ-দান, পথিকের জন্য গৃহ ও জলাশয় দান, বিদ্যা দান প্রভৃতি দানীয় বস্তু আছে, তন্মধ্যে বিদ্যা দানই শ্রেষ্ঠ দান।

"দশবাপী সমংকন্যা ভূমিদানং চ তৎসমম্।
ভূমিদানাদ্ দশগুণং বিদ্যাদানং বিশেষ্যতে ॥
যথা সুরাণাং সর্ব্বেষাং রামশ্চ পরমেশ্বরঃ।
তথৈব সর্ব্বদানানাং বিদ্যাদানং তু দেহিনাম্ ॥"

—দেবী ভাঃ

দশজলাশয়দান, কন্যাদান ও ভূমিদান অপেক্ষা দশগুণ শ্রেষ্ঠ বিদ্যাদান, যেমন সমস্ত দেবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র পরমেশ্বর। সেইরূপ মানবের মধ্যে সমস্ত দানাপেক্ষা বিদ্যাদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিদ্যা দুইপ্রকার আছে—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পরা চৈবাপরা চ ॥"—মুঃ উঃ ১।৪। অঙ্গিরা ঋষি শৌনককে বলিলেন, বেদের অর্থ যাঁহারা সম্যক জানেন এইরূপ পরমার্থদর্শী জ্ঞানিগণ বলেন যে দুইটি বিদ্যা জানিবার আছে,—একটি পরাবিদ্যা, অপরটি অপরাবিদ্যা, অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠা। পরা এবং অপরা বিদ্যা উভয়ই জ্ঞাতব্য। পরা বিদ্যা সর্ব্বাতীত পরম ব্রহ্মের জ্ঞান ; একমাত্র পরম ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। অপরাবিদ্যা বস্তুর জ্ঞান। উভয় বিদ্যাই জ্ঞাতব্য। দুই বিদ্যার মধ্যে শ্রেয় বিদ্যা পরম ব্রহ্মের জ্ঞান, আর অপরাবিদ্যার আপাতত মনোরম প্রয়োজন ঐহিক ও পারত্রিক প্রেয় সুখভোগ।

"অন্যৎ শ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে
উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥"

—কঠঃ ১।২।১

শ্রেয় পরম মঙ্গলকর এবং প্রেয় আপাতত প্রীতিকর বস্তু, ইহারা পরস্পর বিভিন্ন। উহাদের প্রয়োজনও বিভিন্ন। শ্রেয়ের প্রয়োজন আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ, অর্থাৎ পরমার্থিক ভক্তিলাভ ও আনু-সঙ্গিক মায়ামুক্তি। প্রেয়ের ইন্দ্রিয়ের আপাতত সুখ-কর ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগ। এই দুইটির মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার আত্যন্তিক মঙ্গল প্রাপ্তি, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিদ্বারা ভগবানের পাদ-পদ্ম সেবা লাভ, ভগবদ্ ধাম প্রাপ্তি। আর ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনটি পুরুষার্থকেই প্রেয় বলা হয়।

যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি ভগবদ্ভক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন।

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ
সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ ।।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ।।"

—কঠঃ ১।২।২

শ্রেয় ও প্রেয় পরস্পর বিভিন্ন হইলেও উভয়ই মনুষ্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্ঞানী পুরুষ সম্যক বিবেচনা-পূর্ব্বক এই দুইটিকে পৃথক করিয়া প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রেয়কে গ্রহণ করেন। আর অজ্ঞানী ব্যক্তি অপ্রাপ্য বস্তুর প্রতি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষ-নার্থ প্রেয়কেই সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত দানীয় দ্রব্যসমূহও অপরাবিদ্যা, দাতা ও গ্রহিতা উভয়েরই আপাতত মনোরম সুখকর হইলেও, আত্যন্তিক মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে পারে না। উভয়েরই সদা-সর্ব্বদা ভয়, উদ্বেগ, শোকাদি পূর্ণ অমঙ্গল উৎপন্ন হইতে থাকে। তজ্জন্য জ্ঞানিরা সম্যক্ বিবেচনা করিয়া, আপাতত মনোরম প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয় গ্রহণ করেন।

শ্রেয় হইল—সমস্ত বেদ যে পদকে প্রাপ্তব্য বলিয়া কীর্ত্তন করে, যাঁহাকে লাভের উদ্দেশ্যে ঋষিরা কঠোর তপস্যাচরণ করেন, যাঁহাকে পাইবার বাসনায় সাধক-গণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সাক্ষাৎ পর-ব্রহ্মস্বরূপ বাচক নাম। ভগবানের নাম ও নামীর কোন ভিন্ন নাই, দুই-ই চিদানন্দ বস্তু।

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম, এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ।।"

—কঠঃ ১।২।১৬

এই নামাক্ষরই নিশ্চয় ব্রহ্ম, এই নামাক্ষরই পরম শ্রেষ্ঠ। এই নামের ভজনা করিয়া জীব যে যাহা চায় সে তাহাই পায়।

"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।।"

—কঠঃ ১।২।১৭

পরব্রহ্মকে লাভ করিবার যতপ্রকার উপায় বা অব-লম্বন আছে, তন্মধ্যে নামাক্ষরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যতপ্রকার আশ্রয় আছে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য তন্মধ্যে নামা-ক্ষরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। ভগবদুপাসনার শ্রেষ্ঠ সাধন নামই ; ইহা সম্যক্ জানিয়া বা উপলব্ধি যিনি নাম-যোগে উপাসনা করেন তিনি ভগবদ্ধামে অষ্টগুণ সমন্বিত হইয়া মহিমান্বিত হন। অর্থাৎ ভগবানের সাধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া, গোলোক বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হন। কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ—

"নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম,— এই শাস্ত্রমর্ম্ম ।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৪

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ।। —ঐ ৭।৭৩

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ ।।"

—বিঃ পুঃ ৬।২।১৭

সত্যযুগে বহুক্লেশসাধ্য ধ্যানযোগ করিয়া, ত্রেতা-যুগে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং দ্বাপর-যুগে বহুতর অর্চ্চনাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলি-যুগে কেবল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াই মনুষ্য সেই ফল লাভ করিতে পারে। যাঁহাতে মতি স্থির রাখিতে পারিলে নরকাদি দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না ; যাঁহার চিন্তায় স্বর্গপ্রাপ্তিও বিঘ্নতুল্য বোধ হয়, যাঁহাতে আত্মা ও মন সমর্পণ করিলে ব্রহ্মলোকও তুচ্ছ অনুভব হয়, এবং যিনি নির্ম্মলচিত্ত ভক্তগণের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ভগ-বানের নাম কীর্ত্তন করিলে অবিদ্যারাশি বিলয় প্রাপ্ত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ?

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ; সেই নাম বিতরণে সপার্ষদ মহাপুণ্যভূমি ভারতে, গঙ্গাতীরবর্তি নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া, ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ নামপ্রেম আপামরে বিতরণ করেন।

"সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ।।"

—চৈঃ চঃ আঃ ২।১০৯

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে ।।

—চৈঃ চঃ আঃ ৩।২০

আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত, গীতা-ভাগবতে গায়॥
এত ভাবি, কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥

—ঐ ৩।২৯

বাহুতুলি, হরি বলি, প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥

—ঐ ৩।৬১

সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥

—ঐ ৩।৭৬

জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জিভূত সুকৃতিফলে পবিত্র-ভারতে মানব জন্ম এবং ভগবদ্ভক্তের প্রকৃষ্টসঙ্গ লাভ হয়, তৎফলে দেব, তির্য্যক, মনুষ্যাদি-যোনীতে জন্মগ্রহণের হেতুস্বরূপ মূল যে অবিদ্যাগ্রন্থি, তাহা ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহার ফলস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকি ভক্তিযোগ লাভ হয়। সুতরাং সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ে নামমন্ত্র ধারণ করতঃ নিজজন্ম সার্থক করিয়া পরোপকার করিবেন। জগদ্‌গুরু ও আচার্য্যরূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আচরণ পূর্ব্বক জীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তিনি গয়াধামে গিয়া শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ লীলা করিয়া, নবদ্বীপে আচণ্ডালে 'কৃষ্ণ' নাম বিতরণ করেন, এবং সন্ন্যাস গ্রহণান্তে দক্ষিণ ভারতে সর্ব্বত্র 'কৃষ্ণ' নামপ্রেম প্রদান করেন। সেই দেশের গ্রাম্যলোক মহপ্রাভুর নিকট নামমন্ত্র গ্রহণ করেন। তাহাদিগকে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক 'কৃষ্ণ' নাম বিতরণে কৃপাদেশ প্রদান করেন।

"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক কৃপাদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তাহারাও নামানুশীলন করতঃ অপরকে 'কৃষ্ণ' নাম উপদেশ প্রদান করেন।

"যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণ নাম।
এই মত 'বৈষ্ণব' কৈল সব নিজ-গ্রাম॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৭।১০১

বাসুদেব মিশ্রের প্রতি প্রভু কর্ত্তৃক কৃষ্ণনাম উপদেশ-পূর্ব্বক জীবোদ্ধারে আদেশ।

"কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৭।১৪৮

কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৪

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

(বৃঃ নারদীয় ৩৮।১২৬)

নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' ত'ার সর্ব্বজন॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৭।৯২

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার॥

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২

শ্রীকৃষ্ণনাম প্রদানই দাতা ও গ্রহীতা চরম পরমকল্যাণ প্রাপ্ত হন, উভয়ই আত্যন্তিক মঙ্গল বা শান্তিস্বরূপ ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করেন। তাহাতে উভয়ের কোন প্রকার অমঙ্গল-উদয় হইবার সম্ভাবনা থাকে না। দৈত্যবালকগণকে প্রহলাদ বলিয়াছেন—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥"

—ভাঃ ৭।৬।১,

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়সেই সুখার্থ অন্য প্রয়াস ত্যাগ করিয়া ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, কারণ সংসারে মনুষ্য জন্ম—অতি-দুর্ল্লভ, তাহাতে আবার অনিত্য; কিন্তু তথাপি-অর্থদ-অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী হইলেও ক্ষণকালে ভক্তির অনুষ্ঠানেও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

—ভাঃ ১১।৯।২৯

বহুজন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে, সুত-

রাং ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। এইজন্য অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব জ্ঞানিব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয় তৎকালমধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম-পরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা করিবেন ও করাইবেন, কেননা বিষয় ত সর্ব্বত্র যোনীতে আছে। কিন্তু মানব সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পাওয়া সুদুর্ল্লভ, বিশেষত এই পবিত্র ভারতে।

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকট দৈন্যোক্তি করিয়া বলিয়াছেন,—

"আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল।
ভারত-ভূমিতে জন্মি' এই দেহ ব্যর্থ হৈল॥"

—চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭৮

সপ্তম গোস্বামী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্ব-রচিত "কল্যাণ কল্পতরু" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"দুর্ল্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু,—দুঃখ কহিব কাহারে॥
'সংসার' 'সংসার' করে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই, ছায়া-বাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার॥
গর্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি, না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি—মরণ নিকটে আছে বসে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
হায় হায়! নাহি ভাবি,—অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ-পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হয়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান।
নিত্য-তত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"

আমরা বারংবার দুঃখময় সংসারে জন্মগ্রহণ করতঃ সহস্র সহস্র মাতা-পিতা এবং শতশত স্ত্রী-পতি-পুত্রের অনুভব করিয়াছি; কিন্তু আজ তাহারা কাহার এবং আমরা তাহাদের মধ্যেই বা কাহার? সব অদৃশ্য জগৎ হইতে আসিয়াছিল, এবং অদৃশ্য জগতেই পুনরায় চলিয়া যাইবে। ইহারা আপনার ছিলেন না, এবং আপনিও ইহাদের ছিলেন না, সুতরাং মায়া মমতা বন্ধন মাত্র।

পরম সুন্দর সর্ব্ববন্ধন-ছেদনকারী পরমেশ্বরের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ করার একান্ত প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, শ্রীমদ্ভাগবত উপসংহারে বলিয়াছেন—

"নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥"

যাঁহার নাম-সংকীর্ত্তন, সর্ব্বপাপবিনাশন এবং নমস্কার সর্ব্বদুঃখহর, সেই পরমপুরুষ শ্রীহরিকে প্রণাম করিতেছি।

সাধকের কামনা

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

স্বরূপের বৃত্তি বা আত্মার চেতনাকে জাগ্রত করিবার জন্য—সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবানের সেবা করিবার জন্য যাঁহারা গুরু-আনুগত্যে সতত চেষ্টা করিতেছেন, নানাবিধ অনর্থ তাহাদিগকে সেই পথে বাধা প্রদান করিলেও যাঁহারা গুরুবৈষ্ণব-সেবা হইতে বিচ্যুত না হইয়া বলদেবের নিকট বলপ্রার্থনা-মুখে সেবায় উত্তরোত্তর উৎসাহবিশিষ্ট হইতেছেন, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবিধানই যাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়া

দাঁড়াইয়াছে, জগতের কাহারও কথা না শুনিয়া যাঁহারা শ্রৌতপথের প্রতি বা শ্রীগুরুবাক্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে একমাত্র অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন, অথচ শুদ্ধা সেবা লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারাই সাধক।

সাধকগণ সাধারণতঃ দুর্ব্বল হইলেও সদিচ্ছাই তাঁহাদের মঙ্গলপথের বন্ধু হয় এবং সেই সরলতাময়ী আর্ত্তির প্রভাবে তাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের মায়াবিজয়িনী ও কৃষ্ণমনোহারিণী কৃপাশক্তি লাভ করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য পান।

জীবমাত্রেই বস্তুতঃ কৃষ্ণের নিত্য কিঙ্কর। কিন্তু অধুনা নিজ কর্ম্মদোষে পতিত হইয়া ক্লিষ্ট ও সন্তপ্ত, কাম-ক্রোধাদি দুর্দ্দমনীয় শত্রুগণ কর্ত্তৃক তাড়িত ও লাঞ্ছিত, দুরাশা ও দুশ্চিন্তাতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রপীড়িত এবং দুঃসঙ্গরূপ প্রবল বায়ু দ্বারা সতত প্রচালিত ও ইতস্ততঃ ধাবিত। সংসার-সমুদ্রে এই-রূপ দুঃখাক্রান্ত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে কদাচিৎ কর্ম্ম, জ্ঞান ও তপস্যারূপ তৃণগুচ্ছ আমাদের নয়নগোচর হইলে আমরা সেগুলিকে অবলম্বনস্বরূপ মনে করিয়া তদাশ্রয়ার্থ গমন করি বটে, কিন্তু তাদৃশ তৃণগুচ্ছাবলী অবলম্বনের দ্বারা আমাদের আশা নিষ্ফলা হয়। এই-রূপে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে ভবসমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় যখন অসহায় আমরা "ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত ভবসমুদ্রের পরপারে যাইবার উপায় নাই" একথাটী অল্পবিস্তর জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কাতরপ্রাণে ডাকি, তখন আর্ত্তাত্রিহর ভগবান্ কৃপা-পূর্ব্বক আসিয়া এই ভব-সমুদ্রে পতিত জীবগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল সুপটু তরণীরূপে এ জগতে আবি-র্ভূত হন। যখন ভগবান্ এ জগতে আসেন তখন যদি আমরা ভবপারের ভেলা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণাশ্রয় করি তাহা হইলে আমরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিরর্থকত্ব উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পাই।

সাধকগণ মঙ্গলেচ্ছু ও শ্রেয়ঃপথে গমনে অভি-লাষী; তাই তাঁহারা শ্রেয়ঃপথ-বিরোধী ধর্ম্মার্থকাম ত' দূরের কথা, অপুনর্ভব-রূপ জন্মজন্মান্তররহিত মুক্তিরও প্রার্থী হন না। তাঁহাদের হৃদয়ে ধন, জন ও সুন্দরী কবিতা প্রভৃতির আশা স্থান পায় না— বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মধন, ঐহিক ও পারত্রিক জড়সুখ-কর অর্থ-ধন, স্থূললিঙ্গগত ইন্দ্রিয়ের আনন্দকর কাম-ধন, নিজ শরীরের অনুগত স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, মাতা, পিতা, প্রজা, বন্ধু প্রভৃতি জনসমূহ বা প্রতিষ্ঠা-রাক্ষসী-পতি জড়পাণ্ডিত্য তাঁহারা স্বপ্নেও চান না। জীবের জন্ম-মৃত্যু বা তজ্জনিত যন্ত্রণার নিবৃত্তি জীবের চেষ্টার দ্বারা হইতে পারে না; কারণ, ইহা কৃষ্ণের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলেই সকল সুযোগ সকল সুবিধা জীবের হইতে পারে—একথা তাঁহারা জানেন বলিয়া কৃষ্ণের প্রতি নির্ভর করতঃ সেবার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু না চাহিয়া কৃষ্ণের সেবার জন্যই তাঁহারা সতত সেবা করিতে ব্যস্ত থাকেন এবং জন্মে জন্মে যাহাতে ভগবানের পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি-লাভ হয়—নিত্যকাল তাঁহার পাদপদ্মে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে অব-স্থানের সৌভাগ্য পান তজ্জন্য কাতরপ্রাণে প্রার্থনা জানান। সাধকরা কি চান, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী আলোচনা করিলেই আমরা জানিতে পারিব।

"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগত নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥"

হে ভগবন্, আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি কিছুই চাহি না, আমি ধনরত্ন কিংবা ইন্দ্রিয়তর্পণ চাহি না, পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আমার প্রতি তোমার যাহা দণ্ড বিহিত হয় হউক, আমি তৎপ্রতীকার প্রার্থনাও করি না। আপনার নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা, যেন জন্মজন্মান্তরে আপনার পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি থাকে।

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতানন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

হে হরে! আমি বিষয়-সুখের জন্য তোমার সেবা করি না কিংবা স্বর্গের নন্দনকাননে সুন্দরী সুর-কামিনীগণের সুকোমল তনুলতা-সমূহে বিহার করি-বার জন্যও তোমার সেবা করি না; কিন্তু কেবল ভক্তির প্রতিস্তরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া থাকি।

বিদেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সমাচার

[৪]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৫৮ পৃষ্ঠার পর]

পিমা-Pima (আরিজোনা):—মার্কিণদেশীয় মহিলাভক্ত শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দাসীর বিশেষ আহ্বানে ও ব্যবস্থায় ফিনিক্স সহর হইতে প্রায় পৌনে দুইশত মাইল দূরবর্ত্তী 'পিমা' সহরে ৩ জুন মঙ্গলবার অপরাহ্নে হরিকথার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে শ্রীমদনলাল গুপ্ত, শ্রীরাসবিহারী দাস ও শ্রীভূপেন্দ্র শ্রীঅকিঞ্চন দাসের মোটরযানে মধ্যাহ্নে রওনা হইয়া পৌনে তিন ঘটিকায় 'পিমা'য় উপনীত হইলে সহর হইতে কিছুটা দূরে বৃক্ষাদি সমাকীর্ণ ও পর্ব্বতের সন্নিকটে লইয়া গেলে সকলের বৃন্দাবনধামের স্মৃতি হয়। সেই স্থানে থাকিবার গৃহ আছে। গৃহাভ্যন্তরে ছোট একটী মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথ নিত্য পূজিত হইতেছেন। বৃক্ষের তলে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রচিত শিক্ষাষ্টকের শ্লোকসমূহের আলোচনামুখে হরিকথা বলেন ইংরাজী ভাষায়। সভার আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হয়। সভাশেষে সমুপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীমতী ললিতাদাসী সক্রীয়ভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনে সহায়তা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তাঁহার সঙ্গী-সেবকগণ ফলপ্রসাদ গ্রহণ করেন। একটী বাতানুকূল বাসে শ্রীল আচার্য্যদেবের বিশ্রামের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তথা হইতে সন্ধ্যা ৬-৩০টায় রওনা হইয়া ফিনিক্সে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে পৌঁছিতে রাত্রি পৌনে দশটা হয়।

সেদনা-Sedana (আরিজোনা):— ফিনিক্স হইতে ১২৫ মাইল দূরবর্ত্তী 'সেদনা'-সহরে ৪ জুন বুধবার শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশনের জন্য বার্ডভ্যালি স্কুল রোডস্থ শ্রীজয় ও শ্রীলরি রবার্টস্-এর বাসভবনে প্রচারসংঘসহ দুইটী মোটরযানে সন্ধ্যা পায় সাত ঘটিকায় আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। অকিঞ্চন দাস ও শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাস গাড়ী-চালকের [illegible]্য করেন। পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-[illegible]ী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজের শ্রীকবি ও তাঁহার স্ত্রী বিজয়া উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের চরিত্রাবলম্বনে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। সকলে রাত্রি ৮-২০টায় রওনা হইয়া রাত্রি ১১টায় ফিনিক্সে ফিরিয়া আসেন। 'সেদনা' স্থানটী খুবই মনোরম। গৃহাদি সুবিন্যস্তভাবে নির্ম্মিত। প্রাকৃতিক দৃশ্যও সুন্দর।

টুসন্ (Tucson), আরিজোনা :—পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের অনুকম্পিত শিষ্য স্বামী শ্রীভগবান্‌দাস, তাঁহার শিষ্য মার্কিণদেশীয় গৃহস্থ ভক্ত শ্রীধর্মবিদ্যার আমন্ত্রণে ও ব্যবস্থায় তাঁহার টুসন্-সহরস্থ বাস-গৃহে ৫ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসংঘসহ শ্রীঅকিঞ্চন দাসের মোটরযানে অপরাহ্নে ফিনিক্স হইতে যাত্রা করতঃ সন্ধ্যার পরে টুসন সহরে পৌঁছিয়াই সভায় যোগদান করেন। বহু ভক্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে হরিনামসংকীর্ত্তনের মহিমা শাস্ত্রপ্রমাণ যুক্তিসহ ইংরাজীভাষায় বুঝাইয়া বলিলে শ্রোতৃগণ প্রভাবান্বিত হন। ভাষণের শেষে ভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে কিছুসময় নৃত্য-কীর্ত্তন করেন। তাহাতে ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। সভায় অধিকাংশ মার্কিণদেশীয় ভক্ত। কিছু গুজরাটদেশীয় ভক্তও হরিকথা শুনিয়া আকৃষ্ট হন। তাঁহারা তথায় তিনদিন অবস্থানের জন্য বলেন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই প্রোগ্রাম স্থির এবং নিউইয়র্কে যাওয়া স্থির থাকায় টুসনে অধিক দিন অবস্থান করতঃ প্রচার সম্ভব হয় নাই। উপস্থিত সকল শ্রোতৃবৃন্দকে বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীধর্ম্মবিদ্যা ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নামপ্রিয়ার বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin...

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, যাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৪০৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ ১৪০৪ | ১০ম সংখ্যা
১৭ কেশব, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৬৩ পৃষ্ঠার পর]

শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে বটে, কিন্তু কি শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে ? স্কুল-কলেজে ত' আমরা অনেক শ্রবণ ক'রে থাকি ; কিন্তু যাঁ'রা আমাদের কাছে ঐসকল শ্রবণীয় বিষয় কীর্ত্তন করেন, তাঁ'রা কে ? তাঁ'দের কি ব্যারামটা ভাল হ'য়েছে ? ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—মানবের যেগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে, সেই দোষ থাক্‌তে তাঁ'রা কিরূপে স্বতঃ বা পরতঃ আলোচনা ক'র্‌বেন ? যিনি এসকল দোষ হ'তে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তাঁ'র আশ্রয় ব্যতীত কি প্রকারে আমরা ভ্রমাদি-নির্ম্মুক্ত সত্যকথা শ্রবণ ক'র্‌তে পারি ? যিনি ভগবৎপাদপদ্মের সর্ব্বদা অনুশীলন করেন, তাঁ'র আনুগত্যময়ী সেবা-দ্বারা তিনি যাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যেতে পারে, অন্যভাবে পাওয়া যেতে পারে না,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥"

আমার ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা তর্কপথে জ্ঞান-সংগ্রহের চেষ্টা বিপজ্জনক। সেইরূপ জ্ঞান-সংগ্রহের আশায় যতদিন আস্থা স্থাপন করি, ততদিন সমগ্র জ্ঞান পাই না, বিকৃতজ্ঞান—অসম্যগ্‌জ্ঞান বা কখনও কখনও আংশিক জ্ঞান লাভ ক'রে থাকি। আংশিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'র্‌তে গিয়ে খানিক জান্‌তে জান্‌তেই আয়ু ফুরিয়ে যা'বে। নমস্কারের পন্থাই স্বীকার্য্য অর্থাৎ কাণটা পাতা। সাধুদিগের মুখকথিত বার্ত্তা যিনি কাণ পেতে শ্রবণ করেন, তাঁ'রই মঙ্গল হয়। ভবদীয় বার্ত্তা—কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণভক্ত-সম্বন্ধীয় কথা যিনি আলোচনা করেন, তিনিই সাধু। অন্য সব কথা বায়ুরাশিতে বিলীন হ'য়ে যায়। উহা শত শত বৎসর ধ'রে উচ্চারণ করিলে কি ফল হবে ?

"ম্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কুচিত্তরতি কশ্চন।"

কাল চ'লে যাচ্ছে, তা'তে আয়ুহরণ হ'য়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে কে সিদ্ধিলাভ ক'র্বেন? শ্রৌতপন্থীই সিদ্ধিলাভ কর্বেন। বাদের প্রতিবাদ আছে, তর্কের কোনদিন প্রতিষ্ঠা নাই; কিন্তু শ্রৌতপথ নিত্য সম্প্রতি-ষ্ঠিত। যিনি সর্ব্বদা—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ ক'র্তে পারেন।

কীর্ত্তনীয় বিষয়টী কি?—নাম-রূপ-গুণ-পরি-করবৈশিষ্ট্য ও লীলা। যদি বাস্তব-বস্তুর নাম কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর রূপ কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর গুণ কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর পরি-কর-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর লীলা কীর্ত্তিত হয়, তা' হ'লেই আমাদের সমস্ত মঙ্গল হ'বে —আমাদের অহঙ্কার নষ্ট হ'য়ে যা'বে—আমাদের অসহিষ্ণুতা নষ্ট হ'বে। জড় প্রতিষ্ঠার আশাকে বর্জ্জন ক'রে সমগ্র বহির্ম্মুখ জগতের নিকট পরম অসাধু ব'লে খ্যাতি লাভ ক'রেও আমরা পরমানন্দ লাভ ক'র্তে পারব। ভাগবতের ত্রিদণ্ডীর প্রতি বহির্ম্মুখ জগৎ হ'তে অনেক অত্যাচার হ'য়েছিল। সত্যের কীর্ত্তনকারী—হরিকথা-কীর্ত্তনকারীর প্রতি অত্যাচার কর্বার জন্য সমগ্র বহির্ম্মুখ জগৎ, এমন কি দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত। ত্রিদণ্ডী জগতের বহি-র্ম্মুখ সমাজের কথায় কর্ণপাত না ক'রে আপন মনে হরিকীর্ত্তন ক'র্তে ক'র্তে ভূমণ্ডলে বিচরণ ক'রে-ছিলেন,—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো
মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥"

কৃষ্ণ যখন "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শর-ণং ব্রজ" ব'ল্লেন, তখন বহির্ম্মুখ লোক কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রকৃতি-প্রসূত প্রাণিবিশেষ মনে ক'রে বল্লেন, কৃষ্ণচন্দ্র নিজের পূজার কথা নিজে বল্ছেন, কৃষ্ণ কিরূপ আত্ম-সুখপর! সেইজন্য সেই কৃষ্ণচন্দ্রই জীবের মঙ্গলের জন্য গুরুর পোষাকে উপস্থিত হ'লেন। তাঁ'র উপদেশ ও আচরণ হ'লো—কৃষ্ণকে ভজন কর—কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর। বোকা লোকেরা মনে ক'র্লে, একজন সাধক জীব এসে উপস্থিত হ'য়েছেন; বুদ্ধিমানেরা উপলব্ধি ক'রলেন, কৃষ্ণ বড় চতুর, শঠ, তাই ভোল বদ্লেছেন, আশ্রয়জাতীয় আবরণ প'রেছেন; তাঁ'কে তাঁ'রা চিনে ফেল্লেন। আর আমার মত লোক মনে ক'র্লে, একজন আচার্য্য, একজন ধর্ম্মপ্রচারক উপ-স্থিত হ'য়েছেন, তিনি সমাজবিপ্লব সাধন করছেন। 'হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই। কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়। সেই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥"

যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা'হ'লে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁ'দের কপালের জোর আছে, তাঁ'রা এই সুবিধাটা পান। যিনি যেরূপভাবে শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হ'ন।

আমাদের কপাল বড় মন্দ ছিল, জাগতিক লেখা-পড়া শিখে উঠ্তে পারি নাই, জাগতিক কোন সহায় সম্বলে আস্থা স্থাপন করতে পারি নাই, এমন ব্যক্তিকে ভগবান্ দয়া ক'রেছেন—গুরুপাদপদ্মের সম্মুখীন ক'রে দিয়েছেন।

'ভগবান্' শব্দের অর্থ আলোচনা ক'র্তে গিয়ে গল্পের মত স্কুলে প'ড়েছিলাম,—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

'বৈরাগ্য' ব'লে কথাটা গল্পের মত শুনেছিলাম, 'বৈরাগ্যশতক', 'শান্তিশতক', 'মোহমুদ্গর' প্রভৃতিতে বৈরাগ্যের উপদেশ পাঠ ক'রেছিলাম; কিন্তু যখন দয়াময় কৃষ্ণ ও দয়াময় কার্ষ্ণ—উভয়েরই দয়া হ'লো, তখন ভগবানের বৈরাগ্য ব্যাপার শ্রীরূপ ধারণ ক'রে উপস্থিত হ'লেন। মানুষের আকারে এরূপ বৈরাগ্য হয় না। কিন্তু আমরা তা' সাক্ষাদ্ভাবে দেখ্তে পেয়েছি, তথাপি আমি 'যে তিমিরে, সে তিমিরে'। শরীরটা বাধা দিচ্ছে, ২৪ ঘণ্টা গুরুপাদপদ্মের সেবা ক'র্তে পারছি না। যে বৈরাগ্যের আদর্শ-মূর্ত্তি দে'খেছি, তা' মোহমুদ্গরের বৈরাগ্যমাত্র নয়—ফল্গুবৈরাগ্য নয়, সে বৈরাগ্য—মহাভাবময়—কৃষ্ণ-সেবার পরাকাষ্ঠাময়।

কেবল কনক-কামিনীতে বৈরাগ্য নয়, প্রতিষ্ঠাশায় পর্য্যন্ত যাঁ'র বৈরাগ্য, এরূপ পুরুষ আমার আরাধ্য হউন—একটি শিষ্যও যিনি করেন না, এমন শ্রীপাদ-

পদ্ম আকাঙ্খা ক'রে তাঁ'র নিকট গিয়ে উপস্থিত হ'লাম এবং তাঁ'র কাছে কৃপা ভিক্ষা ক'র্লাম। তিনি ব'ল্লেন, আমি একটি শিষ্য ক'রেছিলাম, সে প্রতারণা ক'রে চলে গেছে, আর আমি শিষ্য ক'র্ব না। আমি ব্যথিত হ'লাম বটে, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'র্লাম, দেখি, আমি কতবার প্রত্যাখ্যাত হ'তে পারি। আমি তাঁ'র কৃপা না নিয়ে জগতে বিচরণ করব না।

সেই গুরুপাদপদ্মের নিকট যখন উপস্থিত হ'লাম, তখন তাঁ'র কৃপায় জান্তে পারলাম, আমি যাঁ'কে সর্ব্বোত্তম আদর্শ ব'লে মনে করি—শ্রেষ্ঠ জীবন মনে করি, সেই আদর্শ তাঁ'র নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধম। জগতের সকলের সহিত আমার আদর্শের মিল ছিল না; কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম একটি অলৌকিক বিচার দেখিয়ে দিলেন। পূর্ব্বে 'নেতি নেতি' বিচার-পর নির্ব্বিশেষবাদীর অনেক গ্রন্থ আলোচনা ক'রে-ছিলাম। তাঁর বাস্তব উদাহরণ পেয়ে গেলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে জানালেন, তুমি যে আদর্শের অনুসন্ধান ক'র্ছ, সেই আদর্শ তোমার নহে। আমি মনে ক'রেছিলাম, আমার গুরুপাদপদ্মে অদ্বিতীয় বৈরাগ্য আছে বটে, কিন্তু তাঁ'র পাণ্ডিত্য কিছু কম আছে। তিনি পুঁথি-পত্রের বিদ্যার অহঙ্কারকে চূর্ণ ক'রে দিয়েছিলেন—তাঁ'র কৃপা-মুদ্গরের দ্বারা। তিনি জানিয়েছিলেন, তোমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ —প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যখন তাঁ'র এই বাণী কর্ণে প্রবেশ ক'রেছিল—যখন তাঁ'র কৃপা পেয়েছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সেই দিব্য-জ্ঞান ধারণ ক'র্বার ক্ষমতা ছিল না। এতবড় কথাটা তিনিই আমার মত বোকা সব-জান্তাকে শুন্বার সুযোগ দিয়েছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্

অভিধেয় তত্ত্বম্—সাধন প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৬৫ পৃষ্ঠার পর]

ওঁ হরিঃ॥ ভূতশুদ্ধি কেশবন্যাসাবাহন বৈষ্ণব-চিহ্নধৃতি নির্ম্মাল্যধারণ চরণামৃত পান ব্রতপালনা-দীনি তদঙ্গানি॥ হরিঃ ওঁ॥ ৬৬॥

ঈশাবাস্যে। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম॥ বহ্বৃচ পরিশিষ্টে। সহস্রা-রোনেমিনেমিনা তপ্ততনুঃ॥ ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে। স হোবাচ যাজ্ঞবল্কাস্তৎ পুমানাত্মহিতায় প্রেম্না হরিং ভজেৎ॥ বায়ুপুরাণে। অযাচকপ্রদাতাস্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণঃ শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ। শ্রীজীবঃ॥ তত্র ভূতশুদ্ধিঃ নিজাভিলষিত ভগবৎসেবোপরিক তৎপার্ষদ দেহ ভাবনা পর্য্যন্তা। অহংগ্রহোপাসনায়াঃ শুদ্ধভক্তৈর্দ্বিষ্টত্বাৎ। কেশব-বিন্যাসাদীনাং যত্রাধমাঙ্গবিষয়ত্বং তত্র তন্মূর্ত্তিংধ্যাত্বা তত্তন্মন্ত্রাংশ্চ জপ্তৈব তত্তদঙ্গস্পর্শমাত্রং কুর্য্যাৎ। ন তু তত্তন্মন্ত্রদেবতাস্তত্র তত্র ন্যস্তা ধ্যায়েৎ—ভক্তানাং তদ-নৌচিত্যাৎ। যানি চাত্র বৈষ্ণবচিহ্নানি নির্ম্মাল্যধারণ চরণামৃতপানাদীন্যঙ্গানি তেষাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্য-বৃন্দঃ শাস্ত্র সহস্রেষ্বনুসন্ধেয়ম্। তথা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী কার্ত্তিকব্রতৈকাদশী মাঘস্নানাদিকমত্রৈবান্তর্ভাব্যম্॥৬৬

ভূতশুদ্ধি, কেশবন্যাস, আবাহন, বৈষ্ণবচিহ্নধারণ, নির্ম্মাল্যধারণ, চরণামৃতপান, একাদশ্যাদি ব্রতপালন প্রভৃতি অর্চ্চনের অঙ্গ॥ ৬৬॥

ঈশাবাস্যে, হে লীলাময় ভগবান্, আমাদিগের হৃদয় হইতে কুটিল পাপকে বিনাশ কর। তোমাকে প্রচুরতর নমস্কার বাক্য বলিতেছি, ভূয়ো ভূয় নমস্কার করিতেছি। ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে,—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, মানব মাত্রই আত্মকল্যাণের জন্য প্রেমভক্তি দ্বারা শ্রীহরির ভজনা করিবেন। বায়ুপুরাণ বলেন, অযাচিতভাবে জীবিকা নির্ব্বহনার্থ এবং দানকরণার্থ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিবে, প্রতিনিত্য পুরাণ শ্রবণ

করিবে, শ্রীশালগ্রামের পূজা করিবে ইত্যাদি। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন, সেই শুদ্ধভক্তগণের ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়া জ্ঞানানুসারে ব্যাখ্যাত হইতেছে। যাঁহারা ভগবৎ সেবাই একমাত্র পুরুষার্থরূপে ইচ্ছা করেন, তাদৃশ ভক্তগণ নিজাভীষ্ট ভগবৎ সেবার উপযোগী তদীয় পার্ষদদেহ ভাবনা পর্য্যন্ত ভূতশুদ্ধিই করিবেন, যেহেতু তাহাই নিজের অনুকূল। অহংগ্রহোপাসনা শুদ্ধভক্তগণের অনভীষ্ট, কারণ পার্ষদগণ তদীয় চিচ্ছক্তির বৃত্তিভূত বিশুদ্ধসত্বাংশ বিগ্রহস্বরূপ। অনন্তর কেশবাদি ন্যাস প্রভৃতির সম্বন্ধে যাহাতে অধমাঙ্গের বিষয়ত্ব বর্তমান, তৎস্থলে তন্মূর্তির ধ্যান এবং তত্তন্মন্ত্রসমূহের জপ করিয়াই কেবলমাত্র তত্তদঙ্গসমূহের স্পর্শ করিবেন, পরন্ত তত্তৎস্থানে তত্তন্মন্ত্রদেবতাগণকে বিন্যস্তরূপে ধ্যান করিবেন না। যেহেতু ভক্তগণের তাহা অনুচিত। এই অর্চনে নির্ম্মাল্য ধারণ, চরণামৃতপান প্রভৃতি যে সকল বৈষ্ণব-চিহ্ন অঙ্গস্বরূপ, তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্য অসংখ্য শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কার্তিকব্রত, একাদশী, মাঘস্নান প্রভৃতি ইহারই অন্তর্ভূতরূপে জ্ঞাতব্য। [৬৬]

ওঁ হরিঃ ॥ বন্দনম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৭ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ। অনাদিমত্বং বিভুত্বেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥ নারায়ণ ব্যূহস্তবে। অহোভাগ্য মহোভাগ্যং অহোভাগ্যং নৃণামিদং। যেষাং হরিপদাব্জাগ্রে শিরো ন্যস্তং যথাতথা ॥ শ্রীজীবঃ। তচ্চ যদ্যপি অর্চনাঙ্গত্বেনাপি বর্ততে, তথাপি কীর্তন স্মরণবৎ স্বাতন্ত্র্যেণাপীত্যভিপ্রেত্য পৃথগ্বিধীয়তে। একহস্ত কৃতত্ব-বস্ত্রাবৃত দেহত্ব ভগবদগ্রপৃষ্ঠবামভাগাত্যন্ত নিকট-গর্ভমন্দির-গতত্বাদিময়াঃ অপরাধাশ্চৈতে নমস্কারে পরিহর্তব্যাঃ ॥ ৬৭ ॥

বন্দনই ষষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬৭ ॥

ভগবানের বিশ্বরূপের বর্ণনা শ্বেতাশ্বতরে,—হে সর্ব্বেশ্বর, তুমিই স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমিই বৃদ্ধ হইয়া দণ্ড-সাহায্যে বিচরণ কর, আবার পুনরায় নন্দরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক, অতএব তুমি বিশ্বরূপী ॥ তুমি কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর, তুমিই সবুজ বর্ণ শুকাদি পক্ষী, তুমিই লোহিত চক্ষুঃ কোকিল, অভ্যন্তরে বিদ্যুৎপূর্ণ বারিবর্ষণোন্মুখ মেঘ তুমিই, বসন্তাদি সমস্ত ঋতু, সকল সমুদ্র তোমার বিভুত্বের বিকাশ, তোমার আদি নাই, অন্ত নাই, সকল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ, তোমা হইতে এই চরাচর বিশ্বের উদ্ভব ॥ নারায়ণ ব্যূহস্তবে দেখা যায়,—অহো ভাগ্য, অহো কি ভাগ্য শ্রীহরির চরণারবিন্দেব তলে যে মানবের মস্তক নমিত হইয়াছে, তাহার ভাগ্যের কথা আর কি বলিব! শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—যদিও অর্চ্চনাঙ্গরূপেও বন্দন অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি কীর্তন ও স্মরণের ন্যায় স্বতন্ত্ররূপেও ইহা অনুষ্ঠেয়—এই অভিপ্রায়েই পৃথক্ বিহিত হইতেছে। একহস্ত দ্বারা প্রণাম করা, বস্ত্রাবৃতদেহে প্রণাম, ভগবানের অগ্রে, পশ্চাদ্দেশে, বামভাগে, অতিনিকটে ও গর্ভমন্দির মধ্যে নমস্কারানুষ্ঠান প্রভৃতি অপরাধ-স্বরূপ বলিয়া পরিত্যাজ্য [৬৭]

ওঁ হরিঃ ॥ দাস্যম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৮ ॥

ছান্দোগ্যে। স যদা বলী ভবত্যথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচারিতা ভবতি পরিচরন্নুপাসত্তা ভবত্যুপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি ॥ ভাগবতে। যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয় বিয়োগ সংযোগ জন্ম শোকাগ্নিনা সকল যোনিষু দহ্যমানঃ। দুঃখৌষধং তদপি দুঃখমতদ্ধিয়োহহং ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব দাস্যযোগ্যম্। শ্রীজীবঃ। তচ্চ শ্রীবিষ্ণোর্দাসস্মন্যত্বম্। অস্তু তাবদ্‌ভজনপ্রয়াসঃ কেবলতাদৃশত্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতি ॥ ৬৮ ॥

দাস্যই সপ্তম ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৬৮ ॥

ছান্দোগ্য বলেন, কেহ যখন বলবান্ হয়, তখন সে উত্থানে সমর্থ হয়; উত্থান সমর্থ হইয়া পরিচর্য্যা করে; পরিচর্য্যা করিয়া অন্তরঙ্গ হয়; অন্তরঙ্গ হইয়া দর্শন করে ॥ ভাগবতে শ্রীপ্রহলাদস্তবে, হে ভূমন্, সকল যোনিতেই প্রিয় ও অপ্রিয় সংযোগ ও বিয়োগহেতু-জাত শোকানলে দগ্ধ হইয়া দুঃখের প্রতিকার স্বরূপ অন্য দুঃখ উপস্থিত হইলেও দেহাভিমানে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছি; অতএব আপনার দাস্যোপায় বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,

শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বাভিমানই দাস্য। ভগবানের দাস্যরূপ ভজনপ্রয়াস দূরে থাকুক, কেবলমাত্র তাদৃশ অভিমানেই সিদ্ধি হইয়া থাকে। [৬৮]

ওঁ হরিঃ ॥ সখ্যম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৬৯ ॥

শ্বেতাশ্বতরে। ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবতি॥ মুণ্ডকে। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া ইত্যাদি। রামার্চন চন্দ্রিকায়াম্। পরিচর্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদাদিষু শেরতে। মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্তুঞ্চ বন্ধুবৎ। শ্রীজীবঃ। তচ্চ হিতাশংসনময়ং বন্ধুভাব লক্ষণম্ ॥ ৬৯ ॥

শ্বেতাশ্বতরে বলেন—এই পরমেশ্বরের স্বরূপ কাহারও প্রাকৃত দৃষ্টিগোচর হয় না, প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। এই পরমাত্মাকে ভক্তিলব্ধ বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নির্ম্মল মনে যাঁহারা হৃদয়ে অবস্থিতরূপে ধ্যান করেন, তাঁহারাই অমৃতত্ব লাভ করেন। মুণ্ডকোপনিষদে, জীব ও পরমেশ্বর নামক দুইটি পক্ষী একসঙ্গেই সর্ব্বদা শরীররূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তাহারা পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন ইত্যাদি। শ্রীরামার্চন চন্দ্রিকায়, —পরিচর্যাপরায়ণ কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে মনুষ্য মূর্তিতে দর্শন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতুল্য ব্যবহার করিবার জন্য রাত্রিকালে ভগবন্মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন ইত্যাদি। শ্রীজীব গোস্বামী বলেন,—ভগবদ্ বিষয়ে হিতাশংসন অর্থাৎ ভক্তগণ কর্তৃক ভগবানের হিতাকাঙ্খাই এস্থলে সখ্যভাবের লক্ষণরূপে উক্ত হইয়াছে। [৬৯]

(ক্রমশঃ)

কোমলশ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নররূপে জগতে আগমনপূর্ব্বক যে মঙ্গলময়ী শিক্ষা আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, সেই অমৃত গ্রহণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ বা আত্মোপলব্ধি করা উচিত, না—তথাকথিত কোনও মানবের কল্পিত শিক্ষাকে আমাদের মঙ্গলের পথ বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, একথা স্থিরচিত্তে বুদ্ধিমত্তার সহিত বিচার করিলে ভগবদ্‌বাণীর শ্রেষ্ঠত্বই আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়। সুতরাং গণগড্ডলিকার প্রতি অনাস্থাপ্রযুক্ত ভগবদ্‌বাণীর বা ভগচ্ছাস্ত্রের উপর নির্ভর ও বিশ্বাস যাঁহাদের আসিয়াছে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে বিশ্বাসরূপ পরমধনে যাঁহারা ধনী হইয়াছেন তাঁহারাই ভাগ্যবান্—তাঁহারাই শ্রদ্ধাবান্।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সার আলোচনা করিতে গিয়া আমরা জানিতে পারি যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম হইতে জীব কখনই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম্ম গুপ্ত হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুপ্তপ্রাপ্ত হইয়াছে। তদ্ধেতু সংসার-দুঃখ উপস্থিত হইয়া জীবকে নিরন্তর দুঃখ দিতেছে। পুনরায় সৌভাগ্যক্রমে জীব যদি "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস"—এই কথাটী স্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্যবিধান অবশ্যই করিবে। এই বাস্তবসত্য কথার প্রতি বিশ্বাস সকল মঙ্গলের মূল বা নিদান এবং আত্মোপলব্ধি ও ভগবদুপলব্ধির প্রথম সোপান, কিন্তু এই বাণীতে বিশ্বাস করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হয় নাই, তাঁহারা ভাগ্যহীন, তাঁহাদের কপাল পোড়া ; হতভাগ্য ব্যক্তিগণের অপ্রাকৃত বস্তুতে বিশ্বাস হয় না। তাই শাস্ত্র বলেন—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

(মহাভারত)

অল্প-সুকৃতিবান্ ব্যক্তির ভগবানের উচ্ছিষ্ট প্রসাদে, প্রকট, অপ্রকট ও অর্চ্চা শ্রীবিগ্রহে, শ্রীনামব্রহ্ম

ও বৈষ্ণবে দৃঢ়শ্রদ্ধা হয় না। নিত্যসুকৃতিই বহু পুণ্য অর্থাৎ জীবপবিত্রকারী বস্তু। নৈমিত্তিক সুকৃতিই অল্পপুণ্য, তদ্দ্বারা চিন্ময় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয় না। মহাপ্রসাদ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ও শুদ্ধ বৈষ্ণব— এই চারিটী এই জগতের মধ্যে চিন্ময় ও চিৎপ্রকাশক, চিদুদ্দীপক ও জড়-বিদ্রাবক। পাপমলিন ব্যক্তিগণের এই চিন্ময় বস্তুতে বিশ্বাস হয় না বলিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলিতেছেন—

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাদেব হি
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্‌বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা।
অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ
সৎসঙ্গশাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে ॥"

—যে কালে হৃদয় পাপরাশিতে মলিন থাকে, তৎকালে শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও সদ্‌গুরুতে সদ্‌বুদ্ধি হয় না। অনেক জন্মের মহাসুকৃতিফলে সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্রশবণ হইতে প্রেমা লাভ হয়।

আমাদের ধারণা, যাঁহাদের ভগবানে বিশ্বাস হইয়াছে তাঁহারা বোধ হয় নির্ব্বোধ কিন্তু এই মনঃকল্পিত ধারণার মূল্য যে অন্ধকপর্দ্দকসদৃশ এবং ইহা যে নিজ মূর্খতারই জ্ঞাপক তাহা বুদ্ধি একটু ভাল হইলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি। তাই অবশেষে অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া আমাদিগকে ক্রমশঃ নির্ম্মল করে। আবার কোন কোন লোকের সংসারক্ষয়োন্মুখ হইলে বহু জন্মের সুকৃতিফলে স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস উদিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়।"
"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥"

এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। সুকৃতিজনিত আত্মপ্রসন্নতাক্রমে আত্মার নিত্যধর্ম্ম শ্রদ্ধার উদয় হয়। উদিতশ্রদ্ধ পুরুষ উপযুক্ত সাধুসঙ্গক্রমে স্বীয় অনর্থ বিনষ্ট করিয়া ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, অসক্তি ও ভাব পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করেন।

এই শ্রদ্ধা দুইপ্রকার—কোমলশ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা। যে শ্রদ্ধা অস্থিরা ও অসাধুসঙ্গে পরিবর্ত্তনযোগ্যা তাহাই কোমলশ্রদ্ধা আর যে শ্রদ্ধা অভ্রান্তা, অতর্ক্যা, অপরিবর্ত্তনীয়া ও অত্যন্ত বলবতী, তাহাই দৃঢ়শ্রদ্ধা; ইহার অপর নাম নিষ্ঠা বা রাগ। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয় সেই পরিমাণে জীবের মঙ্গল হয়। সুতরাং এই শ্রদ্ধারত্নটীকে অতি যত্নের সহিত সর্ব্বক্ষণ সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন করা যে বিশেষ আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধা প্রবলরূপে উদিত হইলে স্বয়ং রাগমার্গে প্রবেশ করে। আর শাস্ত্রযুক্তিবিধি ইত্যাদি অপেক্ষা না করিয়াই কৃষ্ণরতিরূপ ভাবপথে নির্ভয়ে আত্মোন্নতিসাধনে সমর্থ হয়; কিন্তু ঐ উদিতশ্রদ্ধা যদি কোমল অবস্থায় থাকে তখন সদ্‌গুরুর নিকট বিচারসাহায্য লাভ করিয়া উন্নত হয়। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসলক্ষণই যখন শ্রদ্ধার পরিচয় তখন সাধারণতঃ শাস্ত্রবিচার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস ॥"

এই সকল উপদেশের দ্বারা বুঝা যায় যে শাস্ত্রবিচার দ্বারা শ্রদ্ধা ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া উন্নতি লাভ করে। কোমলশ্রদ্ধা সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে 'ভক্তিনিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে জন্মে প্রীতির অঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন 'সর্ব্বানন্দধাম' ॥

দৃঢ়শ্রদ্ধায় শাস্ত্রযুক্তির কার্য্য নাই। কিন্তু কোমলশ্রদ্ধদিগের শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত উন্নতিলাভের অন্য কোন গতি নাই। এই শ্রেণীর শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর নিকট সৎসিদ্ধান্ত লাভ, মন্ত্রগ্রহণ ও গুরূপদিষ্টমতে অর্চ্চনাদি সাধন করিতে করিতে তাহাদের ক্রমোন্নতি হয়। দৃঢ়শ্রদ্ধ ভক্তের মনে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসজনিত সমস্ত সিদ্ধান্তই নামের কৃপায় উদিত হয়; তদ্ধেতু দৃঢ়শ্রদ্ধ পুরুষদিগের প্রমাণ আলোচনার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ যদি দৃঢ়শ্রদ্ধগণের অনুকরণে শাস্ত্রালোচনায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন তাহা হইলে প্রমাণ অবলম্বন ব্যতীত তাঁহারা সত্বরই স্থানচ্যুত হইয়া পড়েন। সুতরাং বাণীতে প্রতিষ্ঠিত থাকাই—অনুকরণ না করিয়া অনুসরণ করাই বা শ্রৌতপথকে বা শাস্ত্রপথকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকাই মঙ্গলের নিদান। ব্রহ্মবিস্তার স্বরূপ বেদই একমাত্র প্রমাণ ; কিন্তু বেদ বিপুল এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অধিকারীদের জন্য অনেক ব্যবস্থা তাহাতে থাকায় শুদ্ধভক্তের প্রতি বেদের নিগূঢ় উপদেশ এবং শুদ্ধভক্তির কথা সহজে অবধারণ করা যায় না। সেইজন্য বেদের সার অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণশিরোমণি বলিয়া জীবের নিকট প্রকটিত। মহাভাগ্যবান্ জনগণই দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্। এই দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্গণের সঙ্গ করিলেই শ্রদ্ধা ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে ; আর হরিবিমুখ বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিলে কোমলশ্রদ্ধা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই অসৎসঙ্গ ও অসচ্চিন্তা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া সতের সঙ্গ ও সদ্বস্তুর চিন্তায় আত্মনিয়োগ করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

মৌষল-লীলা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

মৌষল-লীলা সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলায় ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু, সনাতনপ্রভুর শিক্ষায় এইপ্রকার উল্লেখ করিয়াছেন—

"মৌষল-লীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষীহরণ আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥"
—চৈঃ চঃ ম ২৩।১১২

উক্ত পয়ারে তিনটি বিষয়ে মায়াময় বলিয়াছেন—১। মৌষল-লীলা ; ২। কেশাবতারের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ; ৩। মহিষীহরণ।

"কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোহভবস্য তে
দুর্গাশ্রয়োহথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ
স্বাত্মন্রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ॥"
—ভাঃ ৩।৪।১৬

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—হে প্রভো! আপনার বিরোধভঞ্জিকা অচিন্ত্যশক্তিবলে আপনি নিস্পৃহ হইয়াও যে কর্ম্ম করেন, প্রাকৃত জন্মরহিত হইয়াও যে জন্ম স্বীকার করেন, স্বয়ং কালস্বরূপ হইয়াও যে শত্রুভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় করেন এবং আত্মরতি হইয়াও যে বহুস্ত্রী পরিবৃত হইয়া গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করেন—এই সকল বিষয়ের সমাধান করিতে যাইয়া বিদ্বজ্জনগণেরও বুদ্ধি সংশয়ের দ্বারা ক্ষিপ্ত হয়।

১। মৌষল-লীলা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে এবং মহাভারতের মৌষল পর্ব্বে আর বিষ্ণুপুরাণে মৌষল-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—পরাশরমুনি মৈত্রেয় ঋষিকে বলিলেন—পূর্ব্বে কোন এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণ পিণ্ডারক তীর্থে যজ্ঞঅনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র, কণ্ব, অসিত, নারদ প্রভৃতি মুনিগণও আসিয়াছিলেন। যজ্ঞশেষান্তে তাঁহারা নিজ নিজ আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। মার্গে যদুকুলের দুর্ব্বিনীত কুমারগণ জাম্ববতীপুত্র শাম্বকে পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোকের ন্যায় সজ্জিত করিয়া সেই গমনরত মহামুনিগণকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন যে, হে মহামুনিগণ! পুত্রকামী এই বধূর গর্ভে পুত্র হইবে না কন্যা হইবে তাহা আমাদিগকে বলুন।

"দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে বিপ্রলব্ধাঃ কুমারকৈঃ।
মুনয়ঃ কুপিতাঃ প্রোচুর্মুষলং জনয়িষ্যতি।
যেনাখিল কুলোৎসাদো যাদবানাং ভবিষ্যতি॥"
—বিঃ পুঃ ৫।৩৭।৯

দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মুনিবৃন্দ কুমারগণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রতারিত হইয়া অতিশয় কোপসহকারে বলিলেন যে, ইনি এরূপ একটি মুষল প্রসব করিবেন যে তদ্দ্বারা সমুদায় যাদববংশ ধ্বংস হইবে। ঋষিগণ এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে যদুকুমারগণ শাম্বের উদরের বস্ত্র উন্মোচনে এক মুষল প্রাপ্ত হইল। ভয়ে মহারাজ উগ্রসেনের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে উগ্রসেন সেই মুষলকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। যাদবগণ লৌহময় মুষলের প্রায় সকলখণ্ড চূর্ণ করিল, কিন্তু শেষাংশ একখণ্ড কোনপ্রকারে চূর্ণ করিতে না পারিয়া সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। পরে মহাসমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত সেই মুষলচূর্ণ এরকাবন (তিনদিগ্‌ধারবিশিষ্ট দেরাঞ্চি নামক তৃণে পরিণত হইল)।

সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত সেই অবশেষ মুষলখণ্ডকে একটি মহা-মৎস্য খাদ্যবস্তু মনে করিয়া তাহা আহার করিল। অনন্তর মৎস্যজীবিগণ কর্ত্তৃক ঐ মৎস্য যখন ধৃত হইয়া খণ্ডিত হইল তখন তাহার উদর হইতে সেই মুষলখণ্ড বাহির হইলে জরানামক একজন ব্যাধ তাহা গ্রহণ করিল। ব্যাধ সেই লৌহখণ্ডকে লইয়া নিজের বাণের অগ্রভাগে লাগাইল।

একসময়ে দ্বারকার পরিকর-সহিত শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন। তথায় সংযতহৃদয়ে স্নান করতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিতানুসারে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন।

"প্রাপ্য প্রভাসং প্রযতাঃ স্নাতাস্তে কুকুরান্ধকাঃ।
চক্রুস্তত্র সুরাপানং বাসুদেবানুমোদিতাঃ॥"
—বিঃ পুঃ ৫।৩৭।৩৭

সেই স্থানে তাঁহারা সুরাপানপূর্ব্বক পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বাদানুবাদ দ্বারা একটি ভয়ঙ্কর কুলক্ষয়কর কলহাগ্নি উত্থাপিত করিলেন, ক্রমে ঐ কলহরূপী অগ্নি অতিবাদরূপ কাষ্ঠযোগে আরও প্রবল হইল এবং ঐ কলহাগ্নিই যদুকুলের ক্ষয়ের কারণরূপে পরিণত হইল। তখন অস্ত্রাদি দ্বারা যাদবগণ পরস্পর কৃষ্ণের ইচ্ছায় শস্ত্র প্রহার করিতে লাগিলেন। যখন অস্ত্রাদি নিঃশেষ হইয়া গেল তখন তাঁহারা নিকটস্থ মুষলচূর্ণে উৎপন্ন এরকা—তৃণদ্বারা পরস্পরকে আঘাত দ্বারা নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধে জানা যায় যে, কেবলমাত্র চার-পাঁচ ব্যক্তিই জীবিত ছিলেন।

"বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিত চেতসাম্।
অজানতামিবান্যোন্যং চতুঃ পঞ্চাবশেষিতাঃ॥"
—ভাঃ ১।১৫।২৩

অন্ন হইতে প্রস্তুত বারুণী নামক মদিরা পান করায় তাঁহাদের এইরূপ চিত্তোন্মাদ উপস্থিত হইল যে, তাঁহারা যেন পরস্পর পরষ্পরকে জানিতে না পারিয়াই এরকানামক তৃণমুষ্টিদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ও তাহাতেই প্রায় সকলে নিহত হইলেন, এখন তাঁহাদিগের কেবলমাত্র চারি পাঁচজন অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভও একজন ছিলেন।

যাদবগণ নিধন হইলে শ্রীবলরাম সমুদ্রের কিনারে গমন করিয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক মনুষ্যলোক পরিত্যাগ করিলেন। বলরামের নির্য্যাণ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপ ধারণ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাক্রমে পূর্ব্বোক্ত জরানামক ব্যাধ সেইস্থানে উপস্থিত হইল। তাহার হস্তে যে মুখ্যবাণ ছিল তাহার অগ্রভাগ সেই মুষলাবশেষ লৌহ-নির্ম্মিত শল্যদ্বারা রচিত ছিল। দূরস্থিত সেই ব্যাধ শ্রীভগবানের মৃগাকার শ্রীচরণ অবলোকন করিয়া মৃগবোধে তাহার পদতলদেশে সেই বাণদ্বারা বিদ্ধ করিল। তারপর ঐ ব্যাধ সেইস্থানে গমন করিয়া দেখিল যে, একজন চতুর্ভুজধারী মনুষ্য সেইখানে অবস্থান করিতেছেন। তখন সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—আপনি প্রসন্ন হউন। আমি অজ্ঞাতসারে হরিণবোধে এই কর্ম্ম করিয়াছি, আমি পাপে দগ্ধ, আমাকে আর দগ্ধ করিবেন না, আমাকে ক্ষমা করুন।

"অজানতা কৃতমিদং ময়া হরিণশঙ্কয়া।
ক্ষম্যতামাত্মপাপেন দগ্ধং মা দগ্ধমর্হসি॥"
—বিঃ পুঃ ৫।৩৭।৬৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন—তোমার অণু-

মাত্রও ভয় নাই। হে ব্যাধ! তুমি আমার প্রসাদে স্বর্গে দেবতাবাসে গমন কর।

"ততস্তং ভগবানাহ ন তেঽস্তি ভয়মণ্বপি।
গচ্ছত্বং মৎপ্রসাদেন লুব্ধ স্বর্গে সুরালয়ম্॥"
—ঐ ৬৬

ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল। ব্যাধ স্বর্গে গমন করিলে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অমল, অব্যয়, অচিন্ত্য, জন্ম ও জরারহিত, অবিনাশী, অপ্রমেয় ও অখিলস্বরূপ ব্রহ্মভূত বাসুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া ত্রিগুণাত্মক গতিকে পরিত্যাগ করতঃ মানুষদেহ পরিত্যাগ করিলেন। বিষ্ণুপুরাণে এইপ্রকার বর্ণিত আছে।

"গতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।
ব্রহ্মভূতেঽব্যয়েঽচিন্ত্যে বাসুদেবময়েঽমলে॥
অজামন্যজরেঽনাশিন্যপ্রমেয়েঽখিলাত্মনি।
তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্॥"
—বিঃ পুঃ ৫।৩৭।৬৮-৬৯

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে মহাভারতে এইপ্রকার বলা হইয়াছে—

"অথাপশ্যৎ পুরুষং যোগযুক্তং
পীতাম্বরং লুব্ধকোঽনেক বাহুম্।
মত্বাত্মানং ত্বপরাধং স তস্য
পাদৌ জরা জগৃহে শঙ্কিতাত্মা॥
আশ্বাসয়ংস্তং মহাত্মা তদানীং
গচ্ছন্নূর্দ্ধং রোদসী ব্যাপ্য লক্ষ্মা॥"
—মহাভারত মৌষলপর্ব্ব ৪।২৩-২৪

জরানামক ব্যাধ দূর হইতে যোগাসনে শয়নরত কেশবকে দেখিয়া মৃগভ্রমে তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। সেই নিক্ষিপ্ত বাণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদতলে বিদ্ধ হইল। তখন সেই ব্যাধ মৃগ গ্রহণের জন্য শীঘ্র গমন করিয়া দেখিল যে, অনেক বাহুসম্পন্ন পীতাম্বরধারী যোগাসনে শয়নরত পুরুষ তাহার বাণে বিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহাকে দর্শনমাত্রে নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া শঙ্কিতমনে সেই ব্যাধ অনেকপ্রকার স্তুতিবাক্যে চরণে নিপতিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া আকাশমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিতে করিতে গমন করিলেন।

এই সময় ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্বদেবা, মুনিবৃন্দ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপসরাগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ (স্বাগতার্থ) উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের দ্বারা সৎকৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত নিজের অপ্রমেয় স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের দেহকে পৃথিবীর উপর পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন—এই কথা মহাভারতে উল্লিখিত বর্ণনে জানা যায় না, এমনকি ইহা জানা যায় যে, তিনি আকাশমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়া সশরীরেই নিজের অপ্রমেয় ধামে গমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক অভ্যর্থনা ও সৎকারাদির উল্লেখে স্পষ্টই জানা যায় যে, তিনি দেহহীন জ্যোতিরূপে বা আত্মস্বরূপে স্বধামে গমন করেন নাই। তাঁহার লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য্যের) সহিতই তিনি গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে এইপ্রকার বর্ণন করিয়াছেন—

"মুষলাবশেষায়ঃখণ্ড কৃতেষুর্লুব্ধকো জরা।
মৃগাস্যাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্কয়া॥"
—ভাঃ ১১।৩০।৩৩

জরানামক ব্যাধ মুষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ডদ্বারা এক বাণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সে তৎকালে মৃগভ্রমে মৃগবদনের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের চরণে বাণাঘাত করিল। অনন্তর অপরাধী ব্যাধ চতুর্ভুজ পুরুষ দর্শনে ভীত হইয়া নতমস্তকে তাঁহার চরণতলে পতিত হইল।

"চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স কৃতকিল্বিষঃ।
ভীতঃ পপাতশিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ॥"
—ভাঃ ১১।৩০।৩৪

হে অনঘ! উত্তমঃ শ্লোক! মধুসূদন! আমি অতীব দুরাচার, পরন্তু সম্প্রতি অজ্ঞানবশতঃ এই মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি। সুতরাং আপনি মদীয় অপরাধ ক্ষমা করিবেন। হে প্রভো, জ্ঞানিগণ যাঁহার অনুক্ষণ ধ্যান অজ্ঞানান্ধকারনাশকরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন, আমি সেই আপনার প্রতি এতাদৃশ অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছি।

অজ্ঞানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন।
ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমঃশ্লোক মেহনঘ ॥
—ঐ ১১। ৩০।৩৫

হে বৈকুণ্ঠ! আমি যাহাতে পুনরায় সাধুগণের প্রতি ঈদৃশ অন্যায়াচরণ করিতে না পারি সেজন্য সত্বর এই মৃগলুব্ধক দুরাচারকে বিনষ্ট করুন। হে প্রভো! ব্রহ্মা, তৎপুত্র রুদ্রাদি দেবগণ এবং অন্যান্য বেদতত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণও আপনার মায়ায় আচ্ছাদিতদৃষ্টি হইয়া ভবদীয় স্বাধীনমায়াবিরচিত ব্রহ্মশাপাদিরূপ চরিতসমূহের রহস্যজ্ঞানে সমর্থ নহেন; সুতরাং মাদৃশ পাপযোনিসম্ভূত পুরুষ আপনার মাহাত্ম্য কি বর্ণন করিবে।

যস্যাত্মযোগরচিতং ন বিদুর্বিরিঞ্চো
রুদ্রাদয়োঽস্য তনয়াঃ পতয়ো গিরাং যে।
ত্বন্মায়য়া পিহিতদৃষ্টয় এতদঞ্জঃ
কিং তস্য তে বয়মসদ্গতয়ো গৃণীমঃ ॥
—ভাঃ ১১।৩০।৩৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে জরে! তুমি উঠ, ভীত হইও না। তুমি ইহা আমার অভীষ্ট কার্য্যই করিয়াছ। সম্প্রতি আমার অনুমতিক্রমে সুকৃতিগণের স্থানে গমন কর। ইচ্ছাময়-বিগ্রহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া জরাব্যাধ বারত্রয় তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক বিমানারোহণে স্বর্গগমন করিয়াছিল।

মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে।
যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্ ॥
ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছাশরীরিণা।
ত্রিঃ পরিক্রম্য তং নত্বা বিমানেন দিবং যযৌ ॥
—ভাঃ ১১।৩০।৩৯-৪০

শ্রীকৃষ্ণের গমনসময়ে ব্রহ্মা, শঙ্কর, পার্ব্বতী, মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, মরীচি প্রভৃতি পিতৃগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহানাগ, চারণ, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা এবং গরুড়লোকবাসী পক্ষিগণ সকলে ভগবৎপ্রয়াণলীলা দর্শন-কামনায় পরম ঔৎসুক্যসহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রলীলা কীর্ত্তন ও স্তব করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকাম্ ॥"
—ভাঃ ১১।৩১।৬

দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইলে তিনি ধ্যানধারণার বিশুদ্ধ বিষয়ীভূত লোকাভিরাম স্বীয় বিগ্রহ (শরীর) আগ্নেয়ী যোগধারণাদ্বারা দগ্ধ না করিয়াই নিজধামে প্রবিষ্ট হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আগ্নেয়ী যোগধারণে নিজের শ্রীবিগ্রহকে যে লোকসমূহের ধারণা এবং ধ্যানের মঙ্গলময় আধার ছিল তাহা দগ্ধ না করিয়া সশরীরে নিজের ধামে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ প্রকাশ্যে অপ্রকট হইলেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণঃ স্বেচ্ছায়া ধাম স্বতন্বৈব সমাবিশৎ"। শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় নিজের তনুর সহিতই নিজধামে প্রবেশ করিলেন। স্বেচ্ছায় মৃত্যু যোগীজন আগ্নেয়ী যোগধারণাদ্বারা নিজের তনুকে দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে গমন করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও আগ্নেয়ী যোগধারণা প্রদর্শন অবশ্য করিয়াছেন, কিন্তু নিজের দেহকে দগ্ধ না করিয়া সশরীরেই তিনি নিজধামে প্রবেশ করিয়াছেন।

"যোগিনো হি স্বচ্ছন্দ মৃত্যবঃ স্বতনুমাগ্নেয্যা যোগধারণয়া দগ্ধা লোকান্তরং প্রবিশন্তি, ভগবাংস্তু ন তথা, কিন্তু অদগ্ধ্বৈব স্বতনুসহিত এব স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠাখ্যং প্রবিশৎ।"

শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন—তবে তিনি আগ্নেয়ী যোগধারণার অবলম্বনই কেন করিলেন? কেবল যোগিগণকে দেহত্যাগের রীতিকে শিক্ষা দিবার জন্যই করিয়াছিলেন। "যোগিনাং দেহত্যাগশিক্ষানার্থমেব ধারণামনুতদন্তর্ধাপনমিত্যেবজ্ঞেয়ম্।" শ্রীভাগবতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ভূতলপর কোন দেহ পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। তিনি সশরীরেই নিজের ধামে প্রবেশ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রকাশাবস্থা হইতে অপ্রকট হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে একমত।

এখন প্রশ্ন হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি ভূতলপর কোন দেহ পরিত্যাগ না করিয়া থাকেন, তবে ঐ পুরাণত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের দেহ পরিত্যাগ ও অগ্নি সংস্কারের বর্ণন পাওয়া যায় কেন? আর শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং ভগবান্ হন, তবে তাঁহার মৃত্যু কেন হইল এবং তাঁহার দেহ অগ্নি সংস্কারও বা কি প্রকারে সম্ভব? আর যাদবগণ যদি তাঁহার পার্ষদই হন, তবে তাদের মৃত্যু ও অগ্নি সংস্কার কিভাবে সম্ভব?

ক্রমশঃ এই প্রশ্নের আলোচনা করার চেষ্টা করা

যাইতেছে। সর্ব্বপ্রথম শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী উক্তিতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী বর্ণনে এইপ্রকার আছে—

"দেবকী রোহিণী চৈব বসুদেবস্তথা সুতৌ।
কৃষ্ণরামাবপশ্যন্তঃ শোকার্ত্তাবিজহুঃ স্মৃতিম্॥
প্রাণাংশ্চ বিজহুস্তত্র ভগবদ্‌বিরহাতুরাঃ।
উপগুহ্য পতীংস্তাত চিতামারুরুহুঃ স্ত্রিয়ঃ॥
রামপত্ন্যশ্চ তদ্দেহমুপগুহ্যাগ্নিমাবিশন্।
বসুদেবপত্ন্যস্তদ্গাত্রং প্রদ্যুম্নাদীন্ হরেঃ স্নুষাঃ।
কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ॥"
—ভাঃ ১১।৩১।১৮-২০

মৌষল-লীলার কথা শ্রবণ করিয়া দেবকী, রোহিণী ও বসুদেব কৃষ্ণ-বলরামের শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। যদুকুলের পত্নীগণ নিজ নিজ পতিকে আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণ করিলেন। বলদেবের পত্নী তাহার দেহকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। বসুদেবের পত্নীগণ বসুদেবের দেহকে এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবধূগণ প্রদ্যুম্ন আদির শরীরকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। রুক্মিণী আদি শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণে চিত্তসংনিবেশ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ কৃষ্ণের দেহকে আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহন করিয়াছেন, এইপ্রকার বাক্য উল্লেখ নাই। "শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ তদ্গতচিত্তে অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলেন।" ইহাতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ কোন দেহই পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। তিনি সশরীরেই নিজধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রকাশ হইতে অপ্রকট হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও ভাষ্যে এইপ্রকার বলিয়াছেন—

"অগ্নাবন্তর্দ্দধে ভৈষ্মী সত্যভামা বনে তথা।
ন তু দেহবিয়োগোঽস্তি তয়োঃ শুদ্ধচিদাত্মনোঃ॥"

মহাভারতে মৌষলপর্ব্বের সপ্তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, অর্জ্জুন বলদেব ও বাসুদেবের পরিত্যক্ত দেহ পরিবারগণকে খোঁজ করিয়া একত্রে আনিয়া চিতানলে ভস্ম করিয়াছেন; তদ্রূপ বিষ্ণুপুরাণেও উল্লেখ আছে যে—

অর্জ্জুনোঽপি তদান্বিষ্য কৃষ্ণরামকলেবরে।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ॥
—বিঃ পুঃ ৫।৩৮।১

উক্তশ্লোকে বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনানুসারে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের কথা জানা যায় এবং দেহের সৎকারের কথাও জানা যায়। কিন্তু পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে জরা নামক ব্যাধকে বৈকুণ্ঠ গমনের পশ্চাৎ 'ভগবান্ অমল, অব্যয়, অচিন্ত্য, ব্রহ্মভূত বাসুদেবময় নিজ আত্মায় আত্মার যোগ করিয়া ত্রিবিধাত্মক প্রকৃতির পরিত্যাগ করিয়া মানবদেহকে পরিত্যাগ করিলেন'। বাসুদেবাত্মক ভগবৎ-স্বরূপ, জন্ম আর জরারহিত অবিনাশী, অপ্রমেয়, অখিলস্বরূপ।

শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ এইমাত্র—"সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি" উদ্ধৃত শ্লোকের অনুবাদে বলা হইয়াছে, বাসুদেবময় নিজের আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া, ইহাতে দুই 'আত্মা' শব্দের একই অর্থ হইতে পারে না; একই অর্থ স্বীকার করিলে নিজ আত্মায় আত্মার যোগ করিয়া বাক্যের কোনও অর্থের উপলব্ধি হয় না। 'আত্মায় আত্মার যোগ' ইহার তাৎপর্য্য কি? এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতেও ঠিক ঐপ্রকারই উক্তি দেখা যায় —"সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ।" ভাঃ ১১।৩১।৫। ইহার টীকাকার "ক্রমসংদর্ভে" উল্লেখ করিয়াছেন—"আত্মনি স্ব-স্বরূপে এব আত্মানং মনঃ সংযোজ্য।" এখানে আত্মনি—আত্মাতে শব্দের অর্থ আছে, স্ব-স্বরূপে, নিজ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে আর আত্মনং শব্দের অর্থ 'মন'। দুই আত্মা শব্দে সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত 'আত্মা' শব্দের অর্থ আছে—স্ব-স্বরূপে আর দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত 'আত্মা' শব্দের অর্থ 'মন'। বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে বাসুদেবময় নিজের আত্মায় আত্মার যোগ করিয়া, বাক্যের তাৎপর্য্য এইপ্রকার হইবে—শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবময় নিজের স্বরূপে মনকে সংযোগ করিয়া। বাসুদেবময় স্বরূপের অর্থ—বাসুদেবই তাহার স্বরূপ। এই স্বরূপে এবং যাহাতে মানবদেহ পরিত্যাগ করিলেন তাহাতে কোনপ্রকারই ভেদ থাকিতে পারে না। তিনি আত্মারাম, নিজ-নিজতেই সংযোগ করিয়া এই বাক্যে তাঁহার আত্মারামতাই সূচনা হয়। এই স্বরূপ অমল, অব্যয়, অচিন্ত্য, ব্রহ্মভূত, জন্ম-জরারহিত, অবিনাশী, অপ্রমেয় এবং অখিলস্বরূপ। ইহাও বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন। অতএব তাহার দেহ-দেহী ভেদ থাকিতে পারে না।

"দেহদেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কৃচিৎ।"—ব্রঃ সং। তিনি আনন্দঘন, চিদ্‌ঘন, রসঘন, সচ্চিদানন্দ। তাঁহার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই, মায়াবদ্ধ জীবেরই জন্ম-মৃত্যু আছে। জড়দেহের জন্ম হয়, এই জড়দেহে দেহী জীবাত্মার আশ্রয়; জীবাত্মার দেহ ত্যাগ করিয়া গমন করাকেই মৃত্যু সংজ্ঞা দেওয়া হয়। দেহধারী জীবের দেহ জড়, দেহী জীবাত্মা চিদ্‌বস্তু। অতএব জীবের দেহ এবং দেহী দুই বস্তু। ইহাতে জীবের জন্য নিজের দেহগ্রহণ যেরূপ সম্ভব, তদ্রূপ দেহত্যাগ করাও সম্ভব। কিন্তু ভগবানের দেহ যে বস্তু ভগবানও একই আনন্দময় বস্তু। 'দেহ' নামক তাহার পৃথক্ কোন বস্তু বা সত্ত্বা নাই। ইহার জন্য যেমন জন্ম নাই, সেইপ্রকার মৃত্যু বা দেহত্যাগও নাই বা থাকিতে পারে না; কেবল আবির্ভাব-তিরোভাব মাত্রই হইতে পারে। তিনি যখন নিজের নরলীলা প্রকট করেন, মানবের ন্যায় শুক্রশোণিত মিলিত তাঁহার জন্ম নহে। তিনি নিত্যবস্তু, তথাপি লোক নয়ন-গোচরীভূত মাত্র করেন। অতএব তাঁহার জন্ম নাই। ইহার 'অজন্মনি' শব্দে বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। 'বাসুদেবময়' শব্দের তাৎপর্য্য বিবেচ্য। 'বসুদেব' শব্দের অর্থ শুদ্ধ-সত্ত্ব।

শ্রীমদ্ভাগবতে "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্" —'বাসুদেব' শব্দের অর্থ বসুদেব শুদ্ধসত্ত্বঘটিত এবং বাসুদেবময় বা সচ্চিদানন্দময় যাঁহার স্বরূপ, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু সম্ভব নহে। যেরূপ তিনি সশরীরে আবির্ভূত হন, সেইরূপ তিনি সশরীরে তিরোভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ প্রকট-অপ্রকট মাত্র।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি তিনি সশরীরে তিরোভাব প্রাপ্ত হন তবে বিষ্ণুপুরাণে "তত্যাজ মানুষং দেহং" —মনুষ্যদেহকে ত্যাগ করিলেন, কেন বলিলেন? উত্তরে বলা যায় যে, এখানে মনুষ্যদেহের তাৎপর্য্য কি? যদি যথাশ্রুতার্থ করা যায় তবে মনুষ্যদেহের অর্থ হইবে সাধারণ মনুষ্যের মত দ্বিভুজধারী শরীর। তবে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ দেহকেই পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং গবেষকগণও তাহাই প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার দ্বিভুজ মনুষ্যবিগ্রহকে পরিত্যাগ সম্ভব নহে। কারণ দ্বিভুজই কৃষ্ণের স্বরূপ, নিজস্বরূপ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
বাসুদেবের সেই তনু চতুর্ভুজ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৫।৩৬

"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।১৫২-৫৩

এই পয়ারের অনুভাষ্যে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন—"হে সনাতন! কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার এই যে, কৃষ্ণ ব্রজধামে ব্রজপতি নন্দের কুমার। তিনি অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—এই চারিপ্রকার তত্ত্বে মায়াজনিত পরস্পর ভেদ বা বিরোধ দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে মায়িক ভেদবিধি কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং কৃষ্ণের স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং স্বয়ং প্রকাশ। সুতরাং নন্দকুমারের দ্বিভুজ মনুষ্যরূপই তাঁহার নিত্যস্বরূপ।"

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলা হয় অনুরূপ॥

—চৈঃ চঃ ম ২১।১০১

কৃষ্ণের গোকুল-লীলা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি পরব্যোম-লীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার-লীলা, পৃথু-ব্যাসাদি আবেশাবতার লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্তক্রীড়াময় ভগবানের খেলাসমূহের মধ্যে তারতম্য বিচারে তাঁহার নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ নরবপু, গোপবেশ, বেণুহস্ত, নবকিশোর ও নটবর। কৃষ্ণস্বরূপ —নরলীলার সদৃশ, কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনুপাদেয়, সসীম, অবচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বিশেষণ-মলবিশিষ্ট নহে।—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অনুভাষ্য। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পয়ার অনুসারে দ্বিভুজ নরলীলাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, নিজস্ব নিত্যরূপ, স্বরূপ পরিত্যাগ কখনও সম্ভব নহে। তবে বিষ্ণুপুরাণে "তত্যাজ মানুষং দেহং" যথাশ্রুতার্থ শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ দেহকেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু

তাঁহার দ্বিভুজদেহ থাকা একথা বিষ্ণুপুরাণেও বলেন নাই। উক্ত পুরাণে বলা হইয়াছে যে, জরা ব্যাধ যাইয়া দেখিল এক চতুর্ভুজ নরস্বরূপ। "তত দদৃশে তত্র চতুর্বহুধরং নরম্"—ইহা মনুষ্যদেহ নহে। অতএব মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিলেন এইপ্রকার যথাশ্রুতার্থ বিচার সংযুক্ত হয় না। তবে বাস্তবিক তাহার অর্থ কি হইবে? মনুষ্যদেহের অর্থ হইবে প্রকটিত মনুষ্যলোকে প্রকটিত দেহ বা বিগ্রহ। সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রকটিত দেহ পরিত্যাগ বা দেহের প্রকটত্ব ত্যাগ করিয়া প্রকটিত দেহকে অপ্রকট অর্থাৎ লোকলোচনের অদৃশ্য করিলেন। যাহা লোকনয়নের গোচরিভূত করিয়াছিলেন তাহা লোকনয়ন হইতে অন্তর্হিত করিলেন। এইপ্রকার অর্থ করা ছাড়া বিষ্ণুপুরাণের বাক্যের পরস্পরের সঙ্গতি থাকে না।

'তত্যাজ মানুষং দেহং' এই বাক্যের সমাধানের জন্য স্মৃতির শ্রীকৃষ্ণের বচন তিনটি উল্লেখ করিতে হইবে।

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"
"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এই ত্রিগুণময়ী দৈবীমায়া অতিক্রম করা জীবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আমাকে যাঁহারা আশ্রয় করেন, তাঁহারাই কেবল এই গুণময়ী মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন।

এই দুইটী গীতাবচনে যোগমায়া এবং গুণময়ী মায়া এই দ্বিবিধ মায়ার উল্লেখ দেখা যায় এবং এই দ্বিবিধ মায়ার কার্য্যপরিচয়েরও কিছু বিভিন্নতা দেখা যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণময়ী মায়ার অপর নাম বহিরঙ্গা; বহিরঙ্গা মায়াশক্তি সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আলোচনায় যাহা পাই তাহা মোটামুটিভাবে পুরাণাদি বর্ণিত মায়াতত্ত্বেরই উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণাদিতে গুণময়ী মায়াকে ভগবানের 'অপরা' শক্তি বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে মায়া হইল 'তদপাশ্রয়া' শক্তি; অপ অর্থ অপকৃষ্ট অর্থাৎ অপরা নিকৃষ্টা বা অশ্রেষ্ঠা। সুতরাং 'অপাশ্রয়া' অর্থ হইল অতি অপকৃষ্টরূপে আশ্রয় যাঁহার; তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার অপকৃষ্ট স্থিতির জন্য গুণময়ী মায়া কখনও ভগবানের সাক্ষাৎ স্পর্শে এমন কি সাক্ষাৎ দৃষ্টির সম্মুখেও আসে না, তাহাকে নিলীয় (গর্হিত পশ্চাদ্‌ভাগে) অর্থাৎ আড়ালে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হয়। এই কথাই বলা হইয়াছে ভাগবত পুরাণে। সেখানে বলা হইয়াছে ভগবানের অভিমুখে অবস্থান করিতে বিশেষরূপে লজ্জিত হইয়া এই গুণময়ী মায়া অনেক দূরে অপসারিতা হয়। "মায়া পরেত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ইত্যাদি।"—ভাঃ ২।৭।৪৭। এই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বহির্দ্বারসেবিকা দাসীর ন্যায়, আর অন্তরঙ্গা যোগমায়া স্বরূপশক্তি হইল ভগবানের পট্টমহিষীর ন্যায়। দাসী যেমন গৃহস্বামীরই আশ্রিতা বটে, তদাশ্রিতা হইয়াই সে যেন প্রভু হইতে অনেক দূরে দূরে অবস্থান করিয়া প্রভুরই তৃপ্তি বিধানের নিমিত্ত বহিরাঙ্গনে সর্ব্বপ্রকার সেবাকার্য্যে নিযুক্তা থাকে। গুণময়ী মায়াশক্তিও ঠিক তদ্রূপ, ভগবানের আশ্রিতা হইয়া সে ভগবানেরই বহির্দ্বারিকা সেবিকার ন্যায় সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকে। গুণময়ী মায়ার ভগবানের সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ত' নাই-ই; তদংশভূত পুরুষের অর্থাৎ পরমাত্মারও "বিদূরবর্ত্তি তয়েবাশ্রিতত্বাৎ" অনেক দূরবর্ত্তী থাকিয়া আশ্রিত হইবার নিমিত্ত মায়ার হইল একান্ত "বহিরঙ্গসেবিত্ব"। গৃহদাসী যেমন গৃহকর্ত্রীর দ্বারা বশীভূত থাকে, গৃহস্বামীর যেরূপ কোন ভাবেই শান্তিভঙ্গের কারণ হইতে পারে না; ভগবানও সেইরূপ তাহার চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তিদ্বারা মায়াকে বশীভূত রাখিয়া সর্ব্বপ্রকারের প্রকৃতগুণ-স্পর্শহীন ভাবে আপনার মধ্যে আপনি কেবলরূপে অবস্থিত আছেন। "মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত-আত্মনি"। ভাঃ ১।৭।২৩, গুণময়ী বহিরঙ্গা মায়া, জীবমায়া জীবকে ভগবদবিমুখ করিয়া তাহার স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া ফেলে এবং জাগতিক বস্তুতেই তাহাকে আসক্ত করিয়া তোলে। সৃষ্টিকার্য্যে গৌণ নিমিত্তকারণরূপে স্বীকৃত।

গুণময়ী মায়ার কার্য্য হইল কেবল জীববিমোহন, জীবের স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটান। অজ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞান আবৃত হয়, তাহাতেই জীবসকল মোহপ্রাপ্ত

হয়। এই জীব-বিমোহন কার্য্যের জন্য মায়া নিজেই বিলজ্জমানা হয়।

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে সমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।

—ভাঃ ২।৫।১৩

জীবশক্তি মায়াশক্তির সংস্পর্শে আসিয়া মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া যায়। ভগবানের 'অচিন্ত্য' শক্তির দ্বারা সকল কিছুই সম্ভব হইতে পারে, যাহা কিছু দুর্ঘট তাহাকে ঘটাইয়া তুলিবার সমর্থই ত শক্তির 'অচিন্ত্যত্ব' "দুর্ঘট-ঘটকত্বং চাচিন্ত্যত্বম্"। 'অচিন্ত্য' বলিয়া ব্রহ্মের এই শক্তি কল্পনামাত্র নহে। এই সকল শক্তিই যে স্বাভাবিকী। একদিক্ হইতে বিচার করিলে শক্তিমাত্রই 'অচিন্ত্য' কারণ শক্তির স্বরূপ ফলনই মানুষের জ্ঞানগোচর হইতে পারে না, সংসারে মণি-মন্ত্রাদির যে শক্তি তাহাও তো অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। 'অচিন্ত্যজ্ঞান' শব্দের তাৎপর্য্য হইল, যাহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তর্কসহ নহে, কেবল কার্য্যফলের প্রমাণেই যাহা গোচরীভূত হয়। ইহাকে বলা হইয়াছে—"অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদি বিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ সন্তি।" ভিন্ন-অভিন্ন ইত্যাদি বিকল্পের দ্বারা যাহার চিন্তা করা যায় না, কেবল অর্থাপত্তির দ্বারাই যাহা জ্ঞানগোচর হয়, তাহাই হইল অচিন্ত্য। এই অচিন্ত্য গুণময়ী মায়া দ্বারা, জীবসমূহের ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানকে সর্ব্বদা আবৃত করিয়া রাখে। সুতরাং জীব নিজস্বরূপ ও ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে, স্বেচ্ছায় জানিতে পারে না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন, হীনমতি মানবগণ তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত না হইয়া তাহাকে মনুষ্যাদি রূপে পরিব্যক্ত প্রাকৃত জীব বলিয়া মনে করে। তাহাদের এতাদৃশ ভ্রম কেন জন্মে, বর্ত্তমান শ্লোকে তাহারই হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। বিশ্বের যাবতীয় লোকের সমক্ষে আমি প্রকাশিত হই না। যাহারা আমার প্রেমিক ভক্ত তাহারাই কেবল আমার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। আমি অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি যোগমায়া দ্বারা নিরন্তর সমাবৃত্ত থাকি। এই মায়া অঘটন-ঘটন-পটিয়সী। যোগমায়ার আবরণ ভেদ করা অভক্ত-জনের সাধ্যাতীত। এই জন্যই মূঢ়মতি মানবেরা আমার জন্মাদিরহিত নিত্যভাব পরিজ্ঞাত হইতে পারে না।

যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত, দর্শন মানবগণ আমার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে অসমর্থ। এখনে ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, সেই যোগমায়া কদাপি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-শক্তি নিরুদ্ধ করিতে পারে না। যোগমায়া বা বহিরঙ্গ গুণ-মায়ার প্রভাবে সর্ব্ব-লোক বিমোহিত হইলেও, আমি অর্থাৎ ভগবান্ তাহাদের প্রভাবাধীন নহি। মানবের জ্ঞানচক্ষু মায়ার দ্বারা নিরুদ্ধ হয় সত্য; কিন্তু আমি নিরন্তর অনাবৃত জ্ঞান। সুতরাং মায়ার অধীনতা-বহির্ভূত। আমি সর্ব্বোত্তম মায়াবী এবং পরম পুরুষ।

"মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ৯।১১, এই গীতার শ্লোকাংশ দেখিতে আপাততঃ মনে হয় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানুষশরীরকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্য লীলা আচরণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে ভগবানের মানুষ শরীরকে আশ্রয় করা কাহাকে বলে। জগতে যেমন কোন অক্ষম-ব্যক্তি তাহার কোন কার্য্যসাধনের জন্য কোন সক্ষম ব্যক্তিকে আশ্রয় করে সেইরূপ কি? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত রূপের (আধার, তাহার) মধ্যে মনুষ্যরূপই (বিগ্রহই) অর্থাৎ নরাকৃতি দ্বি-ভুজই নিজরূপ, স্বরূপ। "নরাকৃতি পরব্রহ্ম"। —ভাঃ ৯।২৩।২০, এই বচনেও সিদ্ধ হয় যে, ভগবানের এই শরীরের সচ্চিদানন্দময়তাকে তাহার শুদ্ধভক্ত-তত্ত্বজ্ঞগণ নিরূপণ করেন। এই মনুষ্য বিগ্রহের ব্যাপকতা বালকরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাতা শ্রীযশোদাদেবী দেখিয়াছিলেন। "যোগমায়া সমাবৃতঃ" অন্তরঙ্গা যোগমায়া-শক্তি প্রকাশ করিয়া, ভগবানের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যকে সম্যক ভাবে আবৃত করিয়া নরলীলা প্রকাশ করিলেন। ইহাই এমনাকার বক্তব্য।

সূর্য্য যেমন তাহার কিরণমালা প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বগগণে উদিত হয় এবং যে যে দিকে সূর্য্যের গতি সেই সেই দিকে তাহার কিরণমালা প্রকাশ হইয়া থাকে। সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাহার যোগমায়া শক্তির পূর্ণবিকাশ করিয়া স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া নরলীলা করিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞানে তাঁহারা অসমর্থ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অব্যবহিত পূর্ব্ব শ্লোকে অল্পবুদ্ধি মানবগণের সম্বন্ধে "পরং ভাবমজানন্তঃ"

এই যে উক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্পই তাদৃশ অজ্ঞতার কারণ। যেহেতু যে মায়া দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান-নেত্র সমাচ্ছন্ন, সেই মায়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প-বশবর্ত্তিনী; সুতরাং তাঁহার সঙ্কল্পকেই অভক্তগণের পক্ষে ভগবৎস্বরূপ জ্ঞানের বিরোধী বলিতে হয়। শুদ্ধভক্ত ভিন্ন অন্য সকল লোকই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অজ, অব্যয়, অনাদি, অনন্ত, পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ বলিয়া চিনিতেই পারে না এবং বিপরীত দৃষ্টির বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্য বলিয়াই মনে করে। লৌকিক ব্যবহারে যাহাকে মহামায়া বলিয়া উল্লেখ করা হয় তাহাও বড় সহজ নহে। তাহার প্রভাবে বিদ্যমান বস্তুর স্বরূপ-আবৃত এবং কিঞ্চিৎ অবিদ্যমান বস্তুও পরিদৃষ্ট হয়। যখন লৌকিক মায়াই এত প্রবলা, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া যে নিতান্ত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী তাহাতে সন্দেহ কি?

মানবগণের আবৃত জ্ঞান ভবিষ্যতের যবনিকা বিদূরিত করিয়া কখনই অনাবৃত ঘটনাবলীর প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিতে পারে না। মানবের ক্ষুদ্র বিজ্ঞান ও অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতা এতাদৃশ পরিপূর্ণ জ্ঞানের নিকট চিরদিনই অবনতমস্তক। মোহাচ্ছন্ন মানবকুল ক্ষুদ্র-শক্তির প্রভাবে আপনাদিগকে সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিলেও পদে পদে তাহাদের ভ্রমাত্মক জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের—ঈশ্বরের কীর্ত্তি ও মহত্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অবনতমস্তকে প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং জ্ঞানের নিতান্ত হীনতা হেতু নিজেরাই নিজেদের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। তথাপি সেই মায়ামোহাবৃত মানবগণ অজ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই জ্ঞানলাভের প্রয়াসী হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহভাজন ভাগ্যবান্ ভক্তবৃন্দ ব্যতীত অন্য সকলেই কৃষ্ণের মায়ায় নিরুদ্ধজ্ঞান হইয়া ভগবানকে জানিতে বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারে না, তখন তাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত মনুষ্যই বলিয়া নির্দ্ধারিত করে। "তত্যাজ মনুষ্যং দেহং"—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্ব-স্বরূপকে নিজশক্তি অন্তরঙ্গা যোগমায়া-শক্তিদ্বারা আবৃত করিয়া এবং মানবকুলকে বহিরঙ্গা মহামায়া দ্বারা চক্ষুকে আবৃত করিয়া মনুষ্যদেহ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, তাহাই পরিত্যাগ করিলেন অর্থাৎ মায়াদ্বারা লোকলোচনে মনুষ্যাকার দেহ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, সেই মনুষ্যাকার মায়াকেই পরিত্যাগ করিলেন। নিজ দ্বিভুজস্বরূপেই প্রস্থান করিলেন। মূঢ়লোকগণ সেই প্রদর্শিত মায়াকেই শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যাকার দেহ মনে করিলেন।

এইপ্রকার মনে করার পশ্চাতে যুক্তি এবং ন্যায়ের বিধানও বিদ্যমান। যেমন এক পথিক জলপূর্ণ স্বর্ণকলস লইয়া মার্গে গমন করিতে করিতে পরিশ্রান্তের কারণ ভার লইয়া চলিতে অসমর্থ হইয়া স্বর্ণকলসের জল পরিত্যাগ করিলেন। "সজল-কনক-কলসং পান্যস্তজতাত্যুক্তে ভারবহন শ্রঘান্ নির্জ্জলীকৃতস্য কলসস্য গ্রহণং প্রতীয়তে।" ভাব এই যে, জলকে পরিত্যাগ করিয়া ভারলাঘব করতঃ স্বর্ণ-কলসকে গ্রহণের কথা জানা যায়। এখানে সজল-কনক-কলস' শব্দে 'কনক-কলস' বিশেষ্য, 'সজল'—জলপূর্ণ শব্দ হইল তাহার বিশেষণ। ভারবহণে অসমর্থ পথিক বিশেষ্য কনক-কলসকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে না। জলকে পরিত্যাগ করিয়া ভারলাঘব করতঃ কনক-কলসকে লইয়া যাওয়াই সম্ভব। অতএব 'তত্যাজ'—ত্যাগ করিয়া এই ক্রিয়া, ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য কনক-কলসের সম্বন্ধ সমীচীন হইতে পারে না, বিশেষণ জলের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ অর্থাৎ পথিক কলসের সজলত্ব জলই ত্যাগ করে। এইপ্রকার বিষ্ণুপুরাণোক্ত শ্লোকের "তত্যাজ মানুষং দেহম্" বাক্যে দেহম্ বিশেষ্য আর "মানুষম্" তাহার বিশেষণ। "যন্নাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতি।"—ভাঃ ৯।২৩। ২০। যদুর বংশে পরব্রহ্ম ভগবান্ তাঁহার নিত্য স্বয়ংরূপ নরাকৃতি প্রকটপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নরাকৃতি দেহ বা বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ হেতু তাহা ত্যাগ সম্ভবপর নহে; অতএব তাহার সহিত 'তত্যাজ' ক্রিয়ার সম্বন্ধ সমীচীন হইতে পারে না। তজ্জন্য এই ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ হইবে "মানুষম্" মনুষ্যলোকে 'প্রকটিত' বিশেষণ শব্দের সঙ্গে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ 'মানুষম্' মনুষ্যলোকে প্রকটত্বের মায়াকে ত্যাগ করিয়া, 'নরাকৃতি পরমাত্মা' দেহকে সংরক্ষণ করিয়া সশরীরে অপ্রকট নিত্য প্রকাশে প্রবেশ করি-

লেন। এইপ্রকার অর্থের সমর্থক ন্যায় আছে, "সবিশেষণে হি বিধিনিষেধো বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্য বাধে।" বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যকে সঙ্গে বিধি বা নিষেধের যোগ থাকিলে পর যদি বিশেষ্যকে সঙ্গে তাহার বিধি বা নিষেধের সম্বন্ধ বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে বিশেষণের উপরেই তাহার বিধি বা নিষেধের প্রভুত্ব সংক্রামিত হইবে। এখানে বিশেষ্যপদ 'দেহ' তাহার সঙ্গে 'তত্যাজ' ক্রিয়াপদরূপ বিধির সম্বন্ধ বাধা হওয়ার দরুণ (কারণ) বিশেষণ 'মানুষে'র সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ হইবে। এইপ্রকার স্পষ্ট আছে যে, বিষ্ণুপুরাণের উক্তি তাৎপর্য্যেও জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হন তবে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কেন বলিলেন যে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের দেহ অন্বেষণ করিয়া সৎকার করিয়াছিলেন। মহাভারতেও এই কথা বলা হইয়াছে। যদি শ্রীকৃষ্ণ সশরীরই স্বধামে গমন করিয়া থাকেন তো সৎকারের জন্য কোথায় দেহ প্রাপ্ত হইলেন। এ-বিষয়ে দুইপ্রকারে সমস্যাকে সমাধান চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারত, দুই-ই প্রত্যেক গ্রন্থই—শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের সম্বন্ধে দুই উক্তিতে এক উক্তি-দ্বিতীয় উক্তির বিরোধ বর্ত্তমান। বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় মহাভারতে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ সশরীর অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আর ইহাও জানা যায় যে তাহার পরিত্যক্ত দেহকে অগ্নি সংস্কার করিয়াছিলেন। যে সশরীর অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন, তাহার পরিত্যাক্ত দেহ রাখা সম্ভব নহেন। পরস্পর বিরোধী দুইবাক্যে একটিই সত্য হইতে পারে, দুইই সত্য হইতে পারে না। এখন দেখিতে হইবে কোনটি সত্য। যে বাক্যের সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থে কোন মতভেদ দেখা না যায় তাহাকে সর্ব্বসম্মত সত্য মানিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন—এই কথা সব গ্রন্থে জানা যায়, ইহাতে কোন গ্রন্থের মতভেদ নাই; অতএব ইহাকে সত্য মানিয়া গ্রহণ করিতে হইবে আর শ্রীকৃষ্ণের পরিত্যক্ত দেহ পড়িয়াছিল, তাঁহাকে অগ্নি-সংস্কার করিয়াছিল—একথা পুরাণ শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন নাই। অতএব তাঁহার পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি এবং তাঁহার সংস্কার-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এই কথা সর্ব্বসম্মত না হওয়ার কারণ—এবং সে দুইগ্রন্থে পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি এবং সৎকারের উল্লেখ আছে, সেই দুই গ্রন্থে প্রত্যেক গ্রন্থেই শ্রীকৃষ্ণের সশরীর অন্তর্দ্ধান প্রাপ্তির পূর্ব্বে উক্ত হওয়ার কারণ—এই পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি সূচক বাক্যকে সত্য মানিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। হইতে পারে যে অনবধানতাবশতই এই দুই গ্রন্থে পরিত্যক্ত দেহের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন ঋষির এই প্রকারের অনবধানতার কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়। পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—

এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কেচনান্বিতাঃ।
যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যত॥

—ভাঃ ১০।৭৭।৩০

(ক্রমশঃ)

আগরতলা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা মহা-মহোৎসব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থিত মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে তদীয় প্রিয়শিষ্য প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান

আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের কৃপানির্দ্দেশে এবং মঠের পরিচালক সমিতির সেবা-পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা, শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন, রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা মহোৎসব এবং বিশেষ ধর্ম্মসভা ও কাচ-মন্দিরের উদ্ঘাটন বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ১৭ মধুসূদন (৫১১ শ্রীগৌরাব্দ), ২৬ বৈশাখ (১৪০৪ বঙ্গাব্দ), ৯ মে (১৯৯৭ খৃষ্টাব্দ) শুক্রবার অক্ষয়তৃতীয়া তিথি হইতে ৭ ত্রিবিক্রম, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ২৯ মে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ২১ দিনব্যাপী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি শ্রীশ্রীরাধামদন-মোহনজীউ প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে সুসজ্জিত শিবিকায় আরোহণ করতঃ ভক্তগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া চন্দন-পুষ্করিণীতে সুসজ্জিত 'হংসতরী'তে নীত হন। তৎকালে মুহুর্মুহুঃ হরি-ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে আকাশ বাতাস সব মুখরিত হইয়া উঠে। ভক্তগণ মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টাদি বাদ্যসহ শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চন্দনপুষ্করিণী পরিক্রমা করেন। আরাত্রি-কান্তে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজীউ কয়েকবার নৌকা-যোগে পরিভ্রমণ করতঃ পুষ্করিণীর মধ্যস্থিত নব-নির্ম্মিত সুরম্য শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন। তথায় অগরু, চন্দন, সুগন্ধি পুষ্পমিশ্রিত জল পরিপূর্ণ কুণ্ডে জলকেলি লীলা করেন। তখন ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। প্রায় ঘণ্টাধিককাল পরে শ্রীবিগ্রহ-গণের শৃঙ্গার ও সন্ধ্যারতি সম্পন্ন হয়। রাত্রি ৯ ঘটি-কায় শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজীউ শিবিকারোহণে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চন্দনযাত্রাকালে প্রথম ও শেষের দিন শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজীউ নগর পরি-ভ্রমণ করেন। চন্দনযাত্রা দর্শনের জন্য বহু দূর দূর স্থান হইতেও সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হয়। মঠের সম্মুখে রাস্তায় বহু দোকানপাট বসে অর্থাৎ মেলা হয়।

বিগত ২৯ ত্রিবিক্রম, ৫ আষাঢ়, ২০ জুন শুক্রবার জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শুভাবির্ভাবতিথিতে স্নানযাত্রা, ১৫ বামন, ২০ আষাঢ়, ৫ জুলাই শনিবার শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন, ১৬ বামন, ২১ আষাঢ়, ৬ জুলাই রবিবার রথযাত্রা ও ২৪ বামন, ২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই সোমবার যথাক্রমে পুনর্যাত্রা মহোৎসব বিপুলভাবে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২০ আষাঢ়, ৫ জুলাই শনিবার প্রাতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন প্রসঙ্গ পাঠ, তৎপরে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন অনুষ্ঠান এবং রাত্রি ৮ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশনে 'শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা রহস্য' সম্বন্ধে মঠের সাধুগণ বক্তৃতা করেন।

২১ আষাঢ়, ৬ জুলাই রবিবার প্রাতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে শ্রীবলদেব, সুভদ্রা ও শ্রীজগ-ন্নাথদেব স্থায়ী সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রাসহ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে শুভাগমন করেন। রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠের সভামণ্ডপে 'শ্রীজগন্নাথদেবের তত্ত্ব ও মহিমা' এবং 'রথযাত্রার তাৎপর্য্য' সম্বন্ধে মঠের স্বামীজিগণ ভাষণ প্রদান করেন।

২৪ আষাঢ়, ৯ জুলাই বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ত্রিপুরার মহামান্য রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর-প্রসাদ শ্রীমঠে নবনির্ম্মিত ত্রিপুরার প্রথম কাচমন্দিরের প্রদীপ জ্বালিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ত্রিকক্ষবিশিষ্ট কাচমন্দিরের মুখ্য সেবানুকূল্যকারী আগরতলানিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র পাল মহোদয়। উদ্ঘাটনকালে রাজ্যপাল-পত্নী শ্রীযুক্তা প্রসাদ, বিশিষ্ট অতিথি 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীভূপেন দত্ত ভৌমিক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর শ্রীযমুনাধর পাণ্ডে ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানকালে ঢাকের বাদ্য, উলুধ্বনি ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের পুনর্যাত্রা দিবসে প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির হইতে সুরম্য রথারোহণে নগরভ্রমণ করতঃ শ্রীমন্দিরে শুভপদার্পণ করেন। উভয় রথেই ত্রিপুরা

সরকারের পুলিশ ব্যাণ্ডপার্টি যোগদান করিয়া মঠের সাধুগণের ও রথে যোগদানকারী অগণিত ভক্ত নর-নারীগণের উল্লাসবর্দ্ধন করেন। রাত্রি ৮ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনে বিগত ২৪ আষাঢ়, ৯জুলাই বুধবার হইতে ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় পঞ্চদিবসব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু ২৬ আষাঢ়, ১১ জুলাই শুক্রবার অনিবার্য্য কারণবশতঃ আগরতলা বন্ধ থাকার দরুন অদ্যকার ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠানসূচী পরিবর্তিত হইয়া ৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চদিবসব্যাপী অপরাহ্ণকালীন ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক ডক্টর যমুনাধর পাণ্ডে, শ্রীকল্যাণনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিশিষ্ট আইনবিদ-স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল, কেন্দ্রীয়-সরকার, ডাক্তার এইচ-এস রায়চৌধুরী, এম-এস, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শল্যচিকিৎসক জি-বি-হাসপাতাল আগরতলা, শ্রীঅগ্নিকুমার আচার্য্য, অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম-সচিব ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগ ও শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য্য বিশিষ্ট ভাগবত-কথক বড়দোয়ালী, ত্রিপুরা। প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন যথাক্রমে ত্রিপুরার মহামান্য রাজ্য-পাল অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রসাদ, জি-এস আয়েঙ্গার, আই-এ-এস, মুখ্য কার্য্যনির্ব্বাহী আধিকারিক স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ-ত্রিপুরা, ডক্টর জগদীশ বন্দ্যো-পাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্ত্তা ত্রিপুরা, ডক্টর শিশির কুমার সিনহা, অধ্যাপক ত্রিপুরা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও ডক্টর সীতানাথ দে, সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীভূপেন দত্ত ভৌমিক, ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী দিব্যানন্দ, শ্রীনিত্যানন্দ বংশবতাংশ, শ্রীনটরাজ কিশোর গোস্বামী কলিকাতা, পুলিশের ডি-আই-জী শ্রীকে-কে-ঝা ও স্বামী প্রজ্ঞা-দাস কাঠিয়াবাবা। ধর্ম্মসভার বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'ভক্তি ও ভাগবত ধর্ম্ম', 'বিশ্বশান্তির উপায় ভগবৎপ্রেম', 'হিংসোন্মত্ত পৃথিবীতে ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা', 'মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান' ও 'সর্ব্বোত্তম সাধ্য ও সাধন—শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'। ধর্ম্মসভার সভাপতি, প্রধান অতিথিগণের ভাষণ ব্যতীত সভায় বিভিন্নদিনে বিভিন্ন বক্তব্য বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, কলিকাতা হেড-অফিস ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে আগত প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহা-রাজ, আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীজ্যোতিবিকাশ রায়, ডাক্তার উষারঞ্জন গাঙ্গুলী ও শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা, কাচ-মন্দির উদ্ঘাটন, ও ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন ও মহোৎসবের সংবাদ ত্রিপুরার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় ফটোসহ ও অন্যান্য পত্রিকায়ও বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে ত্রিপুরার মহামান্য রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রসাদ প্রধান অতিথির অভিভাষণে সহজ ও সুললিত হিন্দিতে ধর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। রাজ্যপাল মহোদয় মহাভারত, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রমাণ উল্লেখ করতঃ ভগবল্লীলা, অবতারবাদ ইত্যাদি বিষয়ের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন এবং ধর্ম্মের প্রয়ো-জনীয়তার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীভূপেন দত্ত ভৌমিক বিশিষ্ট অতিথির অভিভাষণে বলেন,—ধর্ম্ম জীবনকে বাদ দিয়ে নয়। ভাগবত ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য হল মানব জাতির বা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাণীর কল্যাণ বিধান ও মানুষের ভবিষ্যৎকে সুন্দর করা। ভক্তি ধর্ম্মের মধ্যে এক শাশ্বত চেতনা রয়েছে। ভক্তি-বাদ, কর্ম্মবাদ লালন মত রয়েছে বটে কিন্তু ভক্তি-দেবীর অন্তরের বাণী হল মানব কল্যাণ। শ্রীদত্ত ভৌমিক ধর্ম্মের বাস্তব ভিত্তিক স্বরূপ ও জীবন ধর্ম্মের

কথা মহাভারতের উদ্ধৃতির মাধ্যমে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযমুনাধর পাণ্ডে সভাপতির অভিভাষণে চমৎকার একটি কাহিনীর মাধ্যমে সরলভাবে প্রকৃত ধর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পুরুষোত্তম ধামে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী পুরী হইতে পুরী এক্সপ্রেসে ৮ জুলাই মঙ্গলবার প্রাতে কলিকাতা মঠে পৌঁছিয়া পুনঃ ১০ জুলাই বৃহস্পতিবার কলিকাতা হইতে বিমানে আগরতলা মঠে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় আসিয়া উপনীত হন ধর্ম্মসভাদিতে যোগদানের জন্য। ধর্ম্মসভা ও পুনর্যাত্রায় যোগদানের পর তাঁহারা তিনমূর্ত্তি ১৮ জুলাই শুক্রবার আগরতলা হইতে বিমানযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বিদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে থাকার জন্য এ বৎসর আগরতলা মঠের চন্দনযাত্রা, পুনর্যাত্রা ও ধর্ম্মসভাদিতে যোগদান করিতে পারেন নাই।

আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদারিদ্রভঞ্জন ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাস, শ্রীহলধর দাস, শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দাস, শ্রীরাজেন দাস, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীবিষ্ণুদাস, শ্রীমধসূদন দাসাধিকারী, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী, শ্রীসনাতন দাস, শ্রীশৈলেন বাবু, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, ডাক্তার শ্রীউষা গাঙ্গুলী, শ্রীশ্যামল বাবু, শ্রীগোপাল বাবু, শ্রীঅগ্নিকুমার আচার্য্য প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রযত্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা, গুণ্ডিচামার্জ্জন, রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা, ধর্ম্মসভা, কাচমন্দির উদ্‌ঘাটন ও মহোৎসবাদি নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।
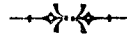
দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব, নগরসংকীর্ত্তন, ধর্ম্মসম্মেলন, মহোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে, শ্রীমঠের গভর্নিংবডির পরিচালনায় এবং মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজের ব্যবস্থায় শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান ৭ ভাদ্র (১৪০৪), ২৪ আগষ্ট (১৯৯৭) রবিবার হইতে ১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতাসহরের নাগরিকগণ ব্যতীত মফঃস্বল হইতে এবং নিকটবর্ত্তী পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহ—নদীয়া, ২৪ পরগণা, বীরভূম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া হইতেও বহু ভক্ত-অতিথি এই মহদনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন। মঠের প্রচার-প্রসারণ বৃদ্ধি হওয়ায় যোগদানকারী ভক্তসংখ্যা অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিক হইতে অধিকতর হয়।

৭ ভাদ্র, ২৪ আগষ্ট রবিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস-বাসরে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ

হইতে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যার পূর্ব্বে মঠে ফিরিয়া আসে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া নৃত্যসহ অগ্রসর হইলে পরে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। আনন্দপুর ও মেচেদা ভক্তগণের দ্বারা মৃদঙ্গবাদন-সেবা সকল যোগদানকারী ভক্তগণের সংকীর্ত্তনে উল্লাস বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্যধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিপদে যথাক্রমে বৃত হন শ্রীরাধা-রমণ দেব, যুগ্ম-সচিব, পর্য্যটনদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; অধ্যাপক ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ (ডাব্‌ল), পি-এইচ্‌ডি, কাব্যতীর্থ, কৃত্যতীর্থ ও কাব্যরত্ন, আসানসোল বি-বি কলেজ; কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক; বিশিষ্ট চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ অনুতোষ দত্ত এবং অধ্যাপক শ্রীঅমর চট্টোপাধ্যায় এম-এ, আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। সভার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন গুরুদাস কলেজের অধ্যাপক ডঃ নৃসিংহ-প্রসাদ ভাদুড়ী, এম-এ, পি-এইচ্‌ডি; কলিকাতা মুখ্য-ধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅবনীমোহন সিন্‌হা; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ এবং পণ্ডিত নিখিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ। সভায় নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয় ছিল যথাক্রমে—"মৃত্যু-ভয় হইতে নিষ্কৃতির সুনিশ্চিত উপায় ভগবদ্‌রতি", "বিশুদ্ধসত্ত্বেই শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব", "ভক্তিপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন তদীয়ের সেবা", "ভবব্যাধির মহৌষধ শ্রীহরি-নাম-সংকীর্ত্তন" ও "শ্রীভগবদ্‌প্রাপ্তিতে সদ্‌গুরুর কৃপা অত্যাবশ্যক"। প্রতিদিন সভার প্রারম্ভে বক্তব্য-বিষয়গুলির উপর জ্ঞানগর্ভ দীর্ঘ ভাষণের দ্বারা উপস্থিত ভক্তগণকে সুখ প্রদান করেন শ্রীল আচার্য্য-দেব। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে নির্দ্ধারিত বক্তব্য-বিষয়গুলির উপর ভাষণ দেন শ্রীগৌড়ীয় সংঘের বর্ত্তমান আচার্য্য পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ। উৎসবকালে উপস্থিত ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পর-মার্থী মহারাজ এবং উৎসবের সমাপ্তি দিবসে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ শ্রীমায়াপুরধাম হইতে আসিয়া যোগদান করেন।

শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসব ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব-কালে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী বিদ্যুৎ-সঞ্চালিত শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া দর্শনার্থী নর-নারীগণকে আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর প্রদর্শনী দর্শনের জন্য প্রচুর দর্শনার্থীর ভীড় হয়।

৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট সোমবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-তিথিপূজা—অহোরাত্র উপবাস, শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ, সন্ধ্যারাত্রিক ও মন্দির-পরিক্রমান্তে ধর্ম্মসভার অধিবেশন, রাত্রি ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, মধ্যরাত্রে আবির্ভাবকালে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রি-কাদিসহ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। কয়েকশত ভক্ত মঠে অহোরাত্র অবস্থান করিয়া ব্রতপালন করেন। শেষ-রাত্রি ৩ ঘটিকায় ভক্তগণকে ব্রতানুকূল ফলমূলাদির দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পরদিন নন্দোৎসবে কয়েকসহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

মঠরক্ষক, বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ, মঠের অন্যান্য ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „
(৪) গীতাবলী „ „ „
(৫) গীতমালা „ „ „
(৬) জৈবধর্ম্ম „ „ „
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত „ „ „
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি „ „ „
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য „ „ „
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা „ „ „ „
(২৫) দশাবতার „ „ „ „
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....
....
....
....
Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৪০৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৭শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ ১৪০৪ { ১১শ সংখ্যা
১৭ নারায়ণ, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, বুধবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮৩ পৃষ্ঠার পর]

এক সময়ে বাঙ্গালা দেশের একজন প্রধান ভূম্যধিকারী, আমি কা'র আশ্রিত, অনুসন্ধান ক'রে, আমার গুরুপাদপদ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জেনে আমার প্রভুকে ভূম্যধিকারী মহাশয়ের প্রাসাদে তাঁ'র ভক্ত-গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হ'য়েছিলেন। বৈষ্ণব-ভূপতির সদৈন্য কাতর প্রার্থনা শু'নে আমার গুরুপাদপদ্ম উক্ত ভূপতিকে বল্লেন যে, আমি যদি আপনার প্রাসাদে গমন করি, তা' হ'লে হয়ত' সেখানে আমার থেকে যাওয়ার ইচ্ছা হ'বে এবং আপনার লোকজন আমাকে আপনার সম্পত্তির ভাগীদার মনে ক'রে আমার প্রতি মামলা মোকদ্দমা জুড়ে দিবেন। আমার মামলা-মোকদ্দমা কর্‌বার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আপনি এই শ্রীধামের গঙ্গাপুলিনে আমার নিকট বাস ক'রে নিশ্চিন্তে হরিভজন করুন। আমি আপনার জন্য একটি গাড়ীর ছই নির্ম্মাণ ক'রে দিব এবং ভিক্ষা ক'রে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করা'ব। আর আপনি আপনার সমস্ত বিষয়, সম্পত্তি গোমস্তাগণের হাতে অর্পণ ক'রে বিষয় হ'তে নিবৃত্ত হ'লে বৈষ্ণব হ'তে পারবেন, তখন আমি বৈষ্ণবের প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আবদ্ধ থাক্‌ব। যদি আমি আজ আপনার নিমন্ত্রণ স্বীকার ক'রে এই অপ্রাকৃত গৌরধাম হ'তে আপনার প্রাসাদে গিয়ে বাস করি, তা'হ'লে কিছুদিনের মধ্যেই রাজার স্বভাব লাভ ক'রে বিপুল ভূমি ও বিষয়-সংগ্রহের জন্য আমাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে। তা'তে ফল হ'বে যে, কিছুদিনের মধ্যে আমার কৃষ্ণভজনের অভিলাষ বিষয়-সংগ্রহের পিপাসায় পর্য্যবসিত হ'য়ে আমি রাজার হিংসার পাত্ররূপে পরিগণিত হ'ব। পক্ষান্তরে, যদি আপনি আমার কুটীরের পাশে অপর কুটীর স্থাপন ক'রে ভজন করেন এবং মাধুকরী গ্রহণ ক'রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তা'হ'লে কোনদিন আমরা প্রণয়চ্যুত হ'য়ে হিংসায় প্রবৃত্ত হ'ব না। যদি আপনার ন্যায় বৈষ্ণব-বন্ধু

মহারাজ আমার প্রতি কোন কৃপা-প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করেন, তা'হ'লে আমার ন্যায় জীবন অবলম্বন ক'রে হরিভজন করুন, তা'হ'লেই আমাকে কৃপা করা হ'বে—আমার সঙ্গে আপনার আন্তরিক বন্ধুত্ব হ'বে।

আমার গুরুপাদপদ্মের এইরূপ পরামর্শ শ্রবণ ক'রে বৈষ্ণব-রাজেন্দ্র স্তম্ভিত হ'লেন। যাহাদিগকে তিনি বৈষ্ণব ব'লে পোষণ করেন, তাহাদিগের চরিত্র ও এই মহাত্মার চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি কর্‌লেন। রাজার আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁ'র রুচির অনুকূল বাক্য ব'লে কিছু জাগতিক লাভ অর্জ্জনে ব্যস্ত, আর আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম রাজার রুচির বিপরীত কথা ব'লেও ভূপতির প্রকৃত মঙ্গল বিধানে ব্যস্ত। আমার গুরুদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জগতে কাহারও নিকট কোন কৃপা-প্রার্থী ন'ন। সকলে নিষ্কপটে হরিভজন করুন—এই তাঁ'র শুভেচ্ছা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করাকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দয়ার কার্য্য জানেন। বিষয়ে রুচি বা কাহারও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞে বাতাস দেওয়াকে তিনি 'কৃপা' জান্‌বার পরি-বর্ত্তে ভীষণ 'হিংসা' জ্ঞান করেন।

আমার শ্রীগুরুদেব নদীয়া সহরের গঙ্গার তটের বিভিন্ন স্থানে পাগলের ন্যায় প'ড়ে থাক্‌তেন। তিনি পাক ক'রে খাওয়া, কোন বিষয়ীর ভোজ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা, বিষয়ীর ঠাকুরবাড়ীতে খাওয়া প্রভৃতিকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার ক'রেছিলেন। কখনও কাঁচা চা'ল জলে ভিজিয়ে খেয়ে থাক্‌তেন, কখনও পাঁক খে'য়ে থাক্‌তেন; অধিকাংশ সময়েই নগ্ন থাক্‌তেন, কখনও কখনও শ্মশানে সৎকারার্থ আনীত মৃতের পরিত্যক্ত বসন সংগ্রহ ক'রে তা'দ্বারা অঙ্গ আবৃত কর্‌তেন। তাঁ'র কাছে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আস্‌ত; অনেক গৃহস্থবৈষ্ণব ধনাঢ্য ব্যক্তি আমার প্রভুকে অনেক টাকা, মূল্যবান্ শাল প্রভৃতি বস্ত্র দিতেন। টাকা পে'য়ে কাপড়ের দুই পাঁচটি গ্রন্থি দিয়ে নানা স্থানে রেখেও অর্থের জন্য ব্যতিব্যস্ততা দেখা'তেন। মূঢ় অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ মনে করতেন যে, তাঁ'র অর্থে প্রচুর লোভ আছে। কেহ তাঁ'কে মূল্যবান্ বস্ত্র দিলে তিনি দাতাকে বিশেষ প্রশংসা কর্‌তেন এবং সেরূপ বস্ত্রের অকিঞ্চিৎকরতা জানিয়ে দিতেন। তিনি বল্‌তেন, আমি ত' বৈষ্ণব হ'তে পার্‌লাম না। যে-সকল লোক এ-সকল জিনিষ দিয়ে গেছেন, তাঁ'রা বৈষ্ণবের ব্যবহারের জন্যই দিয়েছেন। সুতরাং বৈষ্ণবেরই উহা গ্রহণ কর্‌বার যোগ্যতা—এ ব'লে তিনি অনেক সময় বনমালি রায় ম'শায়ের নিকট ঐ সকল টাকা-পয়সা পাঠিয়ে দিতেন এবং তাঁ'র নিকট চিঠি লিখে জান্‌তেন, তিনি ঐ সকল জিনিষকে বৈষ্ণবের সেবায় লাগিয়েছেন কিনা? বনমালি রায় ম'শায় তখন শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সেবায় তৎপর ছিলেন।

আমার গুরুপাদপদ্ম জগতের কোন কথায় প্রবিষ্ট হ'তেন না; কেন-না, আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকেও তিনি কৃপা করবার অভিনয় ক'রেছিলেন। তাঁ'র শতাংশের একাংশের বৈরাগ্যের সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যবানগণের বৈরাগ্যের তুলনা হ'তে পারে না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য আমার প্রভুতেই পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। তাঁ'র চরিত্র যদি জগতে প্রকাশিত হয়, আমার গুরুবর্গ যদি তাঁ'র অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা জগতে অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করেন—প্রচার করেন, তা'হ'লে সমগ্র জগৎ লাভবান্ হতে পার্‌বেন। আমার গুরুপাদপদ্ম শুধু কনক-কামিনী ছেড়ে দিতে বলছেন, এমন নহে, সাধু-গিরি দেখান' পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে বল্‌ছেন; তিনি ভাগবত পরমহংস ছিলেন। পারমহংসী সংহিতা ভাগবতের আশ্রয় ব্যতীত কখনও পারমহংস্যধর্ম্ম থাক্‌তে পারে না।

একবার একটি কৌপিনধারী আমার গুরুপাদ-পদ্মের নিকট এসে বল্লেন যে, আমি কুলিয়া-নবদ্বীপে পাঁচকাঠা জমি কোন এষ্টেটের কর্ম্মচারীর নিকট হ'তে সংগ্রহ ক'রেছি। তা' শুনে আমার প্রভু বল্লেন, শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত, প্রাকৃত ভূম্যধিকারিগণ কি প্রকারে এখানে ভূমি প্রাপ্ত হ'লেন যে, তা' হ'তে সেই কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হয়েছেন! এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ধনরত্ন বিনিময়ে প্রদান কর্‌লেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটি বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না। সুতরাং উক্ত জমিদার অত মূল্য কোথায় পা'বেন যে, তাঁ'র নবদ্বীপের ভূমি বিক্রয় কর্‌বার অধিকার আছে? আর কৌপিনধারীরই বা কত ভজন-বল—যা'তে তিনি ভজনমুদ্রার বিনিময়ে অত জমি সংগ্রহ কর্‌তে পেরেছেন। শ্রীনবদ্বীপ-

ধামের ভূমিতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করলে ধামবাস হওয়া দূরে থাক্ ধামাপরাধ হ'য়ে থাকে। অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে 'প্রাকৃত' জ্ঞান করলে তাত্ত্বিক লোক তা'কে 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলেন।

আর এক সময় একজন ভাগবতের কথকতায় বিশেষ নিপুণ, 'গোস্বামী' নামে পরিচিত ব্যক্তির লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা সাধারণের মুখে শ্রবণ ক'রে তিনি সেই ভাগবত-কথক বহুশিষ্য-সংগ্রাহক গোস্বামী ম'শায়ের ভক্তি-প্রচারের সবিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করেন। সেই গোস্বামী ম'শায় 'গৌর গৌর' বলান ও অসংখ্য শিষ্যসংগ্রহের চাতুরী জানেন শুনে আমার প্রভু বল্লেন, ঐ প্রতিষ্ঠাশালী পাঠক ভাগবতব্যাখ্যা বা 'গৌর, গৌর' বলান নাই, 'টাকা, টাকা', 'আমার টাকা' ব'লে চীৎকার ক'রেছেন, উহা কখনই ভজন নহে, সত্যধর্ম্মের আবরণ-মাত্র; তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্ট ব্যতীত কোন উপকার সাধিত হ'বে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসদাম্নায়সূত্রম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮৫ পৃষ্ঠার পর]

ওঁ হরিঃ ॥ আত্মনিবেদনম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীআম্নায় সূত্রে অভিধেয় নিরূপণে সাধন প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

বৃহদারণ্যকে। স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা ॥ ভাগবতে। এবং সদা কর্ম্মকলাপমাত্মনঃ পরেহধিযজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে। সর্ব্বাত্মভাবং বিদধন্মহীমিমাং তন্নিষ্ঠ বিপ্রাভিহিতঃ শশাসহ॥ শ্রীজীবঃ। তচ্চ দেহাদি শুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণম্। তৎকার্য্যং চাত্মার্থচেষ্টা শূন্যত্বং। তথা যামুন মুনিঃ। বপুরাদিষু যোপি কোপি বা গুণতোহসানি যথা তথাবিধঃ তদয়ং তবতঃ পদাব্জয়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতাঃ॥ ৭০ ॥ ইতি সাধন প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্।

আত্মনিবেদনই নবম ভক্ত্যঙ্গ ॥ ৭০ ॥

বৃহদারণ্যক বলেন,—এই আত্মাই নিখিল ভূতের অধিপতি এবং নিখিল ভূতের রাজা। রথচক্রের নাভিতে এবং নেমিতে যেমন সকল চক্র-শলাকাই সন্নিবিষ্ট থাকে, ঠিক তেমনি সকল প্রাণী, সকল দেবতা, সকল লোক, সকল ইন্দ্রিয় এবং সেই সমস্ত জীবাত্মা এই পরমাত্মাতে সমর্পিত রহিয়াছে॥ ভাগবতে অম্বরীষোপাখ্যানে—মহারাজ অম্বরীষ সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাবযুক্ত নিজকর্ম্মসমূহ সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা পরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণপূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশানুসারে পৃথিবী পালন করিতেছেন। শ্রীজীব বলেন,—দেহ হইতে শুদ্ধাত্মপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের সর্ব্বতোভাবে ভগবানে সমর্পণই আত্মনিবেদন নামে কথিত হয়। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা উক্ত কার্য্যস্বরূপ। শ্রীযামুনাচার্য বলেন,—হে ভগবান, মনুষ্য প্রভৃতি দেহে স্বরূপতঃ যেখানেই অবস্থান করি না কেন, অথবা গুণ নিবন্ধন দেব মনুষ্যাদিই বা হই না কেন, তথাপি আমি অদ্যই তোমার পাদপদ্মে আমাকে সমর্পণ করিলাম [৭০]

ইতি সাধন প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সাধন পরিপাক প্রকরণম্

ওঁ হরিঃ ॥ সাধন প্রারম্ভে দশদোষা বর্জনীয়া ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭১ ॥

কঠে। নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈন মাপ্নুয়াৎ॥ কাত্যায়ন সংহিতায়াং বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ। ন শৌরিচিন্তা বিমুখ জনসংবাস বৈশসম॥ ভাগবতে। ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্। ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ কৃচিৎ॥ পাদ্মে। অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষাচ্ছাদন সাধনে। অবিক্লব মতির্ভূতা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ। শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসং। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্তি

সম্ভাবনা ভবেৎ ।। হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন। মহাভারতে। পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনং। বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি।। বারাহে। সমার্চনাপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া। বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ।। পাদ্মে। নাম্নোহি সর্ব্বসুহৃদোহপ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ।। নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বং স্তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোহপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্যুতঃ ।। শ্রীরূপঃ। সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ। শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বং মহারম্ভাদ্যনুদ্যমঃ ।। বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যাবাদবিবর্জনম্। ব্যবহারেহপ্যকার্পণ্যং শোকাদ্যবশবর্তিতা ।। অন্যদেবানবজ্ঞা চ ভূতানুদ্বেগদায়িতা। সেবা-নামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতা ।। কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষ-বিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা। ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশানাং স্যাদনুষ্ঠিতিঃ ।। ৭১ ।।

সাধনের প্রারম্ভেই দশ প্রকার দোষ বর্জন করা কর্ত্তব্য ।। ৭১ ।।

কঠোপনিষদে,—যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত নহে ; শ্রবণ, মনন, ধ্যানাদি সাধন করিয়াও ভগবন্নিষ্ঠাহীন, বিষয় দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত এবং বিষয়লম্পট অর্থাৎ ভোগে অপরিতৃপ্ত, তাদৃশ ব্যক্তি প্রকৃত প্রজ্ঞান বলে পরমাত্মার অনুগ্রহও প্রাপ্ত হয় না ।। কাত্যায়ন সংহিতায়,—প্রদীপ্ত অগ্নির জ্বালায় অথবা পিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল ; তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তা বিমুখ জনের সহবাসরূপ বিপদ্ উপস্থিত না হয়। ভাগবতে। প্রলোভনাদিদ্বারা বহুশিষ্য সংগ্রহ করিবে না, বহুশাস্ত্র অভ্যাস করিবে না ।। পদ্মপুরাণে,—ভক্ষ্য ও আচ্ছাদন যদি লব্ধ না হয়, অথবা যদি তাহা পাইবার পরে বিনষ্ট হয়, তাহাতেও অবিক্লব মতি হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা হরিকেই স্মরণ করিতে হইবে। যাহার হৃদয় শোক-ক্রোধাদি ভাবসমূহ দ্বারা আক্রান্ত অর্থাৎ ঐ সকলে পরিপূর্ণ, তাহার হৃদয়ে কিরূপে মুকুন্দের স্ফূর্তি হইবে ? সর্ব্বদেবগণের ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীহরিই সর্ব্বদা আরাধ্য। কিন্তু ব্রহ্ম-রুদ্রাদি অপর দেববৃন্দকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না ।। মহাভারতে, —পিতা পুত্রের প্রতি যেমন করুণাশীল, অনুরূপ ব্যবহার দ্বারা যে ব্যক্তি প্রাণিমাত্রকে উদ্বেগ দান করে না, সেই বিশুদ্ধ হৃদয় ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ হৃষীকেশ সদ্যই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। বরাহপুরাণে যথা,— হে পৃথিবী দেবী, আমার অর্চনা সম্বন্ধে যে যে অপরাধসকল আমি কীর্তন করিলাম, আমার ভক্ত বৈষ্ণব যেন এইসকল বহুযত্ন দ্বারা পরিত্যাগ করিবে। পদ্মপুরাণ বলেন, ভগবানের শ্রীনাম এই প্রকারে সমস্ত শুভফলদায়ক হইেও নামাপরাধী ব্যক্তি তাহা না পাইয়া পতিত হয়। ভগবানের এবং ভক্তগণের নিন্দা শ্রবণমাত্রেই যে ব্যক্তি সেই স্থান পরিত্যাগ করে না তাহার সুকৃতি হইতে সে, চ্যুত হয় ।। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন,—ভগবদ্বহির্মুখজনের দূর হইতে সঙ্গত্যাগ, বহুশিষ্যকরণ ত্যাগ, বহ্বাড়ম্বর ত্যাগ বহু গ্রন্থকলার অভ্যাস ও ব্যাখ্যা বা বিবাদাদি পরিবর্জন, ব্যবহারে কৃপণতা ত্যাগ, শোকাদির বশীভূততা বর্জন, অন্যদেবতার অনবজ্ঞতা, প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ ত্যাগ, সাধকদেহে সেবাপরাধ ও নামাপরাধের উদ্ভব হইলেও প্রযত্নক্রমে তাহা হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তনিন্দাদিতে অসহিষ্ণুতা,—ব্যতিরেকভাবে এই দশ অঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে হয়। [৭১]

ওঁ হরিঃ ।। তত্ত্ব ভক্ত্যনুগত দৈন্যদয়াযুক্তবৈরাগ্যৈর্নতু নির্ব্বেদ-জ্ঞানানুগত সাধন চতুষ্টয় যোগ কর্মভিঃ ।। হরিঃ ওঁ ।। ৭২ ।।

তৈত্তিরীয়ে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে ।। ভাগবতে দৈন্যং। মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুত দর্শনং। হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কৃচিত্তরতি কশ্চনঃ ।। স্কান্দে দয়া। এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ, তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ। হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ।। যুক্তবৈরাগ্যং ভাগবতে। বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং ।। সাধন চতুষ্টয় যোগ কর্ম্ম নিষেধ বচনং তত্রৈব। ন সাধয়তি মাং যোগো ন স্যাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ।। স্কান্দে। অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃ শুদ্ধি স্তপঃ শান্ত্যাদয় স্তথা। অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনাং। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৭২ ॥

সেই দশটী দোষ পরিবর্জন করিতে হইলে ভক্তির অনুগত দৈন্য দয়াযুক্ত বৈরাগ্য দ্বারাই সম্ভব। নির্ব্বেদ জ্ঞানমার্গের অনুগত সাধন চতুষ্টয়ের দ্বারা তাহা অসম্ভব ॥ ৭২ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—সমস্ত দেবগণ অথবা ইন্দ্রিয়বর্গ বিজ্ঞানময় সর্ব্বাধিপ ব্রহ্মকে উপাসনা করে। বিজ্ঞানবান্ জীব ব্রহ্মকেই শ্রেষ্ঠবোধে ধ্যান করেন; যদি বিজ্ঞানবান্ জীব ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, অর্থাৎ ব্রহ্মেরই সকল কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব ইহা অবগত হন, যদি সেই জীব ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হন অর্থাৎ ভগবদ্দাস্যাভিমানে ভজনা করেন, তবে তাহার ফলরূপে শরীরে আত্মাভিমানজনিত সকল পাপাদি দোষ মোহাভিমানাদি ত্যাগ করিয়া সমস্ত দোশমুক্ত হইয়া অভিলষিত বস্তু প্রেমভক্তি লাভ করেন। ভাগবতে অক্রূরের দৈন্য,—ভগবান্ কি আমাকে বঞ্চিত করিবেন? কখনো না, কারণ, আমার ন্যায় অধম ব্যক্তিরও অচ্যুত ভগবানের দর্শন হইতে পারে, যেমন কালনদীর প্রবাহে ভাসমান কাষ্ঠাদির মধ্যেও কোন একটী হঠাৎ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে, দয়া সম্বন্ধে,—হে ব্যাধ, ইহা কোনরূপ অদ্ভুত নহে, তোমার অহিংসা গুণসমূহ স্বাভাবিকই হইয়াছে, যেহেতু হরিভক্তিতে যাঁহারা প্রবৃত্ত, তাঁহারা কখনও পরপীড়াদায়ক হয় না। ভাগবতে যুক্তবৈরাগ্য যথা,—ভগবান্ বাসুদেবে সেই ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইতে হইতে অনায়াসে ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও চিন্ময় ভগবজ্জ্ঞান উদয় হয়। যোগ কর্ম্মাদি সাধন চতুষ্টয়ের নিষেধ বচন ভাগবতে,—হে উদ্ধব, অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য জ্ঞান, বেদাধ্যয়ন তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সাধিতে পারে না। শুদ্ধাভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করে, এই সকল সাধন তদ্রূপ ক্ষমতাশীল নহে। স্কন্দপুরাণে। শ্রীহরির সেবাভিলাষী ভক্তগণের অন্তঃকরণশুদ্ধি, বহিঃশৌচ, তপস্যা, শান্তি ইত্যাদি সকল সদ্গুণসমূহ সহজে আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে,—তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহনশীল ও অভিমান বর্জিত হইয়া অপরকে সম্মানপূর্ব্বক সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য। [৭২]		(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহেন

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

আমরা শিশুকাল হইতে ভগবানের অবতারের কথা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের বহুদিন না হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতিফলে আজ আমাদের সেই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ভগবান্ এ জগতে কৃপাপূর্ব্বক আসেন, শ্রীভগবান্ নিজেই নিজের সেবা জগজ্জীবকে শিক্ষাপ্রদানের জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীগুরুদেব ভগবান্ হইতে অভিন্ন ভগবানের সহিত একদেহ; সুতরাং যিনি ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ নহেন, জগজ্জীবগণের উদ্ধারার্থ যিনি বৈকুণ্ঠ হইতে এই কুণ্ঠরাজ্যে অচিন্তশক্তি-প্রভাবে জন্মলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক আচার্য্যলীলা করেন, সেই সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হইতে কোনও অংশেই কম নহেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই জন্য সাধুসকল—পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলের কর্ত্তব্য ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা। কিন্তু যদি কেহ সন্দিগ্ধচিত্ততা বা দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবদবতার সচ্চিদানন্দময় তনু অজ অমর শ্রীগুরুদেবকে ভগবান্ মনে না করেন, তবে তিনি নিশ্চই শিষ্যস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অসুবিধা-সর্পীকে গলার হার বা খেলার সাথী করিতে বাধ্য হইবেন, সংসার-সুখ তাঁহার নিকট অতি মনোরম বলিয়া বোধ হইবেই হইবে।

বৈকুণ্ঠ বস্তু, ভক্তি বা সেবার বস্তু শ্রীগুরুদেবকে মনুষ্যজাতির মধ্যে ফেলা যে কিরূপ আত্মবিনাশক ও ভয়াবহ ব্যাপার, তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করা যায় না।

তাই হরিভক্তির কল্পমূল শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিশ্বাসস্থাপনে ঔদাসীন্যরূপ গোড়ায় গলদই যে স্বরূপোপলব্ধি-লাভের প্রধান অন্তরায় তাহা শ্রুতি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। মহান্তগুরুদেবকে ভগবান হইতে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ বা শ্রীগদাধর না বলিলে বা তাঁহাকে এইভাবে জানিবার সৌভাগ্য না হইলে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হইবে না, স্বরূপের বৃত্তি কোনও দিন জাগিবে না, ভক্তিতে অধিকার তাহার কোনকালেই হইবে না, শ্রুতির মর্ম্ম সে কোনও দিন জানিতে পারিবে না, মনের প্রবল বিক্রম কোনও দিন স্তব্ধীভূত হইবে না, জড়স্মৃতি হৃদয় হইতে যাইবে না, পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যার নিঃশেষ কিছুতেই হইবে না বা হইতে পারে না। তাই শ্রুতি বলেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভগবদ্‌বুদ্ধি সমস্ত মঙ্গলের নিদান। সুতরাং গুরুদেবকে মুখে ভগবান্ বলিয়া অন্যত্র ভগবল্লাভের জন্য অমূলক চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পরিহার পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ ভগবান্ নহেন, তাঁহাতে ভগবদ্‌-বুদ্ধি আরোপ করিতে হইবে এরূপ নহে; পরন্তু তাঁহার ন্যায় ভগবানের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় আর কেহ নাই বা থাকিতে পারে না, তিনি ভগবানের দ্বিতীয় দেহ। সুতরাং গুরুরূপী ভগবানে ভগবদ্‌বুদ্ধি করিবার জন্যই সাধন করিতে হইবে। তাঁহাকে আমাদের নিত্য পিতা বলিয়া জানিবার জন্যই মহাজন-পথানুগামী হইয়া এই মনুষ্যজীবনকে চালিত করিতে হইবে। প্রকৃত পিতাকে পিতা বলিয়া জানিবার জন্যই এই মনুষ্যজন্ম কৃষ্ণকৃপায় পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং তদুপলব্ধির জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে। পরম দয়াল নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার স্নিগ্ধ, সরল, কৃপাভিক্ষু পুত্রগণকে তাঁহার অসমোর্দ্ধত, জগদ্‌-গুরুত্ব, অখিললোকজনকত্ব, রক্ষকত্ব, বা তাঁহার অশেষ গুণমহিমা ও মহাবদান্যতা একদিন না একদিন কৃপা করিয়া জানাইবেনই জানাইবেন। অতএব সংশয়াত্মা হইয়া লাভ কি?

সেব্যকে সেব্য বা গুরুকে গুরু বলিয়া স্বীকারে অসামর্থ্যই জীবের অমঙ্গলের নিদান। এই ভীষণ মারাত্মক অমঙ্গলের হস্ত হইতে প্রথমেই নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার; নতুবা ভস্মে ঘৃতাহুতি, তুষে আঘাত করার ন্যায় বা অগ্ন্যস্পৃষ্ট কাষ্ঠপ্রদানের দ্বারা অন্নপাকের ন্যায় সমস্তই পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আমাদের দুষ্ট মন কোনও দিন এই পরমমঙ্গলময়ী বাণীর সমর্থন করিবে না। উপরন্তু সর্ব্বক্ষণ হরি, গুরু এবং গুরুপ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধাচরণ মৃত্যুর বা নিজ অস্তিত্বধ্বংসের নিমেষ-কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও করিবে। এমতাবস্থায় ভাগ্যহীন জগদ্বাসী বা মনের কথা শুনিয়া যে গুরুপাদপদ্মে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না, ভূপতিত বালকের ভূমি অবলম্বনে পুনঃ উত্থানের ন্যায় সেই গুরুপাদ-পদ্মকেই অবলম্বন করিয়া বা তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহার কথাই শুনিতে হইবে; নিজ লাভালাভের দিকে লক্ষ্য না করিয়া গুরুর জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ এমন কি নরকে যাইবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জীব যখন নিজের মঙ্গল নিজে করিতে পারে না তখন সমস্ত সন্দেহের মস্তকে পদাঘাত করিয়া শ্রীগুরুদেবেরই গোলামী করিতে হইবে। কৃপাময় ভগবান্ যখন তাঁহার প্রেষ্ঠের সহিত সত্যানু-সন্ধিৎসু জীবের সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন, তখন সেই কৃষ্ণের কার্য্যের উপরে আর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে আমার গুরুরূপে জানাইয়াছেন বা যাঁহার পদতলে আমাকে রাখিয়াছেন তাঁহারই সেবায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। তাহাতে নিজের মঙ্গলই হউক আর অমঙ্গলই হউক সেদিকে দৃক্‌পাত করিতে হইবে না। গুরুদেব আমাকে কৃপা করিয়া নিজেকে নিজে জানাও, আমার সন্দেহাগ্নি নির্ব্বাপিত কর, তোমাকে প্রভু বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য দাও, আর পর ভাবিয়া ফেলিয়া রাখিও না, ইত্যাকার কাতর বিজ্ঞপ্তি গুরুপদে জানাইতে হইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আমি গুরুর আজ্ঞা ছাড়া কাহারও কথা শুনিব না, গুরুবৈষ্ণব-বিরোধী মনের কথায় আর সায় দিব না, হিংসাপরায়ণ জগদ্‌-বাসীর কথায় কাণ দিব না, পরন্তু জগতের অন্যান্য সকল লোকের চিন্তাস্রোত বা কুযুক্তিকে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত করিব—এইরূপ

সতী ধারণা হৃদয়ে সতত পোষণ করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট ভৃত্য হইতে হইবে, তাঁহার নিকট হইতে কৃপাশক্তি লাভ করিতে হইবে তাহা হইলে আর আমাদের ভয় থাকিবে না। যদি গুরুদাস হইয়া এইরূপভাবে জীবনযাপনের সৌভাগ্য হয় তাহা হইলে মনের, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বা ভগবান্ ব্যতীত অন্য কাহারও দাস্য করিতে হইবে না এবং তখনই সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজার কথা উপলব্ধির বিষয় হইবে এবং গুরুসেবা-আশা হৃদয়ে স্থান পাইয়া আমাকে লুব্ধ করিবে। তখনই হরেকৃষ্ণ নাম করিবার জন্য রুচি হইবে। হরাকে বা গুরুকে বাদ দিয়া কৃষ্ণনাম করিবার ধৃষ্টতা আর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না। হরা বা গুরুহীন কৃষ্ণভজনস্পৃহা-রাক্ষসীর চিরতরে দ্বারমানা হইবে।

গুরুদেব, কতই ত' বলিলাম, কতই ত' লিখিলাম। কিন্তু তোমাকে জানিলাম কই? তোমাকে নিজ প্রভু বলিয়া বরণ করিবার সৌভাগ্য হইল কই? আমার নিজের চেষ্টায় কিছু হইল না। তাই আজ তোমার প্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের অনুগত হইয়া তোমার নিকট কৃপা-ভিক্ষা করিতেছি। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র তুমি, তোমাকে আর কি বলিব। তুমি ত' সবই জান। যেদিন তুমি আমাকে সংসার-দাবানল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ পাদপদ্মে আনিয়াছ সেই দিনই জানিয়াছি তুমি আমার নিত্য প্রভু কিন্তু এমনই দুর্দ্দৈব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, তোমাকে পিতা বলিবার বা তোমার দাসত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিয়াও পারিয়া উঠিতেছি না, তাই কাঁদিতেছি এবং আবার বলিতেছি আমায় পায়ে ঠেলিও না। এই নিত্য বদ্ধ অযোগ্য পুত্রকে তোমার যোগ্য পুত্রগণের ভৃত্যরূপে গ্রহণ করিও। আমি যে পারি না, করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কে যেন আমাকে করিতে দেয় না; তাই আজ হইতে আমার ভারটা তোমার উপরে ছাড়িয়া দিলাম; যাহা ভাল হয় করিও। আমার আর বলিবার কিছু নাই।

মৌষল-লীলা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৯৬ পৃষ্ঠার পর]

শাল্বের দ্বারা মায়ারচিত বসুদেবকে হত্যা করিলে শ্রীকৃষ্ণ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন, কোন কোন ঋষি এই বাক্য বলেন। অর্থাৎ শ্লোকার্থ—হে রাজর্ষে, এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের মোহ প্রভৃতি অসম্ভাব্য বৃত্তান্তযুক্ত যে অংশটি বর্ণন করিলাম, তাহা পূর্ব্বাপরানুসন্ধানরহিত কতিপয় ঋষির মত বলিয়া জানিবে। কিন্তু তাঁহাদের স্বীয় বাক্যের যে বিরোধ ঘটে তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই চিন্তা করেন নাই। ইহাতে ঐপ্রকার বোধ হয় যে তাঁহারা পূর্ব্বাপরের অনুসন্ধান করিয়া এই কথা বলেন নাই, নিজেরই বাক্যের পরস্পর বিরুদ্ধতা তাঁহারা স্মরণ করেন নাই। বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতে মায়া-মলিন চিত্তকারী সাধারণ লোক-প্রতীতির অনুরূপই কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "শ্লোকের শেষাংশ দ্রষ্টব্য"।

দ্বিতীয়তঃ—কোন কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন যে, বলদেব এবং পরস্পর কর্ত্তৃক নিহত যাদবগণের পরিত্যক্ত দেহও পড়িয়াছিল ও তাহাদের পরিত্যক্ত দেহগুলিকেও ত' সৎকার করা হইয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে জানা যায়। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ, অতএব তাঁহার দেহও প্রাকৃত নহে। তাঁহারও জন্ম-মৃত্যু সম্ভব নহে, তিনিও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। আর যাদবগণও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ, অতএব তাঁহারাও জীবতত্ত্ব নহেন, তাঁহাদেরও জন্ম-মৃত্যু হইতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিরোভাব মাত্র, তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তথাপি তিনি দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিত্যক্ত দেহেরও সৎকার করা হইয়াছিল, শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথা বর্ণিত আছে, ইহার সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই; অতএব ইহা সত্য মানিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। যদি এই-প্রকারই হয় তবে শ্রীকৃষ্ণের পরিত্যক্ত দেহের অব-

স্থিতি এবং তাহার সৎকারকে স্বীকৃত হইবার আপত্তি কিপ্রকারে উঠিতে পারে ?

উত্তর—বলদেব এবং যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের সহচর নিত্যপার্ষদ সবাই সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব, তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যু নাই, আবির্ভাব-তিরোভাব মাত্র, একথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু যে দেহগুলি সৎকার করা হইয়াছিল তাহা বাস্তবে তাহাদের দেহ ছিল না। সেইসব দেহ ছিল মায়াকল্পিত। এই মায়াকল্পিত দেহের কথা শাস্ত্রেও দেখা যায়। যেমন—রাক্ষসরাজ রাবণ মায়া-রচিত রাম লক্ষ্মণের ছেদিত মস্তক জগজ্জননী সীতা-দেবীকে দেখাইয়াছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও শ্রীরামচন্দ্রকে মায়ারচিত সীতাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া প্রদর্শন করাইয়া-ছিল এবং শাল্বও মায়ারচিত বসুদেবকে হত্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়াছিল। পুরাণাদিতে অনেক-প্রকারের মায়ারচিত দেহ জানা যায়, অসুরের মায়া, রাক্ষসের মায়া, দানবের মায়া, পিশাচের মায়া এবং মনুষ্যের রচনা মায়াদি। মনুষ্য মায়া রচনা করিয়া দর্শক মনুষ্যগণকে প্রত্যক্ষ করাইয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ভ্রান্ত জন্মাইয়া থাকে। ইন্দ্রজালিকগণ জন্ম-মৃত্যু ছেদন প্রভৃতি কলা-কৌশল প্রদর্শন করাইয়া সত্যের ন্যায় ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। দর্শক-গণ তাহা সত্যই বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া স্বীকার করে।

কূর্ম্মপুরাণে জানা যায় যে, রাক্ষসরাজ রাবণ যে সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া নিয়াছিল তাহা সত্য-সীতা ছিলেন না। তাহা ছিল অগ্নিদেবের কল্পিত ছায়া—মায়াসীতা। তাহা সত্যসীতা বলিয়াই রাক্ষস-রাজ রাবণ অপহরণ করিয়াছিল।

"সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া সীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥
পরীক্ষাসময়ে বহ্নি ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৯।২১১-২১২

মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্বে জানা যায় যে, শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ যখন স্বর্গে গমন করিলেন তখন তিনি অর্জ্জুনাদির ভ্রাতাগণের সহিত একসঙ্গে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে ভ্রাতাদের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে ভ্রাতারা নরকে বাস করিতেছে। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইলে তাঁহার বিস্ময় দূর করিবার জন্য ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—হে যুধিষ্ঠির! অর্জ্জুনাদি তোমার ভ্রাতৃবর্গ বাস্তবিক নরকে নাই। তুমি যে নরককে দেখিতেছ তাহা দেবরাজ ইন্দ্রদ্বারা রচিত মায়া মাত্র।

"ন চ তে ভ্রাতরঃ পার্থ নরকস্থা বিশাম্পতে।
মায়ৈষা দেবরাজেন মহেন্দ্রেণ প্রয়োজিতা ॥"

—মঃ ভাঃ স্বর্গাঃ ৩।৩৬

কেবল যাদবগণের পরিত্যক্ত প্রতীয়মান দেহই মায়াকল্পিত ছিল তাহা নহে, সম্পূর্ণ মৌষলপর্ব্ব-লীলাই শ্রীকৃষ্ণের রচিত মায়া ছিল। এই কথা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই সারথী দারুককে বলিয়াছিলেন—

"ত্বং তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।
মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥"

—ভাঃ ১১।৩০।৪৯

হে দারুক! তুমিও আমার ধর্ম্মে আস্থা রাখিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ ও উপেক্ষক হইয়া এইসব আমার মায়া-রচিত জানিয়া শান্তিলাভ কর। এই শ্লোকের টীকায় (ক্রমসন্দর্ভে) বলিতেছেন—"অথ দারুক শান্ত্বনায় মৌষলাদ্যার্জ্জুন পরাভব পর্য্যান্তয়া লীলায়া ঐন্দ্রিজাল-বদ্ রচিততত্ত্বমুপদিশতি ত্বং ত্বিতি।··· ··· ···অধুনা প্রকাশিতাং সর্ব্বামেব মৌষলাদিলীলাং মম মায়য়া এব ঐন্দ্রজালবদ্ রচিতাং বিজ্ঞায়" ইত্যাদি—অধুনা প্রকা-শিত মৌষললীলাদি সম্পূর্ণ লীলাকেই ইন্দ্রজালের ন্যায় আমার মায়ারচিত জানিবে অর্থাৎ তুমি যাহা দেখি-তেছ তৎসমুদয়ই আমার মায়াদ্বারা নির্ম্মিত ইন্দ্রজাল জানিবে। ইহা বাস্তব সত্য নহে।

প্রভাসতীর্থে শ্রীকৃষ্ণের মায়াতে বিমোহিত হইয়াই যাদবগণ আপসে সংঘর্ষণের সৃষ্টি করিয়াছিল—এই কথা শ্রীল শুকদেব বলিয়াছিলেন—

"মহাপানাভিমত্তানাং বীরাণাং দৃপ্তচেতসাম্।
কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সংঘর্ষঃ সুমহানভূৎ ॥"

—ভাঃ ১১।৩০।১৩

শ্রীকৃষ্ণ নিজে অন্তর্দ্ধানের সঙ্কল্প করিয়া নিজের দ্বারকা-পরিকর যাদবগণকেও অন্তর্দ্ধাপিত করাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং যাদবগণকে নিজেদের মধ্যে এক মহান্ কলহের সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে অন্ত-

দ্ধাপিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মশাপের অবতারণা করিয়াছিলেন. ইহাও শ্রীল শুকদেব নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ইহা শ্রীকৃষ্ণের 'মায়ারচিত' ইন্দ্রজাল মাত্র। এই কথা শ্রীল শুকদেবও শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—

"রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
... ...॥"

—ভাঃ ১১।৩১।১১

হে রাজন্! নটপুরুষ যেরূপ স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াই রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণের সমক্ষে বিবিধ জন্ম-মরণাদি লীলার অভিনয় করে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যাদবাদিকুলে আবির্ভাব-তিরোভাব চেষ্টাও তাদৃশ মায়াভিনয় মাত্র জানিবেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এক ঐন্দ্রজালিকের বৃত্তান্ত দিয়াছেন। আখ্যায়িকার কলেবর বর্দ্ধিত দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম না, তাহার সারমর্ম্ম সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। "·········ঐন্দ্রজালিকো নটো যথা মিথ্যাভূতে অপি জন্ম মরণে স্বপরেষাং দর্শয়তি।" কোন ঐন্দ্রজালিক নট যেরূপ মিথ্যাভূত জন্ম-মরণ নিজ বা অপরকে প্রদর্শন করিয়া থাকে তদ্রূপ কোন এক ব্যক্তি (ঐন্দ্রজালিক নট) কোন এক মহারাজার সভায় উপস্থিত হইয়া নিজের কলা-চাতুর্য্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিজের একই শরীর হইতে আচমকা বহু রাজা, রাজপুত্র, হাতী, ঘোড়া, সৈন্যাদি প্রকট করিয়া তাহাতে আপসে কলহ উৎপাদন করিল, একে অপরকে বলিতে লাগিল যে, আমি এই রত্নমালা গ্রহণ করিব, তুমি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিবে না ইত্যাদি বলিয়া অস্ত্রশস্ত্রের প্রহারে পরস্পরকে মৃত্যু ঘটাইয়া দিল। পশ্চাৎ স্বয়ংও যোগাসনে স্থিত হইয়া সমাধিস্থ হইবার অভিনয় করিল। তখন তাহার দেহ হইতে যোগাগ্নি প্রকট করিয়া দেহকে ভস্মীভূত করিয়া দিল। ইহা দেখিয়া তাহার স্ত্রী-পুত্রাদিও শোকবিহ্বল হইয়া সেই অগ্নিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। কিছুদিন পরে রাজা এক পত্র প্রাপ্ত হইল। তাহাতে সেই ঐন্দ্রজালিক নট তাঁহাকে বলিলেন যে, মহারাজ যা' কিছু দেখিয়াছিলেন তাহা সেই নটের ইন্দ্রজাল-বিদ্যার কলাকৌশল মাত্র, সমস্তই মিথ্যা ছিল। এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণের মৌষলাদি লীলাও তাঁহার মায়ারই কলা-কৌশল মাত্র ছিল, বাস্তবিক সত্য নহে।

বাস্তবেতে শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্দ্ধান-লীলা করিবার সঙ্কল্প করিলেন, তখন তিনি নিজের নিত্যপরিকর প্রদ্যুম্নাদিকে অন্তর্হিত করাইয়া লীলা-প্রকটনের সময় তিনি কন্দর্প-কার্ত্তিকেয়াদি দেবতাগণ যাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সবার অলক্ষিতভাবে সেই দেবতাগণকে প্রদ্যুম্নাদির দেহ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া মায়াকল্পিত দেহ প্রদান করিয়া তাহাকে প্রদ্যুম্নাদি কৃষ্ণের পুত্ররূপেই সবার নিকট প্রতিভাত করাইলেন। পরে অন্যান্য দ্বারকাবাসিগণের সহিত তাহাদিগকে লইয়া প্রভাসতীর্থে যাইয়া তাহাদের দ্বারা দান-ধ্যানাদি করাইয়াছিলেন, এইসব মায়ারচিত দেহধারী দ্বারকাবাসীই 'মৈরেয়' মধু পান করিয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর কলহ করিয়া এক অন্যকে প্রহার করিয়াছিল। প্রদ্যুম্নাদির মায়াকল্পিত দেহ হইতেই তাহাদিগকে কন্দর্প-কার্ত্তিকেয়াদি অধিকারী ভক্তগণকে নিজ নিজ স্থানে স্বর্গাদিতে প্রেরণ করিয়াছিল। ইহাদের যে সমস্ত দেহ পড়িয়াছিল এবং যে দেহগুলিকে পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত অর্জ্জুন অগ্নি-সংস্কার করিয়াছিল সেইসব দেহও মায়ারচিত ছিল। বিস্তারিত জানার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৩০।৫ শ্লোকের শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলির প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১। ২১-২২ শ্লোকে দেখা যায়। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সমাধি-মধ্যে সমুচ্চরিতা আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে অমরবৃন্দ, তোমরা আমার নিকট হইতে ক্ষীরোদশায়ী মহাপুরুষের বাণী শীঘ্র শ্রবণ কর এবং অনতিবিলম্বেই তদনুষ্ঠানে যত্নবান হও। আমাদের নিবেদন করিবার পূর্ব্বেই ভগবান্ ধরণীর দুঃখ জানিতে পারিয়াছেন। সেই নিখিলেশ্বরপতি স্বীয় কালশক্তিদ্বারা যতদিন ভূভার হরণপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে বিচরণ করেন অর্থাৎ প্রপঞ্চে প্রকটিত থাকিবেন, তাবৎকাল তোমরা ভগবদংশভূত পার্ষদবর্গের সহিত যদুদিগের কুলে পুত্র-পৌত্রাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার নিকট অবস্থান কর। অর্থাৎ ব্রহ্মার আদেশানুসারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও লীলা

কার্য্যে পুষ্টির জন্য কার্ত্তিকেয়াদি দেবগণ নিজ নিজ অংশে তাঁহার পুত্র ও পৌত্রাদিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহাদিগকেই শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসতীর্থে প্রেরণ করিয়া মায়ামোহিত লোকগণকে মৌষল-লীলা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোন মায়াকল্পিত দেহ ছিল না। অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার কোন পরিত্যক্ত দেহও ছিল না। যিনি নিজের গুরু সান্দীপনি মুনির মৃতপুত্রকে যমপুরী হইতে তাঁহার মর্ত্ত্যদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আনিয়াছিলেন, যিনি মাতৃগর্ভে ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি অন্তকের অন্তক শঙ্করকেও বাণযুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন, যিনি জরা নামক ব্যাধকে সশরীর স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি কি আত্মসংরক্ষণে অক্ষম ছিলেন? তিনি কি সশরীরে নিজের ধামে প্রবেশ করিতে অসমর্থ?

"মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং
ত্বাং চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশাঃ
কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহম্॥"

—ভাঃ ১১।৩১।১২

এইপ্রকার স্পষ্ট আছে যে, মৌষল-লীলা ও তৎসংক্রান্ত সম্পূর্ণ ব্যাপারই মায়াময়—অবাস্তব।

শ্রীকৃষ্ণের মৌষল-লীলা মায়াকল্পিত—এ কথা মায়ামলিনচিত্ত ব্যক্তি প্রাকৃতলোক জানিতে পারে না। যাহার চক্ষু পিত্তাদি দোষযুক্ত তাহারা যেরূপ উজ্জ্বল শুভ্র শঙ্খকেও পীতবর্ণ (হলুদবর্ণ) দেখে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি মায়াবদ্ধ, সে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদাময় সশরীর অন্তর্দ্ধান-লীলাকে প্রাকৃত মানে, আর মানে যে, ভগবান্ দ্বারকাবাসিগণের সহিত প্রাকৃত লোকের ন্যায়ই দেহত্যাগ করিয়াছেন। কেবল প্রাকৃত লোকই ঐপ্রকার মানেন—তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণের মায়াতে মুগ্ধ ভগবানের অংশ অর্জ্জুনাদিও সেইরূপ মানেন ও পরাশরাদি মুনিগণ বিষ্ণুপুরাণে এবং বৈশম্পায়নও মহাভারতে এইপ্রকার সাধারণ লোকগণের প্রতীতের অনুরূপ কথাই বর্ণন করিয়াছেন।

"যথা ধবলোজ্জ্বলমপি শঙ্খং পিত্তাদিদোষোপহতচক্ষুষোমলিনপীতমেব পশ্যন্তি, তথৈব সচ্চিদানন্দময়ীমপি মন্নির্য্যাণলীলাং মায়াদোষোপহতচিত্তচক্ষুষঃ প্রদ্যুম্নাদি সর্ব্বপরিকর সহিত মদ্দেহত্যাগ রুক্মিণ্যাদি মহিষী বহ্নিপ্রবেশাদি দূরবস্থাময়ীং প্রাকৃতমেব দ্রক্ষ্যন্তি নিশ্চেষ্টন্তে চ। ন কেবলং প্রাকৃতাঃ কিন্তু মদংশাদর্জ্জুনাদয়োঽপি তথৈব বৈশম্পায়নপরাশরাদয়ো মুনয়োঽপি স্ব-স্বসংহিতাসু বর্ণয়েষুরপি কলিপ্রাবল্যপরম্পরা সিদ্ধার্থং......।" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতঃ ১১।৩০।৫ শ্লোকস্য টীকাংশঃ।

অর্জ্জুন যে সব দেহগুলির সংস্কারাদি করিয়াছিলেন, সেই সব মায়াকল্পিত বা রচিত ছিল এই কথাকে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় অর্জ্জুনও জানিতে পারেন নাই। অজ্ঞতাবশতঃ সাধারণ লোকগণ স্বীকার করিল যে সবাই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এই লোকের প্রতীতির অনুসরণ করিয়াই বৈশম্পায়ন ঋষি মহাভারতে এবং পরাশর মুনি বিষ্ণুপুরাণে বর্ণন করিয়াছেন।
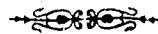
বেদ ও ভগবদ্ভক্তি

[গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত]

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই বেদ-চতুষ্টয়ের যে সংহিতাংশে মন্ত্রসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে, মাত্র সেই ভাগই বেদ। কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রাচীন বিচার এই যে, প্রত্যেক বেদের তিন ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড। কেহ কেহ জ্ঞানকাণ্ড হইতে উপাসনাকাণ্ডকে পৃথক্ করেন না; কেন না, জ্ঞানের চরম ফলই উপাসনা। কর্ম্মকাণ্ড অজ্ঞানগণের জন্য কল্পিত; এতৎসম্বন্ধে

গীতা, উপনিষদ্—সকলেই একমত।* জ্ঞানবান্ মুক্ত পুরুষের জন্যই উপাসনা বা ভগবদ্ভক্তি।‡ কর্ম্ম-কাণ্ডের ফল—স্বর্গ; জ্ঞান বা উপাসনাকাণ্ডের ফল—পরমার্থ। বেদের যে অংশ কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদন করিয়াছে, তাহার নাম—সংহিতা ও ব্রাহ্মণ; আর যে অংশ জ্ঞান বা উপাসনাকাণ্ডের প্রতিপাদন করিয়াছে, তাহার নাম—আরণ্যক ও উপনিষদ্।

কোন কোন পাশ্চাত্যপণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গদ্য-উপনিষদের পূর্ব্বে বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত; কারণ, তাঁহারা যে-সকল উপনিষৎকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াছেন, তাহাতেই যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে যে, ঐসকল প্রাচীনতম উপনিষদাদির পূর্ব্বেও ইতিহাস-পুরাণাদি বৈদিকসাহিত্যরূপে প্রকাশিত ছিল। এজন্য অনেক সুধী ব্যক্তির বিচারে ইতিহাস পুরাণাদি বৈদি যুগ-প্রকাশের পূর্ব্বের অবতার। এই সকল শ্রুতিপূর্ব্ব বা বেদপূর্ব্ব ইতিহাস-পুরাণাদি পরবর্ত্তিকালে বোধগম্য ভাষায় বিভিন্ন ব্যাসের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তিকালের পুরাণ-ইতিহাসাদি মানব-কল্পিত আধুনিক কোন গ্রন্থ নহে, তাহা মুক্ত ব্যাসগণের সমাধিলব্ধ শ্রৌতবাণীরই প্রকাশ মাত্র। ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায় প্রথম খণ্ডে দৃষ্ট হয়,—

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্‌ভগবোঽধ্যেমি।

(ছান্দোগ্য ৭।১।২)

—আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, তাহাও অধ্যয়ন করিয়াছি। পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি; পিত্র্য (পিতৃবিদ্যা), রাশি (গণিত), দৈব (অরিষ্টাদি-নিরূপণ-বিদ্যা), নিধি (জ্যোতিষ), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (ধনুর্ব্বেদ), নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা ("নৃত্য-গীত-বাদ্য-শিল্পাদি বিজ্ঞানানি"—শঙ্কর) —এ সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছি।

বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে,—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্‌ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি।"—বৃহদারণ্যকে ২।৪।১০।

—ঋগ্বেদ প্রভৃতি সেই পরমাত্মারই নিঃশ্বাস হইতে প্রকাশিত। ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান প্রভৃতি সকলেরই পরমাত্মা হইতে প্রবৃত্তি। উপরি-উক্ত তালিকা হইতে দৃষ্ট হয়, বৃহদারণ্যক প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বেও ইতিহাস, পুরাণ এবং সূত্র বর্ত্তমান ছিল। এই সকল ইতিহাস এবং পুরাণই পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্মহাভারতাদিতে বিস্তৃত হইয়াছে এবং বৌধায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি গৃহ্য-সূত্র এবং শাণ্ডিল্য, নারদাদি শ্রৌতসূত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদের স্থানে স্থানে প্রমাণ-শ্লোকই বেদ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কথিত শ্লোক। আবার এই সকল উপনিষদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি দৃষ্ট হয়।

স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষম্ ঐতিহ্যম্ অনুমানশ্চতুষ্টয়ম্।
এতৈরাদিত্য-মণ্ডলং সর্ব্বৈরেব বিধাস্যতে ॥—১।২

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'ঐতিহ্য'-শব্দে ইতিহাস-পুরাণাদি বলিয়াছেন। বিশেষতঃ এই মন্ত্রে 'স্মৃতি'-শব্দেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, পরবর্ত্তিকালে প্রকাশিত স্মৃতিশাস্ত্র বেদোক্ত স্মৃতিরই পুনঃপ্রকাশ। ঐসকল উপনিষদ্ ও আরণ্যক অপেক্ষাও প্রাচীনতর প্রকাশ শতপথ-ব্রাহ্মণের ১১শ ও ১৪শ কাণ্ডে ইতিহাস, পুরাণ ও গাথার উল্লেখ আছে এবং ঐসকল স্বাধ্যায়ের জন্য উপদেশ আছে। ঐ ব্রাহ্মণেরই ১২শ কাণ্ডে আখ্যান, অনু-আখ্যান, উপাখ্যানের প্রসঙ্গ এবং ১৩শ কাণ্ডে বহু গাথা রহিয়াছে।

* গীঃ ৩।২৬, ৯।২১; মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।২।৭-৯
‡ গীঃ ১৮।৫৪-৫৫

কেহ কেহ উপনিষদের নামান্তর 'বেদান্ত' বলেন ; কারণ, বেদের অন্ত বা শিরোভাগই উপনিষদ্। আবার উপনিষদ আরণ্যকের শেষাংশ বলিয়া কেহ কেহ বেদান্ত আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। কাল-প্রভাবে যেরূপ বেদের বহু শাখাই বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ তৎসঙ্গে সঙ্গে তত্তৎশাখার ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ও বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। উপ-নিষৎ-সমূহ পূর্ব্বে বহুকাল পর্য্যন্ত শ্রুতিরূপে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় রক্ষিত ছিল। এই গুরুমুখী বিদ্যা আচার্য্য একমাত্র শিষ্য ব্যতীত অপর কাহারও নিকট প্রচার করিতেন না ; এজন্য ইহা পূর্ব্বে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় নাই। পরবর্ত্তিকালে ঐসকল গদ্য অথবা পদ্যাকারে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।* সুতরাং কাল-প্রভাবে যে অনেক উপনিষদ্ই বিলুপ্ত হইয়াছে এবং অনেক শ্রুতিমন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া লোকচক্ষুর গোচর হয় নাই, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এরূপ অবস্থায় উপনিষদের সংখ্যা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। অবশ্য মুক্তিকোপনিষদে তদানীন্তনকালে প্রচলিত ১০৮ খানি উপনিষদের নাম দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের ১০ খানি ঋগ্বেদীয়, ১৬ খানি সামবেদীয়, ১৯ খানি শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়, ৩২ খানি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় এবং বাকী ৩১ খানি অথর্ব্ব-বেদীয়। ব্যাস উপনিষদ্সমূহের সমন্বয় করিবার জন্য যে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই সকল সূত্রে তিনি কোন্ কোন্ উপনিষৎকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা সমস্ত লুপ্ত ও শ্রৌত পরম্পরায় শিষ্যের হৃদয়ে রক্ষিত শ্রুতিসমূহ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল আচার্য্য-শঙ্করের নির্দ্ধারিত শ্রুতি বা তাঁহার মতবাদ-স্থাপন-কল্পে স্বীকৃত উপনিষদ্গুলিকে অবলম্বন করিয়া নিঃসংশয়ে স্থির করা যাইতে পারে না।‡ শঙ্করাচার্য্যের ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—এই কয়েকটি ভাষ্য প্রচলিত আছে বলিয়া বা ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্যরূপে আচার্য্য শঙ্কর যে কএকটি উপনিষদ্ অনুমান করিয়াছেন, সেই কয়টিই যে প্রামাণ্য বা প্রাচীন হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অন্যান্য উপনিষদের মধ্যে কৌষীতকী, মহানারায়ণ, পৈঙ্গ ও জাবালোপনিষদের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য তাঁহার বেদান্তের ভাষ্যে অনেক লুপ্ত শ্রুতি ও বেদশাখার বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। ঐ সকল শ্রুতি এখনও উড়ুপীর মঠে রক্ষিত আছে। "শঙ্করাচার্য্য সেই সকল শ্রুতির কথা জানিতেন না বলিয়া বা ঐ সকল শ্রুতি তাঁহার মতবাদ-স্থাপনের প্রতিকূল-বিচারে তিনি গ্রহণ করেন নাই বলিয়া ঐ সকলকে প্রমাণ বলা যাইবে না", এই-রূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক ও অভিসন্ধিযুক্ত। আচার্য্য রামানুজ অনেক নূতন শ্রুতির বাক্য তাঁহার বেদান্তের ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামিসম্প্র-দায়ের আচার্য্য শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় ও বিষ্ণুপুরাণের টীকায় অনেক শ্রুতির মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন—যাহা আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার মতবাদ-স্থাপনের প্রতিকূল বলিয়া উদ্ধার করেন নাই। শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বয়ং কোন উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন নাই ; কিন্তু তাঁহার অনুগ ব্যক্তিগণ কএকটি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, কঠ, মাণ্ডূক্য, ঈশ, কেন, প্রশ্ন, আথর্ব্বণ এবং ঋগ্ভাষ্য (আংশিক) করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—যখন

---

* In the course of centuries the original extemporal instruction crystalised into fixed texts in prose which were committed to memory verbatim by the pupil.—Denssen's Philosophy of the Upanishads P6.

‡ In his commentary on the BrahmaSutras, only the following fourteen Upanishads can be shown to have been quoted by Sankara. Chandogya 809. Brihadaranyaka 565, Taittiriya 142, Mundaka 129, Kothaka 103, Kausitaki 88, Svetasvatara 53, Prasna 38, Aitareya 22, Jabala 13, MahaNarayana 9, Isa 8, Painga 6 and Kena 5. (The figures attached indicate the numbers of quotations.) —Denssen's Upanishad P 30.

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও কৌষীতকী—এই দ্বাদশটি উপনিষদের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে সকলেই এক মত, তখন কেবল তাঁহাদের প্রমাণই গৃহীত হইবে,—এরূপ যুক্তিও অসার ; কেননা, যখন সমস্ত শ্রুতি জগতে নিঃশেষিতরূপে প্রকাশিত হন নাই এবং যখন অনেক শ্রুতি লুপ্ত হইয়াছেন, তখন কেবলমাত্র আমাদের নিকট প্রকাশিত কএকটি শ্রুতির অসম্পূর্ণ তালিকা-দ্বারা শ্রুতির উপজীব্য ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।* যদি সকল শ্রুতিই প্রকাশিত থাকিত এবং সেই সকল শ্রুতির কতকগুলির গ্রহণ ও কতকগুলির বর্জ্জন হইত, তবেই সিদ্ধান্তে অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম-প্রকাশের সম্ভাবনা থাকিত ; কাজেই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যগণ যে-সকল শ্রুতি ও বেদ-মন্ত্র তাঁহাদের বিভিন্ন ভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন, সে-গুলিকে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত কম প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মত অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে যে-সকল শ্রুতিবচন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার তালিকা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কৃত বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি ৪র্থ খণ্ডে পাওয়া যায়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ('তত্ত্বসূত্র', 'আম্নায়সূত্র', 'মহাপ্রভুর শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থে) এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণ উপনিষদ্ ও বেদের মন্ত্রে ভক্তির চিন্তাধারা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকাশিত বেদের মধ্যে যাহা সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে প্রাচীনতম, তন্মধ্যে বিষ্ণুর নামের মাহাত্ম্য স্পষ্টভাবে লিখিত আছে।

"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে, ওঁ তৎসৎ।" (ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ১৫৬ সূক্ত ৩য়া ঋক্)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

গৌণ, মুখ্য বৃত্তি, কিম্বা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয় কৃষ্ণকে॥
(চৈঃ চঃ ম ২০।১৪৬)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭।৭ ও ১৫।১৫ শ্লোকে এই কথাই বলিয়াছেন,—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"
"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" ইত্যাদি।

শ্রীগোপালোপনিষদে কথিত হইয়াছে, (পূর্ব্ব-তাপনী ২১ মন্ত্র)—"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ। তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ॥ একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি। তং পীঠস্থং যে তু ভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

তৈত্তিরীয়ে ২।১ ;—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা॥

[সত্যস্বরূপ, চিন্ময়, অসীম তত্ত্বই 'ব্রহ্ম'। চিত্ত-গুহায় অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত তত্ত্বই 'পরমাত্মা'। পরব্যোমে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে অবস্থিত তত্ত্বই 'নারায়ণ'। এই তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনি বিপশ্চিৎ 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণের সহিত যাবতীয় কল্যাণ-গুণ প্রাপ্ত হন।]

এই স্থলে বিপশ্চিৎ ব্রহ্মতত্ত্বই কৃষ্ণ। ভাগবতেও "গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্, যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্", বিষ্ণুপুরাণে "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতিম্" ও গীতায় "ব্রহ্মণো হি

---

* বেদ বা উপনিষদ্ লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বের কথা বাদ দিলেও কএক শত বৎসর পূর্ব্বে যে-সকল উপনিষদ্ ও বৈদিক-গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, এমন কি, যাহা বেদে অনধিকারী জাতির হস্তগত হইয়াছিল, সেই সকল উপনিষদ্ও বর্ত্তমানে কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে সাজাহানের জ্যেষ্ঠ-পুত্র দারা যে ৫০ খানি উপনিষদ্ পারস্য-ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে যাহা ল্যাটিন ভাষায় পুনরনূদিত হইয়াছিল, যাহা পাঠ করিয়া প্রসিদ্ধ জার্ম্মেণ দার্শনিক সোপেন্ হুলার লিখিয়াছিলেন—"In the whole world there is no study so benificial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death". সেই সকল পারস্য-অনুবাদের সংস্কৃত মূল এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

প্রতিষ্ঠাহং" ইত্যাদি সিদ্ধান্তবচন-সহস্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে 'বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম' অর্থাৎ পরংব্রহ্ম বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। 'বিপশ্চিৎ'-শব্দে পণ্ডিত অর্থ হয়। শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণের মধ্যে পাণ্ডিত্যই একটি প্রধান গুণ। মুখ্য বা অভিধাবৃত্তি-দ্বারা ছান্দোগ্য শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিতেছেন,—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে। শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে॥"

(৮।১৩।১)

ঋগ্বেদ-সংহিতায় ও আরুণেয্যুপনিষৎ ৫ম মন্ত্রে বলিয়াছেন, যথা ;—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। * * বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥ (১।২২।২৩ ঋক্)

পুনরায় ঋগ্বেদ বলিতেছেন,—(ঋগ্বেদ ১।২২। ১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্)

অবশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা
চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষুচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥

এই বেদবাক্য-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলা অভিধাবৃত্তিক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যত্র বলিয়াছেন (১।৫৪ সূক্ত ৬ ঋক্),—

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো
ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য কৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥

ঈশাবাস্য বলেন (১৫শ মন্ত্র, বৃহদাঃ ৫।১৫।১ ব্রাহ্মণ),—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

[শুদ্ধভক্তি ভিন্ন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না ; শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন শুদ্ধভক্তি লভ্য হয় না ; এই জন্যই বলিতেছেন,—নির্ব্বিশেষব্রহ্মরূপ জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদন-দ্বারা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মুখোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ আচ্ছাদিত রহিয়াছেন। হে জগৎপোষক পরমাত্মন্! তুমি সত্যধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকারার্থ ঐ আবরণ উন্মোচন কর।]

বৃহদারণ্যক বলেন (২।৫।১৪-১৫),—

অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।
অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ।
সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গুণ-পরিচয়দ্বারা গৌণরূপে বেদ বলিতেছেন যে, 'আত্মা'রূপ কৃষ্ণই সর্ব্বভূতের মধু, অধিপতি ও রাজা। 'আত্মা' শব্দে—'কৃষ্ণ', ইহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, যথা ;—(ভাঃ ১০।১৪।৫২)

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানং জগদাত্মনাম্।"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'সাঙ্কর্ষণসূত্র' নামক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ একটি সুপ্রাচীন সূত্রগ্রন্থের নাম করিয়াছেন, তাহাতে 'ব্রহ্ম' শব্দে—'বিষ্ণু' কথিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন,—

বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম-নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁ'রে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান॥
'নির্ব্বিশেষ' তাঁ'রে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন॥

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

—(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে একবিংশাঙ্কধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র বচন)

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয়॥
'অপাদান', 'করণ', 'অধিকরণ'-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত-শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন॥
সে-কালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন॥
'ব্রহ্ম' শব্দে কহে 'পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্'।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝান না হয়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়॥

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩১)

'অপাণি-পাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে,—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে, 'ব্রহ্ম—সবিশেষ'।
'মুখ্য' ছাড়ি' 'লক্ষণা'তে মানে নির্ব্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন-ভগবানে তুমি কহ নিরাকার?
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

উপনিষদ্ পরমার্থ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রাথমিক ও মূল-গ্রন্থ। তাঁহাতে পরমার্থের বর্ণ-পরিচয় ও প্রাথমিক বিচারই আচার্য্যের সমীপস্থ শিষ্য-সাধারণের জন্য গুম্ফিত হওয়া স্বাভাবিক, যদিও ইঙ্গিতক্রমে তাঁহাতে পরমার্থের উচ্চ কথাও অনুস্যূত রহিয়াছে। উপনিষদের প্রধান কার্য্য—জগতের চিন্তাস্রোতে, বহির্ম্মুখ স্বভাবে বিক্ষিপ্ত জনসাধারণকে জড়বিলাস হইতে মুক্ত করা; "জড়বিলাস—চিদ্বিলাস নহে, জড়—চেতন নহে, ব্রহ্মের আকার—জড়াকার নহে, ব্রহ্মের লীলাকৈবল্য—ক্ষুদ্র জীব ও জড়ের কর্ম্মকৈবল্যের সহিত এক নহে", ইহা পুনঃ পুনঃ জীবের কর্ণে হাতুড়ির আঘাতে শিখান'। এই জন্যই মহাপ্রভু বলিলেন,—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।"

'নির্ব্বিশেষ' তাঁ'রে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত'-স্থাপন॥
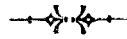
কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

কেশাবতার, ক+ঈশ=কেশ অথবা কেশ+অবতার=কেশাবতার।

"কাক কৃষ্ণকেশরূপ=কৃষ্ণাবতার, এই যে বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান তাহাকে ধিক্কার করিয়া ক+ঈশ=কেশ অর্থাৎ কৃষ্ণ—'ব্রহ্মার ঈশ্বর' এইরূপ শুদ্ধ ব্যাখ্যান শিক্ষা দিয়াছেন 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য'—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।" ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের অন্তখিল সূক্তের পঞ্চদশটি ঋক্মন্ত্রের মধ্যে শ্রীসায়ণাচার্য্যের ভাষ্যেও ঐপ্রকার অর্থ দেখা যায়—'ক ইতি ব্রহ্মণো নাম ইতি পুরাণাৎ'। 'সিত'—রুদ্র, 'কৃষ্ণ'—বিষ্ণু, 'ক'—ব্রহ্মা, তাঁহাদেরও যিনি ঈশ্বর সেই শ্রীকৃষ্ণ। এইরূপ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর অর্থ করিয়াছেন। স্মৃতিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় যে, অসুরপ্রকৃতি রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া পৃথিবী যখন স্বীয় দুঃখমোচনের জন্য ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইলেন, তখন অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে ব্রহ্মা ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর স্তুতি করিয়া পৃথিবীর দুঃখের কথা জানাইলেন—

'এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে॥
উবাচ চ সুরনেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভবোভার ক্লেশহানিং করিষ্যতঃ॥"
—বিঃ পুঃ ৫।১।৫৯-৬০

শ্রীপরাশর ঋষি মৈত্রেয় মুনিকে বলিলেন—হে মহামুনে! ভগবান্ পরমেশ্বর এইপ্রকার স্তূয়মান হইয়া আপনার শুক্ল ও কৃষ্ণ কেশদ্বয় উৎপাটন করিলেন এবং দেবগণকে বলিলেন আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ক্লেশ দূর করিবেন।

"বসুদেবস্য যা পত্নী দেবকী দেবতোপমা।
তস্যায়মষ্টমো গর্ভো মৎকেশো ভবিতা সুরাঃ॥
অবতীর্য্য চ তত্রায়ং কংসং ঘাতয়িতা ভুবি।
কালনেমিং সমুদ্ভূতমিত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে হরিঃ॥"
—বিঃ পুঃ ৫।১।৬৩-৬৪

হে সুরগণ! বসুদেবের দেবতাসদৃশী দেবকী

নামে যে পত্নী আছেন, তাঁহার অষ্টমগর্ভে আমার এই কেশ জন্মগ্রহণ করিবে এবং ইহা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কংসরূপী সমুৎপন্ন কালনেমি অসুরকে বিনাশ করিবে। ইহা বলিয়া শ্রীবিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। উল্লিখিত শ্লোকানুরূপ মহাভারতে ও শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়—

"স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত্ত
একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্।
তৌ চাপি কেশাববিশতাং যদুনাং
কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিনীং দেবকীঞ্চ ॥
তয়োরেকো বলভদ্রোবভুব যোহসৌ
শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভুব কেশঃ
যোহসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ ॥"

—মহাভারত

"ভূমেঃ সুরেতরবরূথ বিমর্দ্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণ কেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ
কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥"

—ভাঃ ২।৭।২৬

শ্রীমহাভারতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—সেই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু দুইটি কেশ উৎপাটন করিলেন, একটি শুক্ল, অপরটি কৃষ্ণবর্ণ এবং কেশদুইটি যদুকুলের রমণী রোহিণী ও দেবকীতে প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন যিনি বলভদ্র (বলরাম) নামে খ্যাত, তিনি সেই দেবতার শ্বেত কেশ। আর দ্বিতীয় যে কৃষ্ণবর্ণের কেশ, তাহা কৃষ্ণকেশব রূপে আবির্ভূত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির প্রমাণানুসারে কৃষ্ণকেশই দেবকীর অষ্টমগর্ভে এবং শ্বেতকেশ দেবকীর সপ্তমগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কংসাদির বিনাশসাধন করেন।

পুরাণত্রয়ে উল্লিখিত জ্ঞাত অর্থ হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের কৃষ্ণবর্ণ কেশের অবতারই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্বেতবর্ণ কেশের অবতারই শ্রীবলরাম। তাঁহারা মনে করেন কৃষ্ণবলরাম হইতেছেন ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের মস্তকের চুলেরই অবতার।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ের উক্তির যথাশ্রুত অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করিলে মনে হয় যে, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই পৃথিবীর ভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেশ-শব্দের সাধারণ অর্থ বঙ্গভাষায় চুল। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকসমূহে 'চুল' শব্দের অর্থই কেশশব্দে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিলে ইহাই মনে করিতে হয় যে, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের মস্তকে শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ চুল ছিল বা আছে। তাহা হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর মস্তকের স্বভাবতই কতকগুলি পাকা ও কতকগুলি কাঁচা চুল ছিল অথবা তাঁহার মস্তকে প্রথমে সমস্ত চুল কৃষ্ণবর্ণই অর্থাৎ কালোই ছিল, প্রাকৃত লোকের ন্যায় কালবশে তাহার মধ্যে কতকগুলি পক্ব হইয়া শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর চুল স্বভাবতই শ্বেতকৃষ্ণ (কাঁচা বা পাকা) ছিল, তাহার কোন প্রমাণ কোথাও শাস্ত্রে পাওয়া যায় না।

"তথাহি—ত্রিগুণাতীতস্যাবিকারিণঃ চিদানন্দঘনবপুষো নারায়ণস্যাপি বয়ঃ পরিণামকৃত শুক্লকৃষ্ণকেশত্বম্" অথচ "মস্তং বয়সি কৈশোরে" ইতি নিত্যকিশোরত্বঞ্চ তথা—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" "কৃষ্ণাবতারস্য স্বয়ং ভগবত্বং চ ইতি" বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকাংশ। "না চাস্য নৈসর্গিক—সিতকৃষ্ণেতেতি প্রমাণমস্তি"—ভাঃ ২।৭।২৬।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহের অর্থ যথাশ্রুত অর্থ বিচার করিলে বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু কোন সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। ত্রিগুণাতীত, অবিকারী, চিদানন্দঘনবিগ্রহ ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণেরও শুভ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ (সাদা ও কাল) কেশত্ব সম্ভব নহে। ভগবান্ নিয়তই কিশোরত্বই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অবতারী আর ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অবতার নহেন। ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ বলিলে বিরোধ ব্যাখ্যান হয়। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"।

"বৈ যথাশ্রুতমেবেদং ব্যাখ্যাতং তে তু ন
সম্যক্ পরামৃষ্টবন্তঃ।
যতঃ সুর মাত্রস্যৈব নির্জ্জরত্বং প্রসিদ্ধম্।
অকাল কলিতে ভগবতি জরানুদয়েন
কেশশৌক্ল্যানুপপত্তি ॥"

—ভাঃ ২।৭।২৬

শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা। সুতরাং কালপ্রভাবে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর কতকগুলি চুল পাকিয়া শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল—এই অনুমানও বিচারসহ নহে। এইরূপ বিচার করা গেল শ্লোকস্থিত 'কেশ' শব্দের অর্থ 'চুল' বিচারসহ নয়। তাহা হইলে কোন্ অর্থে 'কেশ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা যাউক। কেশ শব্দের একটি অর্থ হইতে 'চুল', ইহা লোকব্যবহৃত বা প্রচলিত বঙ্গভাষা। সংস্কৃত ভাষায় চুল বা 'কেশ'কে বলা হয়—বাল, কচ, কুন্তল ও চিকুর প্রভৃতি পর্য্যায় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "অত্র বিষ্ণুপুরাণে ভারতে চ সর্ব্বত্র কেশ-শব্দস্যৈব প্রয়োগাৎ চিকুর, কুন্তলাদ্যঃ প্রয়োগাৎ।"—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত বা শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বত্রই 'কেশ' শব্দেরই ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হইয়াছে; বাল, কচ, কুন্তল ও চিকুর প্রভৃতি যে সকল শব্দে 'চুল' বুঝায় এইরূপ কোন শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহাতে মনে হয় একটি বিশেষ অর্থে এই সকল স্থলে 'কেশ' শব্দ ব্যবহৃত বা প্রয়োগ হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশুকে (তেজ, কিরণ, শক্তি প্রভৃতিকে) যে বিশেষ অর্থে 'কেশ' নাম হয় বা প্রয়োগ ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রমাণ সহস্রনাম ভাষ্যে ধৃত মহাভারত বচনে দৃষ্ট হয়। ভগবান্ বলিতেছেন—আমাতে বিদ্যমান অংশুসমূহের (শক্তি, জ্যোতি-সমূহের) নাম 'কেশ' তাই সর্ব্বজ্ঞ মুনিসত্তমগণ আমাকে 'কেশব' বলেন।

"অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশ সংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনি সত্তমাঃ॥"

কেশ+ব=কেশব, কেশ শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ব-প্রত্যয়, অর্থ—কেশ অর্থাৎ শক্তি বা তেজ আছে যাঁহার তিনি—কেশব। মোক্ষধর্ম্মে বর্ণিত আছে—নারদমুনি ভগবানের মধ্যে নানা বর্ণের কিরণ বা শক্তিসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। "তত্র চ সর্ব্বত্র কেশেতর শব্দা প্রয়োগাৎ নানাবর্ণাংশুনাং শ্রীনারদ দৃষ্টতয়া মোক্ষধর্ম্ম প্রসিদ্ধেশ্চ।" শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ২৯। শ্রীনৃসিংহপুরাণে "সিতাসিতে মচ্ছক্তি ইতি তচ্ছক্তি দ্বারেব শ্রীকৃষ্ণেন তদ্‌ঘাতনাপেক্ষয়া।"—ঐ ২৯। শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়াছেন—আম্যর শুক্ল (সিত) অসিত-কৃষ্ণ শক্তি আছে, তাহার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ কংসাদি অসুরদিগকে বিনাশ করিবে। এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে শ্রীনৃসিংহদেবের অসুরঘাতশক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহমধ্যে অবস্থান করিয়া কংস প্রভৃতি নামধারী ক্ষত্রিয় রাজা অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

'উজ্জহার' অর্থাৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা বলা যায় যে, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু নিজের অসুরমারণ-শক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কেন না প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা হইলেন প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষীরোদ-শায়ী বিষ্ণু। সুতরাং তাহার অসুরসংহার শক্তিকেই সর্ব্ব-অবতারের অবতারী শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ-পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল॥
পূর্ণভগবান্ অবতরে সেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি' মিলে॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে॥"

—চৈঃ চঃ আ ৪।৮।২৬

সুতরাং ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের শুভ্র এবং কৃষ্ণ 'কেশ' শক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কারণ সে সময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন জগতের ভারহরণের কালও উপস্থিত হইয়াছিল। স্থিতিকর্ত্তা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু প্রত্যেক জগতের ভারহরণের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা। সুতরাং ভারহরণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য নহে। অবতারী পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। চতুর্ব্ব্যূহ, অংশাবতার, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার প্রভৃতি সকলেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। জগৎ-পালনকর্ত্তা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুও দেবগণের প্রার্থনানুসারে জগতের ভারহরণের জন্য সিতাসিত কেশদ্বয় (শক্তিদ্বয়) প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই শক্তিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ অসুরসকল সংহার করেন।

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর কেশদ্বয়ের অবতার রামকৃষ্ণ

বলিলে শাস্ত্রের বাক্যের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বাবতারের অবতারী ; ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু তাঁহার অংশের অংশমাত্র। সুতরাং তাঁহার অবতার রামকৃষ্ণ হইতে পারেন না। সর্ব্বাবতারের অবতারী শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ অবতার হইলেন ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু।
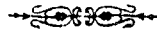
মানবের পরমধর্ম্ম

[গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত]

আমরা মানব বলিয়া অভিমান করি, তাই মানবের সহিত আমাদের সহানুভূতি স্বাভাবিক। সমষ্টিগত সমাজদেহ ব্যষ্টি-মানবরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্নিবেশের দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে। তাই ব্যষ্টি-মানবের ভাবনা-কামনা, অন্তরের ধ্যান, বাহিরের অনুষ্ঠান, উত্থান-পতন সমষ্টি-মানবকে স্পর্শ করে। বলিতে কি, সমষ্টি-মানব ব্যষ্টি-মানবেরই বিশ্বরূপ।

'সেকেলে'-বাদের রসায়ন-মন্দিরে "মনোরপত্যং" বলিয়াই আমরা মানবের সাধারণ বিশ্লেষ শেষ করিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগৎ মানব-বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য-ভাণ্ডার আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে। আধ্যাত্মিক ঋষিগণের পুরাতত্ত্বের প্রহেলিকার মধ্যে আজ অবাস্তব বস্তুতান্ত্রিক জগৎ মানব-তত্ত্বকে আবদ্ধ রাখিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা মানবকে তাহার বিশ্বরূপের মধ্য দিয়া দেখিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাই তাঁহাদের কল্পিত যুগমানবকে লইয়া তাঁহারা তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিকতার বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে প্রবেশ করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই আজ মানবের কথা আলোচিত হইতেছে—মানব-ধর্ম্মের জন্মকথা, মর্ম্মকথা বা নর্ম্মকথা—কত কি কবি-সাহিত্যিকগণের সাহিত্য ও কবিত্বের মধ্যে বিশ্ব-দরবারে প্রকাশিত হইতেছে। বেতার-জগৎ, বৈদ্যুতিক জগৎ, বাষ্পীয় জগৎ, শিল্প, বিজ্ঞান 'সাত-সমুদ্র তের-নদী'র পারের মানবধর্ম্মের বার্ত্তা বিশ্বের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে কোমতের Positivism বা Religion of Humanity (মানব-জাতির ধর্ম্ম) তদানীন্তন বিশ্ব-মানবের হৃদয়ে যে স্পন্দনের আবির্ভাব করাইয়াছিল, তাহা বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগকেও আর একটি ভিন্নরূপে বা বহুরূপে আত্মসাৎ করিতে বসিয়াছে। কোমত যাহাকে 'Grand Etre' বা 'বিরাট্ সত্তা' বলিয়াছেন, Morley তাহার বিশ্লেষণে দেখাইয়াছেন, "Humanity past, present and to come conceived as a great being"—ইহাই হইল কোমতের মানবজাতির বিরাট্ রূপ।

কোমতের এই চিন্তাধারার মধ্যে যে-সকল মানসপদ্ম নানা পরিভাষা বিকসিত করিয়াছে, তাহাতে আমরা "মহামানব", "বিশ্বমানব", "অতিমানব", "চিরমানব", "যুগমানব"—কত কি মানবের রূপের হাটকে অতিথিরূপে বঙ্গসাহিত্য-জননীর দ্বারে আজকাল দেখিতে পাইতেছি।

সেদিনকার Hibert বক্তৃতাবলীর (Hibert Lectures) বক্তা বলিয়াছেন—"I felt that I had found my religion at last the religion of man, in which the Infinite becomes defined in humanity and comes close to me so as to need my love and co-operation." (H. Lectures p. 96)

কোমতের চিন্তাধারাতে আধুনিক অনেকেই বাউল সহজিয়া সাহিত্যিকগণের সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্র পরাইতে চাহেন, বাঙ্গালার বাউল সহজিয়াগণের সাহিত্যে এক সময়ে 'মানুষ' লইয়া খুব আনুষ্ঠানিক ও সাহিত্যিক ব্যবচ্ছেদ চলিয়াছিল।

"শুনরে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।"

কিংবা "মানুষ মানুষ সবাই কহয়ে,
মানুষ কেমন জন।
মানুষ রতন, মানুষ জীবন,
মানুষ পরাণ-ধন ॥"

—এই সকল ছড়ার মৌলিকত্ব চণ্ডীদাসের নামে আরোপ করিয়া সহজিয়া-সম্প্রদায় উহার সহজ সংক্রামক বীজ আধুনিক শিক্ষিতসমাজের মধ্যেও সংক্রামিত করিয়া দিয়াছে। বাউলদিগের দেহতত্ত্বের "মনের মানুষ" আধুনিক শিক্ষিত সভ্য কবি সাহিত্যিক ধাম্মিক যুগমানবের চিন্তাধারাকে ভাব ভাষা ও সুরযোজনার যাদু দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছে।

যুগমানবের যুক্তি হয়ত' বলিবে—"অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত বিশেষতঃ পাশ্চাত্যশিক্ষা-দীক্ষায় সম্পূর্ণ নিরক্ষর বাউল সহজিয়াগণের সহিত 'সাত-সমুদ্র তের-নদী'র পারের ভাবী বা সমসাময়িক অন্তরের অন্তরতম আলাপ কি করিয়া সম্ভব হইবে? অতএব ব্যষ্টি-মানবের যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবাহ, তাহাই মানবধর্ম্মের মর্ম্মবাণী। এই ব্যষ্টি-মানবের স্বতঃস্ফূর্ত্ত চিন্তা-প্রবাহই যখন সমষ্টি-মানবের অন্তর ছাইয়া ফেলে, তখনই তাহাকে মহামানবের বা মহাজনের ধর্ম্ম বলা যাইবে॥" এইরূপ যুক্তিবাদী বলেন,—"মহাজন-অর্থে আমরা কোন বিশিষ্ট ব্যষ্টি-নায়ককে বুঝিব না; মহা-অর্থে আমরা সমষ্টি বুঝিব। সমষ্টি-জনের যাহা ধর্ম্ম, বহুজনের অন্তরের যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্পন্দন, তাহাই মহাজনের ধর্ম্ম।"

এইরূপ 'মহাজন' বা 'মহামানব' শব্দের তাৎপর্য্যের কতটা সার্থকতা আছে, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। তবে আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, আজ সহজিয়াগণের পরিকল্পিত "মানব সত্য", বাউলের "মনের মানুষ", কোমতের "বিরাট্ সত্তা", প্রাকৃত বিশ্বকবিগণের "মহামানব", "বিশ্বমানব" প্রভৃতি মানবের বিচিত্র রূপ-বিলাস পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া বিশ্ব-নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। আর বিশ্ব-মানব সেই নৃত্য-মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া মানবতার সর্ব্বস্বকে সেই মানব-মহোৎসবে ডালি দিতেছে। অনেকে আজকাল ঐহিকসর্ব্বস্ববাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। কিন্তু এই দুনিয়াদারীর যত কিছু সর্ব্বস্ববাদের মূলে মানব-সর্ব্বস্ববাদ। মানব-সর্ব্বস্ববাদের মূল-মন্ত্র জপ ও ধ্যান করিয়াই আমরা প্রকৃতির পাঠাগারে জীবজন্তুর প্রণয়রাতি অধ্যয়ন করিতেছি। বিশ্বরূপের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাটের ব্যাপকতার মধ্যে, অনন্তের অন্তরে মানব-মহোৎসবের মধুভাণ্ডার অন্বেষণ করিতেছি। "মানব সত্য" এই কথাটী আমাদের প্রাণের খাপে খাপে, ধাপে ধাপে মিলিয়া গিয়াছে। 'মানবই সত্য—দেহ সত্য' এই কথাগুলি কখনও স্থূলের মধ্য দিয়া, কখনও সূক্ষ্মের মোহন বিদ্যায় আমাদিগকে আত্মহারা করাইয়া—আমাদিগকে স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন মানববাদী করিয়া তুলিতেছে।

মানব-বাদের বংশধরই জড়বাদ। এই মানববাদ জড়বাদের জন্য বিশ্বের সমবায়-সমিতিতে যে বিপুল ও অক্ষয় জীবনবীমা করিয়া রাখিয়া যাইতেছে, তাহাতে জড়বাদের কোন দিনই দেউলিয়া হইবার ভয় নাই। মানববাদ Rationalityকে তাহার নিজস্ব অবদান বলিয়া গৌরব করিয়া যে Nationality বা জাতীয়তা-বাদের রাজকীয় ধনকোষ খুলিয়াছে, তাহা হইতে সকল মানবকেই ধার করিতে হইবে, তাই বর্ত্তমান যুগে মানববাদের ধনাগারের ধার করা ধনের কথাই বিশ্বকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"
—এই কথাটি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ঃ—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।১০১)

কিম্বা শ্রীমদ্ভাগবতের ঃ—"ভগবান্ গূঢ়ঃ কপট-মানুষঃ" (ভাঃ ১।১।২০), "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্য-লিঙ্গং" কিংবা বিষ্ণুপুরাণের "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতি" কিংবা "স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ" (গীঃ ১১।৫০) কিংবা "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং অমৃতস্যাব্যয়স্য চ" (গীঃ ১৪।২৬) অথবা উপনিষদের "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং", "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ", পুরাণের "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরং" প্রভৃতি অসংখ্য বাণীর তাৎপর্য্য স্মরণ করাইবার পরিবর্ত্তে কোমতের

আদর্শের সহিত আমাদের আত্মীয়তা বিস্তার করিয়া থাকে।

বিংশ শতাব্দীর Socialism ও Communism-এর উদীয়মান প্রতিভা ঊনবিংশ শতাব্দীর Positivism-কে গ্রাস করিয়া ক্রোড়ীভূত করিয়াছে এবং নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। Positivism প্রচার করিয়াছিল—কেবল মানবজাতির বিরাট্‌পুরুষের সেবা আর Communism মানবের বিশ্বরূপের মধ্যে নিঃস্ব শ্রমিক বিশ্বমানবের বিরাট্‌ মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া মানবের সহানুভূতির কমনীয় ও নমনীয় বৃত্তিগুলিকে প্রস্ফুটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। "মানুষ সত্য" অপেক্ষা "মানব-সর্ব্বস্বতা বা ঐহিকসর্ব্বস্বতাই সত্য"—বর্ত্তমান তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিক জগতের ইহাই মূলমন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান শত শত দৃষ্টান্তের মধ্যেও মানুষের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াও মানুষ-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছে এবং মানুষের দুঃখ-দৈন্য-মোচনের স্থলে মানুষ-সর্ব্বস্ববাদে সাযুজ্য-সিদ্ধি লাভ করিতেছে।

রুশিয়ার Communistগণ খ্রীষ্টধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধনে ব্রতী হইয়া এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াও Communism কে ধর্ম্মের স্বারাজ্য-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছে। মানব-সাধারণের দুঃখ-দৈন্য মোচন করিবার আগ্রহ-প্রসূত 'বলশেভিকবাদ' ঈশ্বরদ্রোহী সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। এই মনোভাবের সহিত আধুনিক কালে ভারতে প্রচারিত "নরনারায়ণ" (?), "নিঃস্ব নারায়ণ" (?) বা "হরিজন" প্রভৃতি শব্দের সাধারণ রূঢ়ির কোন ধন-ঋণসম্বন্ধ আছে কিনা, উত্তমর্ণই বা কে, অধমর্ণই বা কে, তাহা সুধীসমাজের বিচার্য্য বিষয়।

মানবসর্ব্বস্ববাদ 'মানুষ সত্যবাদ' ধর্ম্মের ভাবনায় আপনাকে রঞ্জিত ও সুশোভিত করিয়া বিরাট্‌ মানবের মনকে মথিত করিয়াছে। তাই 'মানবের ধর্ম্ম' বলিতে আমরা মানবের দেহের ধর্ম্ম, মানবের মনের ধর্ম্ম, মানবের শারীরিক দুঃখ-দৈন্য-অভাবের ধর্ম্ম বা সূক্ষ্ম শারীরিকধর্ম্মকে অর্থাৎ এক কথায় মানবের সুবিধাবাদের ধর্ম্মই স্থির করিয়াছি।

মানবত্ব, পশুত্ব, পক্ষিত্ব, বৃক্ষত্ব বা তৃণত্ব প্রভৃতি জাতীয়ত্ব-হিসাবে পৃথক্‌ পৃথক্‌ গণ্ডী সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে যে জন্তুত্ব ব্যাপারটি সাধারণ আছে, তাহাতে আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন —মানুষ ও সর্ব্বজন্তুর সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্যই কবি গাহিয়াছেন ঃ—

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনানি
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্‌।"

—ঐ চারিটি ধর্ম্ম যেমন মানবের, তেমনই পশু-পক্ষীর। তবে উন্নততম প্রাণী মানবের কাছে ঐগুলি বৈজ্ঞানিকতার ভিতর দিয়া refined হওয়ায় সভ্য জগতের পাতে পরিবেশনোপযোগী ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। আহার-নিদ্রাদি জন্তু-ধর্ম্মকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মের মধ্যে নির্য্যাস রূপে গ্রহণ করিলে আত্মসুখ-চেষ্টার mother tincture বা মূল অরিষ্টরূপে প্রকাশ করা যায়। এই আত্মসুখ-চেষ্টা বা আত্ম-সুবিধাবাদ যখন মানবের ধর্ম্মের বিভিন্ন ধারণায় diluted হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন আবার নূতন চারিটি ধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করে। তখন ধর্ম্মের অভিধান তাহাদের নামকরণ করে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ধর্ম্মে আত্মসুখ-কামনা, অর্থে আত্মসুখ-কামনা, কামে আত্মসুখ-কামনা, মোক্ষেও আত্মসুখ-কামনা। আত্মসুবিধাবাদের 'ভেকের আধুলি'র দ্বারা সুবিধাবাদের ধন-কোষ যতই বৃদ্ধি লাভ করুক না কেন, তাহার মধ্যে পরম ধনের কতটা অংশ আছে, তাহার হিসাব-নিকাশ করিয়া পরমধন-বিজ্ঞান বলেন যে, উহাতে 'পরমে'র কোন পরিচয়ই নাই। এইজন্য ঐগুলি মানবের 'ধর্ম্ম' হইতে পারে—কিন্তু মানবের 'পরম-ধর্ম্ম' নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road

Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin..........

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

মাঘ, ১৪০৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-৯১০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৭শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ ১৪০৪
১৭ মাধব, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ২৯ জানুয়ারী ১৯৯৮ { ১২শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২০৩ পৃষ্ঠার পর]

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপটতা ও নিরপেক্ষতার আদর্শ-স্বরূপ অপার্থিব চরিত্রের সম্বন্ধে অসংখ্য কথা আমরা শুনেছি ও প্রত্যক্ষ ক'রেছি।

সকল শব্দই বিষ্ণুকে উদ্দেশ কর্‌ছে। যে শব্দ বিষ্ণু হ'তে পৃথক হ'য়ে অন্য কিছুর উদ্দেশ করে, তাহা শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি ; তা'তে কৃষ্ণের অদ্বিতীয় ভোক্তৃত্ব-বিচারের পরিবর্ত্তে জীবের মায়া-ভোক্তৃত্বের বিচার আনয়ন করে। আমরা দর্শনের বড় বড় কথাগুলি—ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে অতি সরলভাবে আকারিত দেখ্‌তে পেয়েছি। যদি ভগবানের অনুগ্রহ হয়, তা' হ'লে তিনি অতি সোজা কথায় মানবজাতিকে এ সকল কথা জানিয়ে দেন। তখনই তা'রা বুঝ্‌তে পারে, বাস্তব সত্য কি জিনিষ, আর কাল্পনিক ও আপাততঃ জগতের কাজ চালান সত্য বা আপেক্ষিক সত্য কি জিনিষ।

লোকে বলে,—আজ আমার গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটের দিন, কিন্তু আমি মনে করি, আজ তাঁ'র প্রাকট্যের দিবস। তাঁ'র কথা সহস্রমুখে, কোটিমুখে—সহস্র ইন্দ্রিয়ে, কোটি ইন্দ্রিয়ে কীর্ত্তন ক'রে নিত্যকাল যেন তাঁর পূজা ক'রতে পারি। শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-স্থাপনকারী শ্রীরূপ প্রভুর মনোভীষ্ট-স্থাপনে যেন আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত হয়।

আমার নিত্য প্রভুর কথা বল্‌বার চেষ্টা দেখা'তে গিয়ে আমি আপনাদের অনেক সময় গ্রহণ কর্‌লাম। আপনারা কৃপা ক'রে আমার নিত্যপ্রভুর কথা শ্রবণ ক'রেছেন ; সুতরাং আপনাদের চরণেও গুরু-বুদ্ধিতে প্রণাম কর্‌ছি।

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এইরূপভাবে বক্তৃতা প্রদান করিয়া বক্তৃতামঞ্চ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর আলেখ্য শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করি-

লেন। তৎপরে সমবেতকণ্ঠে নিম্নলিখিত কীর্ত্তনটি গীত হইল,—

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা গৌরকিশোর।।
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন?
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ?
এক-কালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ?
পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে এ অধম দাস।।

গুরুসেবার মহিমাত্মক মহাজন গীতাবলীসমূহ কীর্ত্তিত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।]

পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত দ্বিতীয় দিবসের অভিভাষণ

ব্যভিচার-বৃত্তি দ্বারা কখনও সেবা হয় না। সেবা জিনিষটা—অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি। বেদান্ত-বোধই হ'তে পারে না—গুরু-পাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহ গুরুই হ'তে পারেন না—এটা গোঁড়ামির কথা নয়, বাস্তব-সত্য,—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।।

পূর্ব্বকালে দক্ষিণ প্রদেশে কাঞ্চিপুর নামক একটী নগর ছিল। সেখানে যাদবপ্রকাশ নামে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বাস করিতেন। সে সময় সে দেশে তাঁ'র সমকক্ষ কোন দ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন না ব'লে জনশ্রুতি। লক্ষণ দেশিক (আচার্য্য শ্রীরামানুজ) তাঁ'র নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য গমন ক'রেছিলেন এবং সেই গুরুর অন্তেবাসী হ'য়ে ঐকান্তিক শাস্ত্রানুশীলন ও অকৃত্রিম ব্যবহারের দ্বারা অল্প দিনের মধ্যেই যাদবপ্রকাশের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। একদিন যাদবপ্রকাশ "তস্য কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" ছান্দোগ্য শ্রুতির শঙ্করাচার্য্যমতানুসারিণী ব্যাখ্যা স্থলে "আস্যতে উপবিশ্যতে অনেন ইতি আসঃ পশ্চাদ্ভাগঃ কপেঃ আসঃ কপ্যাসঃ' এইরূপ ব্যাখ্যা ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের চক্ষুর্দ্বয় বানরের পশ্চাদ্ভাগের ন্যায় রক্তবর্ণ অর্থ করায় রামানুজ হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। রামানুজ তখন যাদবপ্রকাশের অভ্যঙ্গ-সেবায় রত ছিলেন। ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির নিন্দাশ্রবণে তাঁ'র হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হলো। তাঁ'র দুই চক্ষু হ'তে তপ্ত অশ্রুধারা দরদর ধারে নির্গত হ'য়ে যাদবপ্রকাশের পৃষ্ঠদেশে দু'এক বিন্দুরূপে পতিত হ'লে যাদবপ্রকাশ হঠাৎ চমকিত হ'য়ে রামানুজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন; রামানুজ তখন বল্‌লেন যে, 'কপ্যাসং' শ্রুতির সুন্দর অর্থ থাক্‌তে এরূপ জঘন্য অপরাধ-জনক অর্থ কর্‌বার প্রয়োজন কি? যিনি পরমারাধ্য পরমেশ্বর, তাঁর অপ্রাকৃত চক্ষের সহিত মর্কটের জঘন্য প্রদেশের তুলনা করা কি অত্যন্ত অপরাধের কার্য্য নয়? রামানুজের এই কথা শু'নে যাদবপ্রকাশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে বল্‌লেন,—কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! সামান্য বালকের আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যার দোষ-দর্শন! শ্রুতির আচার্য্যের ব্যাখ্যা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা কি হ'তে পারে? রামানুজ তখন বিনয়-নম্রবচনে বললেন,—হাঁ আচার্য্য অদৈব-প্রকৃতি ব্যক্তিগণকে বিমোহিত কর্‌বার জন্য যে ব্যাখ্যা ক'রেছেন, তা' ছাড়া শ্রুতির দিব্যসূরিগণের আনন্দ-বর্দ্ধিনী ব্যাখ্যা আছে। আমি বলছি, আপনি কৃপা-পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। তখন রামানুজ 'কপ্যাসং' শ্রুতির এরূপ ব্যাখ্যা কর্‌লেন,—"কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ নালঃ তস্মিন্ আস্তে তিষ্ঠতি ইতি কপ্যাসং নালস্থিতমিত্যর্থঃ" অর্থাৎ তাঁহার (পুরুষোত্তমের) চক্ষুর্দ্বয় নালস্থিত অম্লান পদ্মের ন্যায় রক্তিমাভ। যাদবপ্রকাশ এই ব্যাখ্যা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হ'লেন এবং শিষ্যের নিকট পরাজিত হ'য়ে গোপনে গোপনে রামানুজকে সংহার কর্‌বার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠলেন।

নির্ব্বেদ-জ্ঞানিগুরু, কর্ম্মিগুরু, যোগীগুরু, ব্রতিগুরু, তপস্বিগুরু, ঐন্দ্রজালিকগুরু, কপটগুরু কখনই 'গুরু' পদবাচ্য হ'তে পারেন না, তাঁরা সকলেই—লঘু। তাঁ'রা জীবের উপকারক নন,—আত্মহিংসক ও পর-হিংসক। কিন্তু একমাত্র মহাভাগবত বৈষ্ণব-গুরুই জীবে অহৈতুক দয়াময়, পরদুঃখ-দুঃখী; এজন্য

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু সেই পরদুঃখ-দুঃখী সম্বন্ধজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুকে আশ্রয় কর্‌বার উপদেশ প্রদান ক'রেছেন,—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।

জ্ঞানলাভের আকর কেবল-চেতন, না মিশ্রিত-চেতন—কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্, না অন্য কিছু? একথাগুলি চিন্মাত্রবাদ থেকে এসেছে, না অচিন্মাত্রবাদ থেকে এসেছে, কিম্বা নিত্যানন্দময় চিদ্‌বিলাস থেকে এসেছে, সর্ব্বাগ্রে স্থির হওয়া আবশ্যক। জড়ে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার নাম—অচিন্মাত্রবাদ, চেতনে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার নাম—চিন্মাত্রবাদ, আর নিত্য আনন্দময় চেতনরাজ্যে নিত্য-ভগবৎসেবা করার নাম—পরম নিরপেক্ষ হইয়া নির্ব্বিবাদে চিদ্‌বিলাসে অবস্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মুক্তি—ত্রিপুটীবিনাশমাত্র নয়, তা' স্বরূপে অবস্থান। "মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" স্বরূপে অবস্থিত হ'লে অচেতনতা স্পর্শ করিতে পারে না, তখন চেতনের ক্রিয়া যে সেবা, তা' পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়—যাঁ'র চেতনে যেটী নিত্যসিদ্ধসেবা, সেই অপ্রতিহতা সেবাটী তখন বিকসিতা হ'য়ে উঠে,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

ভগবান বল্‌ছেন, আমাকে যে-ভাবে যে পূজা করেন, আমিও তাঁকে সেই ভাবে পূজা ক'রে থাকি। কান্তরসে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেবা, কাজেই কৃষ্ণও সেখানে তাঁ'র সর্ব্বাঙ্গকে বিলায়ে দেন—আপনাকে দিয়েও ঋণী জ্ঞান করেন। এখানে 'মাং' শব্দটী লক্ষ্য কর্‌তে হ'বে। 'মাং' শব্দ সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণকে লক্ষ্য কর্‌ছে। কৃষ্ণ বল্‌ছেন,—আমাকে যে পাঁচ প্রকারে পূজা করে, তাঁ'র যে কোন প্রকারের তটস্থগত বিচারের প্রপত্তির তারতম্যতা লক্ষিত হয়। কান্তরসে প্রপত্তির পরাকাষ্ঠা। 'আমাতে' যদি না হয়, আমার ছায়া বা বহিরঙ্গা মায়াতে হ'লে আমাতে প্রপত্তি হ'লো না। দধিকে যদি দুগ্ধ বলা যায়, তা' হ'লে হ'বে না। দধির আকর দুগ্ধ বটে, বিকৃত দুগ্ধ কখনই দধি নয়। যদি কেউ বিষ্ণুর বিকৃত কল্পনা দর্শন ক'রে সেই বিকৃত দর্শনের শরণাগত হন, তা' হ'লে হ'বে না। বিষ্ণুর বিকার হয় না; কিন্তু যিনি দেখ্‌ছেন, তাঁ'র যদি দর্শন বিকার প্রসূত ব্যাপার হয়, তা' হ'লে বিষ্ণু-দর্শন হলো না, জান্‌তে হবে।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্
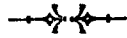
অভিধেয় তত্ত্বম্—সাধন পরিপাক প্রকরণম্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২০৫ পৃষ্ঠার পর]

ওঁ হরিঃ॥ সাধন পরিপক্কে সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥ ৭৩॥

ছান্দোগ্যে। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ॥ ভাগবতে। শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব কথা রুচিঃ স্যান্মহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থানিষেবণাৎ॥ শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্। নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া ভগবত্যুত্তমঃ শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ তদা রজস্তমো ভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥

চরিতামৃতে। সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন। সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন ।। ৭৩ ।।

সাধন পরিপক্ক হইতে হইতে সকল অনর্থনিবৃত্তি হয় ।। ৭৩ ।।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলেন,—আহারশুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিশ্চলা স্মৃতি হয়, স্মৃতি লাভ হইলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়। এইরূপে রাগাদি দোষ হইতে বিমুক্ত নারদকে ভগবান্ সনৎকুমার অজ্ঞানান্ধকারের পরপার দর্শন করাইলেন ।। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসুতগোস্বামীর উক্তি,—হরিকথা শ্রবণের ইচ্ছাকে শুশ্রূষা বলে। সুকৃতিবান্ শুশ্রূষু ব্যক্তির শ্রদ্ধা উদিত হয়, মহদ্ভক্ত সেবারূপ সুকৃতিক্রমে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়। পুণ্যতীর্থ নিষেবণে মহৎ সঙ্গলাভ হয়। সুতরাং পুণ্যতীর্থ গমনরূপ সুকৃতি হইতে মহৎ সেবালাভ এবং মহৎ সেবা হইতে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের হৃদয়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা পুণ্য শ্রবণ-কীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করেন। সাধুদিগের সুহৃদ্ শ্রীহরি হৃদয়ে বিরাজ করিয়া অভদ্ররাশিসকল বিনাশ করেন। কৃষ্ণবিস্মৃতি দ্বারা অবিদ্যাবন্ধন তৎফলে স্বরূপভ্রম, কর্ম্মবন্ধন স্বর্গ নরকাদিপ্রাপ্তি, জন্মমৃত্যু ইত্যাদি অভদ্ররাশি অসংখ্য। ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া নিষ্কপট সাধক ভগবানের উপর নির্ভর করিলে কৃষ্ণকৃপায় অভদ্রসকল শীঘ্রই বিদূরিত হয় এবং চিত্ত স্থির হয়। অভদ্র যত নষ্ট হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণকথায় যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা নিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। ভক্তভাগবত এবং গ্রন্থভাগবতের প্রতিনিত্য সেবাদ্বারা অর্থাৎ তাহার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা অভদ্রসকল নষ্টপ্রাপ্ত হইলে উত্তমঃশ্লোকরূপ শ্রীকৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি উদয় হয়। তখন রজোভাব ও তমোভাবস্বরূপ কামলোভাদি আর চিত্তকে আক্রান্ত করিতে পারিবে না। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে স্থিত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। তখন সাধকের অবিদ্যাময় হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদ হয়, এবং আমাকে সমস্ত জীবাত্মার প্রভু বলিয়া দৃষ্ট হইলে সমুদয় কর্ম্মক্ষয় হয় ।। ইহাই সাধন ভক্তির পরিপাকাবস্থায় সাধকের অনর্থ নিবৃত্তির ক্রমপন্থা। [৭৩]

ওঁ হরিঃ ।। স্বরূপানাবাপ্ত্যসত্তৃষ্ণাপরাধহৃদয়দৌর্ব্বল্যা নীত্যনর্থশ্চ চতুর্বিধঃ ।। হরিঃ ওঁ ।। ৭৪ ।।

স্বরূপানাবাপ্তির্যথা শ্বেতাশ্বতরে। স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ। অসত্তৃষ্ণা যথা বৃহদারণ্যকে। যেষাং নোহয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি ।। অপরাধী যথা ঈশাবাস্যে। অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ।। হৃদয় দৌর্ব্বল্যং কঠে। পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্ ।। ভাগবতে। কিমু ব্যবহিতাহপত্যদারাগার ধনাদয়ঃ। রাজ্য কোষ গজামাত্য ভৃত্যাপ্তা মমতাস্পদাঃ ।। কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ। অনর্থৈরসংকাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধেঃ ।। চরিতামৃতে। জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে। বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ।। কামত্যাজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি। সেবা নামাপরাধাদি দূরেতে বর্জ্জন ।।৭৪।।

স্বরূপের অপ্রাপ্তি, অসৎতৃষ্ণা, অপরাধ, হৃদয় দৌর্ব্বল্য এই চারিপ্রকার অনর্থ ।। ৭৪ ।।

স্বরূপভ্রম সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরে,—ঈশ্বরমায়ায় মোহিত কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি বস্তুস্বভাব বা বস্তুশক্তিকে জগৎকারণ বলিয়া থাকেন, আবার কোন কোন অবিবেকী ব্যক্তি কালকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অসত্তৃষ্ণা সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকে বলেন,—পরিব্রাজকরূপ ত্যাগীগণ আমরা, আমাদের নিকট এই আত্মাই একমাত্র ফল। সেই আমরা সন্তান প্রভৃতির দ্বারা কি করিব ? সম্পত্তি প্রভৃতির দ্বারাও কি করিব ? এই মনে করিয়া প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞেরা পুত্রকামনা, চিত্তকামনা ও লোককামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাটন অবলম্বন করিয়াছিলেন। অপরাধরূপ অনর্থ সম্বন্ধে ঈশাবাস্যে—যাহারা পরমাত্মসম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে ভোগ করে, তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী। তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া আসুরী ভাবপ্রাপ্ত লোকসকল যাহা অন্ধকারে আবৃত, তাহাই প্রাপ্ত হয়। হৃদয় দৌর্ব্বল্য সম্বন্ধে কঠোপনিষৎ বলেন,—অবিবেকিগণ বাহ্য বিষয়

স্রকচন্দনবনিতাদি ভোগ্যবস্তুর অনুসরণ করে, তাহার ফলে তাহারা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত অবিদ্যা কামনা কর্ম্মাদির বন্ধনপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণাদি ক্লেশ ভোগ করে। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি কোনরূপ বিষয়প্রমত্ত হইবেন না ॥ ভাগবতে প্রহলাদ মহারাজ বলেন,—অপত্য, স্ত্রী, গৃহ, ধনাদি, রাজ্য, কোষ, গজ, অমাত্য, ভৃত্য, আপ্ত প্রভৃতি মমতাস্পদ বস্তু এইসকলে কি করিতে পারে? আত্মার তুলনায় ইহারা সকল তুচ্ছবস্তু, দেহের অনুগত এবং সমস্ত নশ্বর, অর্থের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু অনর্থ। নিত্যানন্দ রসসমুদ্র যে কৃষ্ণভক্তি, তাহার নিকট ইহারা কিছুই নয় ॥ চরিতামৃতে বলেন,—ভক্তিবিহীন জ্ঞানীর জীবনমুক্ত দশা কেবল ভানমাত্র। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত জীবের বুদ্ধিই শুদ্ধ হয় না, স্বরূপভ্রম অপগত হয় না। সমস্ত অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া বিষয় তৃষ্ণাকে দূরে রাখিয়া অখিল চেষ্টাদ্বারা কৃষ্ণানুশীলনই শ্রেয়ঃ কামীর কর্ত্তব্য। [৭৪]

ওঁ হরিঃ ॥ সাধনযোগেনাচার্যপ্রসাদেন চ তূর্ণং তদপনয়নমেব ভজননৈপুণ্যম্ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ৭৫ ॥

ইতি সাধন পরিপাক প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

প্রশ্নোপনিষদি। তস্মৈ স হোবাচ অতি প্রশ্নান্ পৃচ্ছসি, ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি, তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি ॥ তে তমর্চয়ন্তঃ, ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরম ঋষিভ্যো নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ ॥ ভাগবতে। গুরু শুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ। সঙ্গেন সাধু ভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ ॥ যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে স্বরূপং। আত্মা চ কর্ম্মানুশং বিধূয় মদ্ভক্তি যোগেন ভজত্যথো মাং ॥ যথা যথাত্মা পারিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন সংপ্রযুক্তং ॥ চরিতামৃতে ॥ সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ গুরু অন্তর্যামীরূপে শিক্ষায় আপনে ॥ ৭৫ ॥

ইতি সাধন পরিপাক প্রকরণ ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

সাধনযোগে এবং আচার্যপ্রসাদে সেই অনর্থ চারিটী দূর করাই ভজন নৈপুণ্য ॥ ৭৫ ॥

প্রশ্নোপনিষদে,—আচার্য্য পিপ্পলাদ কৌসল্য মুনিকে বলিলেন,—বৎস, তুমি যে সকল প্রশ্ন করিতেছ, এগুলি অতি দুরূহ যেহেতু প্রাণতত্ত্বই দুর্বিজ্ঞেয়, তাহার পর সেই প্রাণের জন্ম, ক্রিয়াকলাপ ও ব্যাপার আরও দুর্ব্বোধ্য, সবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত এসকল প্রশ্ন উদিত হয় না, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি তাহা শ্রবণ কর ॥ তাহারপর শিষ্যগণ গুরুকর্ত্তৃক এইরূপ অনুশিষ্ট হইয়া কৃতার্থ হইল এবং গুরুদক্ষিণার অন্য কিছু না পাইয়া পুষ্পাঞ্জলি দান ও প্রণিপাত দ্বারা তাঁহাকে পূজা করতঃ বলিল, গুরুদেব! আপনি আমাদের পিতা যেহেতু আমাদিগকে দুস্তর অবিদ্যা-সাগরের পরপারে যাইতে পথ দেখাইলেন। সুতরাং আপনি ব্রহ্মবিদ্যা দাতা পিতা। ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মহর্ষিগণকে প্রণাম, এই মহর্ষিগণকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে নারদের উপদেশ যথা, —গুরুশুশ্রূষা, ভক্তি, সমস্ত লব্ধবস্তু সমর্পণ, সাধু ভক্তবৃন্দের সংসর্গ, ভগবানের আরাধনা, ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা, তদীয় গুণ-কর্ম্ম কীর্ত্তন, তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান, তাঁহার মূর্ত্তিসমূহের দর্শন পূজনাদি এই সকল ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ॥ স্বর্ণ যেরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া স্বীয় রূপ ধারণ করে সেইরূপ আমার ভক্তিযোগের দ্বারা মন কর্ম্মাশয়কে ধৌত করিয়া আমাকে ভজনা করে। আমার পুণ্য-গাথা শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারা মন পরিমার্জিত হইয়া বস্তু-সূক্ষ্ম ক্রমে ক্রমে দেখিতে পায় ॥ চক্ষু যেমন অঞ্জন সংযুক্ত হইয়া বহির্বস্তু ভালরূপে দেখে, তদ্রূপ ॥ সাধুসঙ্গ দ্বারাই ভক্তিসাধন পক্ব হইয়া শ্রীকৃষ্ণে রতি উদয় হয় শুশ্রূষু এবং কৃতী সাধক হৃদয়াভ্যন্তরে ভগবদনুভূতি এবং ভগবৎপ্রেরণা লাভ করেন। অনর্থ-নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ভজনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। অতএব অল্পকালেই অনর্থসকলকে অতিক্রম করিবার নির্দ্ধার এবং তত্তৎ কার্য্যপ্রবর্ত্তনকেই ভজন-নৈপুন্য বলা যায়। [৭৫]

ইতি সাধন পরিপাক প্রকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত হইল

গুর্ব্ববজ্ঞা

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

গুরুজনগণের প্রতি অবজ্ঞা বা অবহেলা নীতিশাস্ত্র ও পরমার্থশাস্ত্র সমস্বরে গর্হণ করিয়াছেন। সাধারণ নীতিশাস্ত্রকারগণ মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি দৈহিকসম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এবং উপদেষ্টৃগণকে গুরুজন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্বদা ন্যায়নিষ্ঠ হইয়া ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত এবং পুত্র-কন্যাগণের মতিও ভগবদ্ভজনে আকৃষ্ট করিবার জন্য যত্নবিশিষ্ট সেই সকল মাতাপিতাদি গুরুজনগণের সেবা আত্মকল্যাণার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু দৈহিক-সম্বন্ধবিশিষ্ট জনগণ সংসারাসক্ত জীব হইলে ইঁহাদের কার্য্যে যে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয় থাকিবে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহাদের আদেশ যে সকল সময়েই মঙ্গলপ্রসূ হইবে, তাহা বলা যায় না। অনেক সময় এরূপ উদাহরণও দেখিতে পাওয়া যায়, যে-স্থানে পূর্ব্বোক্ত দেহসম্পর্কিত জনগণ জানিয়া শুনিয়াও অন্যায় আচরণের জন্য তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণকে প্ররোচিত করিয়া থাকেন। পুত্র যদি ভগবদ্ভজনে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে, তবে ঐ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বেশ্যাসক্ত করিবার জঘন্য প্রবৃত্তিও কোন কোন পিশাচবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্ট হয়। গুর্ব্ববজ্ঞা নিষেধ করিয়া শাস্ত্র অন্যায় আচরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত করা শাস্ত্রের আদেশ নহে। সুতরাং যেস্থলে অন্যায় আচরণের জন্য আদেশ আসে, তাহা কখনই প্রতিপালনীয় নহে। আমরা এই প্রকার উদাহরণও কয়েকটীই দেখিয়াছি, যাহাতে ভগবদ্ভজনে জীবনযাপনের জন্য সাধুগণের পদাশ্রয়কারী সন্তানগণকে তাহাদের অভিভাবকগণ গৃহে ভজনের যাবতীয় সুবিধা করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াও গৃহে লইয়া যাইয়া সর্ব্বক্ষণ তাহাদিগকে গৃহমেধায় কার্য্যের জন্যই উপদেশ দিয়াছেন এবং ভগবদ্ভজন বাদ দিয়া সংসারাসক্ত করিয়া আত্মীয়ের বেশে শত্রুতার চরম নিদর্শন প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বজনাখ্য-দস্যুতার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ দেখাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, যাহারা অন্যায় আচরণের জন্য প্ররোচিত করে তাহাদের আদেশ পালন করিলেই গুর্ব্ববজ্ঞা হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রকৃত গুরুজন তাঁহারা কখনও অন্যায় আদেশ করিতে পারেন না।

সন্তানসন্ততিগণকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করাই জনকের তাহাদের প্রতি মুখ্য কর্ত্তব্য। দুর্ভাগ্যবশে পুণ্যভূমি ভারত হইতেও ঐ কর্ত্তব্যজ্ঞান একপ্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। ভগবানের সেবায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে জনকজননীগণ ভগবানের আসন গ্রহণ পূর্ব্বক নিজসেবায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা অনেকসময় শ্লোক উচ্চারণ করেন,—

> পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
> পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।।

এই শ্লোকোদ্দিষ্ট পিতা যে জগৎপিতা এবং "যথা তয়োর্ম্মূল-নিষেচনেন" শ্লোকের শিক্ষানুযায়ী জগৎপিতার সেবা করিলেই যে সকলের সেবা হইয়া থাকে, আধিকারিক দেববৃন্দের বা দেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়গণের পৃথক্ সেবা না করিলেও যে কোনও প্রকার অসুবিধা হয় না একথা অপস্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না।

গুরুর প্রতি অবজ্ঞা পাপ ও অপরাধ উভয়ই। গুর্ব্ববজ্ঞা দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম। শ্রীগুরুদেবের করুণা বর্ণন করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

> চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই
> দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
> প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে
> বেদে গায় যাঁহার চরিত।।

শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

> নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
> রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
> রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
> প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।।

যাঁহার প্রথিতকৃপায় আমি শ্রীনাম, শ্রীমন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রেষ্ঠ মথুরাপুরী, গোষ্ঠবাটী, রাধাকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ও রাধামাধবের ভজন পাইয়াছি, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে আমি প্রণত হইতেছি।

নিখিল শাস্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধুগণও তাঁহাকে সেই ভাবেই চিন্তা করিয়া থাকেন। এই মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহ ব্যতীত ভগবদনুগ্রহলাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হইয়া থাকে। এই সারগর্ভ উপদেশ আমরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট বিশেষরূপে পাইয়া থাকি। এহেন গুরুপাদপদ্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে যে অনন্ত নিরয়ের ভাগী হইতে হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

গুরুর অসম্মান ভীষণতম অপরাধ এবং নিষ্ঠুরতম কার্য্য। শ্রীগুরুদেবের আদেশ-পালনে অবহেলা প্রদর্শন করিলেও গুর্ব্ববজ্ঞা হইয়া থাকে। বাহিরে কপটতামূলে শরণাগতির ভাণ, অন্তরে গৃহাসক্তির নঙ্গর দৃঢ়বদ্ধ রাখা এবং যথাসাধ্য শ্রীগুরুসেবা হইতে বিরত থাকাও গুর্ব্ববজ্ঞারই অন্তর্গত নহে কি?

অমন্দোদয়-দয়া-বারিধি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান-নিত্যানন্দধামের নিত্যসেবা—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যানন্দপ্রদ নিত্যসেবাপ্রদানে সচেষ্ট, ব্রজধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সতত যত্নপর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ প্রমুখ আচার্য্যবর্য্যগণের শিক্ষায় আমাদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য অনন্ত প্রয়াসবিশিষ্ট, এহেন পরমতম আত্মীয়ের উপদেশের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া যদি আমরা ত্যক্তগৃহ হইয়াও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারপূর্ব্বক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার পশ্চাদ্ধাবন করি অথবা গৃহে থাকিয়া গৃহমেধীয় ধর্ম্মেরই বহুমানন করি, সংসারাসক্তিতে বদ্ধ থাকিবার জন্য মুক্তিজাল বিস্তার করিতে যত্নবিশিষ্ট হই এবং আমার অন্যায় কার্য্যাদির জন্যও ভগবান্‌কে ও তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে দায়ী করিতে যত্নবিশিষ্ট হই তাহা হইলে কি আমাদের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইবে, না নিজের অহিত-সাধনদ্বারা মূঢ়তার পরিচয় প্রদান করা হইবে মাত্র।

হে বন্ধুগণ, আমরা ত' সকলেই মঙ্গলপ্রার্থী—সকলেই ত' আনন্দপ্রার্থী; ঐ আনন্দলাভের জন্যই ত' আমরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করি, কিন্তু জগতের প্রাত্যহিক ঘটনা কি আমাদিগকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক জানাইতেছে না—এ পথে সুখ-মরীচিকা আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত সুখ নাই, সুতরাং এদিকে প্রধাবন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় ও শ্রমপর মাত্র। আমরা ত' প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষবাদী; কিন্তু এই প্রত্যক্ষ ঘটনায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কে—সুখশান্তিপ্রদানে অক্ষজজ্ঞানের নিষ্ফলতা প্রত্যক্ষ করিয়াও আমাদের চৈতন্যোদয় হয় কৈ? হে বুদ্ধিমান্ বন্ধুবর্গ, আসুন আমরা "আর নারে বাপ" বলিয়া গুর্ব্ববজ্ঞার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্বক আবেগভরে কীর্ত্তন করি—অভয়, অশোক, নিত্যকল্যাণপ্রদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করি—

"শ্রীগুরুচরণপদ্ম　　কেবল ভকতিসদ্ম
　　বন্দো মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই,　　এ ভব তরিয়া যাই,
　　কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥
গুরুমুখপদ্ম-বাক্য　　চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
　　আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি,　　এই সে উত্তম গতি,
　　যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
চক্ষুদান দিলা যেই,　　জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
　　দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে,　　অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
　　বেদে গায় যাঁহার চরিত॥"

মানবের পরমধর্ম্ম

[গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২২০ পৃষ্ঠার পর]

'মানবের ধর্ম্ম' বলিতে সাধারণে কি বুঝে? বর্ত্তমানে একটা প্রবল ও ব্যাপক জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে যে, মানবের হৃদয়ের রুচিই ধর্ম্মের চুম্বক! চুম্বক যেরূপ লৌহকে আপনার কোলে টানিয়া লয়, ভিন্ন রুচিও তেমনি তাহার অনুকূল ধর্ম্মকে আপনার বহুলতায় আকর্ষণ করে। বস্তুতঃ রুচিই ধর্ম্মের গ্রাহক। মানবের ধর্ম্ম বলিতে আমরা মানব-রুচির ধর্ম্ম বলিতে পারি। মানবের রুচি সাধারণতঃ দুইটি বাতায়নের মধ্য দিয়া তাহার রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে—একটি সূক্ষ্ম মানসিক বাতায়ন আর একটি স্থূল শারীরিক বাতায়ন।

আমরা যে চারিটি জন্তু-ধর্ম্ম এবং চারিটি মানব-মানসিক-ধর্ম্মের নাম করিয়াছি, তাহা উভয়বিধ বাতায়নের রূপপ্রতিভা। শরীরের রুচি সাধারণ জন্তু ও মানবের সাধারণ বলিয়া আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মানবেরও শারীরিক রুচির ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইতর জন্তুর মানসিক রুচি হইতে মানব-মন অনেক মার্জ্জিত, বিকসিত ও বিচারপ্রবণ বলিয়া মানবের মানসিক রুচির ধর্ম্ম মানবিকতার কল্পিত কল্যাণকুসুমে মঞ্জরিত এবং মানব-গুরুজনের অনুশাসনে সংযত ও সংহত হইয়া উন্নত-তর আসনে অধিষ্ঠিত। তাই আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন এই সাধারণ জন্তু-ধর্ম্মের স্বৈরিণীগতিকে রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাচীন ঋষিগণ সংযত আহার, সংযত নিদ্রা, সংযত ভয় এবং সংযত ইন্দ্রিয়-সুখের উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সংশোধিত নাম-করণে ধর্ম্ম অর্থ কাম বা ত্রিবর্গ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগের সিদ্ধিতে সিদ্ধ হইবার কামনা, ধর্ম্ম অর্থ কামকে সোপান করিয়া মোক্ষের চরম-ভূমিকায় আরূঢ় হইবার চেষ্টাই মানবের মানসিক রুচির ধর্ম্মের যাত্রীর লক্ষ্য-ভেদের বিষয় হইয়াছে। তাই চতুর্থ ইন্দ্রিয়-সুখটি নিরিন্দ্রিয়-সুখের রুদ্রলীলা আবিষ্কার করিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য ধর্ম্ম অর্থ ও কামের পাথেয় আর প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য মোক্ষবাসনার পাথেয়। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর পাথেয়ের লক্ষ্য—জড়েন্দ্রিয়ের স্থূল-সূক্ষ্ম ভোগ, আর উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীর পাথেয়ের লক্ষ্য—নিরিন্দ্রিয় সূক্ষ্ম ভোগ। উভয়বিধ যাত্রীরই গন্তব্য স্থান—সেই আত্মসুবিধাবাদ। সুতরাং ইহাদের "সকল ধর্ম্মই সমান"—এই কথাটি সার্থকতামণ্ডিত হইয়াছে! কিন্তু যেখানে পরমধর্ম্মের কথার আলোচনা, তৎসঙ্গে সঙ্গেই 'পরম' শব্দটি অবিচ্ছেদ্যভাবে "অধম" বা কনিষ্ঠের অস্তিত্ব প্রচার পূর্ব্বক নিজকে তাহা হইতে ব্যাবৃত্ত করে। 'অবম' না থাকিলে 'পরম' কথার কোন সার্থকতাই হয় না। "পরম ব্রহ্ম" যখনই আমরা বলি, তখনই অবমব্রহ্মের কথা অবিচ্ছেদ্যভাবে উপস্থিত হয়।

পরমের সমান বা পরম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই—ইহাই শ্রুতি বলিয়া থাকেন।

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ॥" অবমের অনেক সমান ও তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আছে। আলঙ্কারিকের পরিভাষায় বলিতে গেলে—পরম বিষয় বা পরম সম্বন্ধ একজন—একমেবাদ্বিতীয়ং অসমোর্দ্ধ্ব পরাৎপর তত্ত্ব, আর অবম-আশ্রয় অসংখ্য এবং তাহারা উচ্চাবচ-পর্য্যায়ে অবস্থিত।

পরম সম্বন্ধ বা পরমবিষয় নির্ণীত হইলে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে—সেই পরমকে অনুভব করিবার উপায় কি? পরমের প্রাপ্তির উপায়ও পরম। অতএব দ্বিতীয় প্রশ্নের শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'পরম অভিধেয়' নামে নামকরণ হয়। পরম উপায়ের দ্বারাই পরম উপেয় লাভ হয়। পরম অভিধেয়ের প্রয়োজনও পরম।

বেদান্তসূত্র আলোচনা করিলে আমরা তাহাতে চারিটি অধ্যায় দেখিতে পাই। প্রথম অধ্যায়ে—'সমন্বয়', দ্বিতীয়ে—'অবিরোধ'। সমন্বয়াধ্যায় অন্বয়ভাবে জিজ্ঞাসা করে, আর অবিরোধাধ্যায় ব্যতিরেকভাবে সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করিয়া অন্বয়ের বিরোধী

বিচারসকলেই সুসমন্বিত করিয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের নাম—'সাধন' অধ্যায়। ইহাই অভিধেয়ের সন্দেশ প্রদান করে। চতুর্থ—'ফলাধ্যায়'। ইহা প্রয়োজনের সন্ধান দেয়।

মানবের সাধারণ ধর্ম্ম যে সকল সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের অনুসন্ধান করিয়া থাকে, তাহার মূলে সেই আত্মসুবিধাবাদের চুম্বকলৌহের নির্ম্মিত তৌলদণ্ডটি রহিয়াছে। ন্যূনাধিক ত্রিশকোটি মানবের বিভিন্ন রুচির কামনার ইন্ধন-সরবরাহকারী তেত্রিশকোটি দেবতার কল্পনা হইয়াছে। ভারতেতর প্রদেশে বহুকোটি মানবের সুবিধাবাদ-সরবরাহকারী দেবতাসমূহ ঠিক ভারতীয় মূর্ত্তিতে দেখা না দিলেও নানাপ্রকার ঐহিকতা-সর্ব্বস্ব মতবাদের মন্দিরে নানা আকারে পূজিত হইতেছেন আবার ভারতে তেত্রিশকোটি দেবতাকে বৈজ্ঞানিক সংক্ষেপে সংক্ষিপ্ত করিয়া পঞ্চায়েতের সুবিধাবাদ-সরবরাহকারিণী পঞ্চদেবতামূর্ত্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। ধর্ম্ম বা পুণ্যের সুবিধাবাদ-সরবরাহকারকরূপে জড়জগতে যাঁহার জড়শক্তি উত্তাপরূপে নিত্য আমাদের অনুভূতির বিষয় হয়, যিনি জগতের কালধর্ম্ম সৃষ্টি করেন, সেই সূর্য্যদেবতা পঞ্চদেবতার প্রথমদেবতারূপে বৃত হইয়াছেন। যিনি সমস্ত জন্তু-জগতের আব্দার পূরণের প্রতীক, তাঁহাকে মাতৃমূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়া এবং জগতে তাঁহার শক্তির প্রভাব অনুভব করিয়া শক্তিকে পঞ্চদেবতার দ্বিতীয় দেবতারূপে বরণ করা হইয়াছে। গণবাদের মূলনীতি 'ধনবাদ'। এই ধনসুবিধাবাদকে কেন্দ্র করিয়াই নানাপ্রকার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। সুতরাং ধনসিদ্ধির জন্য গণদেবতার পূজা পঞ্চায়েতের পঞ্চদেবতার অন্যতমরূপে গৃহীত। ধর্ম্মবিজ্ঞান, কামবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের সুবিধাবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল—জগন্নাশ, সেইদিনকার ইউরোপীয় মহাসমর তাহার একটু ইঙ্গিত দিয়াছে। তাই চতুর্থদেবতারূপে রুদ্রলীলার প্রতীক রুদ্রদেবের আবাহন হইয়াছে। ধর্ম্ম-অর্থ-কামের পিপাসাকে মানব রুদ্রলীলার 'জহরব্রতে' কিংবা 'সতীদাহযজ্ঞে' আহুতি দিয়া চিরতরে জুড়াইবার যে আকাঙ্ক্ষা করে অর্থাৎ অধিকতর বিরাট্ সুবিধাবাদের কামনা করে, তাহাই মোক্ষের দেবতা রুদ্রের পরিকল্পনার মধ্যে দেখা যায়। আবার ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ধর্ম্মবাদকে বৈদিক খাতায় রেজিষ্টারী করাইবার জন্য কর্ম্মের অঙ্গীভূত বিষ্ণুর কল্পনা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ এই বিষ্ণু হইতে বেদোক্ত বিষ্ণুর পরম পদ—যাহা সূরিগণের নিত্য ধ্যেয় বা যাহা বেদের ব্রাহ্মণে 'পরম দেবতা' বলিয়া কথিত, সেই বিষ্ণুর পরমপদ সম্পূর্ণ পৃথক্। মানবের মনোধর্ম্ম পঞ্চায়েতের ধর্ম্মের সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া বৈদিক লেবেল লাগাইয়া যে পঞ্চদেবতার পূজার আবাহন করে, বিসর্জ্জনের বাসরে তাহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন সুবিধাবাদের মূর্ত্তিটি পারমার্থিকগণের 'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দেয়'।

মানবরুচির ধর্ম্ম তাহার সুবিধাবাদের সরবরাহকারক উপাস্যনামধেয় যে মূর্ত্তি কল্পনা করে, তাহা আপাততঃ স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ যে কোন মূর্ত্তি লইয়া পূজার বেদীতে বসুন না কেন, চরমে ক্লীবলিঙ্গই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়ে। উপাসক কখনও পুংলিঙ্গ, কখনও স্ত্রীলিঙ্গ আবার কখনও ক্লীবলিঙ্গের অভিনয়কারী হইয়া থাকেন। তত্ত্বতঃ বিচার করিলে দেখা যায়, ক্লীব উপাস্য কল্পিত হইলে উপাসনাশব্দের আদৌ সার্থকতা থাকে না। কারণ, নিরিন্দ্রিয় বস্তু কিরূপে পূজার সম্ভার গ্রহণ করিবেন ? এজন্য ক্লীবকে কল্পনার ছাঁচে গড়িয়া পিটিয়া সাময়িক পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের মূর্ত্তিতে প্রকাশ করা হয়। উপাসক ও উপাস্য উভয়ে স্ত্রীলিঙ্গ হইলে উভয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। স্ত্রীপুরুষের সম্মিলনেই সুখোৎপাদন ও ফলোৎপত্তি হয়। সাধারণ যুক্তিও ইহা সমর্থন করে এবং শাস্ত্রীয় বিচারে বেদান্তের উৎপত্তি-অসম্ভবাদিকরণ, ইহাই প্রমাণিত করিয়া থাকে। যদিও কিছুদিন পূর্ব্বে Psycho-analytic treatmentএর আবিষ্কারক Dr. S. Fraud দেখাইয়াছেন যে, Homo-Sexuality বা 'এক স্ত্রীর প্রতি আর এক স্ত্রীর আসক্তি' বলিয়া একটি ব্যাপারের নিদর্শন প্রাণিজগতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে জানা যায় যে, Fraudএর pseudo homo-sexuality বা functional homo-sexuality—উভয় চিন্তাধারার মূলেই একজনের প্রভুত্ব বা স্বামিত্ব অপরের ভোগ্যত্ব বা স্ত্রীত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বাহিরের

রূপ যাহাই থাকুক না কেন, উভয়েরই ভোগ্যত্ব বা স্ত্রীত্বের বৃত্তি ; কিম্বা আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিতে গেলে উভয়েরই আশ্রয়ের চিত্তবৃত্তি—সেখানে সম্ভোগ-ব্যাপার নাই। কিন্তু বাহ্য আচরণে উভয়স্ত্রীমূর্ত্তির মধ্যে ভোক্তৃ ও ভোগ্যভাবের চিত্তবৃত্তি আসিয়া পড়ে, তখনই বাস্তবতায় বা সহজাত সংস্কারে একজন পুরুষ, অপরজন স্ত্রী ; একজন বিষয়, অন্যজন আশ্রয় হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া শুনিয়াই বোধ হয় সুপেন-হুয়ার (জার্ম্মাণ দার্শনিক) পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে পুনর্জ্জন্মবাদের স্বীকারে অদ্বিতীয় উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার লেখনীতে ভয়ানক স্ত্রীবিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

যাহা হউক উপাসক ও উপাস্য উভয়ের স্ত্রীত্ব-বিচারদ্বারা কখনও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইতে পারে না। এজন্য কেহ কেহ উপাস্যকে স্ত্রীমূর্ত্তিতে বরণ করিয়া আপনাকে উপাসক পুরুষরূপে কল্পনা করেন। কিন্তু উপাসক যেখানে পুরুষ আর উপাস্য যেখানে উপাসককে ধর্ম্ম অর্থ কাম বা মোক্ষ-কামনার আব্‌-দার-পরিপূরণকারিণী বা সুবিধাবাদ-সরবরাহকারিণী স্ত্রী, সেখানে উপাসকের উপাস্যে ভোগ্যভাব অবশ্যম্ভাবী ফল প্রদান করে। হয় সেখানে ভবানীভর্ত্তৃত্ব, না হয় মাতৃত্বের আসন হইতে বামাত্ব বা বিকল্পে মাতৃত্বভাব আসিয়া মানবধর্ম্মকে গ্রাস করে। এইজন্য উপাসকের নিত্য মাতৃমূর্ত্তি বা প্রকৃতিমূর্ত্তি এবং উপাস্যের নিত্য-লীলাপুরুষোত্তম-মূর্ত্তি অবতীর্ণ হইয়া পরমধর্ম্মের শিক্ষা দান করেন। লীলাপুরুষোত্তম স্বরাট্ পরাৎপর তত্ত্বই একমাত্র পুরুষ, আর সমস্তই প্রকৃতি বা শক্তি-তত্ত্ব অর্থাৎ আশ্রয়জাতীয় সেবক সম্প্রদায়।
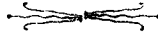
বর্ষশেষে

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ তাঁহার অনুগত সেবকগণের এবং সুকৃতিশালী ব্যক্তি-মাত্রেরই আত্যন্তিক কল্যাণ-বিধানে বৃহদ্‌মৃদঙ্গরূপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমভক্তির বাণী অনুশীলন ও বিস্তারের জন্য যে একমাত্র-মাসিক পত্রিকা 'শ্রীচৈতন্যবাণী' প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার অদ্য শুভ সপ্তত্রিংশবর্ষ পূর্ত্তিদিবস। সর্ব্বাগ্রে আমরা পরম করুণাময় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মে, শিক্ষা-গুরু সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকা-চার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে এবং গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ তাঁহা-দের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁহার নিজজনের কৃপাব্যতীত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অভিন্ন শ্রীচৈতন্যবাণী অনুশীলন ও প্রচার-সেবা কখনও সম্ভব নহে।

তাঁহাদের কৃপাশীর্ব্বাদে 'পরমারাধ্য শ্রীল গুরু-দেবের পূতচরিত্র ও শিক্ষা', 'শ্রীগৌরপার্ষদচরিতাবলী', 'শ্রীপৌরাণিক-চরিতাবলী' প্রথমে ধারাবাহিকভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায়, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ পুনঃ পুনঃ বিদেশে প্রচারে প্রেরণা দিলে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের অবর্ত্তমানে, শিক্ষাগুরু পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে অযোগ্য হইয়াও বিদেশে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনের যত্ন করিয়াছি। গুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা শুনিয়া বিদেশী ভক্তগণের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখিয়া তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে প্রথমে বাংলাভাষায় 'গুরুতত্ত্ব' গুরুবর্গের উপদেশ উদ্ধৃতি করতঃ লিখিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রি-কায় প্রকাশ করা হইয়াছে। উহার ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ করা হইয়াছে এবং লেখার কিছু অংশ বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

'শ্রীচৈতন্যবাণী' প্রচার ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে—পত্রিকার গ্রাহকগণ ইহা অবগত আছেন। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার মহা-রাষ্ট্রে ও গুজরাটেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

শাস্ত্র শ্রবণ মঙ্গলদায়ক। শাস্ত্র শব্দের অর্থ শাসন; শাস্ত্র শাসন করিয়া ত্রাণ করেন। শাস্ত্রের মধ্যে ভাগবত শ্রবণ পরমমঙ্গলদায়ক, তাহা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি নিজে আচরণমুখে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও 'ভাগবত'কে প্রমাণশিরোমনিরূপে নির্দ্দেশ করতঃ উহা শ্রবণের জন্য উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তমজন মহাভাগবতশিরোমনিদ্বয়—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের উপদেশসমূহ শ্রীচৈতন্যবাণী-পত্রিকার প্রথমেই সংযোজিত হয়, সম্প্রতি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকটকালে প্রকাশিত 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে'র প্রবন্ধসমূহও প্রকাশিত হইতেছে। শুদ্ধভক্তগণ লিখিত শব্দব্রহ্মের অনুশীলনের সুযোগ লাভ করিয়া 'শ্রীচৈতন্য-বাণী'র ভাগ্যবান্ গ্রাহকগণ স্বয়ং অনুশীলন এবং অপরকেও অনুশীলনের সুযোগ প্রদান করতঃ স্ব-পর কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বর্ষশেষে আমি তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হউন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগামী ২২ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ শনিবার হইতে ২৭ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ২১ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ শুক্রবার পরিক্রমার অধিবাসদিবস সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবশ্যই পৌঁছিবেন।

২৮ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস সহযোগে সম্পন্ন হইবে। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে।

২৯ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ শনিবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অফিসে প্রথমে নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া ব্যাজ লইবেন।

সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের নামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) পিন্ ৭৪১৩১৩ এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরক্ষক নারায়ণ, মঠ-রক্ষক
২৯।১।১৯৯৮

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (নোটিশ)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ২৮ ফাল্গুন (১৪০৪), ১৩ মার্চ্চ (১৯৯৮) শুক্রবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

—ঃ কার্য্য-তালিকা ঃ—

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানের গতবৎসরের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসরের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৬-৯৭ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব যাহা হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তী ১৯৯৮-৯৯ সালের জন্য হিসাব-পরীক্ষক (Auditor) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসরব্যাপী গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যক-বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান।

(৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
২৯ জানুয়ারী, ১৯৯৮

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী, অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক

বিরহ-সংবাদ

শ্রীঅনুত্তমদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীঅনিল প্রভু), শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গুয়াহাটী ঃ—

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভি-ষিক্ত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীঅনুত্তমদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীঅনিল চন্দ্র দেবনাথ) ন্যূনাধিক ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আসাম প্রদেশের গুয়াহাটী সহরের পল্টনবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ১৮ কার্ত্তিক (১৪০৪); ৪ নভেম্বর (১৯৯৭) মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় শুক্লা চতুর্থী তিথিতে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হন। গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ মঠের সাধুগণ ও কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত সমভিব্যাহারে স্থানীয় ভূতনাথ

শ্মশানে যথাবিহিতভাবে সংকীর্ত্তন-সহযোগে তাঁহার দাহকৃত্য সম্পন্ন করেন। দাহকৃত্যের পূর্ব্বে মঠ হইতে লইয়া যাইবার সময় তাঁহাতে ঠাকুরের প্রসাদী-মালা, চরণামৃত ও চরণতুলসী অর্পিত এবং শ্মশানে আনীত হইলে স্নান, তিলক, নববস্ত্র-পরিধানাদি কার্য্য যথাবিধি সম্পাদিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব গোয়ালপাড়া মঠে অবস্থানকালে গুয়াহাটী হইতে দূরভাষযোগে অনিলপ্রভুর স্বধাম-প্রাপ্তির সংবাদে বিশেষভাবে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়।

২৯ কার্ত্তিক, ১৫ নভেম্বর শনিবার মধ্যাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং বৈষ্ণবগণের উপস্থিতিতে গুয়াহাটী শ্রীমঠে অনিল প্রভুর বিরহ-উৎসব সম্পন্ন হয়। রাত্রিতে বিরহ-সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করেন। অনিল প্রভুর গো-সেবায় বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। তিনি স্নিগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। কাহারও প্রতি কখনও রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল আসামের নওগাঁ জেলায় হয়বরগাঁওএ। তাঁহার পিতৃদেবের নাম ছিল স্বধাম-গত শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। "রায় ফার্ম্মেসী" নামে তাঁহাদের ঔষধের দোকান ছিল। দেবনাথপদবীযুক্ত বাংলাভাষী ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশের বৈষ্ণবধর্ম্মে স্বাভাবিক প্রীতি দৃষ্ট হয়। এইজন্য অনিল প্রভুর পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংস্কার ছিল। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তিনি তাঁহার মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন। তিনি শ্রীল গুরুদেবের নিকট গুয়াহাটী মঠে ১৯৬৭ সালে ১৪ মার্চ্চ হরিনাম প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তিকালে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণের পর তাঁহার নাম হয় অনুত্তম দাস, কিন্তু মঠের বৈষ্ণবগণ সকলেই তাঁহাকে 'অনিল প্রভু' বলিয়া ডাকিতেন।

তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে গুয়াহাটী মঠের একজন পুরাতন নিষ্ঠাবান্ সেবকের অভাব হইল। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ, বিশেষতো গুয়াহাটী মঠের ভক্তগণ তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীবীরেন্দ্র কুমার দেব (শ্রীবীরচন্দ্র দাসাধিকারী), গুয়াহাটী (আসাম) ঃ—

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীবীরচন্দ্র দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীবীরেন্দ্র কুমার দেব) পঁচাত্তর বৎসর বয়সে আসামপ্রদেশস্থ গুয়াহাটী সহরে গত ৩০ অগ্রহায়ণ (১৪০৪), ১৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার শেষরাত্রি ৪-৩০ ঘটিকায় কৃষ্ণাতৃতীয়া তিথিতে স্বধাম প্রাপ্ত হন। তিনি অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসাধীন ছিলেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতৃদেবের নাম স্বধামগত শ্রীবসন্ত কুমার দেব। তিনি গুয়াহাটী সহর-পল্টনবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রী-বিগ্রহ দর্শন করিতে ও হরিকথা শুনিতে আসিতেন। ক্রমশঃ তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি ইং ১৯৬৬ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারী ৪৩ বৎসর বয়সে শ্রীহরিনামাশ্রিত হন। পরবর্ত্তিকালে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের পর শ্রীবীরচন্দ্র দাসাধিকারী নাম প্রাপ্ত হন। কিন্তু মঠের ভক্তগণের নিকট তিনি বীরেনবাবু নামেই পরিচিত ছিলেন। নাম-মন্ত্র গ্রহণকালে তিনি গুয়া-হাটী সহরে আটগাঁওয়ে অবস্থান করিতেন, পরে তিনি উলুবেড়িয়াতে আসিয়া থাকেন। তিনি স্নিগ্ধ সেবা-পরায়ণ নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন, নিয়মিতভাবে মঠে আসিয়া হরিকথা শুনিতেন, মঠের সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং বিবিধভাবে মঠের সেবার জন্য যত্ন করিতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি অধিকাংশ সময় মঠেই অবস্থান করিতেন এবং নিষ্ঠার সহিত মাসিক চাঁদা সংগ্রহ ও উৎসবাদিকালে ভিক্ষা সংগ্রহে যত্ন করিতেন। তিনি গৃহস্থ হইলেও ত্যক্তাশ্রমী-মঠসেবকের ন্যায় মঠের সেবার জন্য সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের ভক্তগণ, বিশেষতো গুয়াহাটী মঠের সাধুগণ ও গৃহস্থ ভক্তগণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও বিরহ-সন্তপ্ত।

তাঁহার পুত্রগণ সামাজিক প্রথানুসারে পিতৃশ্রাদ্ধ

সম্পন্ন করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সাধু-বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ২৯ ডিসেম্বর শ্রীমঠে বিরহ-উৎসব এবং মহাপ্রসাদের দ্বারা তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য বৈষ্ণববিধানানুসারে সম্পাদিত হয়।

মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ও ভারতব্যাপী শাখামঠসমূহে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীদামোদরব্রত, শ্রীঅন্নকূট ও শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব-উৎসব

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে এবং শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, হেড-অফিস কলিকাতামঠে ও ভারতব্যাপী শাখামঠসমূহে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব [২৯ শ্রাবণ (১৪০৪), ১৪ আগষ্ট (১৯৯৭) বৃহস্পতিবার হইতে ১ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত]; শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব (৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট সোমবার ও পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব); শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব (২৪ ভাদ্র, ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার), শ্রীদামোদরব্রত (২৫ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর রবিবার একাদশী হইতে ২৫ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত); শ্রীঅন্নকূট উৎসব (১৫ কার্ত্তিক, ১ নভেম্বর শনিবার), শ্রীমঠপ্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা (২৫ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার এবং পরদিবস মহোৎসব) নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে তত্তৎমঠের মঠরক্ষক ও সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায়।

কলিকাতাস্থ হেডঅফিস শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা হইতে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব পর্য্যন্ত বিদ্যুচ্চালিত চিত্তাকর্ষক ভগবদ্-লীলোদ্দীপক-প্রদর্শনী—সেবক শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন (উত্তরপ্রদেশ) ঃ— শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনী ও বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান।

শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী ও শ্রীবাসুদেব দাস বাতানুকূল ও স্লিপার কোচে পূর্ব্বাএক্সপ্রেস-যোগে কলিকাতা হইতে ২৫ শ্রাবণ, ১০ আগষ্ট রবিবার যাত্রা করতঃ পরদিন পূর্ব্বাহ্ন ৮-১৫ ঘটিকায় নিউদিল্লী ষ্টেশনে পেঁছিয়া পাহাড়গঞ্জস্থ মঠে শুভপদার্পণ করেন। আগরতলা (ত্রিপুরা)-র মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্তদ্বয়—শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীজ্ঞানচন্দ্র দেবনাথ) ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী (শ্রীকানাইলাল সাহা) রাজধানী এক্সপ্রেসে ১১ আগষ্ট সোমবার বেলা ১১-৩০টায় আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব দিবসদ্বয় শ্রীমঠে রাত্রিতে এবং চূণামণ্ডীস্থিত শ্রীসুভাষ চান্দ কোহলির গৃহে একদিন অপরাহ্নে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব উপরিউক্ত নয়মূর্ত্তি এবং শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারিসহ শ্রীবালকিষণজী আগরওয়াল ও শ্রীমহাবীরপ্রসাদ আগরওয়ালের প্রদত্ত দুইটী মারুতি মোটরগাড়িতে ১৩ আগষ্ট বুধবার প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় শ্রীবৃন্দাবনধামে মথুরারোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীঝুলন-

যাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য উপনীত হন। এইবার বৃন্দাবনে বর্ষণ হওয়ায় অধিক গরম অনুভূত হয় নাই। একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস-ব্যাপী শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীঝুলনোৎসবে ও শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী দর্শনে বহু দর্শনার্থী আসেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিবৎসরের ন্যায় এই বৎসরও বহু শত ভক্তের সমাবেশ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ সংকীর্ত্তনভবনে অপরাহ্নকালীন বিশেষ ধর্ম্মসভায় এবং কোন কোন দিন প্রাতের অধিবেশনেও ভাষণ প্রদান করেন। ৩০ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট শুক্রবার শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব তিথিবাসরে শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীমঠ হইতে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় বাহির হইয়া শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে শ্রীল রূপগোস্বামীর সমাধিমন্দির ও ভজনস্থলীতে উপনীত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করেন। শ্রীল রূপগোস্বামীর পাদপদ্ম সন্নিধানে বৈষ্ণবগণ অবস্থান করিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীল রূপগোস্বামীর কৃপা প্রার্থনার জন্য শ্রীল নরোত্তমঠাকুর-রচিত 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ.........' ও 'যে আনিল প্রেমধন.........কীর্ত্তন করেন। শ্রীল রূপগোস্বামীর পূতচরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব কিছু বলিতে আরম্ভ করিলে বর্ষণ আরম্ভ হওয়ায় অধিক সময় খোলা স্থানে অবস্থান সম্ভব না হওয়ায় সকলকে রাধাদামোদর মন্দিরে আসিয়া আশ্রয় লইতে হয়। শ্রীরাধাদামোদরজীউ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সেবিত শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা দর্শনান্তে বর্ষা প্রশমিত হইলে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন সহযোগে নিকটবর্ত্তী শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর মন্দিরে আসেন। শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরের মধ্যাহ্ন-আরতি দর্শনে সকলের সৌভাগ্য হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর কৃপাপ্রার্থনামূলে বৈষ্ণব-মহিমা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীল আচার্য্যদেব ও ভক্তগণ বেলা ১১টায় মঠে ফিরিয়া আসেন। উক্তদিবস অপরাহ্নকালীন অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীরূপশিক্ষা' বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনামুখে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

১৬ আগষ্ট শনিবার শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীরূপসনাতন গৌড়ীয় মঠের পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতিসহ মোটরযানযোগে তথায় উপনীত হইয়া ভাষণ প্রদান করেন। পূজনীয় মহারাজের ইচ্ছায় তথায় সকলে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

১লা ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট সোমবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব-পূর্ণিমাতিথিতে বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনাম ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। অপরাহ্নকালীন বিশেষ সভায় শ্রীবলদেবের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীবলদেবতত্ত্ব' ও তাঁহার লীলা-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। পরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীমদনমোহনদাস বাবাজী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ পর্য্যটক মহারাজ, পূজারী শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারঞ্জন ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎপ্রসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজবিহারী দাস, শ্রীদয়াল দাস, শ্রীমহীকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীঅজিতমুকুন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধোক্ষজদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিজয় দাস প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রযত্নে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, বৃন্দাবন (উত্তরপ্রদেশ) ঃ—

শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ও মহোৎসব ৩২ শ্রাবণ, ১৭ আগষ্ট রবিবার মঠরক্ষক শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীর মুখ্য সেবা-প্রচেষ্টায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ ১৭ আগষ্ট রবিবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৮-৩০টায় বাহির হইয়া প্রথমে কালিয়দহস্থিত শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সমাধিমন্দিরে আসিয়া উপনীত হন। সমাধিমন্দির পরিক্রমণান্তে মূল সমাধির সন্নিধানে বৈষ্ণবকৃপা-প্রার্থনামূলক গীতি কীর্ত্তিত হয়।

তথায় দণ্ডবৎ প্রণতিজ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীল আচার্য্যদেব ও ভক্তগণ ক্রমশঃ শ্রীরাধামদনমোহন-মন্দির ও পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজের ভজনকুটীর দর্শনান্তে শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে উপনীত হইয়া শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। পূর্ব্বাহ্ণকালীন ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। এতদ্ব্যতীত উৎসবে যোগদান করিয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ মাধব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যমৃত অবধূত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ। মাধ্যাহ্নিক ভোগারতির পর কএকশত ভক্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দিরের আনুকূল্যকারী কলিকাতানিবাসী স্বধামগত শ্রীমাখনচন্দ্র পাল মহোদয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশঙ্কর পাল ও তৃতীয় পুত্র শ্রীস্বপন পাল (শ্রীচন্দন পাল) এবৎসর ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বহু অর্থব্যয়ে চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মঠটি বৈদ্যুতিক আলো-দ্বারা সজ্জিত করা হয়। বহু দর্শনার্থী দর্শনের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। মহোৎসবে মুখ্য আনুকূল্যবিধান তাঁহারাই করিয়াছেন। স্বধামগত পিতার পদাঙ্কানুসরণে পুত্রগণের মধ্যে বৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের সেবার জন্য আন্তরিকতার সহিত প্রচেষ্টা দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ প্রসন্ন হন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ তাঁহাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

মঠরক্ষক শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম দাস ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীসমর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদুর্দ্দৈবমোচনদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্যামানন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সেবা-প্রযত্নে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চণ্ডীগড়—মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসবকালে উৎসবে ও বিদ্যুৎচালিত শ্রীভগবৎলীলা প্রদর্শনী দর্শনে অগণিত নরনারীর সমাবেশ হয়। সমস্ত মঠটী বিচিত্র বিদ্যুৎ আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, গুয়াহাটী, (আসাম):—মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির, আগরতলা (ত্রিপুরা):—মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ—শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসবে এবং বহু স্টলে সুসজ্জিত ভগবদ্লীলা-প্রদর্শনী দর্শনে সহস্র সহস্র নরনারীর ভীড় হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর (নদীয়া):—মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম):—মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ)—মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ (আসাম)—মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ—শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসবে এবং শ্রীভগবদ্লীলা-প্রদর্শনী দর্শনে বহু নরনারী যোগদান করেন।

জম্মু, হিমাচলপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের জম্মু-সহরনিবাসী, হিমাচলপ্রদেশের উনানিবাসী ও সন্তোষগড়নিবাসী এবং পাঞ্জাব রাজ্যের রাজপুরা ও পাতিয়ালানিবাসী ভক্তগণের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারকবৃন্দসহ বিগত ২৬ ভাদ্র (১৪০৪), ১২ সেপ্টেম্বর (১৯৯৭) শুক্রবার কলিকাতা-হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকায় হিমগিরি এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া ১৪ সেপ্টেম্বর রবিবার ১১ ঘণ্টা বিলম্বে রাত্রি ১২টায় জম্মু তাওয়াই রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। গাড়ী অস্বাভাবিক বিলম্বে পৌঁছিলেও ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় লুধিয়ানা, জলন্ধর ও চাকিবাঙ্ক ষ্টেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণের দর্শনে আসিয়াছিলেন। উক্তদিবস দ্বাদশী হওয়ায় চণ্ডীগড় হইতে শ্রীঅভয়চরণ দাস, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশুকদেব ব্রহ্মচারী প্রাতঃ ৫-৩০টায় পৌঁছিয়া প্রায় ১১ ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। গাড়ী পৌঁছিতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ায় তাঁহারা স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তের গৃহে যাইয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি তৈয়ারী করিয়া আনিয়া সাধুগণের সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজপুরা হইতে শ্রীরঘুনাথ সাল্‌ডি প্রভুও আম্বালাক্যাণ্ট ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য, কিন্তু গাড়ীর বিলম্ব দেখিয়া ফিরিয়া যান।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারানুকূল্যের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপুণ্যশ্লোক দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনাতন দাসাধিকারী (ডাঃ সরোজ সেন), শ্রীযশোদানন্দন দাস ব্রহ্মচারী (যোগেশ) ও শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী।

জম্মু ঃ—[অবস্থিতি—২৮ ভাদ্র, ১৪ সেপ্টেম্বর রবিবার হইতে ৩ আশ্বিন, ২০ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত]—জম্মু-শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সভার পক্ষ হইতে অষ্টাদশ বার্ষিক হরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলন। জম্মু-সহরে প্রসিদ্ধ শ্রীরঘুনাথ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী 'আগরওয়াল সভা-ভবনে' সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। পাঠানকোট, জলন্ধর, ভাটিণ্ডা প্রভৃতি পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়াছিলেন।

২৯ ভাদ্র, ১৫ সেপ্টেম্বর সোমবার শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুভাবির্ভাববাসরে মধ্যাহ্নে আগরওয়াল-ভবনে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ তিথি উপলক্ষে ও উক্ত দিবস পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ যোগ থাকায় আগরওয়াল-ভবনে রাত্রি ১০টা ৩৫ মিঃ হইতে শেষরাত্রি ২টা পর্য্যন্ত হরিসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়, বাহিরের বহু ভক্তও উক্ত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

স্থানীয় প্রসিদ্ধ শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে ১৫ সেপ্টেম্বর হইতে ২০ সেপ্টেম্বর প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভামণ্ডপে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। প্রত্যহ ভাষণান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণের অনুগমনে ভক্তগণ শ্রীরঘুনাথ মন্দির পরিক্রমা ও শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। ১৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকায় শ্রীরঘুনাথ মন্দির হইতে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীরঘুনাথবাজার পরিভ্রমণান্তে মন্দিরে ফিরিয়া আসে। ২০ সেপ্টেম্বর শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। জম্মুর জলবায়ু ভাল হইলেও আগরওয়াল-ভবনের পরিবেশের দরুণ এইবার অনেকেই অসুস্থ অনুভব করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ মূর্ত্তি ২০ সেপ্টেম্বর ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

শ্রীস্বদেশ কুমার শর্ম্মা (শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী), শ্রীমদনলাল গুপ্তা (শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী), শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র (শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী), শ্রী-

জিতেন্দ্র মিশ্র (শ্রীজানকীনাথ দাস), শ্রীঅশোক কুমার গুপ্তা, শ্রীরবি শর্ম্মা (শ্রীরুক্মিনীকান্ত দাস), শ্রীশশী শর্ম্মা (শ্রীশুকদেব দাস), শ্রীসতীশ গুপ্তা, শ্রীনন্দ-কিশোর রায়না প্রভৃতি মঠাশ্রিত স্থানীয় গৃহস্থভক্ত-গণের সেবাপ্রযত্নে জম্মুতে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ঊনা (হিমাচলপ্রদেশ) ঃ— [অবস্থিতি—৪ আশ্বিন, ২১ সেপ্টেম্বর রবিবার হইতে ৭ আশ্বিন, ২৪ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত]

স্থানীয় পৌরসঙ্ঘের বিশ্রাম-ভবনে সাধুগণের ও গৃহস্থ ভক্তগণের অবস্থানের সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা হইতে আগত ১২ মূর্ত্তি এবং তদতিরিক্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকিঙ্কর হরিজন মহারাজ, শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাজারামজী, লুধি-য়ানার সস্ত্রীক শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু, পাঠানকোটের শ্রীনদীয়াবিহারী দাস, শ্রীকেশব দাস ও শ্রীশ্যামসুন্দর দাস সমভিব্যাহারে ৩টি টাটা সোমো গাড়ীতে জম্মু হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৮-২৫ মিঃ-এ রওনা হইয়া বেলা ২-৩০টায় হিমাচলপ্রদেশের অন্তর্গত ঊনাতে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। স্থানীয় মেনবাজারস্থ শ্রীগীতা মন্দিরে বিরাট সভামণ্ডপে রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিনাম সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমতা স্থাপনমুখে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজও প্রথমদিন হরি-কথা বলেন। ২২ সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীগীতামন্দির হইতে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় ফিরিয়া আসে। চণ্ডীগড় হইতে শ্রীধরমপাল সেখরী (শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী) রিজার্ভবাসে ভক্তগণসহ ঊনাতে পৌঁছিয়া সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। পরদিন পৌরসঙ্ঘের বিশ্রামভবনে মহোৎসবে বহু ভক্তকে বিচিত্র মহা-প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। রন্ধনসেবা সম্পাদন করেন মুখ্যভাবে শ্রীবাবুলাল, শ্রীপ্রেম সেখরী ও শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী। রোপরের শ্রীযোগ-রাজ সেখরী ও তাঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীহরিদাস ও শ্রীপুরু-ষোত্তম দাস উনার ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। ঊনা সহরের মঠাশ্রিত দীক্ষিত গৃহস্থভক্ত এড্‌ভোকেট শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ সেখরী মুখ্যভাবে চৈতন্যবাণী প্রচারানুকূল্য করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। ২৫ সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল আচার্য্য-দেব সাধুগণসহ শ্রীরাজেন্দ্র সেখ্‌রির গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

সন্তোষগড় (হিমাচলপ্রদেশ) ঃ— সন্তোষগড় টাউননিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীশ্যামলাল পুরীর বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ ২৪ সেপ্টেম্বর কএকটি মোটরযান ও একটি রিজার্ভ বাসযোগে পূর্ব্বাহ্ণ ৯-২৫ মিঃ-এ রওনা হইয়া বেলা ১০টায় সন্তোষগড়ে উপনীত হন। সন্তোষগড় সহরের প্রবেশ হইতে ভক্তগণ নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরবর্ত্তী শ্রীশ্যামলাল পুরীর বাসভবনে আসিয়া পৌঁছেন। গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত ধর্ম্মসভায় ধ্রুব-চরিত্র ও বাল্মিকী মুনির প্রসঙ্গ উত্থাপন করতঃ হরিনাম সংকীর্ত্তনের মহিমা বর্ণন-মুখে ভাষণ প্রদান করেন। তথায় দ্বিপ্রহরে মহোৎ-সবে বহুশত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা তৃপ্ত করা হয়। সাধুগণের প্রসাদ পাইবার বিশেষ ব্যবস্থা গৃহাভ্যন্তরে হইয়াছিল। তথা হইতে ঊনা প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণসহ মঠা-শ্রিত গৃহস্থ ভক্তদ্বয়—শ্রীনরদেব কৌশল ও শ্রীবিজয় চাব্বার গৃহে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীযোগ-রাজ সেখরী, তাঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীহরিদাদ ও শ্রীপুরু-ষোত্তম দাস ও শ্রীশ্যামলাল পুরী ও তাঁহাদের পরি-জনবর্গের সেবাপ্রচেষ্টায় চৈতন্যবাণী প্রচার সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

রাজপুরা (পাঞ্জাব) ঃ—[অবস্থিতি—৮ আশ্বিন, ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ আশ্বিন, ৩০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত]

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী সাধু ও গৃহস্থ ভক্ত-

গণ সমভিব্যাহারে রিজার্ভবাসে উনা হইতে ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ২-৪৫ ঘটিকায় রওনা হইয়া পাঞ্জাব প্রদেশের রোপর জেলার নুহন কলোনীস্থ শ্রীহরি মন্দিরে অপরাহ্ন ৪-১০ মিঃ-এ আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীনারায়ণ মণ্ডল তাঁহার পুত্র শ্রীগোবিন্দ দাসের জন্মতিথি উপলক্ষে তথায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। হরিসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব ও পূজনীয় বৈষ্ণবগণ গোবিন্দ দাসকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। সমুপস্থিত শতাধিক ভক্তগণকে মিষ্ট প্রসাদাদি দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। তৎপরে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীঅশ্বিনী শর্ম্মার প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তাঁহার গৃহেও শুভপদার্পণ করেন। শ্রীঅশ্বিনী শর্ম্মা সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীল আচার্য্যদেবের ও পূজনীয় বৈষ্ণবগণের আরতি বিধান করেন। সন্ধ্যা ৬টায় তথা হইতে চলিয়া রাজপুরায় রাত্রি ৯ ঘটিকায় শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা মন্দিরে সকলে আসিয়া উপনীত হইলে ধর্ম্মসম্মেলনের উদ্যোক্তা শ্রীরঘুনাথ সাল্‌দি প্রভু অন্যান্য ভক্তগণের সহিত পুষ্পমাল্যাদি সহযোগে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হইতে ২৯ সেপ্টেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ৭-৩০টা হইতে ৯-৩০টা পর্য্যন্ত শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে ও রাত্রিতে শ্রীসনাতন-ধর্ম্ম মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজও একদিন ভাষণ দেন। ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার একাদশী তিথিবাসরে শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির হইতে অপরাহ্ন ৩-৩০টায় বাহির হইয়া মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। চণ্ডীগড় হইতে ভক্তগণ রিজার্ভ বাস-যোগে রাজপুরা সহরে উপনীত হইয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দেন। চণ্ডীগড়ের ভক্তগণ রাত্রির সভাতেও হরিকথা শ্রবণান্তে প্রসাদ সেবনের পর চণ্ডীগড়ে ফিরিয়া যান। ২৮ সেপ্টেম্বর রবিবার মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

'ধার্ম্মিক সেবা সমিতি'র ('যুবক সমিতি'র), দূর্গামন্দিরের সন্নিকটে শ্রীচন্দ্রসেখরজীর, শ্রীগণেশ-মন্দির হইতে, শ্রীকিষণচাঁন্দ উতরেজার ও শ্রীকস্তুরী-লাল সিংলার আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরি-কথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীরঘুনাথ সাল্‌দি প্রভু, তাঁহার পুত্রত্রয়—শ্রীকুল-দীপ, শ্রীযশোবন্তরায় ও শ্রীবলরাম, শ্রীকস্তুরীলাল সিংলা, শ্রীকিষণলাল উতরেজা প্রভৃতি স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টায় বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন সুন্দর-রূপে সম্পন্ন হয়।

পাতিয়ালা (পাঞ্জাব)ঃ— পাতিয়ালা-ত্রিপড়ী-টাউননিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীভগবানদাস পাহ্‌জার আমন্ত্রণে এবং তাঁহার ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘের সাধু ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে রাজপুরা সহর হইতে রিজার্ভ বাসযোগে পূর্ব্বাহ্ন ৯-১৫টায় যাত্রা করতঃ ত্রিপড়ী টাউনের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পেঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। উক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ ভক্তগণ নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে স্থানীয় শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে আসিয়া উপ-নীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নিবাসস্থান শ্রীভগ-বানদাস পাহ্‌জার গৃহে ('পাহ্‌জা নিবাসের') দ্বিতলে ও অন্যান্য সকলে শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরের অতিথি-ভবনের দ্বিতলে ব্যবস্থাপিত হয়। শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে সংকীর্ত্তনভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক হিন্দী ভজনকীর্ত্তন ও শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে সমুপস্থিত নরনারীগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। পাতিয়ালা হইতে সকলে সন্ধ্যা ৬টায় রাজপুরায় ফিরিয়া রাত্রি ৮ ঘটিকায় রিজার্ভ বাসযোগে রওনা হইয়া উক্তদিবস রাত্রি ৯ ঘটিকায় চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া পেঁছেন।

শ্রীভগবানদাস পাহ্‌জা ও তাঁহার পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের ও সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়া-ছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহা-

রাজ ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী কাল্‌কা-দিল্লী হাওড়া মেলযোগে দিল্লী পৌঁছিয়া বগী পরিবর্ত্তন করিয়া বাতানুকূল গাড়ীতে উঠিয়া পরদিন ৩ অক্টোবর প্রাতঃ ৭-৪৫টায় হাওড়া ষ্টেশনে পেঁাছেন। চণ্ডীগড় হইতে ভীড়ের দরুণ গাড়ীতে উঠিতে অসুবিধা হইয়াছিল। পার্টির অন্যান্য সকলে উক্তদিবস (১লা অক্টোবর) আম্বালাক্যাণ্ট হইয়া অমৃতসর মেলে কলিকাতা যাত্রা করেন।

মহিষী-হরণ লীলা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

মহিষী-হরণ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশ অষ্ট-ত্রিংশ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় যাদবগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইলে এবং রামকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশানুসারে একমাত্র ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন সেইসকল স্বামীহীনা মহিষীগণকে লইয়া আসিতেছিলেন। পথে গোপ দস্যুগণ স্বামী-হীনা স্ত্রীগণকে অর্জ্জুন লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া দস্যুগণের বড়ই লোভ উপস্থিত হইল। তখন অত্যন্ত পাপাচারী লোভোপহতচেতা ও অত্যন্ত দুর্ম্মদ গোপ-দস্যুগণ সকলে মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিয়া মহিষী-গণকে হরণ করিল, ইহা বর্ণিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের স্বরূপ জানিতে হইলে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচিত হওয়া প্রয়ো-জন। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব অংশী—কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।২৫৩

শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষ্ণুতত্ত্বের এবং বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি তত্ত্ব, তাহা হইতেই সকল অংশ প্রকাশিত হই-য়াছে, তিনি পূর্ণ কিশোর বয়াঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সকলের প্রভু এবং সকল বস্তুর বা শক্তির আশ্রয়। তিনিই অদ্বয়তত্ত্ব ব্রহ্ম।

"বদন্তি তত্ত্ববিস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

—ভাঃ ১।২।১১

যাহা অদ্বয়জ্ঞান তাহাকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন ; সেই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ ত্রিবিধরূপে কথিত হন। ইহার মধ্যে প্রথম ব্রহ্মতত্ত্ব হইল পরতত্ত্বের সর্ব্ববিধ শক্ত্যাদির অনভিব্যক্তি (বিকাশরহিত) নির্ব্বিশেষ অবস্থা ; ব্রহ্মের মধ্যে শক্ত্যাদি হইল ন্যূনতম বিকাশ ; শক্ত্যা-দির সর্ব্বোত্তম প্রকাশ তাহা যে তত্ত্বের মধ্যে শক্তির ন্যূনতম বিকাশ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে ব্রহ্ম এবং ভগবান্ অংশ ও অংশী-রূপে নিহিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মতত্ত্ব ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গতই একটি তত্ত্ব ; এই কারণে উপনিষদাদিতে বর্ণিত পুরুষোত্তম ভগবানের "তনুভা-জ্যোতি পূর্ণ-ভগবান্" শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্ছটা রূপেই বর্ণিত হইয়া থাকে।

"যদ্‌দ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশ বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥"

—চৈঃ চঃ আ ১।৫

ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষে প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥
আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেই গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥

—চৈঃ চঃ

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-258

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ

[১৪০৩ ফাল্গুন হইতে ১৪০৪ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৫১১

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

সপ্তত্রিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „

(৪) গীতাবলী „ „ „

(৫) গীতমালা „ „ „

(৬) জৈবধর্ম্ম „ „ „

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত „ „ „

(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি „ „ „

(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য „ „ „

(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা „ „ „ „

(২৫) দশাবতার „ „ „ „

(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত

(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road

Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

....

....

....

....

Pin..................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬